হজরত আয়েশা সিদ্দীকা

—:০:—

এ, এফ্, এম্, আবদুল মজীদ রুশ্‌দী এম্, এ (আলীগড়)
[এল্‌মুল কোর্‌আন, এল্‌মুল হাদীস ও এল্‌মুল কেরাতের সনদ প্রাপ্ত]
লাইব্রেরীয়ান, ইস্‌লামিয়া কলেজ, কলিকাতা।

সৈয়দ আবুল ফজল বি, এল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
পুরান নবাব বাড়ী, কুমিল্লা
১৯৪০

সোল এজেন্টস্ :—
হাজী মোহাম্মদ সাঈদ এণ্ড সনস্
২০, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য চারি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :—
শ্রীতারাপদ ব্যানার্জি
৬৬।১এ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা।

প্রিয়তমা লুৎফুন্‌-নাহার বেগমকে—

ভূমিকা

আদর্শ নারী ও আদর্শ পুরুষদের জীবন-চরিত, জীবন-কাহিনীতে জাতীয় ইতিহাসের বুনিয়াদ পত্তন হইয়া থাকে। সাধারণ মানব বাস করে বর্হিজগতে—মহামানব-মহামানবীরা বাস করেন মানুষের অন্তর্জগতে। যে সকল আদর্শ নর-নারী দুনিয়ার বুক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দুনিয়ার বুকে সমাজের অন্তর্জগতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সাধনায়, তাঁহাদের চিন্তা-ধারায় মানুষের সভ্যতা, এন্‌সানের তাহ্‌জীব গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের ত্যাগে, তাঁহাদের গৌরবে, তাঁহাদের মহিমায় মানুষের সমাজ, দেশও জগত উজ্জ্বল হইয়া গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত। ইতিহাস তাঁহাদেরই স্মরণ কাহিনী। ইতিহাস তাঁহাদের চিন্তার, তাঁহাদের মহিমার, তাঁহাদের আদর্শের ও হেদায়েতের, তাঁহাদের কর্ম্ম ও আখ্‌লাকের গতিকে বক্ষে লইয়া যুগে যুগে জাতীয় জীবনের সমাজ-ব্যবস্থার দিক ও উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

এইজন্য জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম রাখিয়া যুগে যুগে তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইলে—বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সংঘর্ষে ও মোকাবিলায় জাতীয়-মিল্লাত বজায় রাখিয়া তাহ্‌জীব ও তামাদ্দুনকে আবশ্যক মোতাবেক তাহাকে তবলিগের (পূর্ণতার) পথে লইয়া যাইতে হইলে গরীয়ান পুরুষ ও গরীয়সী মহিলাদের জীবনীসহ জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা দরকার হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মোস্‌লেম জাহান ও সমাজের গরীয়ান আদর্শ পুরুষ, আওলিয়া, আম্বিয়া, শাহেনশাহ্‌, সোলতান ও বাদ্‌শাহ্‌ সমাজ-হাদী, নেতা ও ওলামাদের জীবন-চরিত রচিত হইয়া ইতিহাসে জীবন কাহিনীর অভাব পূরণ হইতেছে; কিন্তু আদর্শ মহিলাদের জীবন চরিত রচিত হইয়া এখন তাঁহাদের জীবন-কাহিনীর অভাব সম্পূর্ণ রূপে পূরণ হয় নাই। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, কেবল আদর্শ পুরুষেরাই ইস্‌লাম-সভ্যতার মহান ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে গরীয়সী মহিলাদের হাত পড়ে নাই; যে সকল সোল্‌তানা ও সম্রাজ্ঞীরা ইতিহাসের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত শোভা পাইতেছেন—সমাজের সাধারণ দুনিয়াদারী জীবনে, সমাজের আন্তরিক ও নৈতিক (আখলাকী) জীবনে তাহাদের আদর্শ সঞ্চারিত হইতেছে না।

ছাত্র জীবনে অনেকবার কোর্‌আন শরীফ ও হাদীস শরীফ পড়িয়াছি। পড়িতে পড়িতে মনে আসিয়া পড়িত—আমাদের খায়রুল বাশার হজরত মোহাম্মদ মোস্‌তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হের আহ্‌লে বায়তে (পবিত্র পরিবারে) একজন গরীয়সী মহিলা

ছিলেন, তাঁহার জীবন আদর্শ ইস্‌লাম সভ্যতার ও মোস্‌লেম জাহানের সমাজ-জীবনে *সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে। এই গরীয়সী মহিলা, উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা* সিদ্দীকা। হাদীস গ্রন্থের এমন কোন ফাস্‌ল্ (পরিচ্ছেদ) নাই, যাহাতে তাঁহার রওয়ায়েত ও মতামতের উল্লেখ নাই। কোর্‌আন শরীফের বিশাল তাফ্‌সীর মধ্যেও তাহার মুখের কথার বরাত রহিয়া গিয়াছে। কোর্‌আন শরীফ তেলাওয়াত করিতে করিতে দেখিতে পাই—এই মহীয়সী মহিলার ওসীলায় কয়েকটি আয়াতও নাজেল হইয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহার মহত্ত্বের ও আদর্শের প্রতি ভক্তিতে ও মহব্বতে মন প্রাণ আপনাআপনি মুগ্ধ হইয়া যায়। তাই আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে তাঁহার আদর্শ জীবন-কাহিনী শুনিতে চাই।

ইসলামের ইতিহাসের দিক দিয়া, আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতদের মধ্যে দুইজনের নামই আমাদের মনে আসিয়া পড়ে—হজরত খাদীজা ও হজরত আয়েশা। ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে বিশেষ করিয়া নবুওতের প্রথম প্রভাতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) উম্মুল মোমেনীন হজরত খাদীজার নিকটই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার প্রেরণা, জীবন যাত্রায় তাঁহার উৎসাহ, বিপদে আপদে তাঁহার সান্ত্বনা ইস্‌লামে তাঁহার এক অতুলনীয় দান।

পৃথিবীতে একটি মহামন আর একটি মহামনকে খুঁজিতেছে—তাহার সাহায্যে বিশ্বে প্রকাশিত হইবার জন্য। একটি আদর্শ মন আর একটা আদর্শ মনকে তালাস করিতেছে, তাহাকে ব্যক্তিত্বের ভার দিয়া যাইবার জন্য। হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম এমন একটি মন পাইয়াছিলেন হজরত আয়েশার মধ্যে। আমরা সাধারণ মানুষ—মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ মহত্ত্ব আমাদের ধারণায় আসে না। যাহারা মহাপুরুষদের আস্‌হাব, অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁহারাও মহাপুরুষদের সম্পূর্ণকে দেখিতে পান না। একমাত্র যিনি মহাপুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী হন, তিনিই তাঁহার সম্পূর্ণকে দেখিতে পান। তিনি মহামনের মনের মানুষ হইয়া থাকেন, আবার মহাপুরুষও তাঁহার মনের মানুষকে পাইয়া থাকেন।* এইজন্য তিনিই মহাপুরুষের আদর্শকে দেশ ও কালে সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রসুলুল্লার প্রিয়তমা মহিষী—মনের অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং রসুলুল্লার এন্তেকালের পর প্রথম মোহাদ্দেস-

---

مصطفی آمد که سازد همدمی
کلمینی یا حمیرا کلمی

* (مولانا روم)

মহিলা। তাঁহার ২২১০ মৌলিক হাদীস পৃথিবীর বুকে না থাকিলে রাহ্‌মাতুললিল্-আলামীন, সেরাজুস্ সালেকীন, শাফীউল মোজ্‌নেবীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিতাম না। যিনি খায়রুল বাশার, সাদ্‌রুল আমীন সাইয়েদুল মোর্‌সালীন মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোজ্‌তাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হেস্-সালামকে মোস্‌লেম জাহানে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকেও পূর্ণরূপে জানিতে মানব জাতির সকলেরই প্রবল বাসনা জন্মিয়া থাকে।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এল্‌মুল হাদীস অধ্যয়ন কালে, উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার উল্লেখ প্রসঙ্গে, আদর্শ-মহিলা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক ডক্টর এ, এস, ট্রিটন ও ডক্টর ক্রেনকাউ সাহেবদের সঙ্গে অনেক সময় আমার তর্ক বিতর্ক হইত। তর্কের সময়ে মণীষী অধ্যাপকদ্বয় ইউরোপীয় অন্যান্য মণীষী পণ্ডিতদেরও মতামত হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জীবনী সম্বন্ধে আনিয়া ফেলিতেন। তাঁহাদের মতামত ও যুক্তির বিরুদ্ধে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মহত্বকে প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারিতাম না : কিন্তু তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা না করিয়াও থাকিতে পারিতাম না। তখন আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসার জানাব মাওলানা শাহ্ সাইয়েদ সোলায়মান আশ্‌রাফ সাহেবের আশ্রয় লইতাম। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে ইউরোপীয়দের মতামত বিচার করিয়া উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার আদর্শ জীবনের ছবি আমার চোখের সামনে আনিয়া দিতেন। তখন হইতেই উম্মুল-মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার আদর্শ জীবনী প্রকাশের প্রেরণা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

বাঙ্গালা ভাষাতে উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মোকাম্মেল (সম্পূর্ণ) জীবন-চরিত আজ পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই। 'মোস্লেম পঞ্চ-সতী,' সাহাবিয়া,' 'মুস্‌লিম বীরাঙ্গনা,' পুস্তকে মৌলবী মির্জা সোলতান আহ্‌মদ, মৌলবী তাস্‌লিমুদ্দীন আহ্‌মদ ও মৌলবী মুঈনুদ্দীন সাহেবান উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার আদর্শ জীবনের যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জীবন-জিজ্ঞাসার কথা বাড়িয়া উঠে, সেখানে হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তাই আমার এই প্রচেষ্টা।

বাঙ্গালাতে আরবী ভাষার তরজমা ও আরবী নাম ও শব্দাবলীর অনুলিখন এক মস্ত সমস্যা। এই সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত ও একটি নির্দ্দিষ্ট পথ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

অনুলিখন সম্বন্ধে যদি আমাদের সাহিত্যিকগণ একটি সরল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচলন করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার মোস্‌লেম সাহিত্যের পথ যে প্রশস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার এই জীবন-চরিত্রের ধারাবাহিকতার কতকটা ভঙ্গ হইয়াছে। উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জীবনের ১৫শ হিজ্‌রি হইতে ১৮শ হিজ্‌রির ঘটনা সমুহ পাওয়া যায় না। হিজ্‌রির ৩য় সাল-পূর্ব্বে তাঁহার আক্‌দ; মদীনায় হিজ্‌রির ২য় সালে তাঁহার রুস্‌মত হয়; হিজ্‌রির ১১শ সালে রসুলুল্লার এন্তেকাল হয়; হজরত আবুবকর এন্তেকাল হন হিজ্‌রির ১৩শ সালে; হজরত ওমর এন্তেকাল করেন হিজ্‌রির ২৩শ সালে; হিজ্‌রি ৫৮ সালে হজরত আয়েশা এন্তেকাল হন। এই গ্রন্থে হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ৭১ বৎসর বয়সের ঘটনা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরপর প্রিয় স্বামী রসুলুল্লার ও স্নেহময় পিতা হজরত আবুবকরের মৃত্যুতে তিনি মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বাহির জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যানে ও এবাদতে এই ৪ বৎসর (১৫ হিঃ—১৮ হিঃ) কাটাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেই কারণে ঐ সময়ের পূর্ব্ব ও পরের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্যের কিঞ্চিৎ অমিল থাকিয়া যায়। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভুল থাকিতে পারে তাহা আমি নিজেই উপলব্ধি করিতেছি। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ অনুগ্রহ পুর্ব্বক এই সম্বন্ধে জানাইলে নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসার মাওলানা শাহ্‌ সাইয়েদ সোলায়মান আশ্‌রাফ সাহেবের মোবারক নাম পুনর্ব্বার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তাঁহার নিকটেই এই গ্রন্থ-রচনার অনেক তথ্য-উপাদান, মাল-মসলা পাইয়াছি। তাঁহার ঋণের পরিমাণ এতই বেশী যে তাহা আমার পরিশোধের আর আশা নাই। এই গ্রন্থখানি প্রেসে দিবার ৪ মাস পূর্ব্বেই তিনি এন্তেকাল করিয়া যান। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জীবনী হাতে পাইলে তাঁহার খুশীতে আমার মনের ভার লাঘব হইত। (ইন্না লিল্লাহে ওইন্না ইলায়হে রাজেঊন)।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَاسْتَاذَنَا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَکَ دَارَ السَّلَام

মাওলানা সাহেবের এন্তেকালের পর রোগ-শয্যায় থাকিয়া আমার ওয়ালেদ কেবলা মওলবী আবদুল গাফুর সাহেব এই পাণ্ডুলিপির আমূল রচনা লইয়া ইহার নানা মাসায়েল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং মাসায়েলের তার্‌কীব ও তার্‌তীব বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ মতে মাসায়েল গুলি সাজাইয়া লিখিয়াছি। এই

গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডের কতিপয় অধ্যায় ছাপা হওয়ার পরেই (১৩৪৬ বাঙ্গালা সনের ২২শে আশ্বিন মোতাবেক ২৫শে শা বান ১৩৫৮ হিঃ=৯ই অক্টোবর ১৯৩৯ ইঃ সন সোমবার বেলা ১২টার সময়) তিনি জান্নাত বাসী হইবার জন্য চলিয়া যান। মরহুম মাওলানা সাহেবের ন্যায় জানাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিকে ছাপান দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ইন্না লিল্লাহে ওইন্না ইলায়হে রাজেউন।

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا

বস্তুতঃ এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে যে যে গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার তালিকা এই গ্রন্থের শেষ ভাগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত শ্রদ্ধেয় আব্বাজান জানাব মওলবী সৈয়দ আবদুল জাব্বার সাহেব কেবলা, শ্রদ্ধেয় প্রফেসার জানাব আবদুল মজীদ সাহেব এম্, বি, এল, আমার দোস্ত জানাব প্রফেসার মোহাম্মদ মীর জাহান সাহেব এম, এ, জানাব বেগম জোহ্রা আবদুল্লা সাহেবা (কুমিল্লা), প্রফেসার তারক নাথ সেন এম, এ, সাহিত্যিক জানাব আবদুল বারী খান মজলিস সাহেব, (ঢাকা) প্রফেসার বিনয় ভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, যশোহরের জানাব সায়াদাত হোসাইন সাহেব বি, এ, জানাব মোহাম্মদ ইস্মাইল নূরানী সাহেব এম, এ (আলীগড়), ও মওলবী আবদুল খালেক সাহেবানগণ এই পাণ্ডু লিপির ভাষা সংশোধন করিয়া নানা উপদেশ দ্বারা আমাকে বাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ।

আমার বন্ধু প্রবর জানাব সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব বি, এল, এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির-ঋণী রহিলাম।

গবর্ণমেণ্ট ইস্লামিয়া কলেজ
কলিকাতা
হিঃ ১৩৫৮, ১০ই জীলহজ, ৭ই মাঘ
বাঃ ১৩৪৬, রবিবার।

ফিদ্দবী
আবুল ফজল মোহাম্মদ আবদুল মজীদ রুশ্দী

আঃ = 'আলায়হেস্ সালাম
ইঃ = ইমাম
হঃ = হজরত
সঃ = সাল্লাল্লাহু 'আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

সূচী-পত্র

প্রথম খণ্ড

(বাল্যকাল ও সংসার জীবন)

দ্বিতীয় খণ্ড
(কর্ম্ম জীবন)

তৃতীয় খণ্ড
(অন্তিম কাল)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الصلوة والسلام علي سيد المرسلين
وآله وازواجه واصحابه اجمعين،

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা

প্রথম অধ্যায়

নাম ও বংশ পরিচয়

আরব দেশের হেজাজ প্রদেশ বালুকাময় মরুভূমি। এই বিশাল প্রদেশে নদ-নদী নাই, ফলেভরা গাছ-গাছড়া নাই, তৃণময় প্রান্তর নাই, ফুলে-ভরা বাগ-বাগিচা নাই—আছে কেবল পাথরের পাহাড়, চারিদিকে ধুধূ বালুকারাশি। সাড়ে তেরশ' বছর আগে এই প্রদেশের এক মরুপ্রান্তরের মরু-বাগিচায় একটি রমণীয় ফুল ফুটিয়াছিল। 'সার্‌ওয়ারে কায়েনাত' হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর হাতে পড়িয়া এই ফুলটি সারা জাহানকে সৌরভে আমোদিত করিয়া গিয়াছিল। এই ফুল, উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা—সমগ্র নারী জাতির আদর্শ।

তাঁহার আসল নাম, আয়েশা; তাঁহার কুনিয়াত উম্মে আবদুল্লা; তাঁহার লকব—হোমায়রা, উম্মুল মোমেনীন ও সিদ্দীকা। শেষের দুই লকব দ্বারাই তিনি জগতে বেশী পরিচিত। উক্ত কুনিয়াত ও লকবের প্রত্যেকটিরই এক একটি করিয়া ইতিহাস আছে।

হজরত আয়েশা নিঃসন্তান ছিলেন। ব্যথিতা হইয়া একদিন তিনি রসুলুল্লাকে বলিলেন, "হজরত! সকলে আপনার অন্যান্য পবিত্রা মহিষিগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির মা বলিয়া ডাকেন ও ডাকিবেন—তাঁহারা আমাকে কা'র মা বলিয়া ডাকিবেন?" রসুলুল্লা বলিলেন, "কেন, আপনার বোন আস্‌মার পুত্র আবদুল্লা ত বাঁচিয়া আছে; সকলেই আপনাকে উম্মে আবদুল্লা বলিয়া ডাকিবেন।" সেই দিন হইতেই তিনি উম্মে আবদুল্লা কুনিয়াত পাইলেন।[১]

১। হাদীস আবুদাউদ কেতাবুল আদাব; মস্‌নদে এব্‌নে হাম্বল ৬ষ্ঠ খণ্ড; মস্‌নদে আয়েশা।

হজরত আয়েশা রক্তাভ গৌরবর্ণা ছিলেন বলিয়া অনেক সময় রসুলুল্লা তাঁহাকে "হোমায়রা" বলিয়া ডাকিতেন। ইহাতে হজরত আয়েশার এক লকব হোমায়রা হইয়াছে। তিনি সাহাবীদিগকে বলিতেন— আপনারা হোমায়রার নিকটে অনেক উজ্জল ধর্ম্ম-তত্ত্ব শুনিতে পাইবেন—"خُذُوا شَطْرَ دِيْنِكُمْ مِنَ الْحُمَيْرَاءِ"—ধর্ম্ম-তত্বের অর্দ্ধেক কথা হোমায়রাই আপনাদিগকে শিক্ষা দিবেন।"[১]

হিজ্‌রির ৪র্থ সনের রজব মাসের ১৭ই তারিখ বৃহস্পতিবার দিন বৈকালে মদীনা শরীফে হজরত আয়েশা ও রসুলুল্লা বসিয়া বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। এমন সময় বেদুইন সর্দ্দার সাহাবী দাহ্‌ইয়ায়ে কাল্‌বী আসিলেন। ইসলামি আদব-কায়দা ও আচার-ব্যবহার তখনও আরবেরা পূরাপূরি গ্রহণ করিয়া উঠে নাই—তখন পর্দ্দার আয়েতও নাজেল হয় নাই। সাহাবী রসুলুল্লার পাশে বসিয়া কথা শুনিতে লাগিলেন। কথায় কথায় হজরত আয়েশাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি রসুলুল্লাকে বলিয়া ফেলিলেন—"রসুলুল্লা! আপনার এন্তেকালের পর আপনার পার্শ্ববর্ত্তিনী হোমায়রাকে আমি বিবাহ করিব। আপনি চলিয়া গেলে তিনি বিধবা হইয়া থাকিবেন, ইহা আমি কোনমতেই বরদাস্ত করিতে পারিব না।" রসুলুল্লা মানব জাতির আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাট; আর তাঁহার 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' আমাদের পূজনীয়া মাতৃ-স্থানীয়া, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাজ্ঞী এবং আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র—একথা বেদুইন সর্দ্দার ভাবেন নাই। রসুলুল্লা তাঁহার কথায় হাসিয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে এই পবিত্র মহাবাণী নাজেল হইল :—

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ - ...... وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا -

নবী, মোমেনদিগের নিকট তাঁহাদের জীবন অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ; এবং তাঁহার মহিষিগণ তাঁহাদের মাতৃ-স্থানীয়া; তাঁহারা মোসলেম-জননী। ....তোমাদের উচিত নহে যে তোমরা আল্লার রসুলকে কষ্ট দেও, আর উচিত নয় যে তাঁহার অভাবে তাঁহার মহিষিগণকে কোন অবস্থায় ও কোন সময়ে বিবাহ কর।

এই সময় হইতে সকলে পয়গম্বর-মহিষিগণকে উম্মুহাতুল মোমেনীন (উম্মুল মোমেনীন) বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং হজরত আয়েশাও উম্মুল মোমেনীন হইলেন।[২]

"এফ্‌ক"এর ঘটনার পর লোকের অযথা নিন্দা শুনিয়া শুনিয়া হজরত আয়েশার গায়ে জ্বর আসিয়া পড়িল। তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া রসুলুল্লা বলিলেন—"হোমায়রা! আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে চাহিয়া সত্য করিয়া বলুন ব্যাপার কি? আপনি সত্য বলিলে, অন্যায় করিয়া থাকিলেও আল্লাহ্‌তায়ালা

১। হাদীস নাসায়ী; মাজ্‌মাউল বেহার; নেহায়া।

। কোর্‌আন শরীফ—সুরায়ে আহ্‌জাব।

আপনাকে মাপ করিবেন। আপনি সত্য কথা বলুন।" হজরত আয়েশা বলিলেন—'আলেমুল গায়েব' আল্লাহ্ তায়ালা আমার সাক্ষী—সত্যকথা বলিবই বলিব—কিন্তু সত্য কথা বলিলেই কি নিন্দুকেরা তাহা সত্যবাণী বলিয়া মানিয়া লইবে? ঠিক করিয়াছি—হজরত ইয়াকুবের (সঃ) মত সবুর করিয়া থাকিব—তাওয়াক্কালতু 'আলায়হে—আল্লার উপর ভরসা; আল্লাহ্ তায়ালা সাক্ষ্য দিবেন। তাঁহার তরফ হইতে সত্য কথা জাহির হইয়া পড়িবে।" ইহা বলিতে না বলিতেই হজরত আয়েশার সতীত্ব বিষয়ে এক ওহী নাজেল হইল। রসুলুল্লা খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হোমায়রা আপনার মেহেরবান পিতা সিদ্দীক, বুঝিলাম তাঁহার কন্যা আপনি সিদ্দীকা।" এই সময় হইতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা লকব পাইলেন।[১]

অনেকে মনে করেন—সিদ্দীক-তনয়া বলিয়া হজরত আয়েশার উপাধি সিদ্দীকা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত—তাঁহার আরও ছোট বড় ভাই বোন ছিল। তাঁহার পিতার নামে তাঁহারা সিদ্দীক ও সিদ্দীকা উপাধি পান নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নামেই পরিচিত। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হইয়াছেন নিজ গুণে।

হজরত আয়েশার পিতার নাম আবদুল্লা। তাঁহার কুনিয়াত আবুবকর, লকব সিদ্দীক ও 'আতীকুল্লা। ইতিহাসে হজরত আবুবকর আবদুল্লা নামে পরিচিত নহেন; তিনি তাঁহার কুনিয়াত আবুবকর নামেই পরিচিত।[২]

একদিন রসুলুল্লা এক মজ্‌লিসে বসিয়া হাজিরানদিগের নিকটে তাঁহার মে'রাজ কাহিনী বলিতেছিলেন। কাহিনীটিকে আজগুবি ভাবিয়া মক্কাবাসিগণ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিল। এমন সময়ে হজরত আবুবকর ঐ মজ্‌লিসের নিকট দিয়া নিজ তেজারতখানায় যাইতেছিলেন। তিনি আর অগ্রসর না হইয়া মজ্‌লিসে যোগদান করিলেন। রসুলুল্লার পবিত্র মুখে মে'রাজ কাহিনী শুনিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন— صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ — রসুলুল্লা আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন।"[৩] রসুলুল্লা তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাস্তবিকই আপনি বিশ্ব ব্যাপারের 'সিদ্‌ক' —সত্য-কে ধরিতে পারিয়াছেন, আপনি সিদ্দীক।" সেদিন হইতেই হজরত আবুবকর সিদ্দীক নামে পরিচিত হইলেন।[৪]

ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে আরবেরা ভীষণ দুর্দ্দান্ত ছিল। আল্লাহ্ তায়ালার আদেশে রসুলুল্লা যখন তাঁহাদের মধ্যে 'তওহীদ'এর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন রসুলুল্লার উপর এই দুর্দ্দান্তেরা অশেষ নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। এই সময়ে বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হজরত আবুবকরই প্রথম ইসলামে ইমান আনিলেন এবং উৎসাহের সহিত ইস্‌লাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

১। কোর্‌আন শরীফ—সূরায়ে নূর।
২। তাবাকাতে এব্‌নে সা'দ, জার্ম্মান এডিশন।
৩। তারিখে তাবারী।
৪। এব্‌নে হেশাম; আবুল ফেদা।

এক দিন হজরত আবুবকরের উজ্জ্বল পবিত্র চেহারা দেখিয়া রসুলুল্লা সাহাবীদিগকে বলিয়াছিলেন, هَذَا عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ —ইনিই 'আতীকুল্লা। দোজখের আগুন আবুবকরের কাছেও আসিতে পারিবে না।" তখন হইতেই তাঁহাকে কেহ কেহ 'আতীকুল্লা বলিয়া ডাকিতেন।[১]

হজরত আবুবকর খোদা-পোরস্ত, ন্যায়-পরায়ণ, দাতা ও দয়ালু ছিলেন। আদব-কায়দায় ও মেহ্মাণ নাওয়াজীতে তিনি ছিলেন দেশবিদেশে বিখ্যাত; শিক্ষা দীক্ষায় তিনি ছিলেন সকলের আদর্শ স্থানীয়; জ্ঞানবিজ্ঞানেও তিনি অসাধারণ পণ্ডিত; এবং আরবের 'এল্মুল্ আন্সাব'-এর তিনিই একমাত্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আরবী সাহিত্য মহলের এই বিখ্যাত আলেম শ্রেষ্ঠ বহুবার আরবের কবি মজ্লিসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান ও সন্ততিরা হজরত আবুবকরের অসাধারণ লেয়াকত লাভ করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে হজরত আয়েশাই পিতার সমুদয় লেয়াকতের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন।[২]

হজরত আয়েশার মাতার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি সম্ভ্রান্ত কেনানা খান্দানের মহিলা ছিলেন। উম্মে রাওমান তাঁহার কুনিয়াত। তিনি হজরত আবুবকরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আজ্দী কবীলার আবদুল্লা এব্নে নাজ্রার পত্নী ছিলেন। উক্ত স্বামীর ঔরসে তোফায়েল নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণের পরেই তিনি বিধবা হন। বন্ধুবরের মৃত্যুর পরে এই পরিবারের ভরণপোষণের ভার হজরত আবুবকরের উপর পড়িল। এই অসহায় বিধবাকে আশ্রয় দান এবং তাঁহার ভবিষ্যত জীবনকে নিরাপদ করিবার জন্য হজরত আবুবকর তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। হজরত আবুবকরের ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হজরত উম্মে রাওমানও ইস্লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ন্যায়পরায়ণতায় ও শিষ্টাচারে তিনি তাঁহার উপযুক্তা স্ত্রী হইয়াছিলেন। হজরত আবুবকরের ঘরে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম আবদুর্ রাহমান ও কন্যার নাম আয়েশা। এই আয়েশাই আমাদের উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা।[৩]

হজরত উম্মে রাওমান হজরত আবুবকরের প্রথমা স্ত্রী নহেন—দ্বিতীয়া স্ত্রী। হজরত আবুবকরের ৪টি বিবাহ। প্রথমে তিনি কোতায়লা বেন্তে আবদুল ওজ্জাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার গর্ভে হজরত আবদুল্লা ও হজরত আস্মার জন্ম হয়। হজরত আবুবকর বিবি কোতায়লার মৃত্যুর পর হজরত উম্মে রাওমানকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হজরত আব্দুর রাহমান ও হজরত আয়েশা ইহার গর্ভজাত সন্তান। হজরত উম্মে রাওমানের মৃত্যুর পর হজরত আবুবকর হজরত আস্মা বেন্তে ওমায়েস্কে বিবাহ করেন। মোহাম্মদ ইহার গর্ভেই জন্মিয়াছিলেন। ইহার জীবিতাবস্থায় হজরত

১। তাবাকাতে এব্নে সা'দ ২। কেতাবুল আনসাব; তাবাকাতুশ্ শোয়ারা; আস্মাউর রেজাল।
৩। তাবারী; এব্নে সা'দ; আবুল ফেদা।

আবুবকর হজরত হাবীবা বেন্‌তে খারেজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার গর্ভে হজরত উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়।[১]

নিম্নে হজরত আবুবকরের অধস্তন বংশ-তালীকা দেওয়া গেল :—
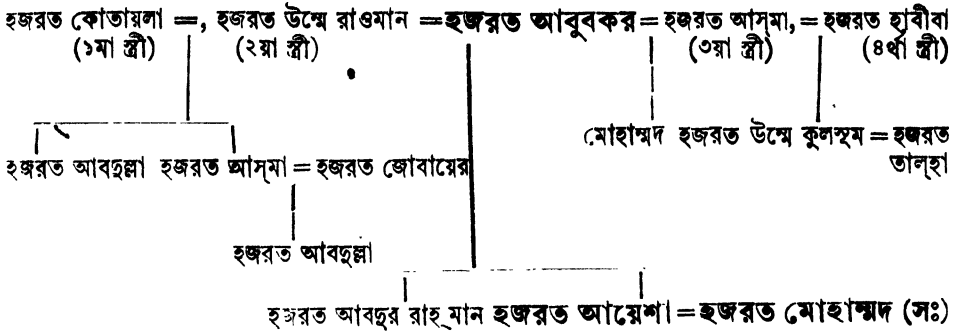
দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম ও শৈশবকাল

হঃ আয়েশা নবুওতের প্রথম বর্ষের শেষ ভাগে ও হিজ্‌রতের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, শাওয়াল মাসে মোতাবেক ৬১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

আরব দেশে কুলীন ঘরের মহিলারা চিরন্তন প্রথা মত নিজ নিজ সন্তান সন্ততিগণকে নিজের দুধ খাওয়াইয়া পালন করেন না। হঃ আয়েশা বাল্যকালে হঃ ওয়ায়েলের স্ত্রীর দুধে পালিত হইয়াছিলেন। হঃ ওয়ায়েল ও তাঁহার স্ত্রী হঃ আয়েশাকে নিজ সন্তানের মত ৫ বৎসর ধরিয়া অতি স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। উক্তকাল পরে ধাত্রিগৃহ ছাড়িয়া পিতৃ-গৃহে আসিলেও হঃ ওয়ায়েল তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবিতকালে প্রায়ই হঃ ওয়ায়েল, তাঁহার ভাই ও তাঁহার পুত্রকন্যারা হঃ আয়েশার খোঁজ খবর লইবার জন্য মদীনায় আসিতেন। হঃ আয়েশা হঃ ওয়ায়েলকে নিজের পিতার মত মান্য করিতেন।[২]

বাল্যকালে হঃ আয়েশার খেলা-ধূলাতে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। দৌড়-বাজি, চড়ি-ভাতি, ঝুলন-দোলা ও পুতুল-খেলায় তিনি অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন।[৩]

১। ইসাবা ২। বোখারী শরীফ, জিল্‌দ ৩৬০-৩৬১ পৃষ্ঠা ৩। হাদীস আবুদাউদ কেতাবুল আদাব; হাদীস এব্‌নে মাজা।

বাল্যকালে হঃ আয়েশা সমান বয়সী সাথী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাজি রাখিতেন। দৌড়ে তিনি কোন দিন হারেন নাই। ইহাতে তিনি সর্ব্বদাই বাজি জিতিতেন। বাজি জিতিয়া সাথীদিগকে হারাইয়া তিনি খুশী হইতে না, হাসিতেন না—তাঁহার কোন অহঙ্কারও হইত না। পরাজিত সাথীদের সহিত তিনি এমন ব্যবহার করিতেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের পরাজয়-দুঃখ তখনই ভুলিয়া যাইত। হঃ আয়েশার সখী হঃ আস্‌মা বেন্‌তে ইয়াজীদ বলেন—"যখন আমি দৌড় বাজিতে পরাজিত হইতাম, তখন আয়েশা আমাকে ও অন্যান্য পরাজিত ও বিমর্ষ সাথীদিগকে খেলা-শেষে টানিয়া মায়ের কাছে লইয়া যাইতেন ও তাঁহাকে বলিতেন—'আম্মাজান! ইহাদিগকে খাইতে দিন—ইহারা বড় বেজার হইয়াছে। তাঁহার এরূপ সদয় ব্যবহার দেখিয়া হঃ উম্মে রাওমান খুশীতে আত্মহারা হইয়া পরাজিত ছেলেমেয়েদিগকে খাবার দিয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার দরগাহে আরজ করিতেন—আল্লাহ্‌ করীম! আমার এই হৃদয়-ধনকে ভবিষ্যতে মশ্‌হুর করিয়া তুলিও'।"[১]

হঃ আয়েশা প্রায়ই সাথীদিগকে লইয়া বাড়ীর ভিতর চড়ি-ভাতি খেলিতেন। সময়ে সময়ে বড় বোন্‌ হঃ আস্‌মাকেও আসিয়া ইহাতে যোগ দিতে হইত। চড়ি-ভাতি তৈয়ার হইয়া গেলে, সকল সাথীকে লইয়া হঃ আয়েশা তাহা খাইতে বসিতেন এবং অল্প অল্প করিয়া সকলকেই তাহা বাটিয়া দিতেন। তাঁহার বড় বোন্‌ বলেন—"একদিন আয়েশা চড়ি-ভাতি খাইতে বসিল। এমন সময়ে এক ফকির আসিয়া বলিল—'আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত'। ডাক শুনিয়া আয়েশা তাহার সাম্‌নে চড়ি-ভাতি লইয়া গিয়া হাজির হইল। মা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কি করিতেছিস্‌—তোর চড়ি-ভাতিতে ফকিরের পেট ভরিবে? ফকিরকে বসিতে বল; ঘর থেকে খাবার লইয়া যা।"[২]

হঃ আস্‌মা আরও বলেন—"একদিন আমাদের ঘরে এক মেহ্‌মান আসিলেন। তখন আয়েশা চড়ি-ভাতি খাইতে বসিয়াছে। মেহ্‌মানকে দেখিয়াই আয়েশা সামনে তাহা আনিয়া রাখিয়া বলিল—'খান'। আমি গিয়া বলিলাম—চড়ি-ভাতি লইয়া কি মেহ্‌মানদারি করিতে হয়?' আয়েশার বাল্যকালের স্বার্থত্যাগ দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম—এই ছোট্ট বোন্‌টি পিতার মতই দয়া ও দান-দক্ষিণায় এবং মেহ্‌মান নাওয়াজীতে কালে বিখ্যাত হইয়া উঠিবে।"[৩]

১। দায়েমী শরীফ; এব্‌নে মাজা বাবু মাদারাতুন্‌নেসা; সহী মোসলেম ফজ্‌লে আয়েশা।
২। সিরাতুস্‌ সাহাবীয়াত। ৩। আবু দাউদ, কেতাবুল আদাব।

খেলার মধ্যে হঃ আয়েশা দোলন-দোলা বেশী পছন্দ করিতেন। দোলায় উঠিয়া তিনি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত প্রচলিত ছড়াগান গাহিতেন না। এই দোলন-দোলার তালে তালে দুলিতে দুলিতে তিনি কোর্আান শরীফের অনেক শীরিন আয়াত আবৃত্তি করিতেন। তিনি দোলায় দুলিতে দুলিতে আরবী ছন্দে কোর্আনের অনেক আয়াত মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। একদিন দোলায় বসিয়া দুলিতে দুলিতে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা হঃ আবুবকর একটি নূতন আয়াত পড়িতেছেন—অম্নি তিনি দোলায় দুলিতে দুলিতে সম্মুখের দিকে দুলিবার সময় সেই আয়াতটির এক ছন্দ ও পিছনের দিকে ফিরিবার সময় পরের ছন্দ গাহিতে গাহিতে মশ্গুল হইয়া পড়িলেন।[১]

بَلِ السَّاعَةُ | مَوْعِدُهُمْ | وَالسَّاعَةُ | اَدْهٰى وَاَمَرُّ

শুধু যে হঃ আয়েশা কোর্আনের আয়াতই দোলায় পড়িতেন তাহা নহে, মাঝে মাঝে তিনি কবিতাও আওড়াইতেন। একদিন হঃ আবুবকর প্রসিদ্ধ আরব কবি 'লবীদ' এর একটি কাসীদার কয়েকটি মিস্তার আবৃত্তি করিতেছিলেন। তখন হঃ আয়েশা দোলায় দুলিতেছিলেন। হঃ আবুবকর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই শুনিলেন হঃ আয়েশা দোলায় দুলিতে দুলিতে সেই কবিতাটি গাহিতেছেন।

اَلَاكُلُّ | شَيْءٍ مَّا | خَلَا اللّٰهَ... | ...دٍ بَاطِلُ * وَكُلُّ | نَعِيْمٍ لَّا | مُحَالَةَ | زَائِلُ

দোলার নিকটে আসিয়া হঃ আবুবকর হঃ আয়েশাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে "ঘরে যাও মা" বলিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া চলিয়া গেলেন এবং পথে মনে মনে ভাবিলেন—"আল্লাহ্তায়ালার ফজলে আমার এই "কোর্রাতুল আইন" (নয়ন-রঞ্জন) কালে একজন বিখ্যাত বিদুষী হইবে। আল্হামদুলিল্লাহ্—তুমিই একে অসাধারণ স্মরণ-শক্তি দিয়াছ।"[২]

হঃ আয়েশার স্মরণ-শক্তি যেরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধিও তেমনি অসাধারণ ছিল শিশুকালে ইহার যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। একদিন হঃ আয়েশা পুতুলের ঘোড়া লইয়া খেলিতেছিলেন, এমন সময় রসুলুল্লা তাঁহাদের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"হোমায়রা! ঘোড়ার ত কখনও পাখা হয় না, তোমার ঘোড়ার যে পাখা দেখিতেছি।" রসুলুল্লার কথা শুনিয়া হঃ আয়েশা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনি সোলায়মান পয়গম্বরের কথা শোনেন নি? তাঁহার

১। বোখারী শরীফ ২। আশ্শে'রও শোয়ারা; মাকাষাতে লবীদ হাশিয়া

ঘোড়ার পাখা ছিল না কি ?" এ-রকম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া রসুলুল্লা অতি আনন্দিত হইলেন এবং হঃ আয়েশার কল্যাণের জন্য দো'য়া করিলেন।[১]

হঃ আয়েশা অনেক সময় তাঁহার মায়ের নিষেধ না মানিয়া খেলা-ধূলায় মত্ত থাকিতেন। ঘরকন্না ভাল করিয়া না করিতে চাহিলে মা তাঁহাকে মারধর করিতেন। একদিন হঃ আবুকোহাফা দেখিলেন তাঁহার অতি আদরের নাতিনী আয়েশা কাঁদিতেছে। তাহ্কীক করিয়া তিনি কান্নার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং হঃ উম্মে রাওমানকে বলিলেন—"মা! তুমি আমার চক্ষুর মণি বোন্ আয়েশাকে মারপিট করিও না। ছোটবেলায় মারপিটে বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পায়।[২]

হঃ আয়েশার খেলা-ধূলায় এত ঝোঁক ছিল যে তাঁহার মা তাঁহাকে সংসারের কাজ বা রান্নাবাড়া শিখাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও হঃ আয়েশা এই ব্যাপারে বিশেষ কোন পারদর্শিতা লাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের পথ, সাংসারিক মায়াজালের অনেক উপরে। একদিন হঃ উম্মে রাওমান হঃ আয়েশাকে পাক শিখাইতেছেন, এমন সময় 'আসি' বলিয়া হঃ আয়েশা বাহিরে খেলিতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে হঃ উম্মে রাওমান তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া কয়েকটা থাপ্পড় ও চড় মারিলেন। হঃ আবুকোহাফা দেখিতে পাইলেন—হঃ আয়েশা ঘরের দুয়ারে বসিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদু আয়েশা! কাঁদিতেছ কেন ?" হঃ আয়েশা কোন জবাব না দিয়া আরও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তখন হঃ উম্মে রাওমানকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা! তুমি বুঝি আমার কথা শুনিলে না। আমার এই চোখের মণিকে আর মারিও না। কালে আমাদের আয়েশা একজন খ্যাতনামা মহিলা হইবে।" হঃ উম্মে রাওমান লজ্জিত হইয়া মৃদু-স্বরে বলিলেন—"আব্বাজান! আয়েশাকে এই সময় ঘরকন্না না শিখাইলে বড় হইয়া তাঁহাকে এ-বিষয়ে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে।"[৩]

মানুষের প্রতিভা কোনদিকে ছুটিবে, ছেলে বয়সে তাহা অনেক সময় ঠিক করা যায়। হঃ আয়েশা রান্নাবাড়া করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নাই। কখনও কখনও হঃ আয়েশা তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া বালির স্তূপ বানাইতেন, তাহাদিগকে দুই দলে ভাগ করিয়া স্তূপের ৫০।৬০ হাত দূরে দূরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে

১। মেশ্কাতুল মাসাবীহ বাবু আশারাতুন্ নেসা; হাদীস আবুদাউদ কেতাবুল আদাব।
২। তরবিয়াতুল আত্ফাল। ৩। মোসতাদরেকে হাকেম।

এক দলের সর্দ্দার হইয়া এবং অন্য একজন ছেলে বা মেয়েকে অন্য দলের সর্দ্দার বানাইয়া বলিতেন—"চল, দেখি কোন দল কাহাকে হটাইয়া ঐ বালি-স্তূপ দখল করিতে পারে। যে দল জয়ী হইবে সে দলের সর্দ্দারের পুতুল-ঘোড়া বালি-স্তূপে দাঁড়াইয়া জয় ঘোষণা করিবে।" তখন দুই দলই লাঠি-সোটা, ঢাল-তলোয়ার হাতে হুড়মুড় করিয়া বালিস্তূপ দখল করিবার জন্য লড়াই সুরু করিত। হঃ আয়েশার দল যুদ্ধে জয়ী হইত এবং তাঁহার পুতুলের ঘোড়া সেই বালুকাস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের বিজয় ঘোষণা করিত। এই আয়েশাই উত্তর কালে একজন বীরাঙ্গনা মহিলা হইয়াছিলেন।[১]

জগতে যাঁহারা মহান হইয়াছেন, শৈশবকাল হইতেই তাঁহাদের খেলা-ধূলায় এবং চলা-ফেরায় সাধারণ ছেলেমেয়ে হইতে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। হঃ আয়েশার বাল্যকালের খেলা-ধূলার, চালচলনের ও কথাবার্ত্তার বিশেষত্ব দেখিলেই মনে হইত, তিনি কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যই জগতে আগমন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পিতৃ-গৃহে শিক্ষা

হঃ আয়েশার পিতৃ-গৃহে শিক্ষার বিষয় বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তৎকালীন আরবদের শিক্ষার রীতি-নীতি ও নিয়ম পদ্ধতি আমাদের জানা আবশ্যক। ইস্‌লামের পূর্ব্বে আরবেরা লিখিতে পড়িতে জানিত না। লেখাপড়াকে তাহারা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিত। কিন্তু তাহাদের মৌখিক কবিতা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও নসবনামা (এল্‌মুল আন্‌সাব) সমগ্র আরব ইতিহাসের এক অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। জ্ঞাতব্য বিষয় তাহারা সবই মুখস্থ করিয়া রাখিত। কবিতায় ও কাসীদাতে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য তাহারা বৎসরে একবার 'ওকাজ' মেলাতে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহাদের কবিতা ও কাসীদা-গুলিকে রাবী ও কথকগণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। এই প্রতিদ্বন্দিতা যে শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, মহিলারাও ইহাতে যোগদান করিত। মেয়েমহলে মহিলা কবি 'খান্‌সা, ও পুরুষের মধ্যে কবি 'লবীদ' এর কবিতা মক্কা শরীফে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং ঘরে ঘরে তাহা আবৃত্তি করা হইত।[২]

১। সিয়ারুস্ সাহাবিয়াত।

২। কেতাবুল আগানী; আল আরাবু কাব্‌লাল ইস্‌লাম; দীওয়ানে খান্‌সা ও হাস্‌সান।

হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যখন মক্কায় ইস্‌লাম প্রচার করেন তখন ৪০ জন মক্কাবাসী স্ত্রী ও পুরুষ মোসলমান হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা ও সতর জন পুরুষ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।[১] মহিলাটীর নাম হঃ শাফা বেন্‌তে আবদুল্লা আদ্‌বিয়া। ইঁনি পরে উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সা ও হঃ আয়েশার শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন।[২] ইঁহাদের মধ্যে হঃ আবুবকরই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।[৩]

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মার উন্নতি। কারণ শিক্ষা মানবের অন্তরের ভূষণ। মানুষের প্রকৃত শিক্ষা শৈশবে মাতাপিতার নিকটে সুরু হয়। তাঁহাদের সংসর্গেই যে আদব-কায়দা শিক্ষালাভ হয়, তাহা উত্তরকালে মানব চরিত্রে বদ্ধমূল হয়। হঃ আয়েশার জীবনে আমরা ইহা দেখিতে পাই।

হঃ আবুবকর নব দীক্ষিত প্রবীণ মোসলমানদিগের মধ্যে প্রথম পুরুষ। ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'তওহীদ'এর বাণীতে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং ইহার টানে তাঁহার মন অতিমাত্রায় খোদা-পোরস্ত হইয়া উঠে। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার 'তওহীদ' বাণীর আয়াতসমূহ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার পরিজনগণকে, কি সভায়, কি মজ্‌লিসে, কি মস্‌জিদে, কি নিজ ঘরে নিত্য শুনাইতেন। হঃ আয়েশা প্রতিদিন পিতার সাথে থাকিয়া ঐ সকল পবিত্র বাণী শ্রবণ করিতেন, এবং মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন।[৪]

ইস্‌লামের বনিয়াদের পাঁচটি প্রধান উপাদান—ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্‌ ও জাকাত। মক্কাশরীফে সর্ব্ব প্রথমে ইমানের ভূষণ 'তওহীদ' এর কলেমা এবং নামাজ রোজার আয়াত নাজেল হয়। হঃ আবুবকর 'সার্‌ওয়ারে কাওনাইন' এর সঙ্গে থাকিয়া প্রথম সাহাবীরূপে ইমান, রোজা ও নামাজে আদর্শ হইয়া উঠিলেন। এই খোদা-পোরস্ত, পরহেজগার, মোত্তাকী পিতার হেফাজতে ও শিক্ষায় বাল্যকাল হইতেই হঃ আয়েশা ইমানে ও নামাজে মজবুত হইয়া উঠিলেন। তাই ভবিষ্যত জীবনে তিনি ইস্‌লামের বনিয়াদে এরূপ আদর্শ মোস্‌লেম মহিলা হইতে পারিয়াছিলেন।[৫]

হঃ আয়েশা শুধু পিতার নিকট হইতেই দীনিয়াত শিখেন নাই—মাতার নিকট এবং ভাইভগ্নী হইতেও শিখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি যখন ভালমত কথা বলিতে শিখিয়াছি ও আমার বুঝ হইয়াছে, আমার মনে আছে, দেখিলাম আমার দয়ার্দ্র চিত্ত ও স্নেহময় পিতা এবং ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা উভয়েই মোমেন মোসলমান।

১। বেলাজুরী, আমরুলখত। ২। হাদীস নাসায়ী; আবুদাউদ কেতাবুত্তেব।
৩। সহী মোস্‌লেম মোনাকেবে হাস্‌সান। ৪। তারিখুল ইস্‌লাম, তরবিয়াতুল আত্‌ফাল;
৫। বোখারী শরীফ্‌ ৫৫২ পৃষ্ঠা।

একবার নামাজের ওয়াক্ত বারীক হইয়া চলিলেও আমি ও আমার ভাই আবদুর-রাহমান নামাজ পড়ি নাই দেখিয়া বাবা ভয়ানক রাগ করিয়া আমাদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ নামাজ পড়িয়া লইলাম। নামাজের 'আর্কান' ও 'আহ্কাম্'এর ত্রুটি হইলে বাবা তাহা দেখাইয়া শোধ্রাইয়া দিতেন।"[১]

শুধু দীনিয়াত শিক্ষায় নহে, পিতার পবিত্র সংসর্গে থাকিয়া হঃ আয়েশা বাল্যকাল হইতেই চালচলন, আচার ব্যবহার, আদব-কায়দা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দান খায়রাত এবং অতিথিসৎকার ও সত্যকথনে পিতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ হঃ আয়েশাকে নানা গুণগরিমায় আদর্শ মহিলারূপে ভূষিতা করিতে তাঁহার পিতার যত্নের ত্রুটী ছিল না। তিনি সর্ব্বদা হঃ আয়েশাকে নিম্নরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন :—"আয়েশা! মেহ্মান নাওয়াজীতে আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষের অবধি নাই।" তিনি প্রায়ই হঃ আয়েশাকে কোর্আন শরীফের এই আয়াত শুনাইয়া নসিহত করিতেন :—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

হে মোমেনগণ! তোমরা সর্ব্বদা সত্য কথা বলিও। ইহা দ্বারা তোমাদের আমল ঠিক থাকিবে ও তোমাদের গোনাহ্ মাপ হইবে। (এবং) আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তিনি আরও বলিতেন 'বুঝিলে, কখনও মিথ্যা কথা বলিও না, মরিয়া যাইতেছ তখনও না। খবরদার, খেলার সাথীদের নিকটও না, আর তাহাদিগের সহিত কখন প্রতারণাও করিও না।'

আদব-কায়দা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ—আল্লাহ্তায়ালার আখ্লাকের মত নিজ আখ্লাককে গড়িয়া তুলিও। আল্লাহ্তায়ালার নাম রাহ্মান, গফুর ও সাত্তার। তিনি রাহ্মান কেননা সারা দুনিয়া তাঁহার রহমত পাইতেছে। তিনি গফুর—তিনি আমাদের গোনাহ্, খাতা, কসুর মাপ করিয়া দেন। তিনি সাত্তার—তিনি মানবগণের দোষ পুশিদা রাখেন"।[২] পিতার নিকট হইতে নিয়ত এই প্রকার উপদেশ অমৃত পান করিয়া হঃ আয়েশার ভবিষ্যত জীবন প্রকৃত পক্ষে এত সুন্দর, মহান ও গৌরবোজ্জল হইয়াছিল।

হঃ আয়েশা এত মেধাবী ছিলেন যে তিনি পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার হাজার

১। বোখারী ৫৫২ পৃঃ। ২। কেতাবুল আখ্লাক

কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।[১] বিবাহ শাদীতেও বর ক'নের পিতা একে অন্যের বংশ ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য হঃ আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইতেন। হঃ আবুবকর যখন আরব কবীলাদের খান্দানের নসব নামা ও বংশ পরিচয় বর্ণনা করিতেন, তখন হঃ আয়েশা তাহা মন দিয়া শুনিতেন। এইরূপে তিনি একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। উমাইয়া বংশের আমীর মোয়াবিয়া নিজ রাজত্ব কালে 'কেতাবুল মুলুক ও আখ্‌বারুল মাদায়েন' নামে আরব জাতির ও আরব কবীলার বংশ ইতিহাস রচনা করান। রচনার প্রারম্ভে মাল-মসলা সংগ্রহের জন্য তিনি ইতিহাস লেখকগণকে হঃ আয়েশার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।[২]

চতুর্থ অধ্যায়

আক্‌দ্

সদাহাস্যময়ী মরু-বালিকা হঃ আয়েশা যখন এমনিভাবে পিত্রালয়ে খেলাধূলায়, শিক্ষা-দীক্ষায় মাতোয়ারা ছিলেন, তখন রসুলুল্লার জীবনে এক শোকের ছায়া পড়িল। তাঁহার প্রিয় সহধর্ম্মিনী ইস্‌লামের প্রথম মোসলমান, যাঁহার আশ্রয়ে রসুলুল্লা প্রথম জীবনে শত বাধাবিপত্তি কাটাইয়া ইসলাম প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই মহীয়সী মহিলা হঃ খাদীজা নবুওতের ৭ম সালে (হিজরি-পূর্ব্ব ৫ম সনে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন।[৩] পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনিই ছিলেন রসুলুল্লার সুখ ও দুঃখের সঙ্গিনী। তিনি বিবাহিতা দুই কন্যা হঃ রোকেয়া ও হঃ জয়নব ও নাবালিকা দুই কন্যা হঃ উম্মে-কুলসুম ও হঃ ফাতেমাকে রাখিয়া যান। শত্রুদের লাঞ্ছনায়, প্রিয়তমার বিরহে ও এই অপ্রাপ্ত-বয়স্কা দুইটি কন্যা রত্নের চিন্তায় রসুলুল্লা বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার খালা আম্মা হঃ ওস্‌মান এব্‌নে মাজ্‌উনের বিবি হঃ খাওলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেন। ইহাতে রসুলুল্লা কাতর হইয়া বলিতেন, "দ্বিতীয় খাদীজা আর কোথায় পাইব, খালা আম্মা?" এইরূপ মানসিক দুরবস্থায় রসুলুল্লা ৩ বৎসর অতিবাহিত করেন। হঃ খাওলা আবার প্রস্তাব করিলেন যে বিধবাদের মধ্যে সোক্‌রানের বিধবা পত্নী হঃ সাওদা বেন্‌তে জাম্‌'য়া এবং কুমারীদের মধ্যে হঃ

১। কেতাবুল শে'র ও শো'য়ারা, ২। তাম্‌হীদ কেতাবুল মুলক ও আখ্‌বারুল মাদায়েন।

৩। বোখারী, ফজ্‌লে খাদীজা ; মস্‌নদ জিল্‌দে ৬ষ্ঠ, ৫৮ পৃঃ।

আয়েশা বেনতে হঃ আবুবকরকে তিনি বিবাহ করিতে পারেন। হঃ খাওলা আরও বলিলেন যে হঃ সাওদা ভার নিতে পারিবেন তাঁহার মেয়েদের এবং হঃ আয়েশা তাঁহার ইস্লামকে জীবনী শক্তি দান করিতে পারিবেন। রসুলুল্লা ভাবিয়া দেখিবার জন্য সময় চাহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাগতা বৃদ্ধা, রুগ্না অসহায়া, নিরাশ্রয়া মোহাজেরা—নিজ আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িতা সোক্রানের বিধবা পত্নী এই সাওদাকে বিবাহ করিলে তাঁহার আশ্রয় জুটিবে এবং উম্মে কুলসুম ও ফাতেমাকেও তিনি আপন সন্তানের মত পালন করিতে পারিবেন বটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই মুহূর্ত্তে হঃ সাওদার হৃদয়েও ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছিল। রসুলুল্লার বিপত্নীক অবস্থা দর্শনে তাঁহার অন্তর রসুলুল্লার খেদমতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিল। এমন সময় রসুলুল্লার নিকট এক ওহী নাজেল হইল। "হে নবী! আপনি নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর অভিলাষ পূর্ণ করুন এবং তাঁহার পাণি গ্রহণ করুন।" ইহা দ্বারা তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা হইল। তিনি হঃ সাওদাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। হঃ সাওদা এই প্রস্তাব শুনিয়া কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আল্লাহ্তায়ালা নিরাশ্রয়াকে অতি উত্তম আশ্রয় দিলেন ও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এই বিবাহ নবুওতের ১০ম সালে শাওয়ালএর ৫ই তারিখে সমাধা হইল।

হঃ সাওদার সহিত রসুলুল্লার বিবাহের ২।৩ দিন পরে হঃ খাওলা হঃ আবুবকরকে ডাকিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার ছোট মেয়ে আয়েশাকে রসুলুল্লার সহিত বিবাহ দিয়া আরবের যুগ যুগান্তরের বিবাহ সম্পর্কীয় কতকগুলি কুসংস্কার দূর করিতে চাহেন, এবং হঃ আয়েশাকে রসুলুল্লার "মেস্বাহুল্ মোকার্রেবীন" (উজ্জ্বল সহচরী) করিতে তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আরও বলিলেন যে হঃ আয়েশা 'হোনেহার' ও বুদ্ধিমতী বালিকা সেজন্য তাঁহার মনে হয় যে রসুলুল্লার সংসর্গে থাকিলে হঃ আয়েশা কালে ইস্লামকে জীবনী শক্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

হঃ খাওলার এই কথা শুনিয়া হঃ আবুবকর বলিলেন যে আরবের কুসংস্কার দূর করিতে এবং ইস্লাম প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিতে রাজি আছেন—রসুলুল্লার হাতে তাঁহার মেয়েকে সোপর্দ্দ করা ত সামান্য কথা। এই বিবাহে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তবে তাঁহার ধারণা ছিল যে রসুলুল্লা তাঁহার—اَخٌ فِي الْاِسْلَام—ইস্লামী (মোজহাবী) ভাই। তাই তাঁহার সহিত হঃ আয়েশার বিবাহ হইতে পারে না। হঃ খাওলা আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে রসুলুল্লার সহিত হঃ আয়েশার বিবাহ হইতে পারে। রসুলুল্লা তাঁহার শুধু ইস্লামী ভাই। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধ নাই। ঘনিষ্ঠ রক্ত

সম্বন্ধ না থাকিলে একই খান্দানে এক মোসলমান অন্য মোসলমানের মেয়েকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি হঃ আবুবকরকে রসুলুল্লার ও তাঁহার এবং উম্মে রাওমানের নসব নামার বিবরণ চাহিলেন। হঃ আবুবকর তাঁহাদের নসব নামার এক বিবৃতি দিলেন।

উক্ত নসব নামা শুনিয়া হঃ খাওলা হঃ আবুবকরকে বলিলেন যে তাঁহার কন্যা

হঃ আয়েশা পিতৃকুল দিয়া রসুলুল্লার আট পুরুষ অন্তর এবং মাতৃকুল দিয়া বার পুরুষ। সুতরাং এই দুই বংশের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধ নাই। এই অবস্থায় রসুলুল্লার সহিত হঃ আয়েশার বিবাহ হইতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কোন বাধা না থাকিলেও রসুলুল্লা এই বিবাহে রাজি হইবেন কিনা ভাবিয়া হঃ আবুবকর হঃ খাওলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসুলুল্লা আমাদের 'মেস্‌বাহুজ্‌জালাম' (অন্ধকারের আলো)। এই বিবাহে তাঁহার মত হইবে কি ?"

হঃ আবুবকরের সহিত কথোপকথনের কয়েকদিন পর হঃ খাওলা রসুলুল্লার নিকট আসিয়া বলিলেন যে দীন ইস্‌লাম প্রচার ও আরবের কুসংস্কার দূর করিতে হঃ আয়েশাকে বিবাহ করিবার তাঁহার আবশ্যকতা আছে। এই বিবাহ তাঁহার ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্য নহে—ইহা শুধু দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের কল্যাণের জন্যই। এই সময় হঃ সাওদাও আসিয়া হঃ আয়েশাকে বিবাহ করিতে রসুলুল্লাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এইবার রসুলুল্লার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি একবার ইস্‌লামের কথা ভাবিলেন—দেশ ও জাতির কথা স্মরণ করিলেন। হঃ আবুবকর তাঁহার বাল্য সহচর। সুখেদুঃখে তিনি রসুলুল্লার একজন অকপট বন্ধু। এইরূপ বন্ধুর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ আনন্দের বিষয় বটে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে পূর্ব্ব রাত্রের এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা উদিত হইল। এক ফেরেশ্‌তা কারু-কার্য্য খচিত এক রেশমের রুমালে জড়িত অতি মনোরম এক বস্তু তাঁহাকে 'এন্‌য়াম' দিতেছেন। তিনি উহা হাতে লইয়া ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি জিনিষ। উত্তরে ফেরেশ্‌তা উহা খুলিয়া দেখিবার জন্য আরজ করিলেন। রসুলুল্লা খুলিয়া দেখিলেন উহার মধ্যে হঃ আয়েশার সুরত রহিয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা স্মরণ হওয়াতে রসুলুল্লার আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অবশেষে গভীর চিন্তার পর রসুলুল্লা এই বিবাহে মত দিলেন।[১]

ইহার কয়েক দিন পরে হঃ খাওলা আসিয়া হঃ আবুবকরকে রসুলুল্লার সম্মতির কথা জানাইলেন। হঃ আবুবকর ইহা শ্রবণমাত্র অতি আনন্দিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে তাঁহার পিতা হঃ আবু কোহাফার ও স্ত্রী হঃ উম্মে রাওমানের সম্মতি লইবার জন্য সময় চাহিলেন। হঃ আয়েশার সহিত রসুলুল্লার বিবাহ প্রস্তাবে তাঁহার স্ত্রীর ও পিতার পূর্ণ সম্মতি পাইলেন।*

*এই প্রসঙ্গে হঃ উম্মে রাওমান বলিলেন, "আয়েশার সহিত রসুলুল্লার বিবাহ বড় আনন্দ ও [illegible]জির কথা। আমার বিশ্বাস এই বিবাহ দ্বারা আরব দেশের অনেক জঘন্য কুপ্রথা দূর হইয়া যাইবে।"

১। বোখারী—মোনাকেবে আয়েশা

অতঃপর পিতা হঃ আবু কোহাফার নিকট হঃ আবুবকর মত জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বলিলেন, "রসুলুল্লার সহিত আমার নাতিনীর বিবাহ হইলে বড়ই গৌরবের কথা হইবে এবং আমার আদরের নাতিনী 'মাহ্-বুবু রাব্বুল মাশ্রেকাইন ও মাগ্রেবাইন' এর মাহ্বুবা (বিশ্বস্রষ্টার প্রিয়তমের প্রিয়তমা) হইবে। তবে আমি আমার নাতিনীর বিবাহ জোবায়ের এব্নে 'মাত্'আম'এর পুত্রের সহিত দিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। কিন্তু এই কথা আমি কাহাকেও এত দিন প্রকাশ করি নাই। আমি জোবায়েরের মতামত জানিয়া তোমাকে আমার অভিমত জানাইব।"[১]

বৃদ্ধ হঃ আবু কোহাফা অনন্তর জেবায়েরকে ডাকিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। জোবায়েরের ইহা স্মরণ হওয়া মাত্রই তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী ভাবিয়া দেখিলেন এই বিবাহে তাহাদের অন্তরায় অনেক। পাত্রী পক্ষ ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। পরস্পরের সামাজিক বিধি ও বিবাহের রীতিনীতিতে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। তাহাদের ছেলের সঙ্গে মোসলমান-কন্যার বিবাহ হইলে পুত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ زَوْجَتِهِ

—স্বামীকে স্ত্রীর ধর্ম্ম মানিতে হইবে। এই বিবাহ দ্বারা ছেলে ত মোসলমান হইবেই ও উত্তরকালে তদ্বংশও মোসলমান হইবে এবং ইহাদের সংসর্গে ও আদর্শে আমাদের পরিবার পরিজনবর্গের সকলেই একে একে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে।"[২] এই অবাঞ্ছিত অবস্থার গুরুত্বে পুত্রের বিবাহে হঃ আবু কোহাফাকে তাহাদের অসম্মতি জানাইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহাকে রেহাই দিলেন।

কয়েকদিন পরে হঃ খাওলা নিমন্ত্রিত হইয়া হঃ আবু কোহাফার বাড়ীতে আসিলেন। হঃ আবু কোহাফা বলিলেন যে তাঁহার নাতিনীর সহিত রসুলুল্লার এই বিবাহ দ্বারা তাঁহাদের খান্দানের তথা সারা আরবের কুসংস্কারাদি সমূলে ধ্বংস হইবে। হঃ খাওলাও বলিলেন যে উক্ত বিবাহে প্রভূত কল্যাণ নামিয়া আসিবে বলিয়াই তাঁহার এত আগ্রহ। তিনি শীঘ্রই এই বিবাহের 'আকদ্' সমাধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অতঃপর হঃ খাওলা রসুলুল্লার সকাশে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সব কথা জানাইলেন। এই বিবাহ রসুলুল্লার জীবনের এক প্রধান ঘটনা। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের বিরাট সংস্কারক। এই বিবাহ দ্বারা তৎকালীন আরব সমাজের বহু অর্থহীন কুসংস্কার দূর হয়। হঃ আয়েশার বিবাহ নব-দীক্ষিত মোসলমানদিগের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম কুমারী কন্যার বিবাহ। এই বিবাহে অনুষ্ঠিত রীতিনীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে আরবগণ তাহাদের শতাব্দীব্যাপী বিবাহ ঘটিত যাবতীয় কুসংস্কারের মূলচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয়।

তৎকালে আরবে রসুলুল্লার পরিবার পরিজন ও নব দীক্ষিত মোসলমানগণ

১। মস্নদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ২১১ পৃঃ। ২। মাদানীয়াতুল আরাব।

ব্যতিরেকে পাত্র পাত্রীর আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অত্যধিক মোহর ধার্য্য, অতি মাত্রায় জাঁকজমক, বাদ্য-বাজনা, বিশ্রী নাচগান হইত।[১] বিবাহাদিতে একটা ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা ছিল—ভিন্ন গোত্রে বিবাহ হইত না; এমনকি এক মূর্ত্তির উপাসক অন্য মূর্ত্তির উপাসককে বিবাহ করিতে পারিত না। নাবালেগা মেয়ের সহিত ৪০ বৎসরের বেশী বয়সের বরের বিবাহ হইলে ঐ বরকে কা'বার চতুর্দ্দিকে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ৭ বার বিবস্ত্র হইয়া দৌড়িতে হইত;[২] নব বধূর সম্মুখে আগুন জ্বালাইত; নাবালেগা মেয়েকে বিবাহ করার পরদিনই বরের বাড়ীর পথে উটের উপরিস্থ হাওদাতে, কিংবা পাল্কীতে উঠাইয়া সহবাস করিত; হায়েজ (ঋতু) হইবার পর খান্দানী ঘরের কোন বীর পুরুষের নিকট স্বামী আপন স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিত (নেকাহাতুল এস্‌তেব্‌দা); বিবাহ করিয়া দুই বন্ধু একে অন্যের স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিত (নেক্‌হাতুল বদল); আরবেরা মেয়েদিগকে বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিত;[৩] এবং শাওয়াল মাসে বিবাহ-কার্য্যাদিকে মন্‌হুস মনে করিত।[৪] এইরূপ অনেক সামাজিক কুপ্রথা দূর করিবার জন্যই রসুলুল্লার সহিত হঃ আয়েশার বিবাহের এত সার্থকতা।

রসুলুল্লা হঃ খাওলাকে হঃ আয়েশার 'আক্‌দ্‌' এর তারিখ হিজ্‌রতের পূর্ব্ব তৃতীয় সালে—নবুওতের ১০ম সনের শাওয়াল মাসের ২৫এ তারিখ মোতাবেক ৬২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ঠিক করিয়া দিলেন, এবং বিবাহের মোহর ৫০০ দের্‌হাম (১০০৲ টাকা) নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

বিবাহের দিন হঃ আবুবকর রসুলুল্লার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে নিজ ঘরে লইয়া আসিলেন। রসুলুল্লা আসিলেই ঘরের সকলে ও উপস্থিত বিবাহ মজ্‌লিসের লোকেরা, "মার্‌হাবান্‌, মার্‌হাবান্‌, আহ্‌লান্‌ ওয়া সাহ্‌লান্‌" বলিয়া রসুলুল্লাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বিবাহ মজ্‌লিসে আরব সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা হঃ আবু কোহাফা, হঃ আব্বাস, হঃ উম্মুলফজল (ইঁহারা তখনও মোসলমান হন নাই), হঃ হাম্‌জা, হঃ উম্মে-রাওমান, হঃ খাওলা ও তাঁহার স্বামী হঃ ওস্‌মান এব্‌নে মাজ্‌উন, রসুলুল্লার চাচাত বোন হঃ উম্মেহানী, হঃ আতীয়া (ইনি হঃ আয়েশার সখী), এবং হঃ আস্‌মা বেন্‌তে হঃ আবুবকর—সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

তখন হঃ আয়েশা খেলায় মশ্‌গুল ছিলেন। তাঁহার ধাত্রী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে হাতমুখ ধোওয়াইয়া দিলেন, পরিপাটিরূপে চুল বাঁধিয়া

১। বোখারী মোস্‌নদে আয়েশা পৃঃ ৯৪ ২। যাদানীয়াতুল আয়াম।
৩। যাদানীয়াতুল আয়াম। ৪। এব্‌নে সা'দ আবাকাতুন্‌নেসা।

দিলেন এবং বিবাহের লেবাস্ পরাইয়া হঃ আবুবকরকে ডাকিলেন। হঃ আবুবকর আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ-মজ্‌লিসে লইয়া গেলেন এবং হঃ আবু কোহাফার কোলে দিলেন। বিবাহ-মজ্‌লিসে অসাধারণ ওজস্বিনী ভাষায় হঃ আবুবকর এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিলেন, "আপনারা জানেন, রসুলুল্লা আমাদের পয়গম্বর। তিনি আমাদিগকে আধাঁর হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছেন। এই আলোকের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার এবং চিরদিনের জন্য আমাদের এই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বজায় রাখিবার পথ অনেকদিন ধরিয়া খুঁজিতেছি। তাই আজ আপনাদের খেদমতে আমার ছোট মেয়েটিকে আনিয়াছি। এই ছোট ছোট মেয়ে ছেলেদের লইয়া কতশত কুসংস্কার আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি—বিনা অজুহাতে আমরা শিশু কন্যাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলি; হাত-পা বাঁধিয়া দেবদেবীর পায়ে বলি দিয়া দেই; যাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখি তাহাদিগকেও জীয়ন্তে-মরা করিয়া ফেলি; দোস্তের মেয়েকে আমাদের কেহ বিবাহই করিতে পারে না। আপনারা যদি আমার এই আয়েশাকে রসুলুল্লার হাতে সোপর্দ্দ করিয়া দেন, তবে চিরতরে আরব দেশ হইতে এসব কুসংস্কার মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন; ইহাতে আপনারা আমার বন্ধুত্বকে বজায় রাখিতে পারিবেন এবং আমার কন্যা রসুলুল্লার সঙ্গে থাকিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার আদর্শ ও বাণী জগতে প্রচার করিতে পারিবে।" তখন হাজিরানে মজ্‌লিস বলিয়া উঠিলেন, "মার্‌হাবান্, মার্‌হাবান্, আয়েশার বিবাহের ভিতর দিয়া আমাদের সেই কল্যাণ নামিয়া আসুক।"[১] তারপর ৫০০ দের্‌হাম দেন-মোহর ঘোষণা করিয়া হঃ আবুবকর বিবাহ খোত্‌বা পাঠঅন্তে রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশার বিবাহ আক্‌দ সমাধা করিলেন।[২]

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে কোরায়েশ বংশের অধিকাংশ লোক এবং প্রায় সমুদয় আরব সমাজ (তখন মোসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১ জন!) অমোসলমান ছিল, তাঁহারা রসুলুল্লার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াও কেন এই বিবাহ সমর্থন করিলেন। ইহার প্রধান কারণ, কোরায়েশ বংশের লোক বহুদিন যাবৎ সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। যে ইস্‌লামের ভবিষ্যত তখনও তিমিরাচ্ছন্ন সেই ইস্‌লামকে মনে মনে সত্য জানিয়াও সমাজে তাহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান হয়ত একটু খসিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় তাহারা অনেকেই খোলাখোলি ভাবে ইস্‌লাম গ্রহণ করে নাই। কিন্তু অনেকেই অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ইস্‌লামে বিশ্বাস করিত। তাই তাহারা এই বিবাহ সমর্থন করিয়াছিল।

হঃ আয়েশার বিবাহ কালীন বয়স সম্বন্ধে যেমন মোহাদ্দেসীনের মধ্যে তেমনি আধুনিক ওরিয়েন্টেলিষ্টগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস্ মাওলানা ইমাম মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারী বলেন যে হঃ আয়েশার 'আক্‌দ্ তাঁহার ৬ বৎসর বয়সে ও রুসুমাত ৯ বৎসর বয়সে সমাধা হইয়াছিল।[৩]

১। তাবারী, খোতাবুন্ নবী ওস্ সাহাবা। ২। মোস্‌লেম শরীফ পৃঃ ৪৫৬
৩। বোখারী ৬৭, ৬৮,৬৯ পৃঃ

মোহাদ্দেস্‌ মাওলানা ইমাম আবুল হোসেইন মোস্‌লেম এব্‌নে আল্‌-হাজ্জাজ এব্‌নে মোস্‌লেম আল্‌-কোশায়রী স্বীয় সহী মোস্‌লেম গ্রন্থে ও মাওলানা মোহাদ্দেস্‌ ইমাম আহ্‌মদ এবনে হাম্‌বল্‌ তাঁহার রচিত মোস্‌নদে আহ্‌মদ গ্রন্থে বলেন যে হঃ আয়েশার আক্‌দ ৭ বৎসর বয়সে ও রুসুমাত ৯ বৎসর বয়সে হইয়াছিল।[১] ঐতিহাসিক এবনে সা'দ ও মোহাদ্দেস্‌ এব্‌নে হাজার বলেন যে আক্‌দ হঃ আয়েশার ৯ বৎসর বয়সে ও রুসুমত ১৪ বৎসরে সমাধা হইয়াছিল।[২] ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ওয়ারিয়েণ্টেলিষ্ট ডাক্তার মারগোলিয়ুথ সাহেব বলেন—"মোহাম্মদ আবুবকরের ৭ বৎসরের শিশু-তনয়া আয়েশাকে বিবাহ করেন।" রুসুমাতের বিষয়ে তিনি নীরব। সার উইলিয়ম মূর সাহেবও বলেন যে রসুলুল্লা হঃ আয়েশার ৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে বিবাহ করেন, এবং ১০ বৎসর বয়সে তাঁহার রুসুমাত হয়।

আক্‌দ্‌ ও রুসুমাতের সময় হঃ আয়েশার বয়স কত ছিল, এই মতানৈক্য ব্যতিরেকেও আক্‌দ্‌ ও রুসুমাতের মাঝখানে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা লইয়াও উপরোক্ত মোহাদ্দেস্‌গণ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অমিল দেখা যায়। ইঃ বোখারী বলেন যে রুসুমাত আক্‌দের ৩ বৎসর পরে; ইঃ মোস্‌লেম ও ইঃ এব্‌নে হাম্‌বল বলেন ২ বৎসর পরে; মাওলানা বদ্‌রুদ্দীন আইনী বলেন যে 'আক্‌দ' এর ৪ বৎসর পরে; এব্‌নে সা'দ ও এব্‌নে হাজার বলেন—৫ বৎসর পরে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উপরোক্ত দুই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন মিল না থাকিলেও আক্‌দের তারিখ ও রুসুমাতের তারিখ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নাই।

এই জটিল মতানৈক্যগুলি নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

	মোহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকগণ	আক্‌দের সময় বয়স	আক্‌দের তারিখ	রুসু-মাতের সময় বয়স	রুসুমাতের তারিখ	আক্‌দ্‌ ও রুসুমাতের মাঝখানে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছিল
১	ইঃ বোখারী	৬	নবুওতের ১০ম সনে শাওয়াল মাসে (হিঃ ৩য় বর্ষ পূর্ব্বে)	৯	হিঃ ২য় সনে বদর যুদ্ধের পর শাওয়াল মাসে	আকদের পর রসুলুল্লা ৩ বৎসর ৫ মাস কাল মকায় ছিলেন।
২	ইঃ মোস্‌লেম	৭		৯		নীরব
৩	ইঃ এব্‌নে হাম্‌বল্‌	৭	,,	৯	,,	
৪	ঐতিহাসিক এব্‌নে সা'দ	৯	,,	১৪	,,	,,
			,,	,,	,,	৫ বৎসর
৫	মোহাদ্দেস্‌ ও মোয়ার্‌রেখ্‌ এব্‌নে হাজার	,,	,,		,,	,,
৬	মাওলানা বদরুদ্দীন আইনী ও	নীরব	হিঃ ২বৎসর পূর্ব্বে	নীরব	,,	৪ বৎসর
৭	এব্‌নে হেশাম	,,	হিঃ ১½বৎসর পূর্ব্বে	,,	,,	নীরব
৮	সার উঃ মূর সাহেব	৬	নীরব	১০	,,	,,
৯	ডাঃ মারগোলিয়ুথ	৭	,,	নীরব	,,	,,

১। সহী মোস্‌লেম ১৬ অধ্যায় জেওয়াজ ও তাজ্‌বিজ্‌। ২। তাবাকাতে এব্‌নে সা'দ; ইসাবা।
৩। উম্‌দাতুল কারী; ১ম জিল্‌দ ৪৫ পৃঃ

সর্ব্ব প্রথমে আমরা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব যে হঃ আয়েশার আক্‌দের ও রুস্‌মাতের মাঝখানে কতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

আক্‌দ্‌ ও রুস্‌মাতের বয়স ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় ইঃ বোখারীর মতে আক্‌দ্‌ ও রুস্‌মাতের মধ্যের সময় ছিল ৩বৎসর; ইঃ মোস্‌লেমের মতে ২ বৎসর; ইঃ এব্‌নে হাম্‌বলের মতে ২ বৎসর; এব্‌নে সা'দ ও এব্‌নে হাজারের মতে ৫ বৎসর। অন্যদিক দিয়া তাঁহারা আক্‌দের ও রুস্‌মাতের যে তারিখে দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ সময় ছিল ৫ বৎসর। ইঃ বোখারী যে ৩ বৎসর ৫ মাস উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শুধু আক্‌দের পর রসুলুল্লার মক্কায় থাকার সময়টুকু। এখন ইহার সঙ্গে হিজরতের ২ বৎসর যোগ করিলেও ৫ বৎসর ৫ মাস হয়। অন্যান্য মোহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ে নীরব থাকিলেও এব্‌নে সা'দ ও এব্‌নে হাজার স্পষ্টই ৫ বৎসর বলিয়াছেন। তাই আমাদের মনে হয় আক্‌দ্‌ ও রুস্‌মাতের তারিখ ব্যাপারে তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন জঈফ হাদীসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন কিন্তু আক্‌দ্‌ ও রুস্‌মাতের মাঝে যে ৫ বৎসরই অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের কোন সন্দেহ নাই।

তবে আক্‌দের সময় হঃ আয়েশার বয়স কত ছিল? উপরোক্ত মোহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকগণ উহা ৬ ও ৯ বৎসরের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্তু এব্‌নে সা'দ ও এব্‌নে হাজার ব্যতীত অন্যান্য সকলের এই বয়স নিরুপণ যে ভুল হইয়াছে, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। এবং তাঁহাদের মধ্যে এত বেশী মতানৈক্য ও তারতম্য থাকার দরুণ কোন একজনের বক্তব্যকে ঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। সুতরাং এই ব্যাপারে মোহাদ্দেস্‌ ও মোয়ার্‌রেখ্‌ এব্‌নে হাজার আমাদিগকে এই রহস্যের উদ্‌ঘাটনে অনেক সাহায্য করেন:—

প্রথমতঃ এব্‌নে হাজার তাঁহার রচিত "ইসাবা" গ্রন্থে বলেন যে রসুলুল্লার ছোট কন্যা হঃ ফাতেমা জাহ্‌রার জন্ম হয় নবুওতের ৫ বৎসর পূর্ব্বে—যে বৎসর কা'বা শরীফ পুনঃ মেরামত হইয়াছিল। তিনি ঐ গ্রন্থেরই অন্য এক জায়গায় রওয়ায়েত করেন যে হঃ ফাতেমা জাহ্‌রা হঃ আয়েশা হইতে ৫ বৎসরের বড় ছিলেন। এখন এই রওয়ায়েত দ্বারা সব মতানৈক্যেরই মীমাংসা করা যায়, এবং ইহাও প্রমাণিত হয় যে হঃ আয়েশার নবুওতের ১ম সনেই জন্ম হয়। কাজেই নবুওতের ১০ম সনে হঃ আয়েশার বয়স কমপক্ষে ৯ বৎসর ছিল, এবং এই ৯বৎসর বয়সেই তাঁহার আক্‌দ্‌ হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ৯ বৎসর বয়সে আক্‌দ্‌ হইয়াছিল এই বিবরণই সত্য ও বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি ঐ গ্রন্থে আরও রওয়ায়েত করেন যে হঃ ফাতেমা জাহ্‌রার বিবাহ হিজ্‌রতের ২য় সনে শাওয়াল মাসে তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। যখন হজরত আয়েশা হঃ ফাতেমা হইতে ৫ বৎসরের ছোট ছিলেন, তখন হিজ্‌রির ২য় সনের শাওয়াল মাসে হঃ আয়েশার রুস্‌মাতের সময় তাঁহার বয়স ১৩ বৎসরের কম কিছুতেই হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ হঃ আয়েশা বলেন যখন কোর্‌আন শরীফের ৫৪শ অধ্যায় অর্থাৎ সুরায় কামার নাজেল হয়, তখন তিনি দোলায় দুলিতেছিলেন; শুনিয়া তাহা সঙ্গে সঙ্গেই মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন ১।

১। বোখারী শরীফ।

মোহাদ্দেসীন ও মোফাস্সেরীনের নিকট ইহা সহী রওয়ায়েত। কোর্‌আন শরীফের যে ৫৪শ অধ্যায় নবুওতের ৫ম সনের পূর্ব্বে নাজেল হইয়াছিল, তাহাও সহী রওয়ায়েত। এই দুই রওয়ায়েতের বিশ্বস্ততায় কোন ইমামেরই মতভেদ নাই। এখন যদি আমরা ইঃ বোখারীর এই রওয়ায়েত প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লই, আর যদি হঃ আয়েশার আক্দ্ নবুওতের ১০ম সনে তাঁহার ৬।৭ বৎসর বয়সে হইয়াছিল, তাহা হইলে "সূরায় কামার" নাজেল হইবার সময় তাঁহার বয়স ১ বৎসর কিংবা ২ বৎসর ছিল। তাহা হইলে কেমন করিয়া হঃ আয়েশা এই ১।২ বৎসর বয়সের কথা রওয়ায়েত করিতে পারেন? ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে হজরত আয়েশা "এই সূরায় কামার" নাজেল হইবার সময় কমপক্ষে ৪।৫ বৎসরের বালিকা ছিলেন। এখন সূরায় কামার নবুওতের ৫ম সনে নাজেল হয়। অতএব নবুওতের ১০ম সনে যখন তাঁহার আক্দ্ হয়, তখন হঃ আয়েশার বয়স ৯।১০ বৎরের কম কিছুতেই হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ সার উইলিয়ম মূর সাহেব ও ডাঃ মারগোলিয়ুথ সাহেব যে হঃ আয়েশার বয়স আক্দের সময় ৬।৭ বৎসর ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাঁহারা উপরোক্ত ইমামদের সনদ হিসাবে জঈফ রওয়ায়েতই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং তাঁহাদের এই বিষয় কিছু সমালোচনা করার কোনই প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করি।

এব্‌নে সা'দ ও এব্‌নে হাজারের উক্তি যে হঃ আয়েশার আক্দ্ ৯ বৎসর বয়সে হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাই আমরা এখন নির্ব্বিঘ্নে ও বিনা আপত্তিতে এবং নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—হঃ আয়েশার রুস্সুমাত আক্দের ৫ বৎসর পরের ঘটনা অর্থাৎ তাঁহার আক্দ নবুওতের ১০ম সনে হিজ্‌রির ৩ বৎসর পূর্ব্বে মক্কাশরীফে, এবং রুস্সুমাত হিজরীর ২য় সনে = নবুওতের ১৫শ বর্ষের শাওয়াল মাসে মদীনা শরীফে সমাধা হয়, এবং তিনি রুস্সুমাতের সময় ১৪ বৎসরের বালিকা ছিলেন।

লণ্ডনে পিয়ারসন পত্রিকার ১৯৩৪ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় জনৈক পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে হঃ আবুবকর হঃ আয়েশাকে 'টোপ' (bait) স্বরূপ রসুলুল্লাকে দিয়াছিলেন, বাসনা ছিল এই বিবাহ দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে তিনি রসুলুল্লার প্রাধান মন্ত্রী হইবেন। এই মিথ্যা দোষারোপ কোন মোসলমান ও অমোসলমান ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন না। কেননা ঐ সময় হঃ আবুবকর ও রসুলুল্লার উপর ভীষণ অত্যাচার উপদ্রব চলিতেছিল। এমনকি তাঁহাদের জীবনও নিরাপদ ছিল না। এহেন বিপদের সময় হঃ আবুবকর ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া নিজের পদমর্য্যাদা ও সম্মান বাড়াইবেন ও রসুলুল্লার মন্ত্রী হইবেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না। প্রথমতঃ বাল্যকাল হইতেই রসুলুল্লার সহিত তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ছিল। এই অকৃত্রিম ও অকপট বন্ধুত্বের বিষয়ে সার উইলিয়ম মূর ও পাদ্রী স্প্রেংগার সাহেবদ্বয় এক বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাদের ইতিহাসে এই 'টোপ' এর কথা কুত্রাপিও দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ হঃ আবুবকর ওহীর কথা শুনিয়াই ইমান আনিয়াছিলেন ও প্রবীণদের মধ্যে প্রথম মোসলমান হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি মক্কার এক বিশিষ্ট সওদাগর ছিলেন, এবং ইসলাম প্রচারের জন্ত তাঁহার সমস্ত ধনদৌলত দান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থে অনেক দুঃস্থ গরীব ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নব মোসলমান তাঁহাদের নিষ্ঠুর প্রভুদের হাত

হইতে রেহাই পাইয়া আজাদ হইয়াছিলেন। তাঁহার মত লোক যে পদ-মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। বাস্তবিকই তখনকার দিনে রসুলুল্লা ও তাঁহার আসহাবগণের পদ-মর্য্যাদা ও সম্মান শুধু উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করা বই আর কিছুই ছিল না।

ডাক্তার মার্গোলিয়ুথ সাহেব তাঁহার রচিত "দি লাইফ অফ মোহামেট" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ইউরোপীয় প্রায় ঐতিহাসিকগণ রসুলুল্লা হঃ আবুবকরের ৭ বৎসর বয়সের শিশু কন্যাকে বিবাহ করিয়া Gross Passion (ভীষণ কাম-লিপ্সার) এর পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটি কারণ হইতেই তাঁহাদের ভিত্তিহীন, অর্থহীন, অসার ও হীন মন্তব্যের বিষয় উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমতঃ রসুলুল্লার বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্যাভিচারী আরব সমাজেও রসুলুল্লা উন্নত চরিত্রবান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, ও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য আরবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করিতেন; এমনকি 'আল্-আমীন' (নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী) বলিয়া ডাকিতেন। রসুলুল্লা তাঁহার যৌবনারম্ভের ১৫ বৎসর বয়স হইতে পূর্ণ যৌবনের ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন প্রকার জঘন্য কাজে লিপ্ত হন নাই। ইহা কাফের, মোশ্রেক আরবেরা, এবং অমোসলমান ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন, এমনকি ডাঃ মার্গোলিয়ুথ সাহেবও তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে রসুলুল্লার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ রসুলুল্লা ২৫ বৎসর বয়সে ৪০ বৎসরের বিধবা মহিলা হঃ খাদীজাকে বিবাহ করেন। ইহার সহিত রসুলুল্লা ২৫ বৎসর অতি সুখে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। কার্লাইল সাহেব তাঁহার "হিরোজ এ্যাণ্ড হিরো ওয়ারশিপ্" গ্রন্থে "হিরো এজ্ এ প্রোফেট" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে আরবেরা সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী, রমণীয়া ও কমনীয়া কুমারীদিগকে রসুলুল্লার নিকট বিবাহ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিত ও লোভলালসা দেখাইত। কিন্তু রসুলুল্লা বিবাহ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। জীবনের উৎকৃষ্ট যৌবন কাল—২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত—তিনি এক বিধবা প্রৌঢ়া মহিষীকে লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ডাঃ মারগোলিয়ুথ সাহেবও তাঁহার গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠাতে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ডাঃ সাহেব ঐ গ্রন্থের ১৭৬ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে রসুলুল্লার প্রায় প্রত্যেকটি বিবাহই রাজনৈতিক, সামাজিক ও পরাজিত সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের আশ্রয়দানে এবং বিপন্না, বৃদ্ধা ও রুগ্না ভদ্র মহিলাদের ভরণ পোষণ ও লালন পালনের জন্য ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই সাক্ষ্য ও তাঁহারই বর্ণিত "কাম-লিপ্সার" অভিযোগের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রসুলুল্লার উপর "কাম-লিপ্সার" অপবাদ অযথা আরোপ করিয়া শুধু তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয়েরই পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ স্যার উইলিয়ম মুর সাহেব তাঁহার রচিত, "দি লাইফ্ অফ্ মোহাম্মদ" নামক গ্রন্থের ১৭৭ ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে হঃ আয়েশার বিলক্ষণ বুদ্ধি, প্রখর স্মরণ-শক্তির বিকাশ ও অল্প

প্রত্যঙ্গের পরিবর্দ্ধন অতি দ্রুত হইয়াছিল। তিনি ১০ বৎসর বয়সেই একজন গুণ-সম্পন্না এবং পরিণতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

হঃ আয়েশার দ্বারা অদূর-ভবিষ্যতে ইসলামের বিশিষ্ট অঙ্গ পরিপূর্ণ হইবে, এবং এই বিবাহ দ্বারা আরবের অতি প্রাচীন বিবাহ কুসংস্কারগুলি চিরতরে বিনষ্ট হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে নিজ আদর্শে গড়িয়া তোলার আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া রসুলুল্লা এই ১০ বৎসরের সিদ্দিক-তনয়াকে নিজ আক্‌দে আনিয়াছিলেন। এই বিবাহ বিষয় পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রসুলুল্লার এই বিবাহ বিয়ে-পাগলামী বা কাম-লিপ্সার পরিচায়ক নহে; বরঞ্চ ইহা বিবাহের নামে দেশ, জাতি ও সমাজ সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

মদীনায় হিজ্‌রত

হঃ আয়েশা আক্‌দের পর মক্কা শরীফে নিজ পিত্রালয়ে প্রায় ৩ বৎসর ৫ মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় মক্কাবাসীদের মধ্যে ৪০।৫০ জনের বেশী মোসলমান হন নাই। এই মুষ্টিমেয় নব্য মোসলমানগণ মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অধীর হইয়া পড়িলেন। হঃ আবুবকর রসুলুল্লার একজন বড় দরদী ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন বলিয়া তিনিও ইহাদের আক্রোশ হইতে বাদ পড়েন নাই।

শৈশবকাল হইতেই হঃ আয়েশা নিরিবিলিভাবে পিতার সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে বড় পছন্দ করিতেন। কাফেরদের অত্যাচারে অভিভূত পিতা হঃ আবুবকরকে ব্যথিত ভাবে একদিন হঃ আয়েশা বলিলেন—"আব্বাজান! চলুন, আমরা আমাদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া অন্য দেশে যাই। তথায় নূতন ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া নিরাপদে আল্লাহ্‌-তায়ালাকে ডাকিতে পারিব। সেখানে কেহ আমাদিগকে এখানকার লোকের মত ধর্ম্মের জন্য নির্য্যাতন করিবে না।" কচি মেয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া পিতার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পিতা আশ্বাস দিতেন যে রসুলুল্লার আদেশ পাইলেই তাঁহারা হিজ্‌রত করিয়া অন্যত্র যাইবেন।

রসুলুল্লার আদেশ পাইয়া যখন মক্কাশরীফের কতিপয় সাহাবী আবিসিনিয়াতে হিজ্‌রত করিলেন—তখন হঃ আবুবকর ও তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবার ইহাদের সঙ্গে শামিল হইলেন। বর্‌কুল্‌গামাদ্ নামক মন্‌জিলে আসিয়া কাফেলা থামিল। ঘটনাক্রমে

তথায় হঃ আবুবকরের বাল্যবন্ধু এব্নে দাগ্নার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এব্নে দাগ্না মক্কাশরীফের একজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি সিরিয়া হইতে তেজারতের মাল লইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন। হঃ আবুবকরের নিকট হিজ্রতের কারণ এবং মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও অবিচারের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলিলেন— "আমাদের কওম বড় হতভাগ্য। আপনার মত একজন মহানুভব দাতা ও পবিত্র চরিত্রের লোককে তাহারা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। আমার সাথে ফিরিয়া মক্কাশরীফে চলুন, আমি আপনাকে তাহাদের শত্রুতার কবল হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিব।"[১]

মক্কাশরীফ ত্যাগের পর হঃ আবুবকর প্রায়ই রসুলুল্লার উপর নিদারুণ অত্যাচার ও অবিচারের কথা ভাবিয়া বড়ই অস্থির হইয়া পড়িতেন। এব্নে দাগ্নার আশ্বাস বাণীতে ও রসুল্লার বিপদের কথা মনে করিয়া তিনি মক্কায় ফিরিয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গী মোহাজেরগণেরও পরামর্শক্রমে এব্নে দাগ্নার সহিত মক্কাশরীফে ফিরিয়া আসিতেই মনস্থ করিলেন।

হঃ আবুবকর মক্কাশরীফে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দেখিলেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাফেরেরা রসুলুল্লার উপর দ্বিগুণ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হঃ আবুবকরকে পুনরায় পাইয়া রসুলুল্লা অত্যন্ত শান্তি ও স্বস্তি বোধ করিলেন। কিন্তু নির্য্যাতন আরও বৃদ্ধি পাইল।

এই অত্যাচার ও অবিচার যখন চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে তখন অর্থাৎ নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষে সফর মাসের ১৮ই তারিখ রবিবার মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই মদীনায় হিজ্রত করিবার জন্য রসুলুল্লার উপর এক ওহী নাজেল হইল। ওহী নাজেল হওয়ার পর সেই দিনই দ্বিপ্রহরে রসুলুল্লা হঃ আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে তাঁহার উপর মদীনায় হিজ্রত করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ হইয়াছে।[২]

হিজ্রতের কথা শুনিয়া হঃ আবুবকর অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন —اَلصُّحْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ—রসুলুল্লা! আমি আপনার সাথী হইব।" রসুলুল্লা বলিলেন যে তিনি একেলাই হিজ্রত করিবেন। তখন হঃ আবুবকর বলিলেন—"না,

১। আস্-সাহাবা, এব্নে-সা'দ, তাবারী, ও সীরাতে আয়েশা পৃঃ ২০

২। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃঃ ৫২

আমি আপনাকে একা যাইতে দিব না। অন্য কাহাকেও আপনার সঙ্গে দিব না—আমিই যাইব।" হঃ আয়েশা তাঁহাদের মদীনায় হিজ্‌রতের কথা শুনিয়া পিতাকে ধরিলেন যে তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। হঃ আবুবকর তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার দাদার নিকট থাকিতে বলিলেন। তিনি মদীনায় পৌঁছিয়া সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ হইলেই তাহাদিগকে তথায় লইয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। হঃ আয়েশা ইহাতে রাজি হইলেন ও তাঁহাদের সফরের যোগাড়যন্ত্র করিয়া দিলেন। মোহাদ্দেসীন ও মোয়ার্‌রেখীন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই ১২ বৎসর বয়সেও বুদ্ধিমতী হঃ আয়েশা তাঁহাদের পথের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করিয়া দিয়াছেন। ইহার ১২ দিন পরে উট ও সার্‌বান (উট-চালক) ঠিক করিয়া রসূলুল্লা ও হঃ আবুবকর আল্লার তওহীদ বাণী জগতকে নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে শুনাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া নবুওতের ত্রয়োদশ সনের ১লা রবীউল আউয়াল মাসের বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই মদীনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শত্রুর নিকট হইতে এই হিজ্‌রতের কথা গোপন রাখিতে হঃ আয়েশার বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।*

* হঃ আবুবকর হিজ্‌রত করিবার পর তাঁহার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতা হঃ আবু কোহাফা হঃ আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হঃ আবুবকর তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য কিছু টাকা পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন কিনা এবং তাহা তিনি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হঃ আয়েশা ত জানেন তাঁহার পিতা তাঁহাদিগকে কিছুই দিয়া যান নাই। কিন্তু এই কথা তাঁহার দাদা জানিলে টাকা ধারের জন্য গিয়া কাহারও নিকট হিজ্‌রতের বিষয় কথায় কথায় বলিয়া ফেলিতে পারেন এবং তাহাতে সমূহ বিপদ হইতে পারে। তাই তাঁহাদের তখনকার নিঃস্ব অবস্থার কথা গোপন রাখিবার মানসে দাদার সঙ্গে একটু বিদ্রূপের আশ্রয় লইলেন। তাঁহার বড় ভগ্নী হঃ আস্‌মাকে সঙ্গে করিয়া একটী মাটির পাত্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পূর্ণ করিলেন এবং উহা রুমালে ঢাকিয়া আনিয়া দাদাকে বলিলেন—"দাদু! এইযে।" বৃদ্ধ অন্ধ হঃ আবু কোহাফা ইহা হাতড়াইয়া বলিলেন—"দাদু আয়েশা! বাবা ত অনেক টাকাই দিয়া গিয়াছে।"

মক্কা শরীফ ত্যাগের ২২ দিন পরে ২৩শে রবীউল আউয়াল মাসের শুক্রবার দিন রসূলুল্লা ও হঃ আবুবকর মদীনায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রসূলুল্লার মাতুল-বংশীয় হঃ আবু আইউবের ঘরে রসূলুল্লা ও হঃ আবুবকর হঃ খারেজা এব্‌নে জায়েদ আন্‌সারীর মেহ্‌মান হন। রসূলুল্লা হঃ আবু আইউবের ঘরে ৭ মাস কাল অবস্থান করেন। এই সময় তিনি মস্‌জিদে নবুবী ও ইহার সংলগ্ন থাকিবার ঘর নির্ম্মাণ করেন। হঃ আবুবকর তাঁহার নিজ বাসগৃহ "সুনহ" নামক স্থানে বনী হারেস্‌ এবনে খাজ্‌রাজের মহাল্লাতে তৈয়ার করেন।

তাঁহারা মদীনায় আসার পর ৭ মাস কাল তাঁহাদের পরিজনবর্গ—রসুলুল্লার সহধার্ম্মিনী হঃ সাওদা, কন্যাদ্বয় হঃ উম্মেকুলসুম ও হঃ ফাতেমা জাহ্‌রা এবং হঃ আবুবকরের স্ত্রী হঃ উম্মে রূমান, তাঁহার কন্যাদ্বয় হঃ আস্‌মা ও হঃ আয়েশা এবং পুত্র হঃ আবদুর-রাহ্‌মান মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। মদীনায় হঃ আবুবকরের বাসগৃহ ও রসুলুল্লার মস্‌জিদ সংলগ্ন হুজ্‌রা নির্ম্মিত হইলে তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারবর্গকে মক্কা হইতে আনয়ন করিবার জন্য আবুরাফে', জায়েদ ও আবদুল্লা এব্‌নে আবুবকরকে ৫০০ দের্‌হাম ও দুইটি উট সহ মক্কাশরীফ পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা মক্কায় উপস্থিত হইয়া রসুলুল্লা ও হঃ আবুবকরের পরিবারগণকে নিরাপদে মদীনায় লইয়া আসেন। ইহা নবুওতের চতুর্দ্দশ বৎসরের রমজান মাসে সংঘটিত হয়।[১]

হঃ আয়েশার তখনও রুস্‌মাত হয় নাই বলিয়া তিনি মদীনায় পিত্রালয়ে আসিলেন। এই কয়েক মাসের ঘটনার পর ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া হঃ আয়েশা নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বড় ঘরের আদরের মেয়ে, সবেমাত্র আক্‌দ্‌ হইয়াছে, বয়স মাত্র ১২ বৎসর—এই সুখের জীবনের প্রারম্ভেই কতকগুলি অতর্কিত বিপদ আপদ আসিয়া দেখা দিল। প্রথমে নির্য্যাতনের ভয়ে পিতার সঙ্গে আবিসিনিয়ার দিকে রওনা হইলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবার মক্কাশরীফে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার অনতিকাল পরে পিতা এবং স্বামীকে মদীনায় হিজ্‌রতের জন্য বিদায় দিলেন। অবশেষে তিনিও মদীনায় হিজ্‌রত করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রুস্‌মাত

রসুলুল্লা যখন হিজ্‌রত করেন, তখন মদীনা শরীফ বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল; আব্‌হাওয়া সহ্য না হওয়ায় মোহাজেরগণ এখানে নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হন। হঃ আবুবকরও জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হঃ উম্মে রূমান, হঃ আস্‌মাও অসুস্থ হন। এই সময় ১৩ বৎসরের বালিকা হঃ আয়েশাকেই তাঁহার মাতাপিতা ও ভগ্নীর সেবা শুশ্রূষার ভার লইতে হয়। দিন নাই, রাত নাই, খাওয়া-দাওয়ার সময় নাই,—হঃ আয়েশা তাঁহাদের সেবায় রত হইলেন।[২]

১। বোখারী; এব্‌নে সা'দ। ২। আবুদাউদ, কেতাবুল আদাব।

তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিলে হঃ আয়েশা ভীষণ জ্বরে পড়েন। তিনিও প্রায় একমাস কাল শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে প্রায় ৭ মাস লাগিয়াছিল। এই রোগে তাঁহার আজানুলম্বিত কেশরাশি ঝরিয়া পড়ে। বালিকা-স্বভাব-সুলভ কেশ-প্রীতিতে তিনি চঞ্চলা হইয়া উঠিতেন এবং তাঁহার কেশহীন মস্তকের কথা মনে উঠিলে পিতার নিকট কাঁদিয়া ফেলিতেন।[১]

হিজ্‌রির ২য় সনে শাওয়াল মাসের ১০ই তারিখ হঃ উম্মে রূওমান হঃ আবুবকরকে বলিলেন যে তাঁহাদের আয়েশা বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার রুসুমাত করিবার বন্দোবস্ত করা দরকার। হঃ আবুবকরও বলিলেন যে তিনিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি রসুলুল্লাকে অচিরেই রুসুমাত কার্য্য সম্পন্ন করা সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন বলিলেন।

সেই দিনই হঃ আবুবকর রসুলুল্লার মত চাহিলেন। রসুলুল্লা বলিলেন যে তিনি এত শীঘ্র রুসুমাত করিতে অক্ষম। কারণ তিনি কপর্দ্দকশূন্য। মোহরের ৫০০ দের্‌হাম জোগাড় করিয়া রুসুমাত সম্পন্ন করিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। হঃ আবুবকর মোহরের টাকা ধার দিতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রসুলুল্লা বলিলেন, "এখন ইহা ধার দিয়া পরে আমার নিকট হইতে যদি ইহা গ্রহণ না করেন, তবে আমি ঋণ-মুক্ত হইব না। আমি অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া—অথবা কায়িক পরিশ্রমে এই টাকা জোগাড় করিব—তখন রুসুমাত হইবে।" কিন্তু হঃ আবুবকর বলিলেন যে তিনি উক্ত টাকা ফেরত লইবেন, কারণ উহা ফেরত না লইলে হঃ আয়েশাকে প্রদত্ত টাকা মোহরের হিসাবে গণ্য হইবে না। অধিকন্তু তিনি আরও বলিলেন যে তাঁহার প্রিয় পয়গম্বরকে অন্য কাহারও নিকট হাত পাতিতে দিবেন না। হঃ আবুবকরের কথা শুনিয়া রসুলুল্লা সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার নিকট হইতে ৫০০ দের্‌হাম কর্জ্জ লইয়া হঃ আয়েশার নিকট পাঠাইয়া দিলেন[২] এবং রুসুমাতের দিন ২১শে শাওয়াল তারিখে নির্দ্দেশ করিলেন।

তখন মদীনা শরীফে রসুলুল্লার রুসুমাতের কথা ছড়াইয়া পড়িল। মোহাজেরীন ও আন্‌সারেরা নির্দ্দিষ্ট তারিখে রসুলুল্লাকে লইয়া হঃ আবুবকরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেদিন হঃ আবুবকরের আনন্দের দিন। তিনি রসুলুল্লা ও তাঁহার সঙ্গিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন।

১। বোখারী বাবুল হিজ্‌রত। ২। তাবাকাতুন্ নেসা এব্‌নে সা'দ পৃঃ ৪৩

আন্সার ও মোহাজেরীন মহিলাগণ নববধূকে রসুলুল্লার গৃহে পাঠাইবার জন্য হঃ আয়েশাকে নব-বধূর সাজে সাজাইলেন। রসুলুল্লাকে সাথে করিয়া হঃ আবুবকর ঘরের দরজায় আসিতেই উপস্থিত সকলে বলিয়া উঠিলেন—"عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى طَائِرٍ—আপনার শুভাগমন হউক।" হঃ আবুবকরের নির্দ্দেশ ক্রমে হঃ আয়েশার সখী হঃ আস্মা রসুলুল্লাকে গৃহ মধ্যে বধূ বেশে উপবিষ্টা হঃ আয়েশার পাশে বসাইয়া দিলেন। হঃ উম্মে রাওমান হঃ আয়েশাকে রসুলুল্লার হাতে সোপর্দ্দ করিয়া দিলেন।[১]

রুসুমাতে শান শাওকাত নাই, বরের দান-জেহেজ নাই। সাদাসিদা ভাবে, বিনা আড়ম্বরে বর-কন্যার বিদায় হইল। 'আকদ'এর ৫ বৎসর পরে রসুলুল্লার সহিত হঃ আয়েশা হিজ্‌রির ২য় সনের শাওয়াল মাসে* স্বামী-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

* হঃ আয়েশার পিতৃ-গৃহ হইতে স্বামি-গৃহে যাওয়ার তারিখ সম্বন্ধে হাদীস বোখারীতে হঃ আয়েশার এক রওয়ায়েত আছে—"আমার রোখ্‌সুতী হিজরির ২য় সনে শাওয়াল মাসে সু-সম্পন্ন হইয়াছিল।"

রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। হঃ আয়েশার মাতা কন্যার প্রিয় সখী হঃ আস্মাকেও তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। হঃ সাওদা আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন ও সাদরে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন। যদিও আজ রুসুমাত উৎসব, তবুও রিক্ততার সম্রাট রসুলুল্লার ঘরে খাবার কিছুই নাই। জনৈক সাহাবীর দেওয়া এক পেয়ালা দুধ মাত্র সম্বল ছিল। ইহাই হঃ সাওদা রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। রসুলুল্লা দুধ একটু পান করিয়া পেয়ালাটি হঃ আয়েশার হাতে দিলেন। নববধূ সুলভ লজ্জাবশতঃ হঃ আয়েশা দুধ পান করিলেন না। তাঁহার সখী বলিলেন যে রসুলুল্লার দান উপেক্ষা করিতে নাই। এই উপদেশে হঃ আয়েশা একটু দুধ পান করিলেন। রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে বলিলেন, "আপনার সইকেও একটু দুধ পান করিতে দিউন।" সখী হাসিয়া বলিলেন যে তাঁহার আর দুধ খাইবার রুচি নাই। মৃদু হাসিয়া রসুলুল্লা বলিলেন যে সামান্য মিথ্যা কথাও লোকের আমল নামায় লিখিত হয়।[২]

১। বোখারী তাজ্‌বিজু আয়েশা পৃঃ ১৫৫; মোসলেম শরীফ কেতাবুন্‌ নেকাহ্‌।
২। আহ্‌মদ এব্‌নে হাম্‌বল; মোস্‌নদে আস্মা বেন্‌তে ইয়াজীদ।

আমরা বর্ণনা করিয়াছি যে হঃ আয়েশার বিবাহে কোন প্রকার জাঁকজমক হয় নাই। হঃ আয়েশার সখী সাহাবিয়া হঃ আতীয়া বলেন যে এই বিবাহ অতি সাদাসিদা ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাতে জাকজমকের কোন নামগন্ধও ছিল না। ঢাক, ঢোল, সাহানা কিছুই বাজে নাই, দামামাও পিটান হয় নাই, নাচ গানও কেহ করে নাই। আমাদের দেশের অনেক স্থানে বিবাহে ধুমধামের অন্ত থাকে না—ঢাক, ঢোল, সাহানা, দামামা, নাচগান ইত্যাদি না হইলে বিবাহই হয় না। আমাদের ছেলে মেয়েদের বিবাহ কার্য্য হঃ আয়েশা ও রসুলুল্লার বিবাহের সরল আদর্শ মত সহজ ভাবে সমাধা করা নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে বিবাহের জাঁকজমক, বাদ্য-বাজনা ও বৃথা ব্যয় বাহুল্যে অর্থের অপব্যয় করিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপে তাঁহারা বিবাহাদিতে রসুলুল্লার মহান্ আদর্শকে উপেক্ষা করিতেছেন।

আমরা ইঃ বোখারীর মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি—হঃ আয়েশার মোহর ৫০০ দেরহাম আমাদের দেশের ১০০৲ টাকার সমান। এব্‌নে সা'দ বলেন হঃ আয়েশার মোহর বাবত রসুলুল্লা তাঁহাকে ৫০ দেরহাম অর্থাৎ ১০৲টাকা মূল্যের একখানা ঘর দিয়াছিলেন। আবার ঐতিহাসিক এব্‌নে এস্‌হাক বলেন—হঃ আয়েশার মোহর ৪০০ দেরহাম অর্থাৎ ৮০৲ টাকা ছিল। এই বিষয় হঃ আয়েশা নিজেই বলিয়াছেন যে রসুলুল্লা নিজ তহবিল হইতে তাঁহার কোনও পত্নীকে ৫০০ দেরহামের কম মোহর দেন নাই।[১]

রসুলুল্লা দীনদুনিয়ার সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে হঃ আয়েশার মোহর ৫০০ দেরহামেরও বেশী দিতে পারিতেন। নিজের বিবাহে মোহর বেশী ধার্য্য করিলে পরে তাঁহার উম্মতগণ—ধনী ও দরিদ্র সকলেই—তাঁহার এই আদর্শকে অনুসরণ করিবে, এবং ইহা আদায় করিবার সময় তাহারা অধিকতর বিপন্ন ও বিব্রত হইয়া পড়িবে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া রসুলুল্লা মোহর বেশী ধার্য্য করেন নাই।

হঃ আয়েশার এই মোহর বিনা সর্ত্তের মোহর। ইহার আদায় সম্বন্ধে 'কোন সর্ত্ত ছিল না।' ইহাকে আমরা মোহরে 'মো'য়াজ্‌জাল' বলিতে পারি। ইহার এক অংশ মোহরে 'মো'আজ্জাল' ছিল না। এই দুই প্রকার মোহর রসুলুল্লার বিবাহে ধরা হয় নাই। হঃ আবুবকরও এই দুই অংশের কথা কখনও প্রস্তাব করেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই দুই অংশের প্রচলন আছে। এই প্রকার দুই অংশ বর্ত্তমান সময়ে আরবে, ইরাকে, তুরস্কে ও মিসরে নাই—আছে শুধু আমাদের হিন্দুস্তানে, আফগানিস্তানে ও ইরাণে। এই প্রথা আমাদের দেশে কোথা হইতে আসিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। বোধহয় আর্থিক সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের মোজ্‌তাহেদ হঃ ইমাম আবুহানীফা সাহেব নিজ এজ্‌তেহাদ দ্বারা এই মোহরকে মোহরে মো'য়াজ্‌জাল ও মো'আজ্জাল নামে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে মোহর আদায় কোন প্রকার বেগ পাইতে না হয়। তবুও আমাদের শতকরা ৯৯জনই এই মোহর আদায় করেন না। পক্ষান্তরে আমরা বিবাহে নানাপ্রকার কুসংস্কার

১। হাদীস মোসলেম ও মোস্‌নদ এব্‌নে হাম্বল।

গড়িয়া তুলিয়াছি। প্রথমতঃ বর কন্যার পিতামাতার নিকট হইতে আসবাবপত্র, কন্যার অলঙ্কার ইত্যাদি দাবী করিয়া লই এবং এমনকি নগদ অর্থগ্রহণ করিয়া থাকি। ইহা দান-জেহেজ ও পণ নামে কথিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ-ভোজ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য সমাজ বরকে বাধ্য করিয়া থাকে। এইরূপ পণ, দান-জেহেজ ও বিবাহ-ভোজ আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতাদের প্রভাব ও সংসর্গের ফল। ইহা আমরা তাঁহাদের দেখাদেখি অনুকরণ করিতেছি। হিন্দুরা কন্যাকে দান-জেহেজ দেয় কারণ মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী নহে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়। এইরূপ "পণ", দান-জেহেজ ও বিবাহ-ভোজ দিতে গিয়া যদি ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, তবে উহা আমাদের ইস্‌লাম ও শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং রসুলুল্লার বিবাহ-আদর্শের বরখেলাফ।

আমরা দেখিয়াছি—রসুলুল্লা বিবাহে কোন প্রকার পণ গ্রহণ করেন নাই, এবং হঃ আবুবকরও কন্যাকে বিদায়কালীন কোন দান-জেহেজ প্রদান করেন নাই। রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে যখন গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন গৃহে এক পেয়ালা দুধমাত্র "ওলীমা"এর (বিবাহ-ভোজের) জন্য ছিল। বর্ত্তমানে অমোসলমানী, শরীয়ত-বিরুদ্ধ রীতি-নীতি বিবাহাদিতে পালন করিতে সমাজের শতকরা ৯৫টি পরিবারই বৃথা ব্যয়বাহুল্যে ঋণগ্রস্ত হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বৃথা অপব্যয় বাহুল্যে ঋণ করিয়া আমরা কোর্‌আন শরীফের এক মহাবাণীকে অমান্য করিতেছি।

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ -

বেহুদা অপব্যয় করিও না; যাহারা অপব্যয় করে, তাহারা শয়তানের ভাই।

এইরূপ শরীয়ত বিরোধী রীতি-নীতি পালন করিবার জন্য টাকা অপব্যয় না করিলে আমরা অতি সহজেই রুসুমাতের পূর্ব্বেই স্ত্রীর মোহরের টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি। ইহা করিলে ঋণ হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাসর-শয্যায় যাইবার পূর্ব্বেই এই মোহর আদায় করিয়া দেওয়া ওয়াজেব।

রসুলুল্লা রুসুমাতের পূর্ব্বেই হঃ আয়েশার মোহর পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, বিবাহের পর বাসর-শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীর মোহর আদায় করিয়া দেওয়া ওয়াজেব। আমরা আমাদের পয়গম্বরের নিজ জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রকৃত আদর্শকে ভুলিয়া গিয়াছি। রসুলুল্লা উক্ত কার্য্য শুধু মুখে মুখে বলিয়া যান নাই, বরং নিজ কর্ম্মদ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই বিনা ওজর আপত্তিতে মোহর না দিয়াই রুসুমাত করিতে পারিতেন। কিন্তু তবুও তিনি তাহা করেন নাই। আমরা বাসর-শয্যার পূর্ব্বে স্ত্রীর মোহর আদায় না করিয়া রসুলুল্লার এই মহান আদর্শকে উপেক্ষা করিতেছি। সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের আলেম ওলামারাও বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মনেতারাও মোহর আদায় করা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন।

সপ্তম অধ্যায়

স্বামি-গৃহে শিক্ষা

স্বামি-গৃহে আসিয়া হঃ আয়েশা এক নূতন জীবনের সন্ধান পাইলেন। ইস্‌লামে তাঁহার যত দান সকলের মূলেই রহিয়াছে এই গৃহে তাঁহার শিক্ষা। এখানে তিনি কল্পনাত্মক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানই লাভ করিয়াছিলেন। রসুলুল্লার সান্নিধ্য ও তাঁহার জীবন কর্ম্ম-পদ্ধতি হইতে হঃ আয়েশা অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে পিতৃ-গৃহে তাঁহার শিক্ষা লাভ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলুল্লার গৃহে আসার পূর্ব্বাবধি সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। কারণ তখনও সম্পূর্ণ কোর্‌আন ও ইস্‌লামের জ্ঞান-তত্ত্ব দুনিয়াতে আসে নাই। সম্পূর্ণ কোর্‌আন নাজেল হইতে আরও ৯ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং হঃ আয়েশার শিক্ষা প্রকৃতভাবে রসুলুল্লার গৃহে আসার পরেই আরম্ভ হয়। সকল শিক্ষার মূলেই ছিল তাঁহার কোর্‌আন শিক্ষা। তিনি কোর্‌আন শরীফে তেলাওয়াত করিয়া তাহা হেফ্‌জ করিতেন। তখন সকলকে হাতের লেখা কোর্‌আন শরীফ পড়িতে হইত। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইতে তখনও ৯০০ বৎসর বাকী ছিল। কাজেই অন্যান্য সকলের মত হঃ আয়েশাকে হস্ত লিখিত কোর্‌আনের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই ব্যাপারে তিনি হঃ জোক্‌ওয়ান নামক এক সাহাবীর সাহায্য লাভ করেন। হঃ জোক্‌ওয়ান একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন ও তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। হঃ আয়েশা তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করাইয়া আশ্রয় দান করেন। তাঁহার দ্বারাই উম্মুল মোমেনীন কোর্‌আন শরীফ লিখাইয়া লইতেন। লেখা ভুল হইলে শুদ্ধ করিয়া লইয়া তিনি তাহা পড়িতেন।

কোন কোন মোহাদ্দেস্ ও মোয়ার্‌রেখ্ বলেন যে হঃ আয়েশা নিজে লেখিতে পারিতেন না। কিন্তু মোহাদ্দেস্ ইঃ বোখারী, ইঃ মোস্‌লেম ও এব্‌নে হাম্বল এবং এব্‌নে হাজারের মতে তিনি চিঠি পত্রের উত্তর নিজ হাতে লিখিয়া দিতেন।

হঃ আয়েশার শরীয়ত শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। শরীয়তের মো'য়াল্লেম বা ধর্ম্ম-গুরু হজরত মোহাম্মদ সাল্লেল্লাহুকে প্রায় সকল সময়েই তিনি নিজের নিকট পাইতেন। আরও সুবিধা ছিল—তাঁহার পবিত্র হুজ্‌রা মস্‌জিদে নবুবীর সংলগ্ন ছিল। তথা হইতে রসুলুল্লার পবিত্র বাণী, উপদেশ, ওয়াজ ও নসীহত সুস্পষ্টভাবে শুনা যাইত। কোন সময় কোন উপদেশ ভাল করিয়া শুনিতে না পাইলে, অথবা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে রসুলুল্লা হুজ্‌রাতে তশ্‌রীফ মোবারক আনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং নিজ সন্দেহ দূর করিতেন। আবার কোন সময়ই বা মস্‌জিদের অতি

নিকটে গিয়া রসুলুল্লার উপদেশ ও নসীহত সমূহ কাণ পাতিয়া শুনিতেন। ইহাছাড়াও রসুলুল্লা প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ইস্‌লাম সম্বন্ধে মহিলাদিগকে ওয়াজ ও নসীহত করিতেন। তিনি তাহাও ভাল করিয়া মনে রাখিতেন, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিম্নোক্ত পবিত্র আদেশটিকে তিনি নিজ জীবনে বিশদরূপে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

[হে নবী-পত্নিগণ] আপনাদের গৃহে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান ও আল্লাহ্‌তায়ালার আয়াত সমূহ যাহা কিছু তেলাওয়াত করা হয়, তাহা আপনারা স্মরণ রাখুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা কোমল ও জ্ঞানবান হন।

জগতে দুইটি বস্তু মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না—একটি অর্থ-সম্পদ, অন্যটি জ্ঞান-সম্পদ। ইহাদের যতই পাওয়া যায়, মানুষের লিপ্সা ততই বৃদ্ধি পায়। প্রথমটির প্রতি হঃ আয়েশার দৃষ্টি মোটেই ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য তাঁহার অসীম লোভ ও বাসনা ছিল। হঃ আয়েশা তাঁহার এই অপরিমিত জ্ঞান-পিপাসা নিয়া রসুলুল্লাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে বিরত হইতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে তাঁহাদের কথোপকথনের মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিতে পারি :—

একদা রসুলুল্লা উপদেশ দেওয়ার সময় বলিলেন—"مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ কেয়ামতের দিন যাহার কর্ম্মফলের হিসাব লওয়া হইবে, তাহারই উপর শাস্তি হইবে।" প্রত্যুত্তরে হঃ আয়েশা বলিলেন—"রসুলুল্লা! আল্লাহ্‌তায়ালা ত কোর্‌আন শরীফে এর্‌শাদ ফরমাইতেছেন—فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا—তাহাদের নিকট হইতে ত সহজ ও সোজা হিসাব গ্রহণ করা হইবে।" ইহা রসুলুল্লা খুব মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন—"যাহাকে হিসাব নিকাশের জন্য তলব করা হইবে, তাঁহাকেই পুনঃপুনঃ জেরাহ্ করা হইবে এবং ইহাতে তাঁহাকেই হেস্ত নেস্ত হইতে হইবে।"[১]

রসুলুল্লা ঘরে বসিয়া আছেন। হঃ আয়েশা কোর্‌আন শরীফের তেলাওয়াত অন্তে রসুলুল্লার নিকট আসিলেন। কোর্‌আন শরীফের একই ধরণের দুই আয়াতের অর্থের মধ্যে দুই প্রকার ভাব দেখিয়া তাহা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি রসুলুল্লাকে বলিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :—

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

যে দিন পৃথিবী ও নভোমণ্ডল অন্য একটি জগতে পরিবর্ত্তিত হইবে, তখন সৃষ্ট জগত মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌তায়ালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে।[২]

১। বোখারী—কেতাবুল এল্‌ম, পৃঃ ২১। ২। মোস্‌নদে আহমদ পৃঃ ৩৫।

কিন্তু পুনরায় তিনি বলিলেন ঃ—

কেয়ামতের দিনে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুষ্টির মধ্যে ও সৌরজগত তাঁহার ডাইন হাতে জড়ান থাকিবে।

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ -

'রসুলুল্লা! আপনি উক্ত বিষয়ে আমাকে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিউন কেয়ামতের দিন ত পৃথিবী, আকাশ, পাতাল, রবি, শশী সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন কিছুরই নিশানা থাকিবে না। এহেন সময় মানব জাতি কোথায় থাকিবে?" প্রত্যুত্তরে কহিলেন—"'পোল্-সেরাত' এর উপর।"[১]

একদিন ওয়াজ করিবার সময় কেয়ামতের আলোচনা করিতে করিতে রসুলুল্লা বলিলেন— "কেয়ামতের দিনে কবর হইতে মানবগণ উলঙ্গ হইয়া উঠিবে।" ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"এ কেমন খবর! স্ত্রীপুরুষ সবই ত এক হাশর ময়দানে আসিয়া দাঁড়াইবে। একে অন্যের দিকে নজর করা ত স্বাভাবিক ও সম্ভব।" রসুলুল্লা উত্তরে বলিলেন—"আয়েশা! সে এক বড় বিপদ ও সঙ্কটের সময়। নিজ নিজ ভাবনা লইয়া ত সকলেই হায়রাণ ও পেরেশান থাকিবে। কেহ কাহারও খোঁজ রাখিবে না।"[২] তিনি পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসুলুল্লা! কেয়ামতের দিন হাশর-ময়দানে কেহ কি কাহাকেও স্মরণ করিবে?" রসুলুল্লা বলিলেন—"তিনটী সময়ে কেহ কাহারও স্মরণ করিবে না। প্রথমতঃ মীজান—স্ব স্ব কর্ম্ম-ফলকে ওজন করার সময়; দ্বিতীয়তঃ নিজ নিজ 'আমলনামা' (কর্ম্ম-তালিকা) প্রদানকালীন; তৃতীয়তঃ যখন জাহান্নাম তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিবে—"আমি তিন শ্রেণীর লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি।"[৩]

একদা হঃ আয়েশা রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাহারা কাফের তাহারা কি তাহাদের সৎকার্য্যের পারিতোষিক পাইবে? আবদুল্লা এব্নে জাদ্'আন আপনার নবুওতের পূর্ব্ব সময় আপনার সাথে লোকহিতকর কার্য্যে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিল। এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাহা হইতে নিজকে সে দূরে সরাইয়া লয় নাই। তাহার সৎকাজের ফলভোগ কি সে করিতে পারিবে?" প্রত্যুত্তরে রসুলুল্লা বলিলেন—"আয়েশা! কোন কাফেরই কেয়ামতের দিন কোন রকমের পারিতোষিক আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে পাইবে না। আবদুল্লা এব্নে জাদ্'আনও তাঁহার

১। মোস্নদ পৃঃ ১১০
২। বোখারী—বাবু কারমুল হাশার, পৃঃ ৯৬৬; ৩। মোস্নদে আয়েশা, পৃঃ ৯৩

সৎকর্ম্মের পারিতোষিক পাইবে না। সে ত কখনও আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আরজ করে নাই—আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ খাতা কেয়ামতের দিন ক্ষমা করিও।"[১]

জেহাদ মোসলমানের উপর ফরজ। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা ভাবিয়াছিলেন—"পুরুষদের উপর জেহাদ ত ফরজ। স্ত্রীজাতির উপর ফরজ হইবে না কেন? তিনি রসুলুল্লাকে এই বিষয় প্রশ্ন করিলেন। রসুলুল্লা অতি কোমল স্বরে কহিলেন—"হজ্ করাই স্ত্রীজাতির মস্ত বড় জেহাদ।"[২]

বিবাহের সময় মেয়েদের মত গ্রহণ করা ফরজ। কুমারিগণ লজ্জায় তখন ত মুখ খুলিয়া মত দিতে চায় না। এই বিষয় ভালরূপে জানিবার জন্য হঃ আয়েশা রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসুলুল্লা! বিবাহকালীন মেয়েদের মত লওয়া প্রয়োজনীয় নয় কী?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন—"হাঁ নিশ্চয়ই।" পুনরায় তিনি আরজ করিলেন—"রসুলুল্লা! মেয়েরা যে লজ্জায় মূক হইয়া পড়ে।" এর্শাদ হইল—"তাহাদের মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।"[৩]

হঃ আয়েশা পাড়াপড়শীর খোঁজখবর নেওয়া, তাহাদের দুঃখ-দৈন্যে সাহায্য করার জন্য কোর্আন শরীফে অনেক তাকীদ দেখিলেন। কিন্তু পাড়া-পড়শী দুইজন হইলে কাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। এই বিষয় লইয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। এমন সময় রসুলুল্লা বাহির হইতে গৃহে উপস্থিত হইলেন। সালামান্তে রসুলুল্লাকে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসুলুল্লা প্রতিবেশী দুইজন থাকিলে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে প্রথমে সাহায্য করিতে হইবে?" এর্শাদ হইল—"আয়েশা! যে প্রতিবেশীর গৃহ নিজ গৃহের অধিক নিকটে।"[৪]

হঃ আয়েশা বলেন—"হিজ্রির ৫ম সনের রমজান মাসের কোন একদিন আমি হুজ্রায় বসিয়া পড়িতেছি—রসুলুল্লা তখন হুজ্রায় ছিলেন না। ইত্যবসরে আমার রেজায়ী চাচা (দুধ কাকা) আমার খায়ের ও আফীয়ত জানিবার জন্য মস্জিদে নবুবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমার সহিত দেখা করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। আমি তাঁহাকে দেখা দিব না বলিয়া পাঠাইলাম—তিনি আমার 'গায়েরে মাহারম' (অর্থাৎ তাঁহার সহিত দেখা দেওয়া নিষিদ্ধ)। আমি তাঁহার ভ্রাতৃ-বধূর স্তন পান করিয়াছি মাত্র। তাঁহার সহিত আমার কি "মাহারামাত" সম্বন্ধ? এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই রসুলুল্লা ঘরে আসিয়া নামাজ ও দো'য়াতে মশ্গুল হইলেন। রসুলুল্লা নফল নামাজ শেষ করিলে

১। মোস্নদে আয়েশা, পৃঃ ৯৩,
২। বোখারী বাবু হাজ্জুন্ নেসা,
৩। মোস্লেম শরীফ কেতাবুন্-নেকাহ্।
৪। মোস্নদে আহ্মদ, ১৭৫ পৃঃ।

আমি অতি বিনীতভাবে আরজ করিলাম—রসুলুল্লা! আমি কি রেজায়ী চাচার সহিত দেখা দিতে পারি?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"হাঁ, দেখা দিতে পারেন বই কি? তিনি আপনার রেজায়ী চাচা "মাহারামাত' এর মধ্যে অন্যতম। তাঁহাকে হুজ্‌রায় ডাকিয়া আনুন।"[১]

হিজ্‌রির ৫ম সনের রমজানের শেষ সপ্তাহে একদা হঃ আয়েশা নিজ হুজ্‌রায় বসিয়া কোর্‌আন শরীফের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিলেন :—

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ —

এবং তাহারাই, যাহারা, যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহা দান করে, এবং যাহাদের মন ভীত, নিশ্চয় তাহারাই আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী।

তিনি দুই তিন বার পড়িয়াও ইহার প্রকৃত অর্থ ঠিক করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। চোর, ডাকাত, মদ্যপায়ী ও বদ্‌মায়েশ প্রভৃতির মনে আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় থাকিলেই কি নিস্তার পাইবে? রসুলুল্লা তখন মস্‌জিদে 'এতেকাফ'এ ছিলেন। হঃ আয়েশা হুজ্‌রার জানালা দিয়া দেখিলেন যে রসুলুল্লা একেলাই মস্‌জিদে বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া রসুলুল্লাকে হুজ্‌রার সংলগ্ন মস্‌জিদের দরজার নিকট তশ্‌রীফ মোবারক আনিবার জন্য আহ্বান করিলেন। রসুলুল্লা দরজার নিকট আসিলে হঃ আয়েশা উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন—"রসুলুল্লা! ইহা হইতে দেখা যায় চোর, ডাকাত, বদ্‌মায়েশ প্রভৃতির মনে আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় থাকিলেই আজাব হইতে নাজাত পাইবে। ইহা শুনিয়া রসুলুল্লা উত্তর দিলেন—"না আয়েশা! কেবল নামাজী, ও রোজাদারগণ—যাঁহারা আল্লার আদেশ মত চলেন ও আল্লাহ্‌কে ভয় করেন, তাঁহারাই নাজাত পাইবেন।"[২]

হিজ্‌রির ৬ষ্ঠ সনের রজব মাসের কোন একদিন রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে বলিলেন—"আয়েশা! আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার পাইতে যাঁহারা পছন্দ করেন, আল্লাহ্‌ও তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করা পছন্দ করেন। আবার কাহারও তাঁহার দীদার পাইতে অপছন্দ হইলে, আল্লাহ্‌ও তাহার মোলাকাত অপছন্দ করেন।" ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কেহই ত শীঘ্র মৃত্যু কামনা করে না।" রসুলুল্লা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যে অর্থ মনে করিয়াছেন, তাহা ত নহে। ইহার অর্থ হইল—মোমেন বান্দা আল্লার রহমত ও করুণার কথা, এবং বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ শুনেন। ইহাতে তাঁহার

১। বোখারী, বাবু তায়েবাত ইয়াবিয়ুকা পৃঃ ৯০৯

২। তিরমিজী; এব্‌নে মাজা; মোসনদ ৬ষ্ঠ জিলদ, পৃঃ ১৫৯

হৃদয় আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার-লাভ জন্য পুলকে উথলিয়া উঠে, আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্‌ও তখন তাঁহার ভক্ত-বান্দার সহিত মোলাকাত পছন্দ করেন। কাফের বা বিধর্ম্মীগণ ইহার ঠিক বিপরীত—তাহারা আল্লার গজবের কথা শুনিয়া বড় নারাজ হয়, সে জন্য তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার-লাভও পছন্দ করে না। আল্লাহ্‌ও তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন না"[১]

এইরূপ নানাজাতীয় হাজার হাজার মাজহাব-সংক্রান্ত মসায়েলার প্রশ্ন, এমন কি রসুলুল্লার বানীকে তর্ক-যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিয়া সন্দেহ দূর করা ও সেগুলিকে আমল ও কাজে পরিণত-করা আমাদের উম্মুল মোমেনিন হঃ আয়েশার বিভিন্ন রূপে দৈনন্দিন শিক্ষার বিষয় ছিল। হঃ আয়েশার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল ছিল যে রসুলুল্লাকে বিমর্ষ, ক্ষুণ্ণ-মন ও ক্লান্ত দেখিলেও হঃ আয়েশা সেদিকে দৃকপাত না করিয়াও তাঁহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। দীন-দুনিয়ার মোয়াল্লেম ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সম্রাট আমাদের রসুলুল্লা উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ নানা প্রকার প্রশ্নে কখনও কোনরূপ বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কোনও কারণ বশতঃ রসুলুল্লা এক সময় 'ইলা' করিলেন।[২] এই সংবাদে উম্মুল মোমেনীনগণ সকলেই পেরেশান ছিলেন। এমনকি তাঁহারা কান্নাকাটি করিতেন। মাস শেষ হইতেই রসুলুল্লা তাঁহাদের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য ঘরে আসিলেন। ঘটনা-ক্রমে ঐ মাস ২৯ দিনের ছিল। রসুলুল্লার সহিত হঃ আয়েশার এই সময় প্রথম মোলাকাত হওয়া মাত্রই তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"রসুলুল্লা! আপনি ত বলিয়াছিলেন একমাস আমাদের নিকট আসিবেন না। মাস পূরণ হইতে আরও একটি দিন বাকী আছে।" অন্য কেহ হইলে হয়ত রুষ্ট হইতেন। মানব জাতির মোয়াল্লেম রসুলুল্লা সহাস্য বদনে কোমল-মধুর-স্বরে কহিলেন—"আয়েশা! কোন কোন মাস ২৯ দিনেও হয়।"[৩]

জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লার সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে বলিলেন—"উহাকে আসিতে বলুন। সে তাহার বংশ মধ্যে সব চেয়ে অসৎ ও নিকৃষ্টতম। হঃ আয়েশা তাঁহাকে আসিবার কথা বলিলে সে আসিয়াই রসুলুল্লার সামনে গিয়া বসিল। রসুলুল্লা তাহার সহিত অত্যন্ত স্নেহ মমতা ও খোশ মেজাজের সহিত আলাপ করিলেন। রসুলুল্লার এই ব্যবহারে হঃ আয়েশা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। লোকটি চলিয়া গেলে হঃ আয়েশা বলিলেন—"রসুলুল্লা!

১। তিরমিজী কেতাবুল জানায়েজ। ২। 'ইলা'র বিষয় দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৩। বোখারী-বাবুল ফারাকা ৩৩৫ পৃঃ

আপনি ত এই লোকটিকে সৎ বলিয়া মনে করিতেন না। উহার সহিত এত ভদ্রতা, নম্রতা ও স্নেহের সহিত আলাপ করিলেন কেন?" প্রত্যুত্তরে রসুলুল্লা বলিলেন—"আয়েশা! এ জগতে অতিশয় অসৎ ব্যক্তি তিনিই যিনি কোনও ব্যক্তিকে অসৎ ও অসচ্চরিত্র মনে করিয়া তাহার সহিত মেলামেশা ছাড়িয়া দেন।"[১]

আরবে পানির ভয়ানক অভাব। তাই বেদুইনগণ বড় অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। ইস্‌লাম-রবির কিরণ তখনও ভালরূপে ছড়াইয়া পড়ে নাই। ঐ সময় রসুলুল্লা তাহাদের প্রস্তুত খাবার জিনিষপত্রাদি খাইতেন না। একদিন সান্‌বালা নাম্নী এক বেদুইন নারী এক ঘটি দুধ রসুলুল্লাকে 'হাদিয়া' স্বরূপ আনিয়া তাঁহার সামনে রাখিল। রসুলুল্লা তাহার কিছু পান করিলেন। বাকীটুকু হঃ আবুবকরকে পান করিতে দিলেন। ইহাতে হঃ আয়েশার মনে সন্দেহ হইল—রসুলুল্লা বলেন এক, করেন আর। নিজ সন্দেহ দূর করার জন্য রসুলুল্লাকে বলিলেন—"রসুলুল্লা! আপনি না বেদুইনের দেওয়া জিনিষ খাইতেন না, আজ কেন ঐ বেদুইন স্ত্রীলোকটির দেওয়া দুধ পান করিলেন?" রসুলুল্লা কহিলেন—"ঐ বেদুইন মেয়েটি অন্যান্য বেদুইনের মত নহে। সে শরীয়তের আইন-কানুন ভাল করিয়া জানে, আল্লাহ্ ও রসুলের আদেশ মানিয়া চলে।"[২]

একদিন রসুলুল্লা ওয়াজ করিবার সময় বলিলেন—"তোমাদের সকলেরই মাঝামাঝি-কাজ করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও করুণা ছাড়া কোন ব্যক্তিই নিজ 'আমল-নামার বলে জান্নাতবাসী হইতে পারিবে না।" শেষোক্ত কথা শুনিয়া হঃ আয়েশা মনে মনে ভাবিলেন—নিশ্চয়ই বেগোনাহ্ ব্যক্তিগণ এই দলভুক্ত নহেন। সন্দেহ দূর করিবার জন্য রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসুলুল্লা! আপনি ত মা'সুম। আপনারও কি আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ব্যতীত নিজ কর্ম্মফল দ্বারা নিস্তার নাই?" উত্তরে রসুলুল্লা বলিলেন—"না আয়েশা! আল্লার রহমত আমাকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া না রাখিলে আমারও নিস্তার নাই।"[৩]

রসুলুল্লার উপর তাহাজ্জুদের নামাজ ওয়াজেব ছিল। এক রাত্রে এই নামাজের পর বেত্‌রের নামাজ না পড়িয়াই রসুলুল্লা শুইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া হঃ আয়েশা বলিলেন—"রসুলুল্লা! আপনি ত বেত্‌রের নামাজ পড়িলেন না।" উত্তরে রসুলুল্লা বলিলেন—"আয়েশা! বেত্‌রের নামাজ পড়িব। মনে রাখিবেন আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু রুহ্ সকল সময় সজাগ থাকে।"[৪]

১। বোখারী বাবুল গীবাত। ২। মৌসনদে আয়েশা, ১৩৩ পৃঃ।
৩। বোখারী বাবুল কাস্‌দ ওয়াল মোদাওমাত আলাল আমাল। ৪। ঐ বাবু ফজ্‌ল মান্‌কাবা রাবাধান।

রসুলুল্লাকে যখন তখন নানাপ্রকার প্রশ্ন করা আমাদের মধ্যে অনেকে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি নারীস্বভাব-সুলভ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই সব প্রশ্ন রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা না করিলে শরীয়ত ও নবুওতের গূঢ়-তত্ত্ব কথা কখনও আজ তাঁহার উম্মতগণের গোচরীভূত হইত না।

অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া তর্কবিতর্ক দ্বারা মানুষ যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পারে হঃ আয়েশা রসুলুল্লার নিকট হইতে তাহার সমস্তই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত রসুলুল্লার সাহচর্য্য হঃ আয়েশার আখ্‌লাক ও চরিত্রগঠনে মহা সহায়ক ছিল। হঃ আয়েশার সামান্য ত্রুটি দেখিলেই রসুলুল্লা তৎক্ষণাৎ তাহা শোধ্‌রাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন।

একদিন এক ইহুদি রসুলুল্লাকে দেখিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম (السلام عليكم)—তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক—এর পরিবর্তে আস্‌সামু আলাইকুম (السام عليكم)—তোমার মৃত্যু হউক, বলিল। রসুলুল্লা অতি বিনীতভাবে জবাব দিলেন 'ওআলাইকুমুস্ সালাম' (وعليكم السلام)—আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হউক। ইহুদির এই ধৃষ্টতা দেখিয়া হঃ আয়েশা দ্বারের অন্তরাল হইতে সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—وعليكم السام واللعنة—তোমার উপর মউত ও লা'নত পড়ুক।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া রসুলুল্লা দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আয়েশা! আমাদিগকে বিনয়ী হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা সব কাজে বিনয় ও নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতাতে যাহা দেন, শক্ত কথাতে তাহা দেন্ না। সুতরাং শক্ত কথা কাহাকেও বলা ঠিক নহে।" ইহা শ্রবণের পর হঃ আয়েশা ছল্‌ছল্ নেত্রে কহিলেন—"তাহা ত বুঝি; কিন্তু আপনাকে বদ্ দো'য়া দিতেছে, ইহা আমার নিকট বড়ই অসহনীয়।"[১]

এক সময় হঃ আয়েশার কয়েকটি জিনিষ চুরি গিয়াছিল। তিনি চোরকে গালিগালাজ ও বকাবকি করিতে লাগিলেন। রসুলুল্লা অতি সস্নেহে কহিলেন—"আয়েশা! গালিগালাজ দ্বারা নিজ পুণ্য ও তাহার পাপকে কম করিবেন না।"[২]

হঃ আয়েশার রসুলুল্লার সহিত খায়বর যুদ্ধে যাওয়া ঠিক হইল। উভয়ে এক হাওদাতে উপবিষ্ট হইলেন। উটটি অতিবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে হঃ আয়েশার কষ্টবোধ হইল। তিনি উটকে 'মালাউন' বলিয়া ফেলিলেন। রসুলুল্লা ইহা

১। বোখারী ৮৯০ পৃঃ বাবুর রেফ্‌কে ফিল্ আম্‌রে কুল্লেহে। ২। মোস্‌নদে আয়েশা ৪৫ পৃঃ

শুনামাত্রই বলিলেন যে তাঁহার এরূপ বলা অন্যায় কারণ তাঁহার সহিত কোন 'মালাউন' থাকিতে পারে না। ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা তাওবা করিলেন। এই ঘটনাতে এক মহান শিক্ষা ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। কোন জীবজন্তু এবং ইতর প্রাণীকে পর্য্যন্তও কটুবাক্য কহিতে নাই।[১]

প্রায়ই দেখা যায়, মেয়েরা ছোট ছোট পাপকে পাপ বলিয়া জ্ঞান করে না। রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে ডাকিয়া কহিলেন—يا عائشة اياك و محقرات الذنوب—আয়েশা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ হইতেও নিজকে পরহেজ রাখিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ঐগুলিরও হিসাব নিকাশ লইবেন।"[২]

হঃ আয়েশা অন্যান্য 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' হইতে পাকপ্রণালীতে বেশী পটু ছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হঃ সোফিয়াই পাক-প্রণালীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। রসুলুল্লা হঃ আয়েশার নিকট হঃ সোফিয়ার পাকপ্রণালীর প্রশংসা করিলেন। ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা বলিয়া উঠিলেন—"রসুলুল্লা ক্ষান্ত হউন। বিবি সোফিয়া ত ক্ষুদ্রাকৃতি (অর্থাৎ বামুন)।" প্রত্যুত্তরে রসুলুল্লা বলিলেন—"আয়েশা! এইরূপ কথা বলিতে নাই! এই কথা দরিয়াতে ফেলিয়া দিতে পারেন। নিন্দা বড় তিক্ত জিনিষ। আর দরিয়ার পানি লবণাক্ত। এই উভয়ের মিলনে সারা দরিয়ার পানি ভীষণ বদ্‌মজা ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে!" ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা লজ্জিত হইলেন। তবুও তিনি বলিলেন—"রসুলুল্লা! আমি ত সত্য কথাই বলিয়াছি। ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও নাই।" রসুলুল্লা কহিলেন—"আয়েশা! এতটুকু (অর্থাৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র) স্ত্রী আমার হইলেও আমি কখনই এমন কথা বলিব না। এই প্রকার বলা গীবত ও পরনিন্দা।"[৩]

একদা হঃ আয়েশার দরজায় এক কাঙ্গাল আসিয়া দাঁড়াইল। সে কাঁদিয়া বলিল—"মাগো! আমাকে কিছু দিয়া বিদায় করুন!" হঃ আয়েশা চাক্‌রাণীকে ইশারা করিলেন। সে সামান্য কিছু জিনিষ দিয়া কাঙ্গালকে বিদায় করিল। হঃ আয়েশার এইরূপ দান দেখিয়া রসুলুল্লা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"আয়েশা! গণনা করিয়া ভিক্ষা দিবেন না। এইরূপ ভাবে আপনি ভিক্ষা দিলে আল্লাহ্‌ও আপনাকে (ইহার সওয়াব) গণিয়া গণিয়া হিসাব করিয়া দিবেন।"[৪] আর একদিন রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে বলিয়াছিলেন—"আয়েশা! খোর্‌মার একটি টুক্‌রা হইলেও উহা ভিক্ষুককে দিতে ত্রুটি করিবেন না।

১। মোস্‌নদে আয়েশা পৃঃ ৭০ ২। ঐ ৭২ পৃঃ
৩। মোসনদে আয়েশা ৭০ ও ২০৩ পৃঃ ৪। আবুদাউদ—কেতাবুল আদাব।

এই সামান্য বস্তুটি খাইলেও ক্ষুধার্ত্ত লোকটির ক্ষুধার সামান্য কিছু উপশম হইবে। ভিক্ষুক ও ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে আল্লাহ্‌তায়ালা জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজাত দিবেন।"[১]

গভীর রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথায়ও কোন কিছুর সাড়াশব্দ নাই। হঃ আয়েশা দেখিলেন—রসুলুল্লা এবাদতে মশ্‌গুল আছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মোনাজাত করিতে লাগিলেন—"আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে দরিদ্রই রাখিও। দরিদ্র অবস্থাতেই মৃত্যু দিও। দরিদ্রের সাথে আমাকে কবর হইতে হাশর ময়দানে উঠিতে দিও।" হঃ আয়েশা ইহা শুনিয়া নিলেন। মোনাজাত শেষ হইলে তিনি রসুলুল্লাকে বলিলেন—"আপনি এইরূপ মোনাজাত করিলেন?" রসুলুল্লা কহিলেন—"গরীব ও দরিদ্র ব্যক্তি ধনবান ব্যক্তির ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জান্নাতে পৌঁছিবেন। আয়েশা! আপনি কোন কাঙ্গাল, মিস্‌কিন ও ভিক্ষুককে কিছু না দিয়া কখনও বিদায় করিবেন না। হউক না সেটি ক্ষুদ্র একটি খোর্‌মার টুক্‌রা। গরীব দুঃখীকে স্নেহ ও প্রীতি দেখাইবেন ও নিজের সঙ্গে বসাইবেন।"[২]

স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমের পোষাক পরিচ্ছদ মেয়েদের জন্য নাজায়েজ নহে। ইহাতে শান ও শাওকাতের কিছু গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া রসুলল্লা হঃ আয়েশাকে তাহা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হঃ আয়েশা বলেন—"একদিন আমার হাতে সোনার কাঁকণ দেখিয়া রসুলুল্লা অতি কোমল স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে আমাকে বলিলেন—"আয়েশা! আপনাকে একটি সুন্দর কথা বলিব কি? আপনি রূপার কাঁকণ প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর জাফ্‌রানের রং দিলে বড় সুন্দর দেখাইবে।"[৩] পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"সামান্য স্বর্ণ ও তাহার উপর রং?" কিন্তু রসুলুল্লা ফিরিয়া বলিলেন—"সামান্য জাফ্‌রানের রং রূপার গহনার উপর দিবেন।" হঃ আয়েশা আরও বলেন—"রসুলুল্লা! আমাকে পাঁচ প্রকার জিনিষ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেনঃ—(১) রেশ্‌মি কাপড়; (২) স্বর্ণালঙ্কার; (৩) স্বর্ণ-পাত্র; (৪) রৌপ্য-পাত্র ও বরতন; (৫) লাল রং।"[৪]

একদিন হঃ আয়েশা রুটি প্রস্তুত করিয়াই ক্লান্ত বদনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে তন্দ্রাগ্রস্ত দেখিয়া রসুলুল্লা নামাজে মশ্‌গুল হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই প্রতিবেশীর একটি বক্‌রি আসিয়া ঐ পাকান রুটি খাইতে লাগিল। হঃ আয়েশা টের পাইয়াই ঐ বকরিটিকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রসুলল্লা হঃ আয়েশাকে ডাকিয়া কহিলেন—"আয়েশা! প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন না।"[৫]

১। মোস্‌নদে.আয়েশা পৃঃ ৭৯ ২। তির্‌মিজী আব্‌ওয়াবুজ জোহ্‌দ ৩। নাসায়ী কেতাবুজ্‌জীনাত
৪। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ২২৮ পৃঃ ৫। বোখারী—আদাবুল মোফ্‌রেদ।

আরবেরা 'সোসোমা' পক্ষীর গোশ্‌ত খাইতে বড় পছন্দ করেন। কিন্তু রসুলুল্লার তাহা পছন্দ ছিল না। একদা কোন এক ব্যক্তি রসুলুল্লাকে ঐ পক্ষীর গোশ্‌ত উপহার পাঠাইলেন। রসুলুল্লা তাহা খাইলেন না। হঃ আয়েশা বলিলেন—"ইহা কি গরীব কাঙ্গালদিগকে খাওয়াইয়া দিব?" রসুলুল্লা তাঁহাকে বলিলেন—"আমি যাহা নিজের জন্য পছন্দ করি না, তাহা অন্য কাহাকেও খাওয়াইব না।"[১]

এইরূপ হাজার হাজার নসীহত ও উপদেশ ছাড়াও নামাজ দো'য়া ও শরীয়তের অনেক আইন কানুন এবং নানা প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সে সব অতি উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতেন। রসুলুল্লার প্রত্যেক আদেশ উপদেশকে তিনি অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন।

হঃ আয়েশা রসুলুল্লার মহান সংসর্গে থাকিয়া আধ্যাত্ম-জগত-বিদ্যাতে—علم عالم روحانی; এবং পার্থিব ও শরীয়ত জ্ঞানে সাহিত্য— علم الادب, ইতিহাস—علم التوار یخ শাসন তন্ত্র—علم السیا سة, অর্থ-নীতি—علم الاقتصاد, নীতি-শাস্ত্র—علم الاخلاق, রণবিদ্যা—علم الحرب, রসায়ন বিজ্ঞান—علم الکیمیا, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান—علم الطبیعیات, চিকিৎসা বিজ্ঞান—علم الطب, কোর্‌আন বিজ্ঞান—علم التفسیر, হাদিস শাস্ত্র—علم الحدیث, ফেকাহ্‌ শাস্ত্র —علم الفقه, এবং আকায়েদ-জ্ঞান—علم العقائد, ইত্যাদিতে এক মহান বিশেষজ্ঞা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সব বিদ্যা ও জ্ঞানে তিনি আরব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

রসুলুল্লার নিকট হইতে তিনি মানব জাতির ইতিহাস ও পূর্ব্ব পয়গম্বরগণের জীবন কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। রসুলুল্লার অন্তিম শয্যায় হঃ আয়েশা তাঁহাকে সেবাশুশ্রূষা করিতেন ও ঔষধ-পত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সে সময় বড় বড় ডাক্তার ও তবীবগণ রসুলুল্লাকে ঔষধ দিতেন। তাঁহাদের লিখিত 'নোস্‌খা' (ঔষধ বিধি) প্রায়ই হঃ আয়েশার মুখস্থ থাকিত। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তিনি নিজ বুদ্ধিবলে অনেক রোগীকে ঔষধ দিতেন। আর কীমীয়া বিদ্যার অনেক কিছু তিনি রসুলুল্লার নিকট শিখিয়াছিলেন।*

হঃ আয়েশা সিদ্দীকার শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের দেশের স্ত্রী-শিক্ষার কথা মনে না উঠিয়া পারে না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সাড়া পড়িয়াছে। অমোসলমান

১। মোস্‌নদ, ৬ষ্ঠ জিল্‌দ, পৃঃ ২২৮

* এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

নারীগণ শিক্ষায় অনেক উন্নত। সেইজন্য আমাদের সমাজের কতিপয় মেয়েও অমোসলমান মেয়েদের দেখাদেখি বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে বি, এ, ; এম, এ, ও বি, এল্, ; এম্, এল্ ইত্যাদি ডিগ্রী আয়ত্ত করিতেছেন। বি, এ, ; এম্, এ, উপাধি লাভ করার প্রতি কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখি এই উপাধি লাভ করিতে যাইয়া আমাদের মেয়েরা অমোসলমান মেয়েদের আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইতেছেন ও পবিত্র ইস্‌লামের রীতি নীতি, সভ্যতা এবং কৃষ্টি হইতে নিজেকে অজ্ঞাতসারে দূরে লইয়া যাইতেছেন, তখন ইহা না ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না যে এইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া তাঁহারা আমাদের সমাজকে পঙ্গু করিতেছেন মাত্র। আমাদের রসূলুল্লা আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে ৭ বৎসর বয়সের সময় লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যদি ৯ বৎসর বয়সে তাহারা ইহাতে আলস্য করে, কিংবা অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শাসন করিবারও আদেশ আছে। মোস্‌লেম জগতের ইতিহাস আলোচনা ও গবেষণা করিলে দেখা যায় যে মোসলমান বাদ্‌শাহ ও আমীর ওমারা এবং ফকীর দরবেশগণ কিরূপ ভাবে রসূলুল্লার এই আদেশকে তামিল করিয়াছেন। তাঁহাদের রাজত্ব কালে ও ইস্‌লাম প্রচারের সময়ে তাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক মস্‌জিদসংলগ্ন এক একটি করিয়া 'মাক্‌তাব্' ছিল। দীনিয়াত শিক্ষা, ঐহিক ও পারত্রিক শিক্ষা সবই তাঁহাদিগকে শিখান হইত। পর্দ্দার সহিত উচ্চ শিক্ষাও দেওয়া হইত। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াও তাঁহারা নিজ নিজ গৃহ-কর্ম্মের কর্ত্তব্যের কথা কখনও ভুলেন নাই। এই অমোসলমানীয় স্ত্রী-শিক্ষার নিয়ম-পদ্ধতিকে অনুকরণ না করিয়া ইস্‌লামিক স্ত্রী-শিক্ষার ক্যারিকুলাম মতে আমাদের মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ৭ বৎসর হইতে ৯।১০ বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে কোর্‌আন ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-ভাষায় ইহার তফ্‌সীর ও দীনিয়াত শিক্ষা, ব্যায়াম, এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা হওয়া দরকার। মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক কিংবা প্রাথমিক শিক্ষায়ই শিক্ষিতা হউক, গৃহ-কার্য্য তাঁহারা বর্জ্জন করিতে পারিবে না। গৃহ-কর্ম্মকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি রাজ্য শাসনের মর্য্যাদা দেওয়া চলে। আজ সভ্য জগত বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, নারীর প্রধান স্থান গৃহেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্ম্মানীর হার্ হিট্‌লারের ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। তিনি প্রত্যেক নারীকে গৃহ-কর্ম্মের জন্য তাম্বি করিয়াছেন। এমনকি রাস্তা ঘাটে তাহাদিগকে একেলা বাহির হইতেও নিষেধ করিয়াছেন। যাহাহউক, অনেক সময় উচ্চ শিক্ষা নারী জীবনের মাধুর্য্য অপহরণ করে। প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্ব্বেই মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার শেষ হওয়া উচিত। তারপর তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তবে তখন পর্দ্দার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এখানে পাঠ্য-তালিকায় ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার নিয়ম-পদ্ধতি নিশ্চয়ই বিভিন্ন থাকিবে। ইহাই ইস্‌লামি ক্যারিকুলাম। ইহার উপরে যদি ইস্‌লামি আদর্শ বজায় রাখিয়া আধুনিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহাতে অবশ্য কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা সম্ভব কি অসম্ভব ?

অষ্টম অধ্যায়

সাংসারিক ও দাম্পত্য-জীবন

সাংসারিক জীবন

পিত্রালয় হইতে স্বামি-গৃহে আসার পর হঃ আয়েশার থাকিবার জন্য কোন হর্ম্ম্য বা অট্টালিকা প্রস্তুত হয় নাই। বনী নাজ্জার মহল্লায় মস্‌জিদে নবুবীর চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট কয়েকটি হুজ্‌রা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তাহার একটিতে হঃ আয়েশার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। ইহা মস্‌জিদে নবুবীর ঠিক পূর্ব্ব-দরজা সংলগ্ন ছিল। ইহার আর একটি দরজা পশ্চিম দিকে মস্‌জিদের ভিতরের দিকেই ছিল। দেখিলে মনে হইত ইহা যেন মস্‌জিদের একটি অংশ বিশেষ। রসুলুল্লা এই দরজাটি দিয়াই মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেন।[১]

'এতেকাফ'এর সময় মস্‌জিদ হইতে রসুলুল্লা নিজের চুল-বিন্যাসের জন্য এই কোঠাতে মাথা প্রবেশ করাইয়া দিতেন, এবং হঃ আয়েশা নীরবে ইহা পরিপাটি করিয়া দিতেন। কখনও বা তিনি হাত বাড়াইয়া এই হুজ্‌রা হইতে কোন খাবার সামগ্রী চাহিয়া লইতেন।[২]

হঃ আয়েশার হুজ্‌রা দৈর্ঘ্যে ৭ হাত ও প্রস্থে ৬ হাত ছিল। দেওয়াল মাটি দ্বারা প্রস্তুত। খোর্‌মা গাছের ডাল ও পাতাই ছিল এই ঘরের ছাদ। বৃষ্টির সময়ে এই ছাদের উপর কম্বল দেওয়া হইত। ইহা বেশী উঁচু ছিল না। কেহ ভিতরে দাঁড়াইলে হাত দ্বারা ছাদ স্পর্শ করিতে পারিত। দরজাতে একখণ্ড কাঠের তক্তা কপাটরূপে ব্যবহৃত হইত ইহা কখনও কেহ বন্ধ হইতে দেখে নাই। দরজায় কেবল একটি কম্বল ঝুলান থাকিত। ইহাই ছিল পর্দ্দা। এই কোঠার সংলগ্ন একটি দোতালা ঘর ছিল। ইহাকেই 'মাশ্‌রাবা' বলা হইত। 'ইলার' ঘটনার সময় রসুলুল্লা এই ঘরে এক মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন।[৩]

এই ঘরের আসবাবের মধ্যে একটি চারপাই, একটি চাটাই, একটি চাদর ও খোর্‌মা গাছের বাকল দ্বারা তৈয়ারী একটি বালিশ ছিল। আটা, ময়দা, খেজুর ও

১। খোলাসাতুল ওফা ফি দারেল মোস্‌তাফা। ২। বোখারী—কিতাবুল হায়েয এবং এতেকাফ।
৩। বোখারী ; এবনে সা'দ ; সামহুদী।

খোর্মা রাখিবার জন্য দুইটি মট্কা ছিল। আর ছিল একটি কলসী ও একটি পেয়ালা। এই ঘরখানা আল্লার ওহী ও নূরের ফোয়ারা ছিল। এখান হইতেই এই নূর সারা জাহানে ছড়াইয়া পড়ে। এই ঘরের মালিক একদিক দিয়া যেরূপ ধনী অন্যদিক দিক দিয়া তেমনি গরীব ছিলেন। আপনভোলা দানের ব-দৌলতে ঘরে চেরাগের তৈলের পয়সা পর্য্যন্তও থাকিত না। এমনিভাবে কখনও কখনও ৪০।৫০ রাত কাটিয়া যাইত।[১]

হঃ আয়েশার এই ঘর ছিল পয়গম্বর কুটীরের একটি মাত্র কামরা। এই ঘরে ধনও ছিল না, দৌলতও ছিল না। জাঁকজমক বা ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রেরও কোন নিশানা দেখা যাইত না। ইহার জন্য এই ঘরের মালিকেরও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিংবা না থাকার দরুণ আফ্সোসও করিতেন না। ইস্লাম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কেন্দ্র ও ভাণ্ডার। পূর্ব্বের পরিচ্ছেদ সমূহে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের জিন্দা-দেলের চিহ্ন ও মানব-প্রকৃতির তামাশাগাহ্ (রঙ্গস্থল) ছিল। নবী-কুটীরের অবস্থা হঃ আয়েশার কথা হইতে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলেন—যখনই রসুলুল্লা বাহির হইতে গৃহে আসিতেন, তখনই তিনি ইহা বলিতেন :—

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ -

যদি ফরজন্দ আদমের অধীনে দুইটি বহুমূল্য ধনসম্পত্তি পরিপূর্ণ মাঠ দেওয়া যায়, তবুও সে ঐরূপ একটি তৃতীয় মাঠের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও লালসা রাখিবে। মাটি ব্যতীত তাঁহার মুখকে পূর্ণ করা যাইবে না। টাকা পয়সা, ধনদৌলত, নামাজকে কায়েম রাখিবার জন্য ও জাকাত দিবার জন্য এবং আল্লাহ্ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ করিবার জন্য। ইহা রীতিমত সমাধা করিলে আল্লাহ্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হইবেন।

(মোস্নদ ৬ষ্ঠ জিল্দ পৃঃ ৫৫)

রসুলুল্লার এইরূপ বলার অর্থ এই যে 'আহ্লে বায়েত'এর মনে এই দুনিয়া অস্থায়ী ও ইহার ধন সম্পত্তিও অস্থায়ী, এই ভাবটি বদ্ধমুল করিয়া দেওয়া।

এই ঘরের বাসিন্দা মাত্র দুইজন—রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশা। কয়েক বৎসর পরে

১। আবুদাউদ ; বোখারী ; মস্নদে তায়ালসী, ২০৭ পৃঃ

বোরায়্রা নাম্নী একজন দাসী মাঝে মাঝে সহচরী হিসাবে আসিয়া জুটিত। রসুলুল্লা ৯ দিনের মধ্যে ২ দিন হঃ আয়েশার সঙ্গে এই ঘরে বাস করিতেন।[১]

এই ঘরের খরচ পত্রাদি ও বাজে এন্তেজামের জন্য সাবধানতা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন ছিল না। পাক করিবার ত বেশী প্রয়োজন ঘটিয়া উঠিত না। হঃ আয়েশা বলেন—"উপর্য্যুপরি ৩ দিন পর্য্যন্ত খান্দানে-নবুওতের পেট ভরিয়া খাইবারও সম্বল থাকিত না।" তিনি আরও বলেন—"ক্রমান্বয়ে কয়েকমাস পর্য্যন্ত উনানে আগুনও জ্বলিত না। শুধু শুক্‌না খোর্‌মা ও পানি খাইয়াই থাকিতে হইত।" খায়বর দেশ করতলগত হইবার পরেই রসুলুল্লা তাঁহার মহিষীদের বার্ষিক ব্যয়ের জন্য ৮০ ওসক খোর্‌মা, ও ২০ ওসক যব মাত্র 'ওজীফা' স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই বরাদ্দ মুক্ত-হস্ত পয়গম্বর মহিষিগণের জন্য এক বৎসরের ব্যয় বিধানের উপযোগী যে কিছুতেই ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য।[২]

কোন কোন দিন সাহাবীগণ রসুলুল্লাকে হঃ আয়েশার ঘরে আসিবার কথা শুনিলে নানাবিধ 'হাদীয়া' পাঠাইয়া দিতেন। অনেক সময় রসুলুল্লা হঃ আয়েশার হুজ্‌রাতে প্রবেশ করিতে করিতে বলিতেন—"আয়েশা! খাবার কিছু আছে!?" প্রায়ই তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতেন—"রসুলুল্লা সবই বরকত হইয়া গিয়াছে।" তখন উভয়েই উপবাসে রাত কাটাইতেন। সময় সময় কোন আন্‌সার দুধ পাঠাইয়া দিতেন। শুধু তাহা পান করিয়াই তাঁহারা রাত্রি পোহাইতেন।[৩]

হঃ আয়েশা যে অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানসম্পন্না মহিলা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে তিনি আলস্য ও ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত ছিলেন না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, আটা বা যব দলিতে দলিতে অজানিতভাবে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এদিকে প্রতিবেশীর বক্‌রি ঘরে ঢুকিয়া তাহা খাইয়া ফেলিত। একদা হঃ আয়েশা নিজ হাতে যব পিসিলেন ও ইহার আটা দ্বারা ছোট ছোট রুটি প্রস্তুত করিলেন। পাকাইবার পর রসুলুল্লার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রিকাল, রসুলুল্লা হুজ্‌রায় আসিয়াই নামাজ ও দো'য়াতে মগ্ন হইলেন। হঃ আয়েশারও এ সময় তন্দ্রা আসিল। প্রতিবেশীর এক বক্‌রি আসিয়া সব রুটি খাইয়া ফেলিল।[৪] কে জানিত অনাহারজনিত অবসাদ ও ক্লান্তিই এই তন্দ্রার কারণ কি না?

১। বোখারী—৩৪৮ পৃঃ ২। ঐ; মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ২১৭,২৩৭; আবুদাউদ—আবুধে খায়বর।
৩। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ২৪৪ পৃঃ। ৪। আবু দাউদ।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশারও রসুলুল্লার এবং তাঁহার অন্যান্য মহিষীদের যাবতীয় সওদাপত্র ও পারিবারিক ব্যয়ের ভার সাহাবী হঃ বেলালের উপর ন্যস্ত ছিল। দরকার মত কাহারও নিকট হইতে ধার লওয়াও হইত। হঃ আয়েশা বলেন—"রসুলুল্লার এন্তেকালের সময় আমার ঘরে এক বেলার খোরাকও ছিল না।"[১] এই সময় সমস্ত 'জজীরাতুল আরাব' রসুলুল্লার করতলগত হইয়াছিল। নিত্য নানাপ্রকার ভোগবিলাসের জিনিষপত্রাদি 'বায়তুলমালে' আসিয়া জমা হইত। কিন্তু রসুলুল্লা নিজ কিংবা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ইহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

সমগ্র আরবের সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী এমনিভাবে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসের উপাদান স্রোতের মতই তাহা দানের পথে বাহির হইয়া যাইত। বিলাস-সম্পদের মালিক হইয়াও হঃ আয়েশা বিলাসিনী হন নাই। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

দাম্পত্য-জীবন

ইসলাম্ নারীকে পুরুষের অকৃত্রিম বন্ধু ও মানব সমাজে আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বলিয়া প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম নারী সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিয়াছে, তাহা ইসলামের ধারণা হইতে অনেক নিম্নস্তরের। ইস্লামই তাহাকে পুরুষের পার্শ্বে গৌরবময় স্থান প্রদান করিয়াছে। বাইবেলে আছে, "যদি নিরাপদ পথে গমন করিতে চাও, তবে পথের বিপদ নারীকে দূর করিয়া দাও।" এই নারীকে ইহুদিরা মনুষ্য সমাজের 'দায়েমী-লা'নত'—চিরস্থায়ী অভিশাপ - বলিয়া মনে করেন।[২] খৃষ্টান ও ইহুদি উভয়েই নারীকে মর্ত্তের বিষবৃক্ষের কণ্টক বলিয়া মনে করে। ইস্লাম বলে, নারী ফেরদাউসের ফুল এবং সংসার মরুভূমিতে শান্তির উৎস ও প্রস্রবণ।*

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

*আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে ভার্য্যাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগেতে সুখী হও; এবং তোমাদিগের মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃজন করিয়াছেন; নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানীদিগের জন্য নিদর্শনসকল আছে। (কোর্‌আন শরীফ সূরায়ে রুম)।

১। তিরমিজী শরীফ পৃঃ ৪০৭ মাত্‌বাউল উলুম প্রেস, দেহ্‌লী।

২। সফরে তাকভীন কেস্‌সায়ে হাওয়া।

'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' কেবল রসুলুল্লার স্ত্রী ছিলেন এমন নহে, রসুলুল্লার সঙ্গে তাঁহাদের অন্য কার্য্যকরী সম্বন্ধও ছিল। রসুলুল্লা শৈশবে পিতৃমাতৃ-হীন; আবার তাঁহার সহোদর ভাইভগ্নীও ছিল না। শৈশবে তিনি মাতৃস্নেহ পান নাই। ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভে সামাজিক সহানুভূতি না পাইয়া বরঞ্চ তিনি নির্য্যাতীতই হইয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার দাম্পত্য-জীবনে এসকল অভাব অনেকখানি পুরণ করিয়াছিলেন। নিরাশ্রয় হজরত মোহাম্মদ (সঃ) হঃ খাদীজা হইতে মাতৃ-স্নেহ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিষাদে হঃ খাদীজাই ছিলেন শান্তি ও তাঁহার ওহী নাজেলের প্রথম সময়ে ও ইস্‌লাম প্রচার কার্য্যে তিনিই ছিলেন উৎসাহ। রসুলুল্লার জীবনে হঃ সাওদা রসুলুল্লাকে বুদ্ধি যোগাইতেন। আবিসিনিয়ার প্রথম মোহাজেরদের অন্যতম হঃ উম্মে হাবীবা ভালবাসায় রসুলুল্লার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। হঃ জায়নাব যত্নে বড় ভগ্নীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি হঃ উম্মে সাল্‌মার পরামর্শে হইয়াছিল। তিনিই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রসুলুল্লার মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হঃ হাফ্‌সা ছিলেন রসুলুল্লার সেনাপতি। তাবুক, খায়্‌বর ও মালা-সেলের যুদ্ধে হঃ হাফ্‌সা না থাকিলে মোসলমান মোজাহেদগণের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা হয়ত একটু কঠিন হইয়া পড়িত। প্রমোদে হর্ষ হঃ মারিয়ায়ে কেব্‌তিয়া ও জীবনে আনন্দ হঃ জোওয়ায়রিয়া দিয়াছিলেন। সংসারে এক নারীর মধ্যে এতগুলি গুণের সমন্বয় পাওয়া যায় না। এই সকল গুণবতী মহিষিগণ রসুলুল্লার সংসর্গে থাকিয়াই তাঁহাদের জীবনকে আদর্শ করিয়া উঠাইয়া ছিলেন। পিতৃ-হীন রসুলুল্লা পিতৃ-স্নেহ হঃ আবুবকরের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। হঃ আবুবকরের প্রিয় কনিষ্ঠা কন্যা হঃ আয়েশা হইয়া-ছিলেন স্নেহে রসুলুল্লার এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তিনি প্রমোদে বন্ধু, রসুলুল্লার উপর খোদার এক রহমত, তাঁহার জীবনে শান্তির প্রস্রবণ; তিনি রসুলুল্লার পরিচর্য্যায় দাসী, বিষাদে শান্তি ও রসুলুল্লার চোখে হঃ আবুবকরের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিশান ছিলেন।

চৌদ্দ বৎসর হইতে বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত হঃ আয়েশা দাম্পত্য-জীবন ভোগ করেন। রসুলুল্লার সহিত পরমসুখে ও শান্তিতে তিনি এই সুদীর্ঘ ৯ বৎসর কাটাইয়াছেন। 'ইলার' সময় ব্যতীত তাঁহাকে কখনও রসুলুল্লার বিরহ সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি রসুলুল্লার সাহচর্য্যে, অতিস্নেহ ও প্রীতি, পরস্পর সহানুভূতি ও সরল অকপট মিলন দ্বারা এই সময় কাটাইয়াছিলেন। খান্দানে নবুওতের দুঃখ দৈন্য ও উপবাসে কালযাপন সত্বেও তাঁহাদের প্রীতি ও ভালবাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার এইরূপ দাম্পত্য-জীবন দ্বারা তিনি সমগ্র পৃথিবীর নারী জাতির জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই নয় বৎসরের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা তাঁহাদের জীবনকে মধুময় আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

হঃ আয়েশার প্রতি রসুলুল্লার ভালবাসা গভীর ছিল। 'মালাসেল'এর জেহাদ হইতে ফিরিবার পথে হঃ আয়েশা হাওদাতে উঠামাত্রই উট তাঁহাকে পিঠে লইয়া উধাও হইয়া গেল। ইহাতে রসুলুল্লা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—وَا عَرُوسَاهْ "হে আমার (ভুলহীন) প্রিয়তমা, আপনি পড়িয়া চোট পাইলে আমি আবুবকরের নিকট কি বলিব?"[১]

একদিন হঃ আয়েশা বিষণ্ণ হইয়া ঘরে বসিয়া আছেন। রসুলুল্লা ইহা দেখিতে পাইয়া একটি ছোট মেয়েকে কোলে তুলিয়া আনিয়া হঃ আয়েশাকে বলিলেন—"আয়েশা! আপনি কি এই মেয়েটিকে চিনেন?" উত্তরে উম্মুল মোমেনীন মাথা নাড়িয়া 'না' করিলেন। রসুলুল্লা তখন বলিলেন যে সে জনৈক দাসী, ও সে ভাল গান গাহিতে জানে, এবং তিনি হঃ আয়েশাকে ঐ মেয়েটির গানগুলি শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রসুলুল্লার এই মধুর ব্যবহারে হঃ আয়েশা মৃদু মৃদু হাসিলেন। রসুলুল্লা হঃ আয়েশার সহাস্য বদন দেখিয়া ঐ মেয়েটিকে একটি গান গাহিতে ইশারা করিলেন। তাহার গান শ্রবণ মাত্রই রসুলুল্লা হঃ আয়েশার অতি নিকটে গিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন—"কেমন আয়েশা! এই মেয়ের নাকে শয়তান বাঁশি বাজাইতেছে না?" ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা হাসিয়া উঠিলেন।[২]

কখন কখন রসুলুল্লা হঃ আয়েশার সহিত কৌতুকও করিতেন। কখনও বা ছোট ছোট গল্প বলিয়া হঃ আয়েশাকে আনন্দ দান করিতেন। একদিন খোরাফা নামক ওজ্‌রা বংশীয় একজন লোকের অতি মনোরম কাহিনী রসুলুল্লা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। খোরাফাকে একটি 'জিন' ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেক অদ্ভুত ঘটনা দেখাইয়া ঐ 'জিন'টি তাহাকে পুনরায় ঘরে ফিরাইয়া দিয়া গেল। সে এই কাহিনীটি সর্ব্বসাধারণের নিকট বলিল। সেই দিন হইতে যদি কেহ কোন আশ্চর্য্য কথা শুনে, তখনই সে বলিয়া উঠে—ইহা 'খোরাফার' কথা।[৩]

রসুলুল্লার প্রতিবেশী একজন ইরাণী ছিলেন। তিনি আসিয়া রসুলুল্লাকে তাঁহার বাড়ীতে খাওয়ার দা'ওয়াত করিলেন। রসুলুল্লা বলিয়া উঠিলেন—"আয়েশারও কি

১। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিলদ, ২৪৮ পৃঃ ২। মোস্‌নদ ৪৪৯ পৃঃ

৩। শামায়েলে তিরমিজী; মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৫৭ পৃঃ।

দা'ওয়াত আছে ?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "না"। রসুলুল্লা ইহা শুনিয়া কহিলেন—"তাহা হইলে আমারও যাওয়া হইল না।" ইরাণীর দুইবার অনুরোধের পরও রসুলুল্লা একেলা দা'ওয়াত কবুল করিলেন না। পুনরায় তিনি আসিয়া রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশা উভয়কেই নিমন্ত্রণ দিলেন, এবং উভয়েই তৎক্ষণাৎ ঐ ইরাণীর বাড়ী যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন।[১]

রসুলুল্লা নিজ মহিষীদের মনস্তুষ্টির দিকে বড়ই খেয়াল রাখিতেন। তিনি সফরে কিংবা কোন যুদ্ধে যাইবার সময় 'কোর'য়া'র (lottery) ব্যবস্থা করিতেন। "আজ্‌-ওয়াজে মোতাহেরাত'এর মধ্য হইতে যাহার নাম এই 'কোর'য়া' হইতে উঠিত তাঁহাকেই তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। হঃ আয়েশা 'বনী মোস্‌তালিক"এর উভয় জেহাদে ও হোদায়বিয়ার সন্ধিতে এবং 'হুজ্জাতুল বেদা'তে রসুলুল্লার সঙ্গে ছিলেন। হাদীস এব্‌নে মাজাতে আছে রসুলুল্লা 'বনী মোস্‌তালিক'এর দ্বিতীয় যুদ্ধ হইতে জয়লাভ করিয়া আসিবার পথে হঃ আয়েশাকে আনন্দ দান করিবার জন্য তাঁহার সহিত রাত্রে দৌড়াদৌড়ি খেলিয়াছিলেন। রসুলুল্লা হারিলেন ও হঃ আয়েশা জিতিলেন। আবার কয়েক বৎসর পরে উভয়েই এক রাত্রে দৌড়িয়াছিলেন, এইবার হঃ আয়েশা হারিলেন ও রসুলুল্লা জিতিয়া বলিলেন—"আয়েশা! ইহা পূর্ব্বের দৌড়ের উত্তর।"[২]

হঃ আয়েশা 'আজ্‌ওয়াজ মোতাহেরাত' এর মধ্যে কম বয়স্কা ছিলেন বলিয়া কোন কোন সময় রসুলুল্লা এমনি করিয়া তাঁহার সহিত খেলাধুলায় পর্য্যন্তও যোগ দিতেন। এমনকি হঃ আয়েশার নাবালেগা সখীদের গানও শুনিতেন। একদিন হঃ আয়েশা তাঁহার পালিতা এক আন্‌সার-মেয়ের সাদাসিদাভাবে বিবাহ দিতেছিলেন। রসুলুল্লা হুজ্‌রা মোবারকে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আয়েশা! গানবাদ্য কোথায় ?"[৩]

রসুলুল্লার সময়ে প্রত্যেক ঈদের দিন বৈকালে হাব্‌শীদের তীরন্দাজী ও কুস্তি এবং আরবদের ঘোড়দৌড় খেলা হইত। রসুলুল্লা প্রায়ই ঈদ উপলক্ষে এই সব খেলা দেখিতেন ও লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেন। এমনকি তিনি উম্মুল মোমেনীনগণকেও বোর্‌কা পরাইয়া এই সব খেলা দেখিতে উৎসাহিত করিতেন। হিজ্‌রির ৬ষ্ঠ সনের 'ঈদুল ফেত্‌র'এর সন্ধ্যার সময় রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে লইয়া হাব্‌শীদের কুস্তির আখ্‌ড়ার নিকট তাঁহাদের ক্রীড়া কৌশল দেখিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঃ আয়েশার

১। মোস্‌লেম—কেতাবুল্‌ আতুয়েমা ; মুদী   ২। সুনুনে আবু দাউদ—বাবুস্‌ সাবাক্‌

৩। অর্থাৎ এক তাল-বাদ্য, মোসনদ ২৬৯ পৃঃ বোখারী—, কেতাবুল নেকাহ্‌ ; ফত্‌হুল বারী

পরিধানে বোর্‌কা না থাকায় তিনি রসুলুল্লাকে সাম্‌নে পর্দ্দার মত করিলেন ও তাঁহার পবিত্র স্কন্ধে ভর করিয়া হাবশীদের ক্রীড়া মনের মত দেখিতে লাগিলেন।[১]

আজকালকার দিনে আমাদের সমাজের ইউরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিত যুবক দলকে প্রায়ই বলিতে দেখা যায় যে মেয়েদিগকে নাচগান, সিনেমা, বায়স্কোপ, থিয়েটার ও যাত্রা ইত্যাদি খেলা না দেখাইলে তাঁহাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হয় না; তাঁহারা এই মরজগতে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় কিছুই ধারণা করিতে পারে না। আমাদের যুবকগণ একটু ভাল করিয়া এই বিষয়টিকে আলোচনা ও গবেষণা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি ইউরোপীয়দের সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে অনেক তফাৎ ও বিভিন্ন। হইতে পারে, এই জাতীয় আমোদ-প্রমোদ ও নাচ-গান ইত্যাদি ইউরোপীয়দের জন্ত প্রীতিপ্রদ ও ইহা তাঁহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির বহির্ভূত নয়; এবং ইহা তাঁহাদের সামাজিক প্রথা হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের দেশে বিশেষতঃ আমাদের সমাজের অন্তরায়। এই সব আমোদ-প্রমোদে চরিত্র উন্নত হওয়ার চেয়ে চরিত্র নষ্টের আশঙ্কাই বেশী দেখা যায়। এই বায়স্কোপ, থিয়েটারে উলঙ্গ মূর্ত্তি, প্রেমিক-প্রেমিকার আলিঙ্গন, একে অন্তে চুমো খাওয়া, নানাবিধ চরিত্র-অন্তরায়ের প্রলোভনীয় খেলা দেখান হয়। ইহা দেখিয়া দেখিয়া অধিকাংশ স্থলেই কোমল ও সরল-মনা মেয়েরা তাঁহাদের উন্নত চরিত্র গঠনের পথকে সংকীর্ণ করিয়া তুলে। ইস্‌লামের আদি-যুগের তীরন্দাজী, কুস্তি, ঘোড়-দৌড় ও নানা প্রকার ব্যায়ামের স্থলে বর্ত্তমানে আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষিত নব্য যুবকদের মধ্যে বায়স্কোপ ও থিয়েটার-প্রীতি ভীষণ উৎকট ভাবে দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বের যুগই ছিল, ইস্‌লামের গৌরবের দিন। বর্ত্তমানে আমাদের গৌরব করিবার এমন কি আছে? আমাদের সেই লুপ্ত শৌর্য্য, বীর্য্য ফিরাইয়া পাইতে পূর্ব্বের সেই শরীর-চর্চ্চার প্রীতিকেও যে ফিরাইয়া আনা একান্ত প্রয়োজন তাহা অস্বীকার করিবে কে? এই ব্যাপারে রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশার জীবন-কাহিনী আমাদের এক মহাপথপ্রদর্শক।

এক ঈদের দিন হঃ আয়েশা রসুলুল্লার সহিত অভিমানে জোর গলায় কথা বলিতেছিলেন। হঃ আবুবকর মস্‌জিদে সেই সময় নামাজ পড়িয়া নানা প্রকার মস্‌লা মসায়েলার বিষয় হঃ আবু হোরায়রার সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। হঃ আয়েশার হুজ্‌রার মধ্যে উচ্চৈঃস্বর শুনিয়া হঃ আবুবকর তাড়াতাড়ি উহার মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন— "বড় অন্যায়, তুমি রসুলুল্লার নগণ্য শিষ্যা; তাঁহার সহিত বেয়াদবের মত জোর গলায় কথা বলিতে আছে?" ইহা বলিয়াই তিনি হঃ আয়েশাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রসুলুল্লা হঃ আবুবকরের ক্রুদ্ধ দেখিয়া হঃ আয়েশাকে নিজের নিকট আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। হঃ আবুবকর হঃ আয়েশাকে রসুলুল্লার নিকটে যাইতে দেখিয়া নীরবে হুজ্‌রা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হঃ আবুবকরের যাওয়ার পর হঃ আয়েশা

১। বোখারী—বাবু হোস্‌নুল মোয়াশেরাত।

রসুলুল্লাকে বলিলেন—"বাবাজান যেরূপ রাগ করিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাকে তখন আশ্রয় না দিতেন, তাহা হইলে বাবাজান আজই আমার শরীরের হাড় মাংস গুড়া করিয়া দিতেন।" ইহা শ্রবণে রসুলুল্লা কহিলেন—"আয়েশা! দেখুন ত আমি আপনাকে কেমন ভাবে রক্ষা করিলাম?"[১]

খায়বর যুদ্ধে পরাজিত কতিপয় সৈন্যকে রসুলুল্লা কয়েদ করিয়া হঃ আয়েশার হুজ্‌রাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা উম্মুল মোমেনীনকে কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে কথোপকথনে মশ্‌গুল পাইয়া পলায়ন করিল। রসুলুল্লা ক্ষণকাল মধ্যে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে কয়েদিগণ পলায়ন করিয়াছে। তখন তিনি হঃ আয়েশাকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আপনার হাত কাটা যাইবে।" ইহা বলিয়াই রসুলুল্লা বাহির হইয়া পড়িলেন ও কতিপয় সাহাবীদের সাহায্যে কয়েদীদিগকে পুনঃ বন্দী করিলেন। ঘরে ফিরিয়া অসিয়া দেখিলেন যে হঃ আয়েশা নিজ হাত দুইটিকে উলট পালট করিয়া দেখিতেছে। রসুলুল্লা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন—"দেখিতেছিলাম, কোন হাত কাটা যাইবে"। ইহা শুনিয়া রসুলুল্লার হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হঃ আয়েশার কসুর মাপের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র দরবারে হাত উঠাইলেন।[২]

কেহ কেহ ধারণা করিয়া থাকেন যে হঃ আয়েশা বেশী খুবসুরত ও রূপসী ছিলেন বলিয়া রসুলুল্লা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কেননা হাদীস গ্রন্থসমূহ হইতে বিশ্বস্তরূপে জানা যায় যে 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত, এর মধ্যে হঃ জোওয়ায়রিয়া, হঃ জায়নাব, হঃ উম্মেসালমা, ও হঃ সোফিয়া হঃ আয়েশার চেয়ে অধিক রূপবতী ছিলেন। হাদীস বোখারী ও নাসায়ী শরীফে কেবল দুই জায়গাই হঃ আয়েশার রূপের বর্ণনা আছে। হঃ ওমর নিজ তনয়া হঃ হাফ্‌সাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"মা হাফ্‌সা। তুমি কখনও আয়েশার সঙ্গে আড়াআড়ি করিও না। তিনি তোমার চেয়ে সুন্দরী। বিশেষতঃ রসুলুল্লা তাঁহাকে বেশী আদর ও মহব্বৎ করেন"। রসুলুল্লা হঃ ওমরের এই কথা শুনিয়া মুচকিয়া হাসিলেন। হঃ ওমরের এই কথা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে হঃ আয়েশা হঃ হাফ্‌সার চেয়ে বেশী সুশ্রী ও খুবসুরত ছিলেন।[৩]

একদা হঃ আয়েশাকে রসুলুল্লা কহিলেন—"আয়েশা! কখন যে আপনি আমার উপর নারাজ হন বা খুশী হন, তাহা আমি ধরিতে পারি। নারাজ হইলে বলেন—ইব্রাহিম নবীর

১। আবু দাউদ—কেতাবুল আদাব ২। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ, ৫২ পৃঃ
৩। তাব্‌রানী; এব্‌নে হাম্‌বল মোস্‌নদে আয়েশা।

আল্লার কসম। আর খুশী হইলে বলেন—মোহাম্মদ (সঃ) এর আল্লার কসম। ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন—"মা রসুলুল্লা রাগ হইলে কেবল মুখ হইতে আপনার নামটুকু বাদ দিয়া দেই।"[১]

প্রাচ্য ভাষা-বিজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ মারগোলীয়থ তাঁহার রচিত দি লাইফ অব মোহমেট নামক গ্রন্থে উপরোক্ত এইবিষয়টি অত্যন্ত জঘন্যভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"মোহাম্মদ আয়েশাকে নারাজ করিলে তিনি তাঁহার ওহীর সত্যাসত্যের উপর বাদানুবাদ করিতেন। ইহা একেবারেই বাজে কথা।

শুধু যে রসুলুল্লার স্নেহ, প্রীতি, মমতা ও মহব্বৎ হঃ আয়েশার জন্যই ছিল, তাহা নহে, পক্ষান্তরে হঃ আয়েশাও রসুলুল্লাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। কোন কোন সময় তাঁহার চেয়ে রসুলুল্লাকে কেহ বেশী মহব্বৎ করেন বলিয়া বলিলে, তাহাতে তিনি বড়ই ক্ষুণ্ণ-মনা হইতেন। অন্য কেহ রসুলুল্লাকে তাঁহারই মত গভীরভাবে ভালবাসিতে পারে—এ কথা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

রসুলুল্লা ঘরে ঢুকিয়া প্রায়ই তাঁহার প্রথমা মহিষী হঃ খাদীজার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্য বড়ই আফ্‌সোস করিতেন। ইহা হঃ আয়েশার পক্ষে বড় অসহনীয় ব্যাপার ছিল। তাই একদিন তিনি রসুলুল্লাকে বলিয়া উঠিলেন—"রসুলুল্লা! রাখুন ঐ বুড়ির কথা। তাঁহার চেয়ে আমি কি আপনাকে বেশী আদর যত্ন ও শ্রদ্ধা করি না? আল্লাহ্ আপনাকে তাঁহার চেয়ে অনেক ভাল ভাল পত্নী দিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রসুলুল্লা বলিলেন—"আয়েশা! এমত কথা বলিতে নাই। খাদীজা আমার প্রথমা পত্নী; আল্লার উপর তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইমান আনিয়াছেন; তিনি তাঁহার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি সবই ইস্‌লাম-প্রচারে দান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আজ ইস্‌লাম-প্রচার এতদূর কোথায় হইত? আমরা চিরদিনই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিব। তাঁহার ওসীলাতে আল্লাহ্ আমাকে সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত মহব্বৎ ও ভক্তি করিতাম।"[২] হঃ খাদীজাই ছিল রসুলুল্লার অতীতের স্মৃতি।

মোতার জেহাদের সময় রসুলুল্লার চাচাত ভাই হঃ জা'ফর তাইয়েব শহীদ হইলেন। ইহাতে রসুলুল্লা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন। হঃ জা'ফর'এর পরিবারবর্গ বিলাপ জুড়িয়া দিলেন। রসুলুল্লা তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে বারণ করিয়া পাঠাইলেন। জনৈক ব্যক্তি আসিয়া খবর দিল যে তাঁহারা

১। বোখারী, ৮৯৭ পৃঃ ২। বোখারী—ফজ্‌লে খাদীজা।

কিছুতেই বিলাপ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। রসুলুল্লা তাঁহাকে পুনরায় যাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি যেন তাঁহাদিগকে বিলাপ বন্ধ করিবার কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। কিন্তু ঐ লোকটি ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে হঃ আয়েশা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলেন। লোকটি যায়ও না অথচ রসুলুল্লা যাহা হুকুম করিলেন, তাহাও পালন করিতেছে না। অনর্থক সময় হরণ করিতেছে ভাবিয়া বিরহ-বিধুরা-মহিষী আগন্তুকের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। *ইহাতে সহজে অনুমান করা যায় যে ক্ষণেকের* বিচ্ছেদও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার কত যন্ত্রণাদায়ক ছিল।[১]

হঃ আয়েশা রসুলুল্লাকে তাঁহার ঘরে থাকাকালীন কোন রাত্রে নিজ শয্যায় নিজের কাছে হাতড়াইয়া না পাইলে অত্যন্ত পেরেশান হইয়া পড়িতেন। এক নিশীথে রসুলুল্লা ধীরে ধীরে হঃ আয়েশার শয্যা হইতে উঠিয়া নামাজ ও দো'য়াতে মশ্‌গুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে হঠাৎ হঃ আয়েশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিছানা হাতড়াইতে লাগিলেন—হায় রসুলুল্লা ত নিকটে নাই। ঘরে আবার প্রদীপও নাই। কোথায় ও কি ভাবে রসুলুল্লাকে তালাশ করা যায়? অবশেষে বিছানা ত্যাগ করিয়া সমস্ত হুজ্‌রা অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ রসুলুল্লার পা মোবারকে হাত পড়িল। রসুলুল্লা 'সাজদা'তে পড়িয়া আছেন। আরও অন্য এক রাত্রে রসুলুল্লাকে নিকটে না পাইয়া ভাবিলেন—হইতে পারে রসুলুল্লা তাঁহার অন্য কোন পত্নীর কাছে গমন করিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া তিনি বড়ই পেরেশান হইয়া পড়িলেন ও ক্ষোভে ও অভিমানে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। আবার মনে হইল—এই গভীর রাত্রি; আমাকে একেলা ফেলিয়া তিনি কোথায়ই বা যাইবেন; দেখি তিনি ঘরে আছেন কি না? ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে তালাশ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—রসুলুল্লা মস্‌জিদের আঙ্গিনায় আল্লার ধ্যানে মগ্ন আছেন। ইহা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা! তাওবা, তাওবা, কি আশ্চর্য্য আমি কোন খেয়াল চাপাইয়া বসিয়াছি, আর আল্লার রসুল কোন জগতে আছেন।"[২]

এক রাত্রে হঃ আয়েশা রসুলুল্লার বুকের উপর ঘুমে বিভোর হইয়া পড়িলেন। রাত্রির শেষ ভাগে তাঁহার ঘুম ছুটিল। দেখিলেন রসুলুল্লা ঘরে নাই। তাঁহার খোঁজে তখনই হঃ আয়েশা বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখিলেন—প্রিয়

১। বোখারী—বাবুল জানায়েজ। ২। নাসায়ী—বাবুল গায়রাত

স্বামী কবর স্থানে মৃত লোকজনের মুক্তির জন্য দো'য়া করিতেছেন ও কাঁদিতেছেন। এই অবস্থা দেখিয়া হঃ আয়েশা ফিরিয়া আসিলেন। ফজরের নামাজের পর এই কথা তিনি রসুলুল্লাকে বলিলেন। রসুলুল্লা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন - "হাঁ, হাঁ, গত রাত্রে কবরস্থান হইতে আসার সময় আমার সাম্‌নে কাল কাল কি যেন দেখিয়াছিলাম। তাহা আপনিই ছিলেন নাকি ?"[১]

আর এক রাত্রিতে রসুলুল্লা হঃ আয়েশার শয্যা হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িলেন। টের পাইয়া হঃ আয়েশা ধীরে ধীরে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, রসুলুল্লা, 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে যাইয়া দো'য়া ও 'মোনাজাত' এর মধ্যে তন্ময় হইতেছেন। হঃ আয়েশা চুপ করিয়া কিছু পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে রসুলুল্লাকে তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া হঃ আয়েশা দৌড়িয়া হুজ্‌রার মধ্যে ঢুকিলেন। ইহা টের পাইয়া রসুলুল্লা তাঁহাকে বলিলেন—"আয়েশা! ইহা কি ?" যেহেতু ইহা গোয়েন্দাগিরি—প্রকৃত চরিত্র গঠনের অন্তরায়, এইজন্য তাঁহাকে এইরূপ গোয়েন্দাগিরি করিতে নিষেধ করিলেন। ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা অকপট চিত্তে বলিলেন—"আপনাকে না পাইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি অন্য কোনও আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতের নিকট যাইতেছেন। এইজন্যই আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম।"[২]

হঃ আয়েশা বলেন যে একদিন 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' রসুলুল্লার নিকট বসিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় জনৈক স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রসুলুল্লাকে অনুরোধ করিলেন। ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা বলিয়াছিলেন যে ছিঃ! ছিঃ! জগত হইতে কি আত্ম-সম্মান লোপ পাইয়াছে ? ইহা বলার ২/৩ মিনিট পরেই আল্লার আদেশ নাজেল হইল যে কোন স্ত্রীলোক রসুলুল্লাকে বিনা মোহরে নিজকে দান করিলে তাহাও শরীয়ত সঙ্গত ও জায়েজ। এই মহাবাণী শুনিয়া হঃ আয়েশা অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন।[৩]

হঃ আয়েশার জানু মোবারকের উপর পবিত্র মস্তক রাখিয়া রসুলুল্লার প্রায়ই আরাম করিবার অভ্যাস ছিল। হিজ্‌রির ৮ম সনের রজবের মাসের কোনও এক শুক্রবার দ্বিপ্রহরের সময় রসুলুল্লা হঃ আয়েশার জানুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলেন। এইদিকে হঃ আবুবকর হঃ আয়েশার কোন এক অন্যায়ের বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধভরে

১। বোখারী ২। নাসায়ী ; বোখারী ৩। মোয়াত্তা ইঃ মালেক।

তাঁহার হুজ্‌রাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে শাস্তি স্বরূপ এক ঘুসি মারিলেন। হঃ আয়েশা বলেন যে তাঁহার অত্যন্ত চোট লাগিয়াছিল। কি করিবেন, ভয় হইল, নড়াচড়া করিলে তাঁহার প্রিয় স্বামীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং তিনি টু শব্দটুকুও করিলেন না। চুপ্‌চাপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিলেন।'

রসুলুল্লা যেরূপ হঃ আয়েশাকে নানাপ্রকার গল্প শুনাইয়া আমোদিত করিতেন হঃ আয়েশাও তদ্রূপ নানাজাতীয় কাহিনী রসুলুল্লাকে শুনাইতেন। একদিন রসুলুল্লাকে নিম্নলিখিত গল্প অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি শুনাইয়াছিলেন:—"একদা এগার জন সখী এক স্থানে বসিয়া আপোষে নানাপ্রকার গল্প-গুজব করিতেছিল। একজন সখী বলিয়া উঠিল—'এস, আমরা আপন আপন স্বামীর অবস্থা একে অন্যকে বলি।' সকলেই ইহাতে রাজি হইল। প্রথমা সখী কহিল—'আমার স্বামী উটের গোশ্‌ত্‌। উহা যেন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। কিন্তু উহা সমতলভূমি নয় যে কেহ তথায় যাইবে, এবং ভাল গোশ্‌ত নয় যে কেহ উহা লইয়া যাইবে।' দ্বিতীয়া সখী বলিল—'ভাই! আমি আমার স্বামীর বিষয় বলিতে গেলে অনেক লম্বা কাহিনী হইবে, তাহা শেষ করা কঠিন হইবে। ভিতরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ার ভয়ও আছে'। তৃতীয়া সখী কহিল—'আমার স্বামীর মেজাজ বড় কড়া। তাঁহার সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই ভাল। কিছু বলিতে গেলে আমাকে হয়ত তালাকই দিয়া দিবেন। আমার অবস্থা এই যে তোমরা আমাকে বিবাহিতা কি অবিবাহিতা উভয়ই মনে করিতে পার।' চতুর্থা সখী কহিল—'আমার স্বামী হেজাজ প্রদেশের রাত্রির মত—না গরম, না ঠাণ্ডা, না ভয় ও না দুঃখ।' পঞ্চমা সখী কহিল—'আমার স্বামী, ভাই, ঘরে ঠিক চিতা বাঘ।' আর বাহিরে যেন সিংহ। কসম করিয়া কিছু বলিলে আর উপায় নাই।' ষষ্ঠা সখী বলিল—'আমার স্বামী বড় পেটুক ও স্বার্থপর। খাবার সবই খাইয়া ফেলেন, আর শোবার কালে সব কম্বল ইত্যাদি নিজেই ব্যবহার করেন।' সপ্তমা সখী কহিল—'আমার স্বামী বড় বেওকুফ ও নামরদ। আস্‌বাব পত্রাদি চুরমার করিয়া ফেলা ও আমাকে আঘাত করা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।' অষ্টমা সখী কহিল—'আমার স্বামী খরগোশের মত অতি কোমল ও ফুলের মত সুগন্ধ।' নবমা সখী বলিল—'আমার স্বামী বড় ধনী, দাতা ও বীর।' দশমা সখী কহিল—'আমার স্বামী বড় মালদার। কোনও জিনিষের তাঁহার অভাব নাই।' একাদশ সখী বলিল—আমার স্বামীর নাম আবুজর। তিনি

১। বোখারী—বাবুত তাইয়াম্মুম্।

অলঙ্কার ও গহনা দ্বারা আমাকে সাজাইয়া রাখেন। আমার হৃদয়কে আমোদে মাতোয়ারা করিয়া দেন। গোরু, মহিষ, ঘোড়া ও উটের শোরগোল তাঁহার বাড়ীতে সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। কত চাকর চাকরাণী ও মজুর আমার অধীনে রাখিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতাও আমাকে অতি আদর ও স্নেহ করেন। তাঁহার সুশ্রী সন্তান-সন্ততিগণ আমাকে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তাঁহারা কখনও ঘরের কথা বাহিরের কাহারও নিকট বলে না। তাঁহাদের দাসীরা ঘরকে অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখে, কোন রকমের আবর্জ্জনা ঘরে রাখে না।"[১]

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই কাহিনী রসুলুল্লা অতি ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আয়েশা! আমি আপনার সঙ্গে এইরূপ আচার ব্যবহার করিতেছি, যেইরূপ আবুজর উম্মেজরের সহিত করিয়াছিল।[২]

রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশা প্রায়ই একত্রে ও এক বাসনে আহার করিতেন। খাওয়া দাওয়ার সময়ে তাঁহাদের স্নেহ ও প্রীতি এত অধিক দেখা যাইত যে, যে হাড় রসুলুল্লা চুষিয়া দস্তরখানে ফেলিয়া রাখিতেন, আবার সেইটাকেই হঃ আয়েশা চুষিতেন। হঃ আয়েশা যে অস্থিকে ফেলিয়া রাখিতেন, রসুলুল্লা সেইটাকেই আবার চুষিতেন। পেয়ালার যে দিকে রসুলুল্লা পানি পান করিতেন, হঃ আয়েশাও সেইদিক দিয়াই পানি পান করিতেন। কোন কোন সময় ঘরে চেরাগ জ্বালাইবার ক্ষমতা না থাকার দরুণ তাঁহারা খাইবার সময় উভয়েই অন্ধকারে একই গোশ্‌তের টুক্‌রার উপর হাত দিতেন। মাঝে মাঝে উম্মাহাতুল মোমেনীন ও পর্দ্দার আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন কোন সাহাবীকে সঙ্গে করিয়া রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশা একত্রে আহার করিতেন।[৩]

একদিন অত্যন্ত সলজ্জ বিনয় মিশ্রিত কৌতুকচ্ছলে হঃ আয়েশা রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হজরত! দুইটি সবুজবর্ণ মাঠ—একটি অচরানো, আরটি চরানো। এই দুইটির কোন্‌টিতে আপনি উট চরাইতে পছন্দ করিবেন।" উত্তরে রসুলুল্লা অধরে মৃদু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন—"আয়েশা! প্রথমটীতে।"[৪]

হঃ আয়েশার চাকর চাকরাণী থাকা সত্বেও তিনি নিজ হাতে ঘরের সবকাজ সমাধা করিতেন। যব ও গম নিজ হাতে জাঁতায় পিষিতেন। নিজ হাতে রুটী প্রস্তুত

১। নাসায়ী শরীফ　　২। ইঃ গাজ্জালী, এহ্‌ইয়াউল উলুম; বোখারী।

৩। মো'জেমে তিব্‌রানী ৪৫ পৃঃ; বোখারী—বাবু আক্‌লুর রাজুলে মাআ এম্‌রাতেহি।

৪। বোখারী-বাবু নেকাহুল আব্‌কার ৭৬ পৃঃ

করিতেন; নিজ হাতে তরকারি পাকাইতেন। বিছানাও নিজ হাতেই করিতেন। নিজে কুঁয়া হইতে রসুলুল্লার 'ওজুর' পানি তুলিয়া আনিয়া রাখিতেন। রসুলুল্লার মক্কায় প্রেরিত কোর্বানীর উটের গলার কেলাদা (হার) নিজ হাতে গাঁথিতেন।* রসুলুল্লার মাথার কেশ চিরুনী দ্বারা আঁচড়াইয়া দিতেন। আবার তাঁহার শরীরে আতরও মালিশ করিয়া দিতেন। নিজ হাতে তাঁহার কাপড় ধুইয়া সাফ করিয়া দিতেন। শুইবার সময় রসুলুল্লার মেস্ওয়াক (দাঁতন) ও পানির বদনা তাঁহার শিয়রে রাখিয়া দিতেন। কোন মেহমান ও মোসাফের আসিলে তাঁহার আদর ও সমাদর যথাসাধ্য করিতেন। নিজে উপবাস থাকিয়াও মেহ্মানকে খাওয়াইতেন।[১]

আজকালকার দিনে আমাদের শরীফ ঘরের মেয়েরা নিজ হাতে ঘরের কাজ সমাধা করাকে অভদ্রতা মনে করেন। অনেক সময় দেখা যায় যে গরীব স্বামী ঘরের চাকর চাকরাণীর খরচ দিয়া হাতে কিছুই টাকা পয়সা জমা করিতে পারেন না। আবার অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। আমাদের মেয়েগণ হঃ আয়েশার চেয়ে যে বেশী শরীফ ও কুলীন নয়, ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে হয়ত বিশেষ কোন অন্যায় হইবে না।

হঃ আয়েশা রসুলুল্লার খেদ্মতে ও মহব্বতে নিজকে এমনি ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন যে আপন সুবিধা অসুবিধার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য নিজকে বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। কায়েস গাফ্ফারী 'আস্হাবে সোফ্ফার' একজন সাহাবী। একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "রসুলুল্লা আমাকে ও আমার অন্যান্য সঙ্গিগণকে লইয়া হঃ আয়েশার ঘরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন— 'আয়েশা! আজ আমরা আপনার মেহ্মান। আমাদিগকে খাওয়ান।' রসুলুল্লার এই আহ্বান শুনিয়া হঃ আয়েশা আমাদের জন্য ভুষি ও খুদের ভোজ্য এবং খোর্মার 'হারীরা' (মিষ্টান্ন) লইয়া আসিয়া আমাদের সাম্নে দিলেন। আমরা বিস্মিল্লা বলিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলাম। পরে রসুলুল্লা কহিলেন—'আমরা পান করিবার সামগ্রীও চাই।' হঃ আয়েশা দ্রুতপদে অত্যন্ত আনন্দের সহিত এক পেয়ালাতে দুধ আর একটিতে পানি লইয়া

---

* রসুলুল্লা যে বৎসর হজ্ করিতে যাইতে না পারিতেন, সে বৎসর তিনি কোর্বানীর জন্য মক্কা শরীফে অনেক উট পাঠাইতেন। কোন কোন সময় ৪০।৫০টি উটও পাঠাইতেন এবং কোন সময় ১০০টি পাঠাইতেন। পথিমধ্যে বেদুইনগণ এই উট লুণ্ঠন করিয়া না নেয়, সেজন্য ইহাদের গলায় মালা পরাইয়া দেওয়া হইত। মালা দেখিলেই বেদুইনগণ বুঝিতে পারিত যে উহা কোর্বাণীর উট। সুতরাং তাহারা লুঠতারাজ করিতে ক্ষান্ত থাকিত।

১। হাদীস গ্রন্থ সমূহ

হাজির করিলেন। ঘরে যাহা খাবার ছিল, সবই আমরা খাইলাম। পরে জানিলাম সে দিন তিনি উপবাসে কাটাইয়া ছিলেন।"[১]

রসুলুল্লা অন্য একদিন জনৈক সাহাবীর বিবাহে 'ওলীমা' করা অত্যন্ত জরুরী মনে করিলেন। কিন্তু ঐ সাহাবীর ঘরে খাবার কোন জিনিষই ছিল না। রসুলুল্লা কহিলেন— "যাও, আয়েশার নিকট হইতে আনাজ ও তরীতরকারীর ঝুড়িটি লইয়া আইস।" হঃ আয়েশা সংবাদ পাইয়া সমুদয় আনাজ ও তরকারী পাঠাইয়া দিলেন। এমনকি সেদিন তিনি সন্ধ্যার খাওয়ার জন্যও কিছুই রাখেন নাই।[২]

ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া স্বামীর আদেশ ও তাঁহার মনমত চলাই স্ত্রীজাতির একমাত্র কর্ত্তব্য। হঃ আয়েশা রসুলুল্লার পবিত্র সহবাসে ৯ বৎসর ছিলেন। কিন্তু কখনও রসুলুল্লার মতের খেলাফ কোন কাজ করেন নাই। এমন কি রসুলুল্লার কথাতে বা ভাবে কোন অসম্মতি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে নিজকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন। 'খায়বর'এর জেহাদ হইতে রসুলুল্লা বিজয়ী হইয়াছেন শুনিয়া হঃ আয়েশা একটি প্রাণীর ছবিযুক্ত পর্দ্দা দরজাতে লট্‌কাইয়া দিলেন। রসুলুল্লা ঘরে ঢুকিতেই ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। হঃ আয়েশা রসুলুল্লার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উহা খুলিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লা বুঝাইয়া দিলেন—"যেখানে প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে ফেরেশ্‌তা আসে না।" ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা ঐ পর্দ্দা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া অন্য কাজে লাগাইলেন।[৩]

এইরূপ অন্য একটি ঘটনা 'তাবুক'এর যুদ্ধের পর ঘটিয়াছিল। রসুলুল্লা উক্ত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন শুনিয়া হঃ আয়েশা আনন্দে নিজ হুজ্‌রাকে ভাল করিয়া সাজাইলেন। দরজাতে একখানা মূল্যবান কারু-কার্য্য-খচিত ইমেনদেশীয় চাদর লট্‌কাইয়া দিলেন। রসুলুল্লা হুজ্‌রার দরজায় পা রাখিতেই তাঁহার পবিত্র চেহারা রাগে রক্তাভ হইয়া উঠিল। হঃ আয়েশা রসুলুল্লার চেহারার রং দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন ও তৎক্ষণাৎ চাদর খানা খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজ কসুরের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। তখন রসুলুল্লা বলিলেন—"আয়েশা! আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ইট ও মাটির সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য ধন-দৌলত দেন নাই।"[৪]

রসুলুল্লার অভ্যাস ছিল তিনি এশার নামাজের পরে মেস্‌ওয়াক করিয়াই শুইয়া

১। আবু দাউদ। ২। মোস্‌নদ এব্‌নে হাম্বল, ৪র্থ জিলদ্‌ ৭৫৮ পৃঃ

৩। বোখারী—বাবুত তাসাবীর। ৪। বোখারী—কেতাবুল্‌ লেবাস।

পড়িতেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘুম হইতে উঠিইয়া 'তাহাজ্জুদ'এর নামাজ পড়িতেন। রাত্রির শেষ ভাগে রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিতেন তখন তিনিও রসুলুল্লার সহিত নামাজে শরীক হইতেন। অবশেষে উভয়েই বেত্‌রের নামাজ পড়িতেন এবং সোবেহ্ সাদেকের প্রারম্ভেই ফজরের দুই রাকা'য়াত সুন্নত নামাজ শেষ করিবার পর রসুলুল্লা দক্ষিণ পার্শ্বে কাত হইয়া শুইয়া হঃ আয়েশার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। পরে ফজরের নামাজ পড়িবার জন্য 'আজান' হইলে রসুলুল্লা মস্‌জিদে যাইতেন। কখনও কখনও সারা রাত্রি উভয়েই আল্লার এবাদাতে কাটাইয়া দিতেন। রসুলুল্লা সুরায় বকর, আল-এম্‌রান, ও সূরায়ে নেসা ইত্যাদি লম্বা লম্বা সূরা 'তাহাজ্জুদ'এর নামাজে পড়িতেন, এবং যেখানে ভয়ের আয়াত আসিত, সেখানে তিনি 'মাগ্‌ফেরাত' চাহিতেন। আর যেখানে সু-সংবাদের আয়াত আসিত, সেখানে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ভিক্ষা করিতেন। এমতাবস্থায় তাঁহারা রুহানী রেয়াজতে (আধ্যাত্মিক তপস্যায়) সারা রাত্রিই শেষ করিয়া দিতেন। কোন সময় সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হইলে রসুলুল্লা 'কুসূফ' ও 'খুসূফ' নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে হঃ আয়েশা আসিয়াও রসুলুল্লার পিছনে দাঁড়াইয়া এই নামাজ আদায় করিতেন। রসুলুল্লা মস্‌জিদে নামাজের ইমামতী করিতেন আর নিজ হুজ্‌রায় দাঁড়াইয়া হজরত আয়েশা রসুলুল্লাকে 'এক্‌তাদা' করিতেন।[১]

হঃ আয়েশা পাঁচ ওয়াক্‌ত্ নামাজ ব্যতীতও রসুলুল্লার অভ্যাস অনুকরণ মানসে চাশ্‌তের নামাজ পড়িতেন। কখনও বা তিনি রসুলুল্লার সহিত একত্রে রোজা রাখিতেন। রমজান শরীফের শেষভাগে তিনিও রসুলুল্লার সহিত একত্রে 'এ'তেকাফ' করিতেন। তখন তিনি তাঁহার তাঁবু মস্‌জিদের আঙ্গিনাতেই গাড়িয়া লইতেন। রসুলুল্লা ফজরের নামাজ পড়িয়া কিছুক্ষণ হঃ আয়েশার তাঁবুতে আসিতেন।[২]

'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত'এর মধ্যে হঃ আয়েশাই জ্ঞান-গরিমায়, বুদ্ধি বিবেচনায়, স্মরণ-শক্তিতে, হাজেরি জাওয়াবে, এবং জটিল বিষয় তাড়াতাড়ি মীমাংসা করিবার ক্ষমতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার এইরূপ ফজ্‌ল ও কামালের বিষয় সাহাবীগণ জানিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে বোধহয় রসুলুল্লা তাঁহাকেই অধিক আদর যত্ন করেন। এইজন্য তাঁহারা হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় রসুলুল্লার অবস্থান কালে নানাপ্রকার 'হাদীয়া' নজরানা স্বরূপ উভয়কে পাঠাইতেন। তাঁহাদের এইরূপ তরফদারী দেখিয়া একদিন হঃ উম্মে সাল্‌মা হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় গিয়া বসিলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন

১। বোখারী ও মোসলেম শরীফ। ২। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৫১ পৃঃ

—"রসুলুল্লা! দেখিতেছি, আজকাল সাহাবীগণ আমাদের বেশী করিয়া আদর কদর করিতেছেন, বোধহয় আপনি যখন আমাদের হুজ্‌রায় আসিবেন, তখন সাহাবীগণ আমাদের কাছেও বেশী বেশী করিয়া 'হাদীয়া' এবং নজরানা পাঠাইবেন।" রসুলুল্লা ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে 'হাদীয়া' ও 'নজরানার' উপর তাঁহার এখ্‌তেইয়ার নাই। বোধহয় সাহাবীগণ জানিত যে হঃ আয়েশার হুজ্‌রাতেই ওহী নাজেল হয়; তাই তাঁহারা হঃ আয়েশার হুজ্‌রাতেই তাঁহাদের 'হাদীয়া' পাঠাইয়া ওহীর 'তা'জীম' করেন।"[১]

উপরোক্ত ঘটনাবলী দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ স্বরূপ। স্বামী স্ত্রী, একে অন্যকে কিরূপ ভাবে ভালবাসিতে হয়, এইগুলি তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেক ইউরোপীয় অমোসলমান গ্রন্থকারেরা বলেন, রসুলুল্লা তাঁহার পত্নীদের সহিত এরূপভাবে মেলামেশাতে অনেক সময়ে নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেন। ইহা তাঁহাদের ও বিশেষতঃ আমাদের বন্ধু ডাঃ মার্‌গোলিয়থ সাহেবের মন-গড়া অতিরঞ্জিত কথা। হঃ আয়েশাই ইহাদের মতের খেলাফ সাক্ষ্য দিতেছেন। তিনি বলেন—"অনেক সময়ে আমি রসুলুল্লার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেছি বা সানন্দে গল্প জুড়িয়াছি হঠাৎ আজানের শব্দ কানে পৌঁছা মাত্রই রসুলুল্লা উঠিয়া দাঁড়াইতেন। তখন মনে হইত না যে রসুলুল্লা আমাকে চিনেন।"[২] কর্ত্তব্য জ্ঞানই রসুলুল্লার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা।

এমন সহজ সরল অনাবিল দাম্পত্য-প্রেম মানব ইতিহাসে বিরল। যতদিন মানুষ এমন সুন্দর জীবন যাপনের আদর্শকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, ততদিনই তাহাকে রসুলুল্লা ও হঃ আয়েশার জীবনী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে হইবে। পরস্পর ভাল ব্যবহারই এই জীবনের একমাত্র বন্ধনী। রসুলুল্লা বলিয়াছেন ঃ—

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীর প্রতি যতদুর ভাল ব্যবহার কর, আমি আমার স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের চেয়ে অধিক ভাল ব্যবহার করি।"[৩]

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

১। বোখারী ৫৩২ পৃঃ; নাসায়ী—হুব্‌বুর রাজুল

২। ইমাম গাজ্জালী এহ্ইয়াউল উলুম; বোখারী—বাবু কায়্‌ফা ইয়াকুনুর রাজুল ইলা আহ্‌লেহি।

৩। বোখারী—বাবু হুস্‌নুল মোয়াশারাত।

নবম অধ্যায়

এফ্‌ক

মদীনায় আসিয়া মোসলমানদিগকে যে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা মক্কার অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র। মদীনায় মোনাফেকদের এক দল সৃষ্টি হইল। ইহাদের সর্দ্দার আব্‌দুল্লা এব্‌নে উবাই ছিল। ইহারা সর্ব্বদাই ইস্‌লামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কু-মন্ত্রণায় লিপ্ত ছিল। আত্ম-সম্মানই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। ইহার উপর আক্রমণ বাস্তবিকই হীন ও জঘন্যতম শত্রুর কার্য্য। কিন্তু এখানে ইস্‌লামের জন্য যেইরূপ অকৃত্রিম ও কৃতজ্ঞ বন্ধু মিলিয়াছিল, সেইপ্রকার কপট ও কৃতঘ্ন শত্রুদের সম্মুখীন হইতেও হইয়াছিল। শত্রুগণ সর্ব্বদা অসত্য ও সম্মান হানিকর ঘটনাবলী প্রচার করিত, এবং মোসলমানদের সাংসারিক সামান্য সামান্য ঘটনাকেও মিথ্যা কথায় অতিরঞ্জিত করিয়া গৃহ-বিবাদের সূচনা করিত। যদি আল্লার রহমত ঐ সময়ের অনুকূল না হইত, তাহা হইলে এই শত্রুদের গৃহ-বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা সমূহ কয়েকবারই সাহাবীদিগের মধ্যে মতানৈক্য এমনকি রক্তপাতের সূচনা করিত।

রসুলুল্লার প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মোনাফেকেরা কয়েকবারই তাহাদের কু-অভিপ্রায় সফল করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। একবার তাহাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মোহাজের ও আন্‌সারগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল, এমনকি তরবারি চালনা হইবার উপক্রম পর্য্যন্তও হইয়াছিল। অবশেষে অতি কষ্টে এই বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়। এই সকল দুষ্ট মোনাফেকেরা আন্‌সারদিগকে বুঝাইল—"তোমরা ইস্‌লামের অর্থ-সাহায্যে বিরত হও।"

এই বিষয়ে কোর্‌আন শরীফে সুরায়ে মোনাফেকে উল্লেখ আছে।*

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ -

*যখন আমরা (মোনাফেক দল) মদীনা শহরে (যুদ্ধ হইতে) ফিরিব, তখন অবশ্যই আমরা সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিত ব্যক্তিগণকে (মোসলমানদিগকে) তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।

রসুলুল্লা আন্‌সারদিগকে সমবেত করিয়া এই বিষয় অবগত করাইলেন। যদিও আন্‌সারগণ এই অপরাধে অপরাধী ছিলেন না,

তথাপি তাঁহারা বড়ই লজ্জিত হইলেন। আব্দুল্লা এব্নে উবায়ের প্রতি সকলেরই ঘৃণা হইল। তাহার ছেলে এই কথা শুনিয়া পিতার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া বলিল—"যে পর্য্যন্ত না আপনি এই কথা স্বীকার করেন যে আপনি নিজেই নীচ ও হীন এবং আমার পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ (সঃ) সম্মানিত, আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।"[১]

মোনাফেকদিগের এবম্বিধ চেষ্টা সমূহের হীনতম ও নীচতম দৃষ্টান্ত এই 'এফ্‌ক'এর কাহিনী। হঃ আবুবকর ও হঃ ওমর এই মোনাফেকদিগের শ্রেষ্ঠতম শত্রু ছিলেন। এই কারণে খলীফাদ্বয়ের ও বিশেষতঃ তাঁহাদের পবিত্রা শাহ্‌জাদীদের—হঃ আয়েশা ও হঃ হাফ্‌সার সম্বন্ধে অসত্য প্রচারে ইহাদের অধিকাংশ সময় ও সামর্থ্য অপব্যয় হইত। এ বিষয় উপরেও বলা হইয়াছে এবং পরে আরও বলা হইবে।

নজ্‌দ্‌ প্রদেশের প্রান্তভাগে মোরায়্‌সী নামক বনী মোস্‌তালিক্‌দের এক কূঁয়া ছিল। ইহার নিকট হিজ্‌রির ৫ম বর্ষে শাবানের চাঁদের ২রা তারিখ সোমবার বনী মোস্‌তালিকদের সহিত রসুলুল্লার লড়াই হইয়াছিল। এই সময় কোন বড় যুদ্ধ হইবে না বলিয়া মোনাফেকদের বিশ্বাস ছিল। সুতরাং ইহাতে আহত ও নিহত হইবার ভয় না থাকায় বিশেষতঃ 'গনীমত'এর মাল বেশী পাইবার লোভে তাহাদের বড় একদল সৈন্যসহ রসুলুল্লার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।*

এই মোরায়্‌সীর যুদ্ধ যাত্রায় হঃ আয়েশা রসুলুল্লার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। যাত্রাকালীন হঃ আয়েশা নিজ ভগ্নী হঃ আস্‌মার একগাছি কণ্ঠহার ধার করিলেন। এই সময় হঃ আয়েশার বয়স ১৭ বৎসর। মেয়েরা এই বয়সে সামান্য অলঙ্কারকেও বহুমূল্য সামগ্রী বলিয়া মনে করেন।

প্রবাসে হঃ আয়েশা নিজ হাওদায় সওয়ার হইতেন। 'সার্‌বান' হাওদাটিকে উটের উপর উঠাইয়া রাখিতেই উট দাঁড়াইত। ঐ সময় হঃ আয়েশার শরীর হাল্‌কা ও পাতলা ছিল। হাওদা উঠাইতে 'সার্‌বান'এর অনুভব হইত না যে হাওদার মধ্যে কোন সাওয়ার আছে।

১। এব্‌নে সা'দ জুজ্‌য়ে মাগাজী ৪৫ পৃষ্ঠা ; বোখারী ও ফাত্‌হুল্‌বারী— তফসীরে সুরায়ে মোনাফেক।

*এই যুদ্ধে রসুলুল্লার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোনাফেকদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী শরীক ছিল। তাহারা আর কখনও অন্য কোন যুদ্ধে ইহার পূর্ব্বে শামিল হয় নাই। وَخَرَجَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَخْرُجُوا فِي غَزْوَةٍ قَطُّ مِثْلَهَا.

শাবানের ৫ই তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে কোনও এক স্থানে কাফেলা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। অতি প্রত্যুষে আবার রওনা হইবার জন্য যখন আয়োজন হইতেছিল, তখন হঃ আয়েশা কাফেলা হইতে কিছু দূরে 'এস্‌তেন্‌জা' এর জন্য গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় হঠাৎ গলায় হাত পড়িল। দেখিলেন, হার নাই। একে ত সরল প্রকৃতির বালিকা, দ্বিতীয়তঃ গহনার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ; তৃতীয়তঃ উহা হাওলাতী মাল। ভীত-সন্ত্রস্তা হইয়া তিনি ইতঃস্ততঃ হারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রবাসের অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে কাফেলার পুনর্গমনের পূর্ব্বেই হারের সন্ধান করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। এই বিশ্বাসে কাহাকেও তিনি এই বিষয় জানান নাই। অথবা সঙ্গীদিগকে তাঁহার অপেক্ষা করিতেও বলিয়া যান নাই। এদিকে সার্‌বান যথারীতি হঃ আয়েশার হাওদা উটের উপর রাখিয়া কাফেলার সহিত রওনা হইল। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পরই হার মিলিল। আসিয়া দেখিলেন—কাফেলা চলিয়া গিয়াছে।

অনন্যোপায় হইয়া হঃ আয়েশা চাদর গায়ে দিয়া সেখানে পড়িয়া রহিলেন। আশা —হাওদাতে না পাইয়া রসুলুল্লা তাঁহাকে ফিরিয়া নিতে আসিবেন। সাহাবী সাফ্‌ওয়ান এব্‌নে মোয়াত্‌তেল কাফেলার পতিত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে পিছনে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাতে যখন শিবির স্থানে আসিলেন, তখন দূর হইতে কাল একটা কি দেখিতে পাইলেন। পর্দ্দার আদেশ ঐ বৎসরই হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি হঃ আয়েশাকে দেখিয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই চিনিয়া 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন' পড়িলেন। এই শব্দ শুনিয়াই হঃ আয়েশা চক্ষু মেলিলেন। সাহাবী সাফ্‌ওয়ান নিজ উট বসাইয়া দিলে হঃ আয়েশা উহার পিঠে চড়িলেন। তখন হঃ সাফ্‌ওয়ান উটের রশ্মি ধরিয়া সামনের মন্‌জিলের রাস্তায় যাত্রা করিলেন। দ্বিপ্রহরে হঃ আয়েশা কাফেলার শামিল হইলেন।

ইহা নেহাৎই সামান্য ঘটনা। অধিকাংশ পরিভ্রমণেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। দৈব বিপাকে বা ভুলবশতঃ এইরূপ ঘটনা অনেক সময়ই হইয়া থাকে। রেল ষ্টেশনে ও ষ্টীমার ঘাটে এইরূপ ভুলের উপমা প্রায়ই পাওয়া যায়।

রামায়ণে সীতা দেবীর ও বাইবেল গরীয়সী হঃ মরীয়মের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে যে মিথ্যা অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, এখানে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার সম্বন্ধে তাহাই হইল। অপমানিত নীচ আব্‌দুল্লা এব্‌নে উবাই প্রচার করিল যে 'নাউজুবিল্লাহ্‌' হঃ আয়েশা আর পবিত্রা নাই। সে যেখানে সেখানে এই মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতে লাগিল।

আসহাবগণ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই মিথ্যা রটনা শুনিবামাত্র কানে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন— سُبْحٰنَ اللّٰهِ هٰذَا بُهْتَانٌ مُّبِيْنٌ —সোব্‌হানাল্লাহ্‌! ইহা কঠোর মিথ্যা অপবাদ।"[১] এই অপবাদ উল্লেখ করিয়া প্রবীণ সাহাবী হঃ আবু আউয়ুব আন্‌সারী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উম্মে আউয়ুব! যদি কেহ এইরূপ অপবাদ আপনার উপর আরোপ করিত, তবে আপনি কি ইহা বিশ্বাস করিতেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌! ইহা কি কোন খান্দানী ও শরীফ ঘরের মেয়ের কাজ?" হঃ আবু আউয়ুব তখন বলিলেন—"হঃ আয়েশা আমাদের চেয়ে অধিক শরীফ ঘরের কন্যা। তিনি কি এরূপ গর্হিত কাজ করিতে পারেন? ইহা যে ভীষণ মিথ্যা অপবাদ।"

অব্‌দুল্লা এব্‌নে উবাই ব্যতীত মদীনাতে আরও তিনজন এই মিথ্যা প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—(১) কবি হাস্‌সান এব্‌নে সাবেত; (২) হাম্‌না বেন্‌তে জাহ্‌হাশ ও (৩) মাস্‌তাহ এব্‌নে আসাসা। প্রথমোক্ত দুইজন এই সফরে সঙ্গী ছিলেন না।[২] হাস্‌সান এব্‌নে সাবেতের এই ঘটনার সত্য মিথ্যার সঙ্গে কোনও সংশ্রব ছিল না। হঃ সাফ্‌ওয়ানের বদ্‌নামে তিনি বড়ই খুশী হইতেন। মদীনায় তাঁহার প্রতিবেশী হঃ সাফ্‌ওয়ানের সম্মান লাভই তাঁহার ঈর্ষার কারণ ছিল। এই জন্য এক 'কাসীদা'তে এই বিষয় দুঃখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন।

"তাঁহারা এতদূর সম্মানিত ও সফলকাম হইলেন; এবং ফারীয়ার বেটা (হাস্‌সান) এতদূর হীন।" (এব্‌নে হেশাম—জিক্‌রে এফ্‌ক ও দিওয়ানে হাস্‌সান)।	اَمْسَى الْجَلَابِيْبُ قَدْ عَزُّوْا وَقَدْ كَثُرُوْا اِبْنُ الْفُرَيْعَةِ اَمْسَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ

সাহাবী সাফ্‌ওয়ান কবি হাস্‌সানের এইরূপ বিদ্রূপ বাণী ও মিথ্যা অপবাদ প্রচারে রোষান্বিত হইয়া অসি ধারণ করিলেন ও কবি হাস্‌সানের অন্বেষণে বাহির হইলেন; এবং ক্রোধভরে হাস্‌সানকে আঘাত করিয়া এই কবিতা বলিলেন—

"আজ, আমার তীক্ষ্ণ তরবারির সম্মুখবর্ত্তী হও, আমি পূর্ণ যুবক, আমার মিথ্যা কু-রটনা সহেনা—আমি তোমার মত কবিতা লিখিয়া বেড়াই না।"	تَلَقَّ ذُبَابَ السَّيْفِ مِنِّىْ فَاِنَّنِىْ غُلَامٌ اِذَا هُوْجِيْتُ لَسْتُ بِشَاعِرٍ

অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণ ক্রোধান্বিত ও উত্তেজিত সাহাবী সাফ্‌ওয়ানকে

১। কোর্‌আন—সূরায়ে নুর। ২। বোখারী ও মোস্‌লেম—হাদীসে এফ্‌ক

রসুলুল্লার দরবারে ধরিয়া লইয়া গেলেন। রসুলুল্লা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করাইলেন এবং হাস্‌সানকে জখমের পরিবর্ত্তে কিছু সম্পত্তি দিলেন।[১]

হঃ হাম্‌না রসুলুল্লার ফুফাত বোন ও হঃ জায়নাবের সহোদরা ছিলেন। হঃ হাম্‌না তাঁহার সহোদরার প্রতিদ্বন্দী হঃ আয়েশাকে অপমানিত করিয়া হঃ জায়নাবের প্রধান মহিষী হইবার রাস্তা পরিষ্কার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। মাস্‌তাহের এই কার্য্য বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। একে ত তিনি হঃ আবুবকরের একজন আত্মীয় ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারই অনুগ্রহের উপর মাস্‌তাহের অন্ন নির্ভর করিত।

স্ত্রীলোকের সুনাম এমনি নাজুক জিনিষ যে, বাতাসের ভর সহে না। কোন চরিত্রবান ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নিজ চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ শ্রবণ করিলে, হয় লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়েন অথবা ক্রোধে অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করেন। এযাবৎ ইস্‌লামের মরীয়ম হঃ আয়েশার চরিত্রের যে মিথ্যা অপবাদ প্রচার হইয়াছিল, তাহা তখনও হঃ আয়েশার কর্ণে পৌঁছে নাই। এক রজনীতে হঃ আয়েশা 'এস্‌তেন্‌জার' জন্য উম্মে মাস্‌তাহের সঙ্গে বাহিরে যান। উম্মে মাস্‌তাহ হঠাৎ পায়ে আঘাত পাইয়া নিজ পুত্র মাস্‌তাহ্‌কে গালি দিলেন। হঃ আয়েশা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পুত্র একজন সাহাবী তাঁহাকে এরূপভাবে ভৎর্সনা করা অন্যায় হইয়াছে। উম্মে মাস্‌তাহ বলিলেন—"সে নীচ ও মিথ্যুক।" ইহা বলিয়াই তিনি কু-রটনার সংবাদ আদ্যোপান্ত হঃ আয়েশাকে বলিলেন। ইহা শ্রবণমাত্রই হঃ আয়েশা যেন প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। তাঁহার দেহের সমস্ত তেজ ও শক্তি লোপ পাইল, বজ্রাহতের ন্যায় কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এত বড় অপবাদ যে মানুষে করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস হইল না। তৎক্ষণাৎ পিত্রালয় গেলেন এবং মাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মা সান্ত্বনা দিলেন। এই সময় এক আন্‌সারের পত্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একে একে সব ঘটনা হঃ আয়েশাকে শুনাইলেন। তখন আর অবিশ্বাসের কিছুই রহিল না। এ-কথা চিন্তা করিয়া বেহুশ হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পিতামাতা উভয়ে মিলিয়া হুশ করাইলেন, এবং প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া রসুলুল্লার গৃহে পাঠাইলেন। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এমত অবস্থায় মানুষের নানা প্রকার চিন্তা আসে, এবং সামান্য সামান্য খেয়ালেও সে অস্থির হইয়া পড়ে। রসুলুল্লা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। হঃ আয়েশার মনে হইল,

১। বোখারী ও মোস্‌লেম—হাদীসে এফ্‌ক

এই অসুখ অবস্থায় তাঁহার উপর রসুলুল্লার পূর্ব্বের মত যত্ন নাই। ইহার দরুণ তিনি পুনরায় রসুলুল্লার আদেশ লইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। অবিরাম কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিদ্রা দূর হইল। মা স্নেহভরে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন—"মা! যে নারী স্বামীর প্রিয়তমা, তাঁহাকে দুঃখবেদনা সহ্য করিতে হয়।" হঃ আয়েশার মনের অবস্থা এতদূর খারাপ হইয়াছিল যে কূপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেও মনস্থ করিয়াছিলেন।

যদিও হঃ আয়েশার পবিত্রতা নিখুঁত ছিল, তথাপি দুষ্ট ব্যক্তিগণের রসনা বন্ধ করিবার জন্য সত্যের যাচাই করা নেহাৎ আবশ্যক ছিল। রসুলুল্লা হঃ আলী ও হঃ ওসামা এব্‌নে জায়েদের পরামর্শ চাহিলেন। সাহাবী ওসামা ঘটনাটি অমূলক বলিলেন, এবং হঃ আয়েশার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিলেন। হঃ আলী উত্তরে বলিলেন—"দুনিয়াতে নারীর অভাব নাই (অর্থাৎ যদি লোকের মতামতের ভয় হয়, তাহা হইলে তালাক দিয়া দেন) এবং চাক্‌রাণীকে জিজ্ঞাসা করুন সত্যাসত্য জাহির হইয়া পড়িবে।" হঃ আয়েশার বারীরা নাম্নী দাসীকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করা হইল। ঘটনা এতদূর রহস্যময় ছিল যে সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল ঘর-কন্নার কাজে হঃ আয়েশার পারদর্শিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে। সে বলিল—"মন্দের কিছুই দেখি না। ছেলে মানুষ; আটা দলিতে দলিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। আর পড়সীর ছাগী আসিয়া উহা খাইয়া যায়।" অবশেষে পরিষ্কার কথায় জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল—"আল্লার কসম, সোব্‌হানাল্লাহ্! যেরূপ স্বর্ণকার খাটি সোনাকে চিনিতে পারে, সেরূপ আমিও তাঁহাকে জানি।" হঃ আয়েশার প্রতি বারীরার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকার দরুণ হয়ত সত্য কথা গোপন করিতে পারে, সুতরাং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত চাকরাণীকে হঃ আলী এমনকি প্রহারও করিয়াছিলেন।

সপত্নীদের মধ্যে হঃ জায়নাবই হঃ আয়েশার সমকক্ষতা দাবী করিতে পারিতেন। হাম্না হঃ জায়নাবেরই ভগ্নী, এই মিথ্যা কলঙ্ক প্রচারের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই রসুলুল্লা হঃ জায়নাবের এ সম্বন্ধে মত চাহিলেন। শুনিয়া তিনি ত অবাক, একেবারে কাণে আঙ্গুল দিলেন। বলিলেন—مَا عَلِمْتُ فِيْهَا اِلَّا بِخَيْرٍ—ছিঃ! আয়েশার মধ্যে ভাল ছাড়া মন্দের কিছুই নাই।"

অতঃপর রসুলুল্লা সমস্ত সাহাবীদিগকে মস্‌জিদ-প্রাঙ্গনে সমবেত করিলেন, এবং নবীর হেরেমের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতার সম্পর্কে এবং মোনাফেক-প্রধান আবদুল্লা এব্‌নে উবায়ের

কু-চক্র ও দুষ্ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া বলিলেন ঃ—"হে আমার আস্‌হাব ! এই দুষ্ট আবদুল্লা এব্‌নে উবাই ও তাঁহার সঙ্গী মোনাফেকগণকে আমার হইয়া কে উপযুক্ত শাস্তি দিবে ? আমি জানিতে পারিয়াছি তাহারা নবী পরিবারের বদনাম রটনা করে।" আওস বংশের সর্দ্দার সা'দ এব্‌নে মা'আজ উঠিয়া সরোষে বলিলেন—"রসুলুল্লা ! আমিই ইহার শাস্তি দিব ! যদি সে আমার বংশের কেহ হয়, তাহা হইলেও এখনি আমি তাহার শিরচ্ছেদ করিব। আর যদি ভাই খাজ্‌রাজের বংশের কেহ হয়, আপনার আদেশ এখনই তামিল করিব।" রসুলুল্লা তখন তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মস্‌জিদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

এই মজ্‌লিস হইতে উঠিয়া রসুলুল্লা সোজা হঃ আয়েশা-সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন হঃ আয়েশা তখন রোগ শয্যায়, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, পিতামাতা দুই পার্শ্বে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। রসুলুল্লা তখন হঃ আয়েশার সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। রসুলুল্লা প্রথমতঃ আল্লার প্রশংসা করিলেন এবং তারপর বলিলেন —"আয়েশা ! যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, আপনি যদি দোষী হন, আপনি অনুতপ্তা হইয়া তাওবা করুন ; আল্লাহ্‌ কবুল করিবেন। আর যদি মিথ্যা হয়, আপনার নির্দ্দোষিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে শীঘ্রই ওহী নাজেল হইবে।" হঃ আয়েশা মা বাপকে ইহার উত্তর দিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে নির্ব্বাক দেখিয়া হঃ আয়েশা এই ভাবে উত্তর দিলেন—"যদি আমি এক্‌রার করি, আমি পবিত্রা ও নির্দ্দোষী—আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন—তাহা হইলে এই মিথ্যা অপবাদের সত্যতায় কে সন্দেহ করিবে ? আর যদি আমি অস্বীকার করি তবে মানুষ কেনই বা তাহা বিশ্বাস করিবে ? আমার অবস্থা এখন হঃ ইউসুফের বাপের মত—(তিনি চিন্তা করিয়াও হঃ ইয়াকুব নবীর নাম স্মরণ করিতে পারিলেন না) —যিনি বলিয়াছেন—فَصَبْرٌ جَمِيلٌ—ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" এই সময়ে নিজের অবস্থা হঃ আয়েশা এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে নিজের পবিত্রতার কথা সাক্ষ্য দেওয়াতে তাঁহার তনু-মন-প্রাণ অপূর্ব্ব শক্তি ও শান্তি অনুভব করে। তাঁহার অশ্রুজল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়।

এইক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইল যখন 'আলেমুল-গায়েব' তাঁহার অদৃশ্য বাণী অবতীর্ণ করেন। এবং ওহী নাজেল হইল। হঃ আয়েশা বলেন—"রসুলুল্লার উপর ওহী অবতীর্ণ হইবার অবস্থা সমুপস্থিত হইল। মৃদু-হাস্য করিয়া তিনি মস্তক উত্তোলন

করিলেন। কপোল দেশ ঘর্ম্ম-বিন্দু মুক্তামালার মত ঝলমল করিতেছিল। রসুলুল্লা নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করিলেন :—

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ -
لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ - بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - لِكُلِّ
امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ - وَالَّذِيْ
تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - لَوْلَا اِذْ
سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ
خَيْرًا - وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ - لَوْلَا جَاءُوْ
عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ - فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ
الْكٰذِبُوْنَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ
فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ
بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ
هَيِّنًا - وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ - وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ
قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا - سُبْحٰنَ اللّٰهِ
هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ - يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا
لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ

নিশ্চয় যাহারা (আয়েশার সম্বন্ধে) অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহারা তোমাদের একদল; তাহা নিজেদের জন্ম তোমরা অকল্যাণ মনে করিও না, বরং তোমাদের জন্য তাহা কল্যাণ; (অপবাদ দ্বারা) তাহারা যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য; এবং তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি উহাকে গুরুতররূপে পরিণত করিয়াছে, তাহার জন্য বড় আজাব আছে। যখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছিলে, তখন (তোমাদের) মোমেন ও মোমেনাগণ আপনাদের জীবন সম্বন্ধে কেন কল্যাণ মনে করিতেছিলনা? এবং কেন বলিতেছিল না যে, ইহা স্পষ্ট মিথ্যাপবাদ। চারিজন সাক্ষী কেন আনয়ন করে নাই? অনন্তর যখন সাক্ষিগণ উপস্থিত করে নাই, তখন আল্লার নিকটে ইহারাই মিথ্যাবাদী। এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লার ফজল ও আখেরাতে তাঁহার দয়া না থাকিত, তবে যে বিষয়ে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে অবশ্য শক্ত আজাব তোমাদের নিকট উপস্থিত হইত। যখন তোমরা আপনাদের রসনায় তাহা উচ্চারণ করিতেছিলে এবং যৎসম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই, তাহা আপন মুখে বলিতেছিলে ও তাহা সহজ মনে করিতেছিলে; কিন্তু তাহা আল্লার নিকট গুরুতর ছিল। এবং যখন তোমরা শ্রবণ করিতেছিলে, তখন কেন বলিতেছিলে না, "আমরা যে ইহা বলিব, আমাদের জন্ত উচিত) নয়; (আল্লাহ্) তোমারই পবিত্রতা (স্মরণ করিতেছি,) ইহা মহা অপলাপ। আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যদি তোমরা

لكم الايت - والله عليم حكيم - ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الاخرة و الله يعلم و انتم لا تعلمون -

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا - في الدنيا والاخرة - ولهم عذاب عظيم - يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم بما كانو يعملون -

বিশ্বাসী হও, তবে কখনও এই প্রকার আর করিও না। এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জন্য আয়াত সকল ব্যক্ত করিতেছেন, আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, কৌশলময়। মোমেনদিগের প্রতি যাহারা কুৎসা রটনা করিতে ভালবাসে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখেরাতে দুঃখজনক আজাব আছে। এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞাত হইতেছেন ও তোমরা অবগত নও।

নিশ্চয়ই যাহারা অবিজ্ঞাতা, মোমেনা, সাধ্বী নারীদিগের প্রতি অপবাদ দেয়, দুনিয়া ও আখেরাতে তাহারা অভিশপ্ত হয়, এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে। সে দিবস তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের জিহ্বা ও তাহাদিগের হস্ত এবং তাহাদিগের চরণ সকল, তাহারা যাহা করিতেছিল, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে।"

(কোর্‌আন শরীফ স্থরায়ে নূর।)

আয়াত নাজেল হওয়ার পর রসুলুল্লা বলিয়া উঠিলেন "আয়েশা। বাস্তবিকই আপনি সিদ্দীক-তনয়া সিদ্দীকা।" মাতা কন্যাকে উঠাইয়া রসুলুল্লার পদাশ্রিতা হইতে আদেশ করিলেন। হঃ আয়েশা বালিকা-সুলভ গরিমা ও অভিমানের সহিত কহিলেন—"আমি কেবল একমাত্র 'আল্লাহু ওহাদাহু লা শরীকা লাহু'এর শোকর গুজারি করিতেছি, যিনি আমার সতীত্ব সম্বন্ধে সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন। অন্য কাহারও নিকট আমি কৃতজ্ঞ নহি।"

রসুলুল্লা হঃ আবুবকরের গৃহ হইতে মস্‌জিদে প্রত্যাগমন করিয়া সমবেত সাহাবীদিগের সমীপে উপরোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী শ্রবণ করিয়া সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রসুলুল্লার আদেশে অপবাদকারিগণকে উপস্থিত করা হইল, এবং তাঁহাদিগকে তাহাদের প্রচারিত অপবাদের সাক্ষী উপস্থিত করিতে আদেশ করা হইল। তখন তাহাদের ৪ জনই সম্মিলিত হইয়া নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিল, এবং নিবেদন করিল—তাহাদের কোনও সাক্ষী নাই; তাহারা এক গুজা-কথা রটনা করিয়াছে। আবদুল্লা এব্‌নে উবাইয়ের জন্য

আখেরাতে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা সূরায় নূরের একাদশ আয়াতে নাজেল হইয়াছে। অপর তিনজন অপরাধীকে ৮০টি করিয়া কশাঘাত ভোগ করিতে হইল।*

* আল্লাহ্ তায়ালা কোর্‌আন শরীফের সূরায় নূরে অপবাদকারীদের এইরূপে শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন :—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰنِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا - وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ -

এবং যাহারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয় তৎপর চারিজন পুরুষ সাক্ষী আনয়ন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা ৮০ কশাঘাত করিও, এবং কখনও (কোন বিষয়ে) তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না; ইহারাই তাহারা, যে দুষ্ক্রিয়াশীল।

মোনাফেক দল যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই অমূলক মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া ছিল, তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান। প্রথমতঃ পয়গম্বর ও খান্দানে সিদ্দীককে লোক চক্ষে হেয় প্রতীয়মান করা; দ্বিতীয়তঃ নবীর খান্দানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা; এবং তৃতীয়তঃ ইস্‌লামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শিথিল করিয়া দেওয়া। একজন সম্ভ্রান্ত বালিকা উষ্ট্রে আরূঢ়া, আর একজন সাধারণ সৈন্য ঐ উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া দিবাভাগে তাঁহাকে সেনানিবাসে লইয়া আসিল, উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বাক্যালাপও হয় নাই। ইহা ঐ বালিকার অখ্যাতির প্রমাণ বলিয়া চলে না। যে ব্যক্তিগণ এই অপবাদ রটনা করিয়াছে, তাহাদের সর্দার ঈর্ষা ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রসুলুল্লা আন্‌সারদের চক্ষে হেয় প্রতীয়মান হইলে আব্‌দুল্লা এব্‌নে উবায়ের পূর্ব্ব গৌরব ও প্রাধান্য পুনঃলাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। যদি রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে সন্দেহ করিয়া তালাক দিতেন, তাহা হইলে রসুলুল্লার জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনা সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমরা জানিতে পারিতাম না।

সার উইলিয়ম মুর সাহেব তাঁহার রচিত "দি লাইফ অফ্ মোহাম্মদ" গ্রন্থে এই অপবাদের কাহিনী লিখিতে যাইয়া অনেক ভুল করিয়াছেন। ইহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"বনী মোস্‌তালিকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যখন মোস্‌লেম সৈন্যবাহিনী মদীনাতে পৌঁছিল, তখন হঃ আয়েশার হাওদা মসজিদের সংলগ্ন তাঁহার ঘরের দরজাতে রসুলুল্লার সাম্‌নে রাখা হইয়াছিল। খুলিয়া দেখা গেল যে ইহার মধ্যে আয়েশা নাই। কিছুক্ষণ পরে সাফ্‌ওয়ান নামক জনৈক মোহাজের-সৈন্য আয়েশাকে তাঁহার উটের উপর সাওয়ার করতঃ নিজে উটের লাগাম ধরিয়া মদীনায় উপস্থিত হইলেন।"

পরে তিনি আবার বলিতেছেন—"যদিও সাফ্‌ওয়ান সাধ্যমত দ্রুতবেগে উট চালাইয়াছিল, তথাপিও তিনি সৈন্যবাহিনীকে ধরিতে সক্ষম হন নাই; সুতরাং সৈন্যগণ মদীনায় তাহাদের জিনিষপত্র

উটের উপর হইতে নামাইতেছে, এমন সময়ে সাফ্ওয়ান সৈন্যদলের সাম্নে হঃ আয়েশা সহ মদীনায় প্রবেশ করিলেন।" (দি লাইফ অফ মোহাম্মদ, পৃঃ ২৯৯ ও ৩০০ ; ছাপান ১৯২৩ ইং)

উপরোক্ত এই দুই ঘটনা সমস্ত হাদীস ও মোস্লেম জগতের কোনও ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। ইহা অমূলক কথা। প্রকৃতপক্ষে সকল মোসলেম ঐতিহাসিক ও মোহাদ্দেসীন ও মোফাস্সেরীন এই ঘটনাকে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—সাহাবী সাফওয়ান দিবা দ্বিপ্রহরে পথিমধ্যে সৈন্য বাহিনীর সহিত আসিয়া মিলিয়াছিল। ইহা মদীনার ঘটনা নহে।

তখনকার লোকেরা কবি হাস্সানকে নিন্দা করিত। কিন্তু হঃ আয়েশা কখনও তাঁহাকে নিজ মুখে কিছুই বলেন নাই, বরঞ্চ সকলকে তাঁহার অপরাধের জন্য নিন্দা করিতে নিষেধ করিতেন। বোখারী ও মোসলেম শরীফে ইহার কারণ এইভাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলিতেন—"তোমরা কবি হাস্সানকে ভর্ৎসনা করিও না, যেহেতু তিনি রসুলুল্লার পক্ষ হইতে কাফেরদিগের রচিত বিদ্রূপাত্মক কাব্যের উত্তর দিতেন।' কিন্তু আমাদের ইংরেজ বন্ধু মূর সাহেব আজ তের শ' বৎসর পরে আরও এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন :—

"হাস্সান এক অতি উৎকৃষ্ট কাসীদায় আয়েশার প্রশংসা ও খ্যাতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে আয়েশার প্রতিভা, পবিত্রতা, মাধুর্য্য ও তন্বী-সুললিত দেহের প্রশংসা করেন, এবং এই 'স্তোক' দ্বারা তাঁহার সহিত কবির আপোষ হইয়া যায়।"

মূর সাহেবের এই বর্ণনা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। কবি হাস্সান যে হঃ আয়েশার প্রতিভা, পবিত্রতা ও মাধুর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন তাহা ঠিক। বরঞ্চ এইরূপ প্রশংসা একই কাসীদাতেই আবদ্ধ তাহা নহে। কবির নানা কাসীদায়ই এইরূপ প্রশংসাজনক বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু হঃ আয়েশার 'তন্বী সুললিত দেহের প্রশংসা কোন কাসীদায় আছে, মূর সাহেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তিনি ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন না। কারণ কবি হাস্সানের কোন কাব্যেই এইরূপ বর্ণনার অস্তিত্ব নাই। কবি হাস্সান হঃ আয়েশাকে প্রশংসা করিয়া যে কাসীদা লিখিয়াছিলেন, তাহা হঃ আয়েশার ৪৫ বৎসর বয়সের সময়ের কথা। তখন হঃ আয়েশার শরীর তন্বী ছিল না। রসুলুল্লার শেষ জীবনেই তিনি স্থূলকায় হইয়া পড়েন।[১]

ইহা ব্যতীত মূর সাহেবের আরবী বিদ্যায় পারদর্শিতার আর একটি দৃষ্টান্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতেও হাস্যাস্পদ। তিনি বলেন—"কবি হাস্সানের এই কাসীদা আয়েশার তন্বীদেহ ও সুগঠন অবয়ব-প্রশংসার বিস্তারিত বর্ণনা। আয়েশা নিজ শরীরের অখ্যাতি শুনিলে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইতেন। হাস্সান যখন তাঁহার রচিত আয়েশার প্রশংসা-গীতি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তখন আয়েশা অত্যন্ত অভিমান ও আহ্লাদের সহিত হাস্সানকে বলিয়াছিলেন—"তোমার দেহ ত সেরূপ নহে ; অর্থাৎ তুমি ত স্থূল।" ('দি লাইফ অফ মোহাম্মদ' টিকা পৃঃ ৩০৪ ; ছাপান ১৯২৩ ইং)

১। আবুদাউদ—বাবুস সাবাক আলার রাজুল।

আমরা মুর সাহেবের এই উপরোক্ত বর্ণনার বিষয় তালাশ করিতে যাইয়া মোস্‌লেম জগতের ঐতিহাসিক ও মোহাদ্দেসীনের গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম—কিন্তু এরূপ ঘটনা কোথায়ও পাইলাম না, এবং হঃ আয়েশার এইরূপ শরীর গঠন-বর্ণনা কোথায়ও দেখিলাম না। মুর সাহেবের কল্পনা লইয়া গবেষণা করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, ইউরোপের এই বড় আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত মুর সাহেবের আরবী বিদ্যার দৌড় কত। আসল ব্যাপার এই—কবি হাস্‌সানের কবিতার এক ছত্রের অর্থ—মুর সাহেব বুঝিতে পারেন নাই। তাহা এই:—

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

পবিত্রা, নিঁখুত চরিত্রবতী, সম্মানিতা এমনকি তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।

তিনি সরলা ও শিষ্টা, পরের গোশ্‌ত্‌ খান না অর্থাৎ কাহারও বদনাম বা শেকায়েত করেন না।

কবি হাস্‌সানের এই কবিতা শুনিয়া হঃ আয়েশা কবিকে বলিয়াছিলেন—"কিন্তু আপনি ত এরূপ নহেন।"

আরবী ভাষায় 'কাহারও গোশ্‌ত্‌ খাওয়া' অর্থ কাহারও বদনাম বা পশ্চাতে কু-রটনা করা। কবি হাস্‌সানের কবিতার অর্থ এই—হঃ আয়েশা কাহারও বদনাম করেন না, তিনি পবিত্রা। হঃ আয়েশা ইহা শুনিয়া উপহাসচ্ছলে বলিলেন—"তুমি ত বাবা এমন নহ।" অর্থাৎ পশ্চাতে তুমি লোকের নিন্দা ও গ্লানি কর। ইহা তিনি এফ্‌কের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ কিছুতেই ইহা হইতে পারে না—'আমি তন্বী আর তুমি স্থূলকায়।' আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুর সাহেবের মত পণ্ডিত এখানে আরবী শব্দার্থের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

যাহাহউক মুর সাহেবের কাছে আমরা এইজন্য কৃতজ্ঞ আছি যেহেতু তিনি উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার উপর এই অপবাদকে মিথ্যা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"হঃ আয়েশার আগের ও পরের জীবন আমাদিগকে প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় যে তিনি এই কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ছিলেন।

(দি লাইফ অফ্‌ মোহাম্মদ, পৃঃ ৩০৪; ছাপান ১৯২৩ ইং)

দশম অধ্যায়

তাইয়াম্‌মুম্‌
তাহ্‌রীম, ইলা, ও তাখীর।

—০—

তাইয়াম্‌মুম্‌

'এফক' এর ঘটনার ৩ মাস পরে হিঃ ৫ম বর্ষের জিল্‌কা'দা মাসে জাতুল জায়েশে যুদ্ধ হয়। রসুলুল্লার সহিত হঃ আয়েশাও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। আবার সেই হাওলাতি হার তাঁহার কণ্ঠে ছিল। যুদ্ধ জয়ী হইয়া রসুলুল্লা সৈন্য সমভিব্যাহারে মদীনার দিকে রওনা হইলেন। বেদা নামক স্থানে ঐ হার হঃ আয়েশার কণ্ঠদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই হার-সংক্রান্ত বিগত ঘটনার পর হইতে তিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরায় এই হার বিচ্যুতির কথা রসুলুল্লাকে জানাইলেন। তখন প্রত্যুষ আগত প্রায়। শুনিবামাত্র রসুলুল্লা শিবির সন্নিবেশ করিবার আদেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে এবার যেস্থানে সৈন্যেরা শিবির স্থাপন করিল—তথায় একেবারেই পানি ছিল না। পানির কথা ভাবিয়া সৈন্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল ও হঃ আবুবকরের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল—"হঃ আয়েশা সৈন্যদিগকে কি মুসীবতে ফেলিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ মাত্রই হঃ আবুবকর হঃ আয়েশার নিকট পৌঁছিলেন। দেখিলেন—রসুলুল্লা হঃ আয়েশার জানুমোবারকে মাথা রাখিয়া আরাম করিতেছেন। তিনি কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"তুমি একি এক নূতন বিপদের অবতারণা করিলে?" ইহা বলিয়াই ক্রোধে অধীর পিতা দুহিতার পার্শ্বদেশে কয়েকটি ঘুশি মারিলেন। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লার আরামের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া একটুও নড়িলেন না।

ঊষার আগমনের পূর্ব্বে রসুলুল্লা জাগ্রত হইলেন, এবং পানির অভাবের কথা ও হঃ আয়েশার উপর হঃ আবুবকরের তিরস্কার ও শাস্তির কথা অবগত হইলেন।[১] পবিত্র ইসলামের সমস্ত আহ্‌কামের এই বিশেষত্ব যে প্রাথমিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহাদের ওহী নাজেল হইয়াছে। নামাজের জন্য 'ওজু' ফরজ। কিন্তু এমন অনেক সময়

১। মোসনদে এব নে হাম্বল ৬ষ্ঠ খণ্ড; ৩৭২ পৃঃ।

উপস্থিত হয় যে পানি দুষ্প্রাপ্য। এস্থানেও তাহাই হইয়াছিল। সেইজন্য এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া 'কোর্‌আন মজীদ' এর নিম্নোদ্ধৃত আয়াতগুলি নাজেল হইল :—

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ
اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ -

এবং যদি পীড়িত হও বা দেশ ভ্রমনে থাক, কিম্বা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর, পরন্তু পানি প্রাপ্ত হও নাই, তবে তোমরা বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিবে, পরে তাহা দ্বারা আপনাদের মুখ ও হস্ত মোসেহ্ করিবে।"

(কোর্‌আন শরীফ সুরায়ে মায়েদা।)

এখনি মোজাহেদগণের যে দল উত্তেজিত হইয়া এই বিপদে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহারা এই করুণা বাণী পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা হইলেন। মোসলেম সন্তানগণ সানন্দে উম্মুল মোমেনীনের জন্য আল্লার রহমত ভিক্ষা করিলেন। প্রবীণ সাহাবী হঃ ওসায়েদ এব্‌নে হোজায়ের আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিলেন—"হে সিদ্দীক-কূলমনি! ইস্‌লামে ইহা আপনার প্রথম দান নহে।" হঃ আবুবকর প্রাণাধিক দুহিতাকে সহর্ষে ও সগৌরবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মা! আমি অবগত ছিলাম না যে তুমি এত পুণ্য-ময়ী। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা মোস্‌লেম সন্তানদের কর্ত্তব্যের কঠোরতার কতই না লাঘব করিয়াছেন।"[১]

অবশেষে সৈন্যবাহিনী পুনর্গমনে উদ্যত হইলে হঃ আয়েশার উটের নীচে হার পাওয়া গেল।

তাহ্‌রীম *

'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' এর মধ্যে প্রধানা দুইজন ছিলেন—হঃ আয়েশা ও হঃ জায়নাব। রসুলুল্লার সমীপে অন্যান্য মহিষিগণের তরফ হইতে বার্ত্তা-বাহিকার কার্য্যও ইঁহারা উভয়েই করিতেন। হঃ হাফ্‌সা ও হঃ সাওদা উভয়েই কোনও জটিল বিষয় জিজ্ঞাস্য হইলে হঃ আয়েশাকে ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীন হঃ জায়নাবকে রসুলুল্লার খেদমতে পাঠাইতেন।

১। বোখারী—বাবুত তাইয়াম্মুম ; মোস্‌নদে এব্‌নে হাম্বল।

* কোন হালাল জিনিষকে হারাম মনে করা।

অভ্যাসঅনুযায়ী আস্‌রের নামাজের পর রসুলুল্লা অল্প অল্প সময় করিয়া সকল মহিষীদের কাছে যাইয়া বসিতেন। যদিও তাঁহার বিচারের পাল্লা কাহারও দিকে উন্নিশ বিশ হইত না, তথাপিও এক সময়ে ঘটনাক্রমে হঃ জায়নাবের কাছে কয়েক দিন ধরিয়া তিনি অভ্যাসের বাহিরেও দেরী করিতেছিলেন। এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্যান্য মহিষিগণ তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। হঃ আয়েশা সন্ধান করিয়া অবগত হইলেন যে হঃ জায়নাবের জনৈক আত্মীয় তাঁহার নিকট মধু উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। মধু রসুলুল্লার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। সেইজন্য হঃ জায়নাব প্রত্যেহ তাঁহাকে মধুর শরবতের সাওগাত প্রদান করিতেন। একেত পছন্দের বস্তু; তারপর ভদ্রতার খাতিরেও তিনি উহা ফেরত দিতেন না। এই কারণে রসুলুল্লার রুটিনে সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

হঃ আয়েশা কৌতূহলী হইয়া হঃ হাফ্‌সা ও হঃ সাওদার সহিত পরামর্শ করিলেন—রসুলুল্লার এই আদতের প্রতিকারের কোন উপায় করিতে হইবে। তিনি জানিতেন যে রসুলুল্লা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও খোশবু নেহাৎই পছন্দ করিতেন। সামান্য বদ্‌বুতেও তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন।

মধুমক্ষিকা যে ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া মৌচাক রচনা করে, সেই চাকের মধুতে সেই ফুলের গন্ধ ও স্বাদ নিহিত থাকে। আরবে মাগাফীর নামক এক প্রকার ফুল আছে, যাহার গন্ধ তাড়ির গন্ধের ন্যায় তীব্র। হঃ আয়েশা, হঃ সাওদা ও হঃ হাফ্‌সাকে কহিয়া দিলেন—"রসুলুল্লা যখন আপনাদের নিকট আগমন করিবেন, তখন তাঁহাকে ইহা বলিবেন—রসুলুল্লা! আপনার পবিত্র মুখে এমন দুর্গন্ধ কিসে হইল? উত্তরে মধুপান করিয়াছেন বলিলে আপনারা বলিবেন যে নিশ্চয়ই উহা মাগাফীরের মধু। আরও বলা হইল যে এই কথা তাঁহারা দুইজনে একদিনে বলিবেন না—প্রথম দিনে বলিবেন হঃ হাফ্‌সা ও হঃ সাওদা বলিবেন দ্বিতীয় দিনে।"[১]

রসুলুল্লা আস্‌রের নামাজান্তে মহিষিগণের দর্শনে বহির্গত হইয়া হেরেমের প্রথম মন্‌জিলে হঃ উম্মে সাল্‌মার নিকট উপস্থিত হইতেন। একে একে বিভিন্ন মন্‌জিলে প্রত্যেক মহিষীর সঙ্গে আলাপ করিয়া সর্ব্বশেষে ১০ম মন্‌জিলে হঃ আয়েশার হুজ্‌রায়

১। মোসনদে আহ্‌মদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৯ পৃঃ

আসিতেন, এবং তথা হইতে 'মাগ্‌রেব্‌'এর নামাজের জন্য মস্‌জিদে যাইতেন। নবী-রেহেমের নক্সা নিম্নে দেওয়া গেল :—
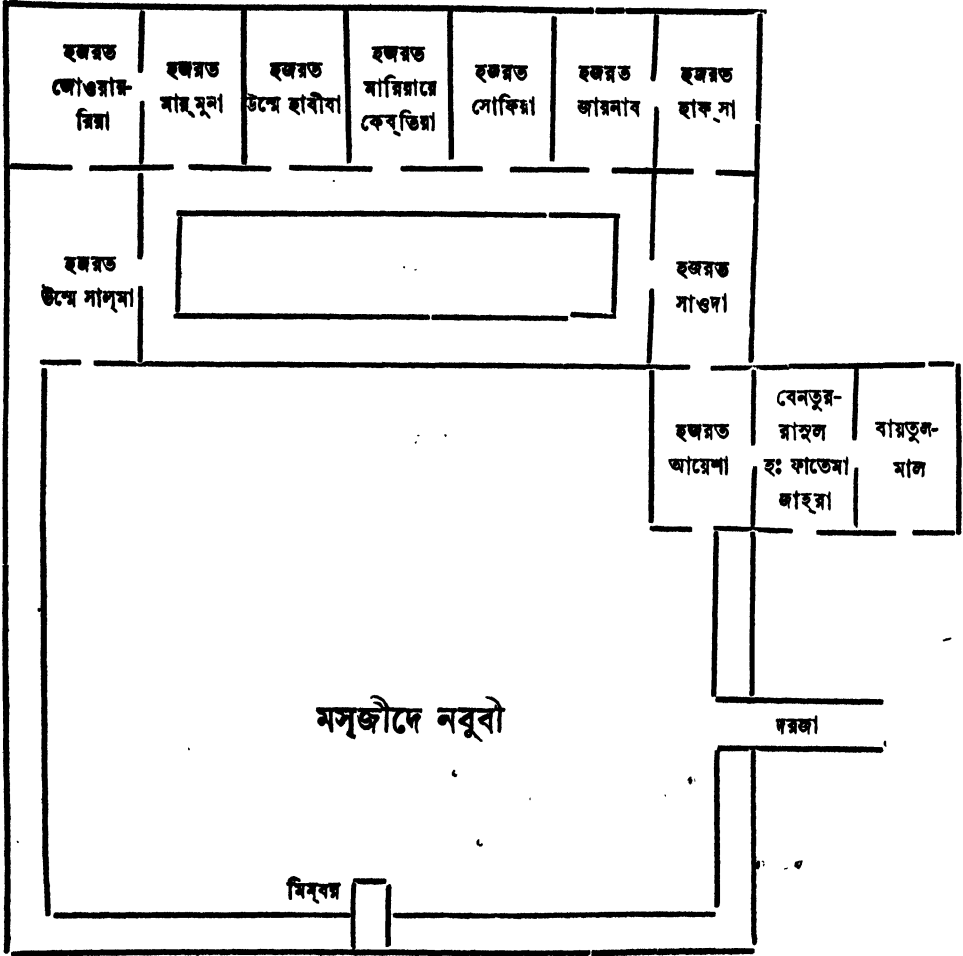
পরের দিন রসুলুল্লা প্রথানুযায়ী অন্যান্য মহিষীদের দর্শন করিয়া সপ্তম মন্‌জিলে হঃ জায়নাবের প্রদত্ত মধুমিশ্রিত সরবৎ পান করিলেন। অষ্টম মন্‌জিলে হঃ হাফ্‌সার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রসুলুল্লাকে বলিলেন যে তাঁহার মুখে গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। রসুলুল্লা একথা শ্রবণমাত্রই বলিয়া উঠিলেন—"আমি ত এমন কিছু আহার করি নাই, যাহাতে মুখে গন্ধ হইতে পারে। তবে বিবি জায়নাবের ঘরে মধুর শরবৎ পান করিয়াছি।" তখন পূর্ব্ব পরামর্শ অনুযায়ী হঃ হাফ্‌সা বলিলেন—"ঐ মধু বোধহয় মাগাফীরের হইবে।" রসুলুল্লা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপন মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং হঃ হাফ্‌সাকে

একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। দ্বিতীয় দিনে হঃ সাওদার মন্‌জিলে উপস্থিত হইলে তিনিও রসুলুল্লার মুখ হইতে গন্ধ পাইতেছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। তৃতীয় দিনে হঃ আয়েশার কাছে রসুলুল্লা নিজ মুখ হইতে গন্ধ আসিতেছে শুনিতে পাইলেন। লজ্জায় ও ঘৃণায় আর মধু খাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। যদি ইহা সাধারণ মানুষের প্রতিজ্ঞা হইত, তাহা হইলে বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু ইহা মহামানব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের প্রতিজ্ঞা, যাহার প্রত্যেক বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বড় বড় আইনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। সেইজন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহার এই ত্রুটী সংশোধনের জন্য সূরায় তাহ্‌রীমের প্রাথমিক আয়াত সমূহ নাজেল করিলেন। *

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ - تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

* হে নবী! আল্লাহ্‌ তোমার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন, স্বীয় পত্নীদিগের সন্তোষ প্রয়াস করতঃ তাহা কেন হারাম করিতেছ? আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। সত্যই আল্লাহ্‌ তোমাদের শপথ উন্মোচন তোমাদের জন্য বিধি দিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের বন্ধু এবং তিনি জ্ঞাতা বিজ্ঞাতা।

এই ঘটনাকে উল্লেখ করিয়া সার উইলিয়ম মূর ও ডাঃ মারগোলিয়ুথ আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতের অন্তঃকরণ পরিষ্কার ছিল না বলিয়া লিখিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদ্বয়ের ভুল ধারণা। আমরা বলি জগতের এই ধারা যে, যথায় বহু লোক একত্রে বাসকরে, অনেক সময় নানা কারণে নানা প্রকার মতানৈক্য ও ভুল ধারণা এবং হাসি কৌতুক তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ হইয়াই থাকে। ইহা মানব জাতির স্বভাব। পবিত্র ও সৎ সংসর্গ মানব জাতিকে উচ্চ-স্তরে উন্নীত করে, কিন্তু আদত স্বভাবের কিছু না কিছু থাকিয়াই যায়। স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির বাসনা যে সে একেলাই যেন স্বামীর প্রেমের অধিকারিণী হয়। কিন্তু আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতের মধ্যে এই ভাব ছিল না ; একই প্রদীপের তাঁহারা পতঙ্গ ছিলেন। তাহা স্বপ্নেও একই মহব্বতের চেরাগ তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরেই জ্বলিতেছিল। সুতরাং অকস্মাৎ কোনও কারণ বশতঃ রসুলুল্লাকে ক্ষণকালের জন্য কোন মহিষীর নিকট সামান্য অধিক সময় অবস্থান করিতে দেখিলে তাঁহাদের প্রত্যেকেই রসুলুল্লার দর্শনের জন্য আকুল হইয়া পড়িতেন। এই ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে হঃ আয়েশার মহব্বৎ ও ভালবাসা রসুলুল্লার প্রতি এত অধিক ছিল যে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের অধিককাল রসুলুল্লাকে তাঁহার অন্য কোনও মহিষীর নিকট [illegible] করিতে দেখিলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। ইহা তাঁহার [illegible] একটি নিদর্শন।

ইলা *

এই তাহরীমের পরেই হইল 'ইলার' ঘটনা। হিজরির ৯ম সনে ইহা সংঘটিত হয়। এই সময় আরবের দূরদূরান্তর প্রদেশ হইতে গানীমতের মাল এবং বার্ষিক খাজনার আমদানী প্রায়ই মদীনা শরীফে রসুলুল্লার দরবারে পৌঁছিত।

খায়বর করতলগত হইবার পুর্ব্বে খাদ্য-সামগ্রী, খেজুর ইত্যাদি যাহা উম্মাহাতুল মোমেনীনের রসদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা সাধারণতঃ পরিমাণে কম, তদুপরি দান দক্ষিণাতে প্রায় শেষ হইয়া যাইত। কখন কখন এমত হইত যে উম্মাহাতুল মোমেনীন ঘরের খোরাকি খায়রাত করিয়া দিয়া আগামী দিনের খাইবার সংস্থান পর্য্যন্তও ঘরে রাখিতেন না। অনেক সময় তাহাদিগকে উপবাসে কাটাইতে হইত। উম্মাহাতুল-মোমেনীনের মধ্যে কেহ বা রাজকন্যা, কেহ বা শাহ্‌জাদী, কেহ বা আমীর ওম্‌রার তনয়া আবার কেহ কেহ বড় বড় ধনী ও সর্দ্দারের কন্যা ছিলেন। তাঁহারা নিজ পিত্রালয়ে অথবা পূর্ব্ব স্বামীর গৃহে আড়ম্বর সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ইহার উপর প্রত্যেকেরই আচার-ব্যবহার, সাজ-সজ্জা, পোষাক ও পরিচ্ছদ বিভিন্ন রকমের ছিল। সুতরাং খায়বর জয়ের পর তাঁহারা রসুলুল্লার অবস্থার স্বচ্ছলতা দেখিয়া নিজ নিজ খরচপত্রাদি বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিলেন।

উম্মাহাতুল মোমেনীনের স্ব স্ব ব্যয় বৃদ্ধির এই ইচ্ছা অবগত হইয়া হঃ ওমর প্রথমে নিজ কন্যা হঃ হাফ্‌সার নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে রসুলুল্লার উপর অধিক ব্যয়ের ভার চাপাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"মা! তোমার যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইও; রসুলুল্লার নিকট এ সব কিছুই চাহিও না।" অতঃপর হঃ ওমর একে একে প্রত্যেক উম্মুল মোমেনীনের দরজাতে উপস্থিত হইয়া সকলকে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান খরচের চাইতে অধিক দাবী না করেন। উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মা ধমক দিয়া বলিলেন—"ওমর! তুমি প্রত্যেক কাজেই হস্তক্ষেপ কর; এমন কি রসুলুল্লার সহিত আমাদের আভ্যন্তরিন ব্যাপারেও তুমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহ?" ইহাতে হঃ ওমর অত্যন্ত মণ-ক্ষুণ্ণ হইয়া নীরবে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে হঃ আবুবকর ও

---

* নিজ পত্নীর সহিত শপথ করিয়া ৪ মাসকাল পর্য্যন্ত মেলামেশা না করাকে 'ইলা' বলে। (হেদায়া ৩০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

হঃ ওমর রসুলুল্লার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে উম্মাহাতুল-মোমেনীন রসুলুল্লার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ খরচপত্রাদি ও অলঙ্কারাদির ফর্দ্দ পেশ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া উভয়েই নিজ নিজ দুহিতাদ্বয়কে শাসন করিলেন, এবং বলিলেন যেন ভবিষ্যতে তাঁহারা এরূপভাবে রসুলুল্লাকে বিরক্ত না করেন।

অন্যান্য মহিষিগণ আপন আপন দাবীতে দৃঢ় রহিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে রসুলুল্লা ঘোড়া হইতে কোন বৃক্ষ শিকড়ে পড়িয়া পার্শ্বদেশে আঘাত পাইয়াছিলেন। হঃ আয়েশার হুজ্‌রার উপরিস্থ একটি বালাখানা ছিল, তাহা ভাণ্ডার ঘররূপে ব্যবহৃত হইত। রসুলুল্লা সেইস্থানে নিজ শয্যা পাতিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে একমাস পর্য্যন্ত স্বীয় মহিষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। মোনাফেকেরা প্রচার করিল যে রসুলুল্লা তাঁহার পত্নীদিগকে তালাক দিয়াছেন। সাহাবীগণ এই কথা শুনিয়া মস্‌জিদে সম্মিলিত হইলেন ও রসুলুল্লার হেরেমে মহিষিগণও এই সংবাদে বড়ই অনুতপ্তা ও মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িলেন। কোন সাহাবীই রসুলুল্লার খেদমতে প্রকৃত ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না।

হঃ ওমর এ-বিষয় জ্ঞাত হইয়াই মস্‌জিদে নবুবিতে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত সাহাবীগণ বিষণ্ণ ও অবনত মস্তকে রহিলেন। হঃ ওমর তখন রসুলুল্লার কাম্‌রাতে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দুইবার কোন জবাব পাওয়া গেল না; তৃতীয়বারে অনুমতি পাইয়া রসুলুল্লার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—শাহেন্‌শাহে-কাওনাইন একটি সামান্য চারপায়ার উপর শায়িত অবস্থায় আছেন। খাটিয়ার রশ্মির দাগ সেই পবিত্র দেহ মোবারককে চিহ্নিত করিয়াছে। ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঃ ওমর দেখিতে পাইলেন যে আরব সম্রাটের গৃহে কয়েকটি মাটির বাসন, ও আর কয়েকটি শুষ্ক মোশক পড়িয়া আছে। ইহা দৃষ্টে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসুলুল্লা! আপনি কি আজ্‌ওয়াজে মোত্তাহেরাতকে তালাক দিয়াছেন?" এর্‌শাদ হইল—"না।" হঃ ওমর পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, "সকল সাহাবীগণকে এই শুভ সংবাদ কি শুনাইয়া দিতে পারি?" আদেশ পাইয়া তিনি আল্লাহু আক্‌বর ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিলেন।

ঐ চাঁদ মাস ২৯ দিনের ছিল। হঃ আয়েশা দিনের পর দিন গণনা করিতেন। ২৯ দিন পূর্ণ হইতেই রসুলুল্লা আসিয়া সর্ব্বপ্রথম হঃ আয়েশার ঘরে উপস্থিত হইলেন। হঃ আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ত একমাসের

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর এখন ত মাত্র ২৯ দিন। এর্‌শাদ হইল "আয়েশা! মাস কখনও কখনও ২৯ দিনেরও হয়।"

এই সময় হঃ আয়েশা রসুলুল্লার বিচ্ছেদে এই একটি মাস আহারাদি সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি এক একটি দিন হাতের অঙ্গুলিতে গনণা করিতে থাকিতেন যে কখন মাস শেষ হইবে ও কখনই বা রসুলুল্লা তাঁহার হুজ্‌রাতে আসিবেন। এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল।

তাখীর

তাখীর অর্থ রসুলুল্লার ইচ্ছা যাহাকে চান, তাঁহাকেই তাঁহার স্ত্রীত্বে রাখিতে পারেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে উম্মাহাতুল মোমেনীন খোরপোসের জন্য প্রাচুর্য্যের প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু রসুলুল্লা নিজ মহিষীদের খুশীর জন্য আপন চরিত্রকে কখনও কলঙ্কিত করিতে পারেন না। নিজ পরিবারবর্গকে পার্থিব ভোগ-বিলাসে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য তিনি আর এ-জগতে আসেন নাই। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আয়াতে তাখীর নাজেল হয়। যে মহিষী ইচ্ছা করেন দারিদ্র্য ও উপবাসকে বরণ করিয়া রসুলুল্লার সাহচর্য্যে জীবনকে সার্থক করুন। আর যাঁহারা তাহা ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা রসুলুল্লার সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া তুনিয়ার সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করুন!

"হে নবি! আপনি নিজ মহিষিগণকে বলুন, যদি আপনারা পার্থিব জীবন ও তাহার শোভা অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আসুন, আপনাদিগকে (তাহার) ফল ভোগ করাইব, এবং আপনাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিব। এবং যদি আপনারা আল্লাকে ও তাঁহার রসুলকে, এবং আখেরাতকে কামনা করেন, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাদের মধ্যে সাধ্বী নারীদিগের জন্য মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন।

(সুরায়ে আহ্‌জাব)।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا - وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا -

এই আয়াত নাজেল হওয়ার সঙ্গেই রসুলুল্লা সর্ব্বপ্রথমে হঃ আয়েশার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আয়েশা! আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, ইহার উত্তর আপনার

পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দিবেন।" ইহা বলিয়াই রসুলুল্লা হঃ আয়েশাকে উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। রসুলুল্লার পরামর্শ ও আল্লার আদেশ দেখিয়া হঃ আয়েশা উত্তরে কহিলেন—"কোন্ বিষয় পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণ করিব। আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলকে গ্রহণ করিতেছি।" ইহা শ্রবণে রসুলুল্লার চেহারা মোবারকে খুশীর চিহ্ন দেখা দিল। হঃ আয়েশা পুনঃ আরজ করিলেন—"রসুলুল্লা! আমার এই উত্তর অন্য কোন আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত যেন জানিতে না পারেন।" রসুলুল্লা উত্তর দিলেন—"আয়েশা! আমি মানবজাতির 'মোয়াল্লেম' (শিক্ষক) হইয়া আসিয়াছি; 'খায়েন'—অত্যাচারীরূপে আগমন করি নাই।"

রসুলুল্লার হৃদয়খানি ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর মত—দয়ায়, মমতায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁহার কোনও পত্নীকে নিজ 'জাওজীয়াত' (স্ত্রীত্ব) হইতে দূর করেন নাই। রসুলুল্লার এহেন ভাব দেখিয়া হঃ আয়েশা বলিয়াছিলেন—"রসুলুল্লা! আল্লাহ্-তায়ালা আমাকে এইরূপ ক্ষমতা দান করিলে আমি কখনও একজন ব্যতীত অন্য কাহাকেই রাখিতাম না।" এই আয়াতে তাখীর নাজেলের পর হইতেই রসুলুল্লা প্রত্যহ জানিয়া রাখিতেন কোন্ দিন তিনি কোন্ পত্নীর হুজ্‌রায় অবস্থান করিবেন।

একাদশ অধ্যায়

রসুলুল্লার এন্তেকাল

হঃ আয়েশার দাম্পত্য জীবন ও তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া শরীয়তের আহ্‌কাম সম্বন্ধে রসুলুল্লার জীবদ্দশায় যে সমস্ত ওহী নাজেল হইয়াছে পূর্ব্ব অধ্যায়সমূহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরই আসে হঃ আয়েশার এক কঠোর পরীক্ষার দিন।

হিজ্‌রির এগার—সফরের চাঁদ। মাসের শেষে একদিন রসুলুল্লা হঃ আয়েশার হুজ্‌রাতে পদার্পণ করিলেন। হঃ আয়েশার শরীর তখন বিশেষ ভাল ছিল না। তিনি মাথা বেদনায় ছট্‌ফট করিতেছিলেন। রসুলুল্লা বলিলেন—"যদি আপনার মৃত্যু আমার সামনে হইত, তাহাহইলে আমি নিজ হাতে আপনার কাফন দাফন করিতাম।" সরলান্তঃকরণে তিনি উত্তর দিলেন—"রসুলুল্লা! আপনি আমার এই ঘরে অন্য বিবি বিবাহ করিয়া আনিবেন বলিয়াই বোধহয় এরূপ বলিতেছেন।" ইহা শুনিয়া রসুলুল্লা হাসিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, "আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা নহে।" অনন্তর হঃ

আয়েশার মাথার যন্ত্রনা অত্যধিক দেখিয়া রসুলুল্লার নিজ মাথায় হাত রাখিলেন এবং 'সাল্‌বে মারীধ' করিয়া বলিলেন—"হায় মাথা!" ইহা বলিতেই রসুলুল্লার মাথা বেদনা সুরু হইল। ইহা এতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে রসুলুল্লা কয়েক দিন পরে হঃ বিবি মায়মুনার মন্‌জিলে যাইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও বিবিগণের মনস্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। যথারীতি এক একদিন এক এক বিবির হুজ্‌রাতে অবস্থান করিতেন, কিন্তু প্রত্যহ তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—"আগামী দিন আমাকে কোথায় থাকিতে হইবে?" 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' বুঝিতে পারিলেন যে রসুলুল্লার অভিপ্রায় হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় অবস্থান করা। সুতরাং সকল মহিষিগণ সানন্দে রসুলুল্লাকে হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় যাইতে আরজ করিলেন। সে সময় হইতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হঃ আয়েশার হুজ্‌রাতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

রসুলুল্লার এই আকাঙ্ক্ষাকে সাধারণ লোকে হয়ত এই বলিয়া মনে করিতে পারে যে রসুলুল্লা 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' এর্‌ মধ্যে হঃ আয়েশাকে প্রিয়তমা জানিতেন, তাই তিনি হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় যাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু লোকের এই ধারণা ঠিক নহে। রসুলুল্লার উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহার জীবনের শেষ বাণী ও কর্ম্মের প্রতি অক্ষর এই দুনিয়াতে সংরক্ষিত হয়। তিনি জানিতেন 'আজ্‌ওয়াজে মোতহেরাতের মধ্যে হঃ আয়েশাই জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, স্মরণ শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি হঃ আয়েশার নিকটে থাকাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। হাদীস গ্রন্থ সমূহে রসুলুল্লার এন্তেকালের সত্য ঘটনাবলীই আমরা হঃ আয়েশার নিকট হইতে পাই।

দিন দিন রসুলুল্লার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি মস্‌জিদে ইমামতী করিবার জন্যও যাইতে সক্ষম ছিলেন না। 'আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত ছিলেন। যে যে দো'য়া পড়িয়া রসুলুল্লা অন্য সময় রোগীর মাথায় ফুক দিতেন, সে সব দো'য়া হঃ আয়েশা পড়িয়া রসুলুল্লার পবিত্র মস্তকে ফুক দিতেন।

ফজরের নামাজের সমবেত সাহাবীগণ মস্‌জিদ প্রাঙ্গনে রসুলুল্লার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। কয়েকবার তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু উত্থান শক্তি ছিল না। অবশেষে বলিয়া পাঠাইলেন—"আবুবকর ইমামতী করিবেন।" হঃ আয়েশা ভাবিলেন রসুলুল্লার স্থান অন্যের দ্বারা পূর্ণ করা শুভ লক্ষণ নহে। এইজন্য তিনি রসুলুল্লাকে বলিলেন—"হঃ আবুবকর অত্যন্ত নরম দেলের মানুষ। তাঁহার দ্বারা এই কাজ সমাধা হওয়া অসম্ভব—তিনি কাঁদিয়া ফেলিবেন। অন্য কাহাকেও নামাজ পড়াইতে বলুন।" দ্বিতীয়বারও রসুলুল্লা হঃ আবুবকরকে

নামাজে ইমামতী করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে হঃ আয়েশা হঃ হাফ্সাকে বলিলেন—"বোন! আপনি পুনরায় রসুলুল্লাকে এই বিষয় বলুন।" তিনি বলাতে জবাব পাইলেন—"আপনারা কি ইউসুফ নবীকে যে মহিলাগণ কুচক্রে ফেলিতেছিলেন, তাঁহাদেরই মত হইলেন? বলে দিন—'আবুবকরই যেন ইমামতী করেন।'"[১] সুতরাং হঃ আবুবকরকে রসুলুল্লার আদেশ জ্ঞাপন করাইলে তিনি ইমামতী করিলেন।

রসুলুল্লা অসুখের পূর্ব্বে কিছু আশ্রাফী (আরবী স্বর্ণমুদ্রা) হঃ আয়েশার নিকট রাখিয়াছিলেন এবং তাহা খায়রাত করিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্মরণ হওয়া মাত্রই বলিলেন—"আয়েশা! ঐ আশ্রাফী কোথায়? ঐগুলি এখনই আল্লার রাস্তায় দান করুন। মোহাম্মদ (সঃ) কি টাকা পয়সা ঘরে রাখিয়া আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে?" হঃ আয়েশা তখনই ঐ সব মুদ্রা খায়রাত করিয়া দিলেন।

রসুলুল্লার শেষ সময় উপস্থিত। হঃ আয়েশার বুকে ভর দিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। এই সময় হঃ আয়েশার ভাই হঃ আবদুর রাহ্মান মেস্ওয়াক লইয়া ঘরে উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লা তাঁহার হস্তস্থিত মেস্ওয়াকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঃ আয়েশা বুঝিলেন যে রসুলুল্লা মেস্ওয়াক করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সুতরাং হঃ আবদুর রাহ্মানের নিকট হইতে মেস্ওয়াক লইয়া উহা নিজ দাঁতে চিবাইয়া রসুলুল্লার মুখে দিলেন। রসুলুল্লা তাহা দ্বারা ভালরূপে দাঁতন করিলেন। হঃ আয়েশা অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত বলিতেন—"অন্যান্য আজ্ওয়াজে মোতাহেরাত হইতে আমার ইহা বড়ই গৌরবের বিষয় যে রসুলুল্লা শেষকালেও আমারই মুখের দেওয়া জিনিষ তাঁহার মুখে দিয়াছিলেন।"

হঃ আয়েশা রসুলুল্লার আরোগ্যের জন্য দো'য়া করিতেন। তখন তিনি তাঁহার নিজের হাতের উপর রসুলুল্লার হাত রাখিয়া দো'য়া চাহিতেছিলেন। রসুলুল্লা ইহা টের পাইয়া হাত টানিয়া নিলেন এবং বলিলেন—اللهم رفيق الأعلى—আল্লাহ্ তুমিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।" হঃ আয়েশা বলেন যে রসুলুল্লা বলিলেন,—"প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্তায়ালা মৃত্যুকালে ঐহিক পারত্রিক বিষয়ের যে কোন বর লইবার জন্য সুবিধা দেন।" ইহা শুনিয়াই হঃ আয়েশা কম্পিত হইয়া উঠিলেন। বোধ হয় রসুলুল্লা আমাদের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। একে ত বয়স অধিক

১। বোখারী—বাবুল হেব্রা; মোস্নদে এব্নে হাম্বল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৯ পৃঃ।

নয়, দ্বিতীয়তঃ এই পর্য্যন্ত কাহাকেও মরিতে দেখেন নাই। প্রার্থনা করিলেন—"রসুলুল্লা। আপনার ত ভয়ানক তাক্লীফ বোধ হইতেছে।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"যতদূর কষ্ট, ততদূর সাওয়াব।"[১]

এ পর্য্যন্ত হঃ আয়েশা রসুলুল্লাকে সামলাইয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ রসুলুল্লার শরীর ভারী বোধ করিলেন। দেখিলেন চক্ষু বড় হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। হঃ আয়েশা তৎক্ষণাৎ শির মোবারক তাকিয়ার উপর রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহা হিজ্‌রির ১১শ সনের রাবীউল আউয়াল মাসের ২রা দিবস সোমবার ছিল। হঃ আয়েশার সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় এই ছিল যে রসুলুল্লার এন্তেকালের তিন দিন পরে তাঁহারই পবিত্র হুজ্‌রাতে রসুলুল্লার দেহ মোবারককে চিরদিনের জন্য লোক চক্ষুর অন্তরালে আমানত রাখা হইল। اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

হঃ আয়েশা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার হুজ্‌রাতে তিনটি চাঁদ প্রবেশ করিল। এই স্বপ্নের কথা তিনি হঃ আবুবকরকে বলিয়াছিলেন। রসুলুল্লাকে তাঁহার হুজ্‌রাতে দাফন করা হইলে হঃ আবুবকর বলিলেন—"মা! ঐ তিন চাঁদের মধ্যে এই এক চাঁদ। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" পরে দেখান হইবে যে দ্বিতীয় চাঁদ হঃ আবুবকর ও তৃতীয় হঃ ওমর।[২]

হঃ আয়েশা ৪৯ বৎসর বৈধব্য অবস্থায় কাটান। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি রসুলুল্লার রাওজা মোবারকের জেয়ারতে নিযুক্তা ছিলেন। এমনকি রাত্রেও তিনি সেখানে শয়ন করিতেন। একরাত্রে রসুলুল্লাকে স্বপ্নে দেখিয়া রাওজা শরীফে শয়ন করা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তের বৎসর পর্য্যন্ত হঃ আয়েশা রসুলুল্লার রাওজা শরীফে বিনা পর্দ্দাতেই আসিয়া জেয়ারত করিতেন। রসুলুল্লার ২ বৎসর পরে হঃ আবুবকরকে এবং ১১ বৎসর পরে হঃ ওমরকেও এই হুজ্‌রাতে সমাধিস্থ করা হয়। তখন হঃ আয়েশা বলিতেন—"ওমরের সাম্‌নে বিনা পর্দ্দাতে যাইতে লজ্জা বোধ হয়।"

আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতগণের জন্য বৈধব্য অবস্থায় অন্য বিবাহ আল্লাহ্‌তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। পয়গম্বরের সাহচর্য্যে থাকিয়া নবুওতের তত্ত্ব ও গুঢ় রহস্যে তাঁহারা ওয়াকেফেহাল ছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্ম্ম প্রচারে ও ইস্‌লামের আইন কানুন

১। মোস্‌নদে এব্‌নে হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ ওফাতুন্ নবী

২। মোয়াত্তা ইমাম মালেক মা জা আ ফী দাফ্‌নেল্ মাইয়েত।

পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।* উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালার নিম্ন উদ্ধৃত বাণী সমূহের প্রত্যেক আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে।

হে নবী পত্নিগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে, তাঁহার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে, এবং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে সহজ হয়। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার ও তাঁহার রসুলের আজ্ঞা-বাহিকা হইবে ও সৎকর্ম্ম করিবে, তাহাকে আমি দুইবার তাহার পুরস্কার দান করিব, এবং তাহার জন্য আমি উৎকৃষ্ট জীবিকা সঞ্চয় রাখিয়াছি।

হে নবী মহিষিগণ, যেমন অন্য প্রত্যেক নারী, তোমরা সেরূপ নহ; যদি তোমরা সাধুতা রক্ষা কর, তবে কথায় নম্র হইও না; তাহা হইলে যাহার অন্তরে রোগ আছে, সে (তোমাদের প্রতি) লোভ করিবে, এবং তোমরা বৈধ বাক্য বলিও। এবং তোমরা আপন আপন গৃহ সকলে স্থিতি করিতে থাক ও পূর্ব্বতন 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত'-এর বেশ-বিন্যাসের (ন্যায়) বেশ-বিন্যাস করিও না, এবং নামাজকে কায়েম রাখ, জাকাত দান কর, এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য কর। হে আহ্‌লে বায়েতগণ, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগ হইতে অশুদ্ধতা দূর করিতে চাহেন, এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তিনি পবিত্রতায় তোমাদিগকে পবিত্র করিবেন। তোমাদের পবিত্র হেরেম সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আল্লাহ্‌'র আয়াত সমূহ যাহা কিছু পড়া হয়, তাহা তোমরা স্মরণ (মুখস্থ) করিতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোমল ও জ্ঞানবান্ হন।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا - وَمَنْ يَّقْنُتْ
مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِ لا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا - يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ
مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
لَطِيْفًا خَبِيْرًا -

---

* এই গ্রন্থের ২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে।

হজরত আবুবকর

রসুলুল্লার এন্তেকালের পর উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা খোলাফয়ে রাশেদীনের খেলাফত কালে কি কি রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ করিয়াছিলেন, এই অধ্যায় তাহারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত তিনি শরীয়ত সম্বন্ধে মোস্‌লেম জগতে একমাত্র অবিসংবাদিত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেইজন্যই 'খোলাফায়ে রাশেদীন'—হঃ আবুবকর, হঃ ওমর, হঃ ওস্‌মান ও হঃ আলী প্রত্যেকের খেলাফতের সময়েই তিনি 'মোহাদ্দেস্‌ ও মোফাসসের্‌' এর মস্‌নদে অভিষিক্তা ছিলেন। তাঁহার এই জ্ঞান সম্বন্ধে পরে এই খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইবে।

রসুলুল্লার এন্তেকালের সময় হঃ আবুবকর কোনও বিশেষ কারণে মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। মদীনায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় গিয়া দেখিলেন যে প্রিয় পয়গম্বর এন্তেকাল করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লার পেশানী মোবারককে তিনি চুমা দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় আমাদের হঃ আয়েশা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে রসুলুল্লার এন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া হঃ ওমর ও হঃ আলী এবং অন্যান্য বোজুর্গ সাহাবীগণ শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আর অপর দিকে সা'দ্‌ এব্‌নে ওবাদা আন্‌সারী 'সাকীফায়ে বানী সায়েদা'তে রসুলুল্লার খালীফা হইবার জন্য সভা করিতেছেন। পিতাকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে যদি কোরায়েশ খান্দানের বোজুর্গ সাহাবীগণের মধ্য হইতে কাহাকেও রসুলুল্লার খালীফা মনোনীত না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস যে রসুলুল্লার জানাজার সহিত পবিত্র ইস্‌লামেরও জানাজা বাহির হইয়া যাইবে। কেননা, সা'দ এব্‌নে ওবাদার মত একজন

অনভিজ্ঞ সাহাবী খালীফা হইলে ইস্‌লামের একত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে ও পুনরায় কাবীলায় কাবীলায় ঝগড়া ফাসাদ স্থরু হইবে। হঃ আবুবকর শোকাতুরা কন্যার এই দূরদর্শিতার বাণী শ্রবণমাত্রই কাল বিলম্ব না করিয়া হঃ ওমর ও হঃ আবু-ওবায়দাকে সঙ্গে লইয়া 'সাকীফায়ে বানী সায়েদা'তে উপস্থিত হইলেন। এদিকে শোকাভিভূতা হঃ আয়েশা অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীনের ও নবী-দুহিতা হঃ ফাতেমা জাহ্‌রার ও তাঁহার স্বামী হঃ আলীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত রস্থলুল্লার খলীফা নির্ব্বাচিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনি রস্থলুল্লার পবিত্র শবকে দাফন করিতে দিবেন না।[১]

'সাকীফায়ে বানী সায়েদা'তে প্রায় ৩ দিন তর্কবিতর্কও আলোচনার পর সকলেই হঃ আবুবকরকে রস্থলুল্লার প্রথম খালীফা নিযুক্ত করিলেন ও তাঁহার হাতে সকলেই 'বা'য়াত' হইলেন। হঃ আবুবকর খালীফা নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াই রস্থলুল্লার তাজ-হীজ্‌ ও তাক্‌ফীন' তাঁহার এন্তেকালের ৩ দিন পরে সমাধা করিলেন।[২]

ইহার কিছুদিন পরে হঃ আয়েশা ব্যতীত অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীন ও নবী দুহিতা হঃ ফাতেমা, হঃ ওস্‌মানকে তাঁহাদের পক্ষ হইতে রস্থলুল্লার জিনিষপত্র ও সম্পত্তির ওয়ারিসী অংশ দাবী করিয়া নব নির্ব্বাচিত খালীফা হঃ আবুবকরের নিকট পাঠাইলেন। ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা তাঁহার পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রস্থলুল্লা ফরমাইয়াছেন ঃ—

আমরা পয়গম্বর সম্প্রদায়। কেহই আমাদের ওয়ারেস্‌ হইবেনা। আমাদের যাহা থাকে, তাহা সদ্‌কা।

نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ -

এই হাদীস শুনিয়া তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন।[৩]

পরন্ত দু জাহানের বাদ্‌শাহ্‌ রস্থলুল্লার জীবদ্দশায়ই বা এমন কি ধন সম্পত্তি ছিল, যাহা তাঁহার বিয়োগের পর আপন ওয়ারেস্‌দের মধ্যে বণ্টক হইতে পারিত? হাদীস বোখারীতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লা দের্‌হাম, দীনার, পশু, গোলাম বা দাসী কিছুই ওয়ারিস স্থত্রে রাখিয়া যান নাই। কেবল-মাত্র তাঁহার অধীনে কয়েকটি বাগান ছিল। ইহার আমদানীদ্বারা তাঁহার মহিষিগণের ও জেহাদের খরচ ইত্যাদি নির্ব্বাহিত হইত। রস্থলুল্লার এন্তেকালের পর 'খোলাফায়ে রাশেদীনও এই বাগিচার

১। খেলাফতে রাশেদা ; এব্‌নে সা'দ ; তাবারী।

২। সীরাতুন্‌ নবী। ৩। বোখারী শরীফ—কেতাবুল ফারায়েদ্‌।

আমদানী হইতেই উম্মাহাতুল মোমেনীনের খোরপোষ চালাইতেন। রসুলুল্লার সাংসারিক জীবন এমন ছিল যে অনেক রাত্রে তাঁহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিত না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রেও গৃহে প্রদীপ জ্বালাইবার মত তৈল ছিল না, এবং যেদিন তিনি তাঁহার এই সংসার হইতে বিদায় হইয়াছিলেন, সেদিন 'আহ্‌লে বায়েতের' সন্ধ্যার খাওয়ার সংস্থানও পবিত্র গৃহে ছিল না।[১]

হিঃ ১১শ সনের শাবান মাসে রসুলুল্লার এন্তেকালের ঠিক ৬ মাস পরে খাতুনে জান্নাত বেন্‌তুর রাসুল হঃ ফাতেমা জাহ্‌রা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে হঃ আয়েশা অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া পড়েন। হঃ আয়েশা প্রায়ই বলিতেন যে হঃ ফাতেমাকে দেখিলে তাঁহার রসুলুল্লার বিচ্ছেদের কিছু উপশম হইত। পরস্পরের মধ্যে কিরূপ প্রীতি, ভালবাসা ও স্নেহ ছিল তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে।

এইসব শোকের মধ্যেও হঃ আয়েশা আকুল চিত্তে ইস্‌লামের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। হিজরির ১২শ সনে ইমামার যুদ্ধে কোর্‌আন শরীফের অনেক হাফেজগণ শহীদ হন। হঃ আয়েশা ইহা শুনিয়া তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে যদি হাফেজগণ এরূপভাবে শহীদ হন, তাহা হইলে কোর্‌আন শরীফ এই পৃথিবী হইতে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন হঃ আবুবকর হঃ ওমর সহ হঃ আয়েশার পরামর্শ অনুসারে রসুলুল্লার সময়ে যে যে আয়াত 'কাতেবে ওহী'গণ কাঠের, চামড়ার, পাথরের, গাছের পাতার উপর লিখিয়াছিলেন, সবগুলি একত্র করিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সার নিকট আমানত রাখিলেন ও জায়েদ এব্‌নে সাবেতকে তাহা ভাল করিয়া এক পুস্তকাকারে লিখিবার ভার অর্পন করিলেন। ঐসময় যদি হঃ আয়েশা এরূপ পরামর্শ পিতাকে না দিতেন অথবা এবিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইতে গৌণ করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের কোর্‌আন শরীফও অন্যান্য আস্‌মানী কেতাবের মতই বিশুদ্ধতাহীন হইয়া পড়িত।[২]

হঃ আবুবকরের খেলাফত মাত্র ২ বৎসর ছিল। হিজ্‌রির ১৩শ সনে জামাদীউস্‌-সানীর ৭ই তারিখে সোমবার দিন তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালীন চক্ষের-মনি হঃ আয়েশাকে তিনি শয্যা-পার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন—"প্রাণাধিক মা আমার! আমি তোমাকে যে সম্পত্তি দান করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি তোমার ভাই ভগ্নীকে বণ্টন করিয়া দিবে?"

কন্যা—"নিশ্চয়ই দিব।"

১। বোখারী শরীফ—কেতাবুল ওসাইয়া; তিরমিজী—কেতাবুল আদাব।

২। খেলাফাতে রাশেদা; সীরাতুস্‌ সিদ্দীক

পিতা—"মা ! রসুলুল্লা কোন্‌দিন ও কোন্‌ সময়ে এন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার কাফনের জন্য কত টুক্‌রা সাদা কাপড় ছিল ?"

কন্যা—"তিন টুক্‌রা সাদা কাপড় ছিল। সোমবার দিন ইহলীলা ত্যাগ করেন।"

পিতা—"আম্মা ! আজ কি বার ?"

কন্যা—"আব্বাজান ! আজ সোমবার।"

পিতা—"আম্মা ! আজ আমি এ দেহ ত্যাগ করিয়া আমার প্রিয় 'মাহবুব'-এর সহিত মিলিব।" আবার নিজ চাদরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"মা আয়েশা ! ঐ কাপড়খানাকে ধুইয়া রাখ, জাফ্‌রাণের দাগগুলি যেন উঠিয়া যায়। এই কাপড় দ্বারাই আমাকে কাফন পরাইও।"

কন্যা—"বাবাজান ! ইহা যে পুরাতন কাপড় !"

পিতা—"মা ! মৃত লোকদের চেয়ে জীবিত লোকদের কাপড়ের প্রয়োজন অত্যধিক।" সেইদিনই হঃ আবুবকর এন্তেকাল করেন ও হঃ আয়েশার পবিত্র হুজ্‌রাতে রসুলুল্লার এক পার্শ্বের সামান্য পিছনে তাঁহার পরম বন্ধু ও আখেরী পয়গম্বরের নিকট চির-নিদ্রায় শায়িত হইলেন।[১] اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা বিধবা হইবার ২ বৎসর পরেই পিতৃ-স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইলেন—এখন তিনি বিধবা ও পিতৃহীন।

হজরত ওমর

হঃ আবুবকর হঃ ওমরকেই খালীফা মনোনীত করিয়া যান। সেইজন্য খেলাফত লইয়া কোন প্রকার গোলমাল হয় নাই। হিজ্‌রির ১৩শ সনের জামাদিউস্‌সানীর ২৩শে তারিখ বুধবার হঃ ওমর খেলাফাতের মস্‌নদে উপবিষ্ট হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সেনাপতি হঃ খালেদকে সেনাপতিত্ব হইতে বরখাস্ত করিলেন। ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা হঃ ওমরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে হঃ খালেদকে যেন সৈন্য বিভাগ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া না হয়। অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। হঃ ওমর অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া উম্মুল মোমেনীনের পরামর্শ মত হঃ খালেদকে সামান্য সৈনিকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২]

১। এব্‌নে সা'দ—তারজামায়ে আবুবকর ; বোখারী শরীফ-কেতাবুল জানায়েজ।

২। খোলাফায়ে রাশেদীন ; এব্‌নে সা'দ ; তাবারী।

হিজ্‌রির ১৮শ সনে আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই সময় হঃ আয়েশাও অনেক গরীব লোকের রক্ষাণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং গরীব পরিবারের জন্য 'বায়্‌তুল মাল' হইতে 'ওজীফা' (ভাতা) দিবার বিশেষ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং হঃ ওমরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হঃ ওমর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন ও উম্মুল মোমেনীনকে কয়েক সহস্র মুদ্রা নিজ ইচ্ছা মত গরীবদিগকে দান করিবার জন্য পাঠান। কথিত আছে যে ঐ মুদ্রাসমূহ তিনি ঋণ বাবত গ্রহণ করেন ও দুর্ভিক্ষের পরে তাহা ফিরত দেন।[১]

হিজ্‌রির ১৯ সনে খালীফা হঃ ওমর হঃ 'আম্‌র এব্‌নে 'আস্‌কে মিসর দেশ জয় করিবার জন্য ৪০০০ সৈন্য সহ পাঠাইলেন। তিনি এক বৎসর যাবৎ তথায় কিছুই করিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া হিজ্‌রির ২০ সনে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা হঃ জোবায়েরকে নূতন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি করিয়া মিসরে পাঠাইবার জন্য হঃ ওমরকে অনুরোধ করেন। হঃ ওমর কোনও দ্বিধা না করিয়া উম্মুল মোমেনীনের অনুরোধ অনুযায়ী হঃ জোবায়েরকে মিসর আক্রমণের জন্য পাঠাইলেন। তথায় শত্রুদের দুর্গকে ৭মাস যাবৎ অবরুদ্ধ রাখিয়া তিনি একদিন সিঁড়ি দ্বারা দেয়ালের উপর উঠিলেন ও 'আল্লাহু আক্‌বর' শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া তুলেন। ইহাতে শত্রুদল ভয় পাইয়া হঃ জোবায়েরের হাতে আত্মসমর্পণ করিল। মিসর দেশে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র খচিত পতাকা উড্ডীন হইল। আমাদের উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকিলে মিসর দেশ মোসলমানদের করতলগত হওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার ছিল।[২]

হঃ ওমরের সময় দেশ শাসন অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ায় তিনি মোজাহেদ-গণের 'ওজীফা' (ভাতা) ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় হঃ ওমর উম্মাহাতুল মোমেনীনের খরচের জন্য প্রত্যেককে বার্ষিক ১০,০০০ দের্‌হাম ও হঃ আয়েশাকে ১২,০০০ দের্‌হাম করিয়া বৃত্তি দিতেন। হঃ ওমর নিজেই বলিয়াছেন যে হঃ আয়েশাকে অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীন হইতে ২০০০ বেশী দেওয়ার কারণ যে তিনি রসুলুল্লার প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন।[৩]

হঃ আয়েশা খায়বার সম্পত্তির 'ওজীফা' পাইতেন। ইহা প্রথম খালীফা হঃ আবুবকরের খেলাফত কালেও জারী ছিল। দ্বিতীয় খালীফা হঃ ওমর হঃ আয়েশাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি নগদ টাকা লইবেন না সম্পত্তি লইবেন?"

১। আবুল ফেদা; এব্‌নে হেশাম; খেলাফাতে রাশেদা।

২। খেলাফতে রাশেদা। ৩। বোখারী—আব্‌ওয়াবুল জানায়েজ পৃঃ ২৫।

উম্মুল মোমেনীন সম্পত্তিই লইয়াছিলেন এবং ইহার অধিক অংশ দুঃখী ও দরিদ্র মোসলমান ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াক্‌ফ্ করিয়া দিয়াছিলেন। হঃ ওস্‌মান ও হঃ আলীর খেলাফত সময় এবং আমীর মোয়াবিয়ার রাজত্ব কালে এই সম্পত্তির আয় দ্বারা উম্মূল মোমেনীনের খরচ পত্রাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। আমীর মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর হঃ আয়েশার ভাগিনা হঃ আব্‌দুল্লা এব্‌নে জোবায়ের হেজাজের খালীফা হইলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার খালা আম্মার সব খরচ বহন করিতেন। এতদ্ব্যতীত হঃ আয়েশার নিকট কোন জায়গা হইতে টাকা পয়সা নজ্‌রানা বাবত আসিলে তাহাও তিনি তৎক্ষণাৎ দান করিয়া দিতেন। এমনকি নিজ ভরণপোষণের ব্যয় বাবদও কিছু রাখিতেন না। অনেক সময় তিনি উপবাসক্লিষ্ট রজনী যাপন করিতেন।

উম্মাহাতুল মোমেনীনের সংখ্যানুযায়ী হঃ ওমর ৯টি পেয়ালা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। যখন কোন সাওগাত আসিত, তখন তিনি এক এক পেয়ালাতে করিয়া প্রত্যেকের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিতেন।[১] হঃ আয়েশা বলেন —"হঃ ওমরের এতদূর লক্ষ্য ছিল যে যদি কোন সময় বক্‌রী জবেহ্ হইত, তিনি এমন কি বক্‌রীর মাথা ও পা আমাকে পাঠাইয়া দিতেন।"[২] এরাক বিজয়ের পর 'গানীমত'এর সামগ্রীর সঙ্গে একটি মুক্তাপূর্ণ কৌটা হঃ ওমরের নিকট পৌঁছিল। তিনি সমস্ত মাল মোসলমানগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। কিন্তু মুক্তাগুলি সকলকে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দেওয়া সম্ভবপর ছিল না বিধায় তিনি মোসলমানদের অনুমতি লইয়া সম্পূর্ণ কৌটাটি হঃ আয়েশাকে প্রদান করিলেন। উম্মুল মোমেনীন উহা খুলিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন—"এব্‌নে খাত্তাব আমার উপর রসুলুল্লার ও বাবাজানের এন্তেকালের পর অনেক দয়া দেখাইতেছেন। হে আল্লাহ্‌তায়ালা! আমাকে তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ উপঢৌকন পাইবার জন্য আর জীবিত রাখিও না।"[৩]

হঃ ওমরের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রাতে রসুলুল্লার পায়ের নীচে দাফন করা হয়। কিন্তু এক কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছিল না, যেহেতু উম্মুল মোমেনীন যখন কোনও সাধারণ গোরস্থানে নিজের কোনও আত্মীয়ের কবর জেয়ারত করিতে যাইতেন, তখন তিনি বিনা পর্দ্দাতে যাইতেন না; এবং তিনি হঃ ওমরকে পর্দ্দা করিতেন বলিয়া রসুলুল্লার রাওজা মোবারকে হঃ ওমরকে সমাধিস্থ করিতে বোধহয় সম্মত হইবেন না। অবশেষে তিনি অন্তিম অবস্থা অতি নিকটবর্ত্তী বোধ করিয়া স্বীয় পুত্র হঃ আবদুল্লাকে উম্মুল মোমেনীনের নিকট পাঠাইয়া আরজ করিলেন যে তিনি মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণের পদপ্রান্তে আশ্রয় পাইতে এরাদা

১। ইমাম মালেক—মোওয়াত্‌তা। ২। ইমাম মোহাম্মদ বাবু আল্‌-জুহ্‌দ্—মোওয়াত্‌তা।
৩। মোস্‌তাদ্‌রেকে হাকেম

করেন। উম্মুল মোমেনীন প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"যদিও এই জায়গা নিজের জন্য রাখিবার আমার ইচ্ছা ছিল, তথাপিও ওমরের খাতিরে খুশীর সহিত তাঁহাকে এই হুজ্‌রায় দাফন করিয়া দিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।"[১]

এইরূপ অনুমতি পাওয়ার পরেও হঃ ওমর তাঁহার ছেলেকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"আমার মৃত্যুর পর আমার জানাজা উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র আস্তানা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া পুনরায় উম্মুল মোমেনীনের অনুমতি গ্রহণ করিও। যদি তিনি হুকুম দেন তবে ঐখানেই আমাকে দাফন করিও, নতুবা সাধারণ কবরস্থানে লইয়া যাইও।" হঃ ওমরের শহীদের পর তাঁহার ছেলে এই 'ওসীয়াত' পালন করিয়াছিলেন। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা নিজ হুজ্‌রাতে রসুলুল্লার পার্শ্বে হঃ ওমরকে দাফন করিবার জন্য আদেশ দিলেন, এবং অবশেষে ইস্‌লাম-গগনের আর এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র সেই পবিত্র হুজ্‌রায় মানব চক্ষুর অন্তরালে বিলীন হইল। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হজরত ওস্‌মান

হঃ ওমর এন্তেকালের সময় খালীফা মনোনীত করিবার জন্য ৬জন সাহাবার দ্বারা একটি কমিটি গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। হঃ আবদুর রাহ্‌মান এব্‌নে আওফ, হঃ ওস্‌মান, হঃ আলী, হঃ সা'দ এব্‌নে আবী ওক্কাস, হঃ তাল্‌হ' ও হঃ জোবায়ের এই কমিটির মেম্বর ছিলেন। তিনি আরও ওসীয়াত করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর ৩।৪ দিন মধ্যেই যেন খালীফা নির্ব্বাচিত হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত যখন খেলাফতের কোনই মীমাংসা হইল না, তখন উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা হঃ আব্‌দুর রাহ্‌মান এব্‌নে আওফ্‌কে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া এই বিষয় শীঘ্র সমাধা করিতে অনুরোধ করিলেন। হঃ আব্‌দুর রাহ্‌মান তাঁহারই পরামর্শমতে হঃ আলীকে খালীফা হইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু হঃ আলী অন্যান্যের সহিত পরামর্শ করিয়া হঃ ওস্‌মানকে "খালীফা" নির্ব্বাচিত করিলেন ও তাঁহার হাতে 'বায়'য়াত' হইলেন। হিজ্‌রির ২৪ সনের মোহার্‌রাম মাসের ১লা তারিখে হঃ ওস্‌মান খেলাফত মস্‌নদে উপবিষ্ট হইলেন।[২]

হঃ ওস্‌মানের খেলাফত মাত্র দ্বাদশ বৎসর ছিল। খেলাফতের অর্দ্ধেক সময় শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার আপত্তিজনক জনমতের সৃষ্টি হয়। এক সময় আশ্‌তার নাখ্‌য়ী ও মোহাম্মদ এব্‌নে

১। হাদীসের সমস্ত গ্রন্থেই এই বর্ণনা আছে।

২। সমস্ত আরবী ইতিহাসেই এই ঘটনার বর্ণনা আছে।

আবুবকর "উম্মুল মোমেনীনকে বলিলেন যে হঃ ওস্‌মানকে খালীফাচ্যুত করিলেই দেশে শান্তি স্থাপন হইবে।" উত্তরে তিনি উভয়কে ধমক দিয়া বলিলেন যে উহা বলা তাঁহাদের ঔদ্ধত্য ও বিশেষ অন্যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে তিনি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছেন—"ওস্‌মান! যদি খেলাফতের 'খেলা'য়াত' আল্লাহ্‌ তোমাকে এনায়েত করেন, তবে স্বেচ্ছায় তুমি তাহা প্রত্যাখান করিও না।"[১]

প্রথম ও দ্বিতীয় খালীফাদ্বয়ের খেলাফতের সময় এবং তৃতীয় খালীফার খেলাফতের প্রারম্ভে বড় বড় সাহাবাই প্রকৃত পক্ষে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শদাতা ছিলেন। জটিল রাজকীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা হইত; এবং সমস্ত সমস্যার সিদ্ধান্তে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার অভিমত অগ্রগণ্য ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় খালীফাদ্বয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ন্যায় বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য দেশব্যাপী সুখশান্তি বিদ্যমান ছিল। এমনকি প্রবীণ সাহাবীদের নিকট হইতেও কোন আপত্তি উঠিবার কারণ হইত না।[২]

মোস্‌লেম সমাজে হঃ আয়েশার সম্মানের অন্ত ছিল না। আল্লার 'ওহী' মোতাবেক তিনি ছিলেন উম্মুল মোমেনীন। এই জন্য তিনি হেজাজে, ইরাকে, ইরানে, তুরানে, ইমেনে, মিসরে ও শামের সর্ব্বত্রই মাতৃবৎ পূজিত হইতেন। মোসলমানগণ বিশেষতঃ হজের মৌসুমে তাঁহার নিকট আসিয়া খালীফা হঃ ওসমানের মনোনীত গবর্ণরদের অত্যাচারের ও বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদলের বিষয়, এবং তাঁহাদের আপন আপন অভাব অভিযোগ নিবেদন করিতেন, এবং তিনি তাহা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ ও ইহাদের প্রতিকার করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিতেন।[৩]

হিজ্‌রির ৩৩ কি ৩৪ সনে উম্মুল মোমেনীন হঃ ওস্‌মানকে ডাকিয়া বলিলেন যে গবর্ণরদের এক কনফারেন্স আহ্বান করা উচিত; যেহেতু তাঁহার গবর্ণরদের কুৎসা ও অত্যাচারের কাহিনী সমগ্র দেশব্যাপী ঝড়ের মত প্রচণ্ড বেগে বহিতেছিল। সুতরাং এই উপদেশ মতে হঃ ওস্‌মান মক্কা, কূফা, বসরা, দামেশ্‌ক্‌ মিসর, বাহরাইন ও পারশ্য হইতে গবর্ণরদিগকে মদীনায় এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য ফর্‌মান পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলেই উপস্থিত হইয়া এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হঃ ওস্‌মান, হঃ আলী, হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের এবং কতিপয় প্রবীণ সাহাবীদের পরামর্শ অনুসারে উম্মুল মোমেনীন এক কমিটি গঠন করিলেন।[৪]

১। মোস্‌নদ আহ্‌মদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ পৃঃ ২৬৩ ২। তাবারী ৩। মোস্‌তাদ্‌রেকে হাকেম।
৪। খেলাফতে রাশেদা; খোলাফায়ে রাশেদীন; তারীখে খোলাফা।

ইহার মেম্বর হঃ আবহুল্লা এব্‌নে ওমর, হঃ ওসামা এব্‌নে জায়েদ, হঃ মোহাম্মদ এব্‌নে মোস্‌লেম এবং হঃ আম্‌মার এব্‌নে ইয়াসারকে মনোনীত করা হইল। গবর্ণরদের অত্যাচার কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান করিয়া খালীফার নিকট রিপোর্ট পেশ করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। তাঁহারা ৬।৭ মাস তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেন যে গবর্ণরদের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; কিন্তু হঃ আম্‌মার এব্‌নে ইয়াসার বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সাবাইয়া দলের ছলনায় পড়িয়া মিসরের গবর্ণর হঃ আবহুল্লা এব্‌নে সা'দ এব্‌নে আবী সুরাহ' এর বিরুদ্ধে এক রিপোর্ট দিলেন। এই রিপোর্ট পাইয়াই খালীফা হঃ ওস্‌মান সমগ্র দেশে এক ফরমান জারী করিলেন যে যদি কাহারও কোন অভিযোগ কোন গবর্ণরের বিরুদ্ধে থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন আগামী ৩৪ হিজ্‌রির হজ্‌ মৌসুমে মক্কা শরীফ হাজির হইয়া খালীফার নিকট নিজ নিজ অভিযোগ বলেন। ঐ সময় সকল প্রদেশের গবর্ণরগণও উপস্থিত থাকিবেন। হজ্‌ মৌসুমে হঃ ওস্‌মান তাঁহার গবর্ণরগণ সমভিব্যহারে মক্কা শরীফ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেহও কোন প্রকার অভিযোগ করিলেন না বরঞ্চ যাহারা বিপ্লবী ও বিদ্রোহী দলভুক্ত ছিল, তাহাদের নেতারাই ধরা পড়িল। এই সময় উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা ও কতিপয় সাহাবা এই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী নেতাগণকে কতল করিবার জন্য হঃ ওস্‌মানকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সরল হৃদয় দয়ালু খালীফা হঃ ওস্‌মান এই মোসলমানদিগকে কতল করা পছন্দ করিলেন না। বরঞ্চ বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের অনুরোধে মিসরের গবর্ণরের স্থলে মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরকে গবর্ণর করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিলেন। বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করিবার জন্য রাজনীতি শাস্ত্রে দূরদর্শিনী হঃ আয়েশার পরামর্শ গ্রহণ না করার ফলে খালীফা হঃ ওস্‌মানের অকালে অতি শোচনীয় ভাবে শহীদ হইতে হইয়াছিল। *

হজরত আলী**

তৃতীয় খালীফা হঃ ওস্‌মানের কতল হইবার ৬ দিন পরে মদীনার প্রবীণ সাহাবাগণ ও মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের অক্লান্ত চেষ্টায় হঃ আলী হিজ্‌রির ৩৫ সনে, জিল্‌হজ্‌ মাসের ২৪শে তারিখে (২৩শে জুন ৬৫৬ খৃঃ) মদীনায় খালীফা নির্ব্বাচিত হইলেন।

---

* হঃ ওস্‌মানের শাহাদত হিজ্‌রির ৩৫ সনের জিল্‌হজের মাসের ১৮ই তারিখ ছিল।

** { * হিঃ ৩৫ সন ২৪ জিলহজ্‌ = ৬৫৬ খৃঃ ২৩ শে জুন।
* হিঃ ৪০ „ ১৭ রমজান = ৬৬১ খৃঃ ২৫ জানুয়ারী। }

(খেলাফতে রাশেদা)

এই সময় হঃ আবদুল্লা এবনে আব্বাস উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার সহিত মক্কায় ছিলেন।

হঃ আলীর খেলাফত সময়ে মোসলেম জগতে নানা প্রকার মতানৈক্যের প্রচণ্ড ঝড় বেগে বহিতেছিল। একদিকে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী দল অন্যদিকে উমাইয়া দল প্রবল ছিল। হঃ ওস্‌মানকে যাহারা হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রথমেই হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের খালীফা হঃ আলীর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করিলেন। হঃ আলী তাহাদিগকে নানা কারণ দেখাইয়া বুঝাইলেন যে এই সময় ঐ বিষয় হস্তক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কেননা বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদল যাহারা হঃ ওস্‌মানের প্রকৃত হত্যাকারী তাহারা একস্থানে নহে, তাহারা বিভিন্নদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করিয়া যে সকল গবর্ণর খালীফার বশ্যতা অস্বীকার করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে দমন করাই আশু কর্ত্তব্য। ইহারা ঠিক হইলেই হঃ ওস্‌মানের হত্যাকারিদিগকে অনায়াসেই ধ্বংস করা যাইবে। কিন্তু হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের খালীফার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। এইজন্য তাঁহারা বিদ্রোহী ও বিপ্লবী দলকে ধ্বংস করিবার মানসে মক্কাভিমুখে রওনা হইলেন। ইঁহাদের মদীনা ত্যাগের প্রায় ৫।৬ মাস পরেই "জঙ্গে জামাল" হয়।[১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জঙ্গে জামাল*

জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধ হিজরির ৩৬ সনে জামাদিউস্‌সানী মোতাবেক ৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বসরা নগরীর নিকটবর্ত্তী ময়দানে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধকে ইস্‌লামের ইতিহাসে এক আকস্মিক ঘটনা বলিলেও চলে। এই যুদ্ধে আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী কাররামাল্লাহু ওজ্‌হাহু ও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য এই যুদ্ধকে তাঁহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকগণই ইহা লিপিবদ্ধ

১। আল্‌-ফাখ্‌রী

* এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা যে উষ্ট্রের উপর সাওয়ার ছিলেন, উহার হাত পা কাটিয়া দেওয়ার ফলে উম্মুল মোমেনীনের হাওদা উষ্ট্রের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়, সেই জন্যই এই যুদ্ধকে 'জঙ্গে জামাল' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (আরবী ইতিহাস সমূহ দ্রষ্টব্য।)

করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে—ইহা বিভিন্ন স্বার্থ বিশিষ্ট বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদলের সংঘর্ষ।

(১) হঃ ওমরের খেলাফতের শেষ সময়ে কতিপয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা যুবক যথা আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের, মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর, মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম, মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়ফা এবং সা'দ এব্‌নে 'আস্ এক গুপ্তদল গড়িয়া তুলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহারা শাসন কার্য্যে উচ্চপদ লাভ করেন। হঃ ওমরের শাসনের ভয়ে তাঁহারা নিজ নিজ অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে তাঁহারা তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ও নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে বিরত হন নাই।[১]

হঃ ওমরের শাহাদাতের পর যখন খেলাফতের মস্‌নদ খালি হইল, তখন হঃ অবুবকরের দৌহিত্র ও রসুলুল্লার ফুফাত ভ্রাতষ্পুত্র আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের খেলাফতের দাবী উত্থাপন করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে খেলাফত পাইবার উপযুক্ত।[২]

মোহম্মাদ এব্‌নে হঃ আবুবকর হঃ আলীকে খালীফাপদে মনোনীত করিবার জন্য ভীষণ আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। মোহাম্মদ প্রথম খালীফার কনিষ্ঠ ছেলে ও হঃ আয়েশার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। হঃ আবুবকরের মৃত্যুর পর তদীয় জননী হঃ আলীকে বিবাহ করেন, এবং হঃ আলীরই তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ লালিত পালিত ও শিক্ষালাভ করেন। সেইজন্যই তিনি যে কোন প্রকারে হঃ আলীকে খালীফা পদে উপবিষ্ট করিবার জন্য আপ্রান চেষ্টা করিতেন।[৩]

মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম ও সা'দ এব্‌নে 'আস্ উভয়েই উমাইয়া বংশের এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশালী যুবা পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা এবং মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়ফা* উমাইয়া বংশের হঃ ওস্‌মানকে খালীফা পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের চেষ্টাই শেষ পর্য্যন্ত ফলবৎ হইল। যেহেতু হঃ আলী স্বয়ংই আসিয়া হঃ ওস্‌মানের হাতে 'বায়'য়াত' গ্রহণ করিলেন ও হঃ ওস্‌মানকে খালীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।[৪]

১। আবুল ফেদা; তাবারী; এব্‌নে সা'দ ২। সাইয়েদ সোলায়মান নাদ্‌বী—সীরাতে আয়েশা পৃঃ ১৩০। ৩। ইসাবা।

* যাহাকে হঃ ওস্‌মান পুত্রবৎ লাল্‌ন পালন করিয়াছিলেন ও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৪। ইতিহাসের প্রায় গ্রন্থই।

হঃ ওস্‌মান তাঁহার খেলাফতের ৬ বৎসরকাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খালীফা হঃ ওমরের শাসন পদ্ধতির কোনও রদ বদল করেন নাই। পরে নানা কারণে তিনি তাঁহার নিজ উমাইয়া খান্দানের কতিপয় ব্যক্তিকে খেলাফতের উচ্চ পদে অন্যান্যের চেয়ে সুযোগ ও প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করিলেন। এমনকি কৃতঘ্নতার জন্য রসুলুল্লা কর্ত্তৃক মদীনা হইতে বিতাড়িত মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকামকেও তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী করিলেন। খালীফা হঃ ওস্‌মানের এই মনোভাব দেখিয়া মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়্‌ফাও মিসরের গবর্ণর পদের জন্য আকাঙ্খা করেন; কিন্তু হঃ ওস্‌মান কিছুতেই তাহার এই বহুদিনের আকাঙ্খাকে পূর্ণ করিলেন না। ইহাতে সে মনক্ষুণ্ণ হইয়া মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের শরণাপন্ন হইল। একেত কোরায়েশ যুবকদল হঃ ওস্‌মানের পক্ষপাতিত্বের দরুন তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, এখন তাহারা মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়্‌ফাকে তাহাদের দলে পাইয়া মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী দল গঠন করিল। ইহারা প্রাচীন সৈনিক সাহাবীদিগকে তাহাদের দলে ভুক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু এই সাহাবীগণের কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে বিদ্রোহীনেতা মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার বৈ-মাত্রেয় ভগ্নী উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার দ্বারস্থ হইলেন এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ ও খালীফা হঃ ওস্‌মানের পক্ষপাতিত্বের বিষয় তাঁহাকে বলিলেন। এমন কি আশ্‌তার নাখ্‌'য়ী খালীফা হঃ ওস্‌মানকে কতল করিবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিলেন। ইহা শ্রবণ মাত্রই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার এই দুরভিসন্ধি হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিলেন।[১]

(২) আরব সম্প্রদায় চিরদিনই স্বাধীনচেতা। ইস্‌লামের পূর্ব্বে কোন সময়েও তাহারা কোন কাবীলার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তাহারা বিশেষতঃ 'আজ্‌মী'-দের (নন্‌-আরবদের) অধিনতাকে তাহাদের জীবনের কলঙ্ক বলিয়া সর্ব্বদাই মনে করিত। ইস্‌লামের সাম্যবাদের প্রেরণা মরুভূমির মুক্ত আবহাওয়ায় প্রতিপালিত আরবজাতীর বিদ্বেষ, শক্রুতা ইত্যাদি দূর করিয়া দিয়াছিল। যতদিন প্রবীণ সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন, ততদিন তাহারা ইস্‌লামকে সাম্যবাণীতে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহাবীদের অবর্ত্তমানেও বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খালীফাদ্বয়ের খেলাফতের পরেই আরবদের বিভিন্ন কাবীলার যুবকগণ ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ কাবীলারও নিজ নিজ পরিবারের গৌরব প্রকাশে প্রায়ই লিপ্ত থাকিত। এমনকি জাহেলী যুগে তাহারা যে যে

১। তাবারী, মোস্‌তাদ্‌রেকে হাকেম।

কবিতা এক কাবীলা অন্য কাবীলার বিরুদ্ধে বলিত, তাহারই আবার এক পুনরভিনয় হইতে লাগিল।[১]

কূফা শহর আরব ও পারস্য দেশের সীমান্তে অবস্থিত। এখানে আরবদের এক বৃহৎ সেনা-নিবাস ছিল। বিপ্লবের সূচনা এই শহর হইতেই আরম্ভ হইল। এই সময় এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা কোরায়েশ বংশীয় সা'দ এব্‌নে 'আস্ ছিলেন। প্রত্যেক রজনীতে তাঁহার দরবার গৃহে প্রত্যেক কাবীলার সর্দ্দারগণ উপস্থিত হইতেন এবং নিজ নিজ কাবীলার প্রশংসা সূচক কবিতাদি আবৃত্তি করিতেন। ইহাতে প্রত্যেক কাবীলারই পূর্ব্ব স্মৃতি ও গৌরব জাগরিত হইত। কখনও কখনও দরবার শেষে ফাসাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত। এই ব্যাপারে বিশেষ করিয়া সাইদের নিজ কোরায়েশ খান্দানের প্রশংসা ও বীরত্ব সূচক কবিতার পক্ষপাতিত্ব অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকলের আক্রোশ ও অসন্তোষের কারণ হইত। ইহাতে কাবীলার সর্দ্দারদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইল এবং অবশেষে ইহা এক মহা বিপ্লবের সূচনা করিল। এখন তাহাদের মধ্যে বড় দুই দল প্রবল হইয়া উঠিল; একদল উমাইয়া খান্দানের যুবকগণ ও দ্বিতীয় দল ছিলেন কোরায়শী ও হাশেমী খান্দানের সন্তানগণ। উমাইয়াদের দাবী ছিল যে রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তাহাদেরই তরবারির শক্তিতে ইরাক, ইমেন, ইরান, তুরান, ইস্পাহান, শাম ও মিসর এবং আফ্রিকা মহাদেশের রাজ্য সমূহ ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই জন্য ইহারা রাজকীয় পদ সমূহের দাবী বেশী করিতেন। আবার এদিকে পারস্যের নব্য দীক্ষিত মোসলমানগণ শুধু যে বানী উমাইয়া ও কোরায়েশের শাসনকে অমান্য করিতেন তাহাও নহে, বরঞ্চ আরবদের অধীনে থাকাও তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল। আবার তাহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হঃ আলীকে প্রকৃত খালীফা বলিয়া মানিতেন। তাঁহারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খালীফাগণকে হেয় চক্ষে দেখিতেন। এই জন্য তাঁহারা খালীফা হঃ ওস্‌মানকে খেলাফত-চ্যুত করার সুযোগ সন্ধান করিতেন এবং মোসলেম জগতে বিপ্লব প্রজ্জ্বলিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন।[২]

(৩) দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিপ্লব সূচনার সময়ে আবদুল্লা এব্‌নে সাবা নামক জনৈক ইহুদি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহুদিদের জাতিগত স্বভাব এই যে যখন তাহারা শত্রুতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে অক্ষম হয়, তখন তাহারা ঐ শত্রুদের সহিত তাহাদের পরম বন্ধু রূপে নিজকে পরিচিত করে, এবং এইরূপ বন্ধুবেশে তাহারা

১। তাবারী; এব্‌নে হেশাম; এব্‌নে সা'দ; সীরাতে হজরত আয়েশা ১৩০—১৩২ পৃঃ
২। ঐ

ধীরে ধীরে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া শত্রুর মূলচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। এই নবদীক্ষিত এব্‌নে সাবা ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপর মোনাফেকের মত কাজ করিতে আরম্ভ করিল। খালীফার শাসন পদ্ধতি গুলির ধ্বংস সাধনই তাহার এই মোনাফেকির ও দুরভি-সন্ধির কারণ ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া এই ব্যক্তি সমগ্র মোস্‌লেম রাজ্য সমূহ ভ্রমণ করিয়া বিদ্রোহানল ছড়াইতে চেষ্টা করে। কূফা, বস্‌রা, মিসর এই তিনটি স্থানে মোসলেম জাতির বড় বড় সেনানিবাস ছিল। এই সৈন্যদের মধ্যে একদল বিপ্লব কামনা করিত। তাহারা মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়্‌ফা ও মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবকে সমর্থন করিত। এই সুযোগে এব্‌নে সাবা মিসরকে কেন্দ্র করিয়া তথায় তাহার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল; এবং তাহার মতাবলম্বী বিপ্লববাদীদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ এই বিপ্লববাদীদিগকে সাবাইয়া বলিয়া অভিহিত করেন। ইহারাই হঃ আলীকে রসুলুল্লার 'ওসী' অর্থাৎ প্রকৃত খালীফা বলিয়া দাবী করিত।[১]

(৪) ঘটনাক্রমে এই সময় ভূমধ্য সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও আফ্রিকাতে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। হঃ ওস্‌মান তখন বাধ্য হইয়া সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ ঐদিকে পাঠাইয়া-ছিলেন। যুদ্ধে যোগদান করিবার ভান করিয়া মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়্‌ফা ও মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর ঐ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইল ও তাহাদের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে চলাফেরার ও মেলামেশার সুযোগ পাইল, এবং ধীরে ধীরে ঐ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে খালীফা হঃ ওস্‌মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাবাইয়াগণ পূর্ব্বেই বিপ্লবী ছিল, সুতরাং তাহারা ইশারা পাইয়াই মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের ও মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়্‌ফার দলভুক্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মিসর বিদ্রোহীদের বড় কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িল। তাঁহারা উভয়েই বিদ্রোহীদের নেতা হইল, এবং প্রকাশ্যভাবে মিসরের গবর্ণর আবদুল্লা এব্‌নে আবী সুরাহ ও খালীফা হঃ ওস্‌মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

(৫) এইরূপে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবী দলের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি বৃদ্ধিতে তাহাদের অধিনায়ক মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর প্রমুখ খালীফার রাজধানী মদীনা অভিমুখে তাহাদের সমস্ত অভিযান চালাইতে সংকল্প করিল। তদনুসারে মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর কূফা ও বসরা নগরীতে অবস্থিত গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে তাহারা যেন ৪০০০ বিদ্রোহী সৈন্য সহ হজ করিবার বাহানা করিয়া হেজাজ অভিমুখে

১। এব্‌নে হেশাম; তারীখুল উম্মাত; আল ফাখ্‌রী।

রওনা হয়। সে ইহাও জানাইয়া দিল যে সে মিসর হইতে কমপক্ষে ৩০০০ বিদ্রোহী সৈন্য লইয়া হজ্জের ১৭।১৮ দিন পূর্ব্বে মদীনার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'গারেবীওয়াদী' তে আসিয়া কূফা ও বস্‌রার সৈন্য দলের জন্য অপেক্ষা করিবে। তাহার নির্দ্দেশ মত এই বিদ্রোহী সৈন্যদল মদীনার নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া শিবির স্থাপন করিল। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র হঃ আয়েশা, হঃ তাল্‌হা, হঃ জোবায়ের হঃ আবু আউয়ুব আন্‌সারী বিশেষ করিয়া হঃ আলী এই বাহিনীকে অনতিবিলম্বে এদেশ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন ও তাহাদিগকে খালীফা হঃ ওস্‌মানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ উত্থাপন করিতে নিষেধ করিলেন। ইত্যবসরে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মোহাম্মদকে তাঁহার সহিত একত্রে হজ্‌ করিবার জন্য মক্কা মো'য়াজ্‌জামাতে যাইতে বলিলেন। কিন্তু সে নানা প্রকার ওজুহাত দেখাইয়া সেখানে যাইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। উম্মুল মোমেনীনের মদীনা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর তাহার দলবল সহ মদীনা শরীফে হঃ ওস্‌মানের আবাস অবরোধ করিল। হঃ ওস্‌মান অনন্যোপায় হইয়া মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরকে মিসরের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া এক ফরমান তাহার হাতে দিলেন। তাহারা কিছুদূর যাইয়া পথিমধ্যে মিসরের গবর্ণরের নামে খালীফার প্রেরিত এক জাল পত্র হস্তগত করে, এবং অচিরাৎ সদলবলে খালীফার নিকট পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হয়। ঐ জাল পত্রে লেখা ছিল যে মোহাম্মদ ও তাহার সঙ্গিগণকে মিসরে পৌঁছা মাত্রই যেন কতল কিম্বা কয়েদ করা হয়। খালীফা বলিলেন যে তিনি চিঠির বিষয় কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু ঐ পত্র মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকামের হাতের লিখিত বলিয়া সৈন্যদের বিশ্বাস ছিল। বিদ্রোহী ও বিপ্লবী দল মার্‌ওয়ানকে তাহাদের হাতে সমর্পন করিতে জেদ ধরিল। অন্যথায় হঃ ওস্‌মানকে নিজ খেলাফত হইতে অবসর গ্রহণ করিবার দাবীও উপস্থিত করিল। হঃ ওস্‌মান ইহাদের কোনটিতেই স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর উত্তেজিত বিদ্রোহীও বিপ্লবীদল তিন সপ্তাহ অবরোধের পর তাঁহাকে শহীদ করিল।[১]

হঃ ওস্‌মানের কতল এক বড় অঘটন ব্যাপার। পরবর্ত্তী ইতিহাসে যে অনাচার ও উশৃঙ্খলতা দেখা যায়, ইস্‌লামের একতাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া যে দলাদলির সৃষ্টি হয়, ইস্‌লামের শরীয়ত ও আহ্‌কামের প্রতি একদল মোসলমান যে অমনোযোগ

১। খেলাফাতে রাশেদা; তারীখুল খোলাফা; এব্‌নে হেশাম।

ও হঠকারিতা দেখাইতে আরম্ভ করিল—ইহাদের সকলের মূলেই রহিয়াছে হঃ ওস্‌মানের কতল। ইহার গুরুত্ব এতই বেশী যে মাত্র ৬ মাস যাইতে না যাইতেই মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, মিসর বিপ্লবীদের এক বিরাট তাণ্ডব গৃহে পরিণত হইল। একধাপে মোসলেম জগত 'জঙ্গে জামাল' এর অগ্নি পরীক্ষায় পৌছিল।

হঃ তালহা, হঃ আলী, হঃ জোবায়ের ও হঃ সা'দ এব্‌নে ওক্‌কাস এই চারিজনই খালীফার জন্য উপযুক্ত ছিলেন। হঃ ওস্‌মানের কতলের কথা শুনিয়া হঃ সা'দ গৃহ-কোণে বসিলেন। কতিপয় বসরা ও কুফা বাসী হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরকে বিশেষতঃ হঃ আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়েরকে খালীফা পদের জন্য সমর্থন করিতে লাগিল। অধিকাংশ বিপ্লববাদীরা ও বিদ্রোহীনেতা মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর, আশ্‌তার নাখ্‌য়ী এবং ওমর এব্‌নে ইয়াসারের দল, প্রত্যেকেই হঃ আলীর খেলাফতের সমর্থক ছিলেন। উমাইয়া বংশধরগণ মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকামের নেতৃত্বে তৃতীয় খালীফা-নন্দন আব্‌বানকে খালীফার পদের জন্য উপযুক্ত মনে করিলেন।[১]

তিন দিন আপ্রাণ চেষ্টার ফলে মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের দলই সফলকাম হইল। তাহারা সমগ্র মদীনাবাসীদের ও হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের 'বায়'য়াত' গ্রহণ করিয়া হঃ আলীকে খালীফার মস্‌নদে উপবিষ্ট করাইলেন। হঃ আলী খালীফা হইয়াছেন সংবাদে হেজাজের উমাইয়া গবর্ণরদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইল। সিরিয়া প্রান্তরে আমীর মোয়াবিয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, এবং মিসরে বিদ্রোহীদলের অন্য নেতা (যিনি মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন) মোহাম্মদ এব্‌নে আবু হোজায়্‌ফা সেখানকার গবর্ণরকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।[২]

খালীফা হঃ ওস্‌মানের কতলের এবং তাঁহার পবিত্র অন্তঃপুরের পবিত্রতা বিনষ্ট করার নৃশংস সংবাদে এই 'মাহে হারামে' মোসলমানদের মধ্যে এমন একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা সমস্ত শান্তিপ্রিয় মোসলমান ও বিশেষ করিয়া সাহাবীদের হৃদয়কে আঘাত করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের সহ খালীফা হঃ আলীকে প্রথমেই বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। খালীফা হঃ আলীকে তাঁহাদের এই অভিপ্রায় জানাইলে তিনি তাহাদিগকে নানা কারণ দেখাইয়া বলিলেন যে বর্ত্তমানে প্রদেশে প্রদেশে যে সমস্ত অনুপযুক্ত গবর্ণর আছে, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করতঃ নিরপেক্ষ ও প্রবীণ সাহাবীগণ দ্বারা তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিয়া পরে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদিগের দমনের প্রতি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা হইবে।

১। এব্‌নে সা'দ—জুজ্‌য়ে আহ্‌লে মাদীনা, তার্‌জামায়ে মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম। ২। ঐ

বিদ্রোহীদিগকে এখন ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলে দেশে ভয়ানক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিবে।[১]

বুজর্গ সাহাবীদের জীবনব্যাপী সাধনায় রচিত ইস্‌লামের বাগিচা আজ এই ভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রবীণ সাহাবীগণ খালীফা হঃ আলীর এই পরামর্শকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে রসূলুল্লার সময়ের বিজয়ী বীর হঃ তাল্‌হা, কোরায়েশ খান্দানের প্রথম মোসলমানদের একজন ছিলেন। ইঁনি উম্মুল মোমেনীনের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠা ভগ্নী হঃ উম্মে কুলসুমের পাণি-গ্রহণ করেন। ইস্‌লাম বীর হঃ জোবায়ের রসূলুল্লার ফুফাত ভাই, তাঁহার দেহরক্ষী ও উম্মুল মোমেনীনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হঃ আস্‌মার স্বামী ছিলেন। হঃ ওমর দ্বারা খেলাফতের জন্য মনোনীত ৬ জনের মধ্যে ইঁহারা উভয়েই ছিলেন। তাঁহারা হঃ আয়েশার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। সময় কম বিধায় তাঁহারা হঃ আয়েশার জন্য মদীনায় অপেক্ষা না করিয়াই মক্কায় রওনা হইলেন।[২]

উম্মুল মোমেনীন যথারীতি হজ্‌ সমাধা করিয়া ফিরিবার পথে হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের নিকট খালীফা হঃ ওস্‌মানের শহীদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিলেন। তাঁহারা মদীনার ঘটনা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিলেন।[৩]

انّا تحملنا لقتلنا هرابًا من المدينة من غوغاء و اعراب و فارقنا قوما حيارى لا يعرفون حقًا و لا ينكرون باطلا و لا يمنعون انفسهم

আমরা মদীনা হইতে অত্যাচারী বিদ্রোহীদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া আসিতেছি, এবং নগরবাসী-দিগকে হায়রান ও পেরেশান অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের সত্যের সন্ধান, কিংবা মিথ্যার বিচারের ক্ষমতা এবং আত্মরক্ষার শক্তি নাই।

ইহা শ্রবণে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা তাঁহাদের এই সঙ্কট সময় কি করা কর্ত্তব্য পরামর্শ করিতে বলিলেন।

উম্মুল মোমেনীন, হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়রের সহিত বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার মানসে মক্কা শরীফ ফিরিয়া গেলেন। এই সময় হঃ ওস্‌মানের শহীদের কথা প্রচারিত হওয়ায় চারিদিক হইতে দলে দলে লোকজন উম্মুল মোমেনীনের সমীপে আগমন করিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট দেশে শান্তি স্থাপনের ও তাহাদের কার্য্য কলাপের

১। সমস্ত আরবী ইতিহাসেই এই বিষয় বর্ণিত আছে।
২। আল্‌-ফাখ্‌রী; খেলাফাতে রাশেদা; তারীখুল খোলাফা ৩। তারীখে তাবারী

'এস্লাহ্' এবং প্রস্তাব করিলেন এবং এই বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি এক নূতন দল গঠন করিতে মনস্থ করিলেন।

হঃ ওম্‌রা বেন্‌তে আব্দুর রাহ্‌মান এব্‌নে হঃ আবু বকর রওয়ায়েত করেন যে উম্মুল মোমেনীন এই সময় নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করিয়াছিলেন।[১]:—

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا '

যদি মোমেনদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিও। পুনরায় যদি একদল অন্য দলের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে এই দলের সহিত যুদ্ধ করিও, যে পর্য্যন্ত না উহা আল্লাহ্‌তায়ালার ঠিক পথে আসিয়া পৌছে। যখন ঠিক পথে আসে, তখন 'এন্‌সাফের' সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া দিও, কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা সন্ধি মহব্বৎ করেন।

তিনি আরও বলিলেন—"আমি জানি ওস্‌মানের বিদ্বেষী দল সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত রসুলুল্লার সাহাবীদের কার্য্যকলাপ হেয় জ্ঞান করা হইত না। ইহারা যাহা বলা অসঙ্গত ছিল, তাহাই বলিতে লাগিল, এবং যাহা প্রচার করা অনাবশ্যক ছিল, তাহাই প্রচারে লিপ্ত হইল। যে ভাবে নামাজ পড়া বিধি বিরুদ্ধ সেভাবে পড়িতে লাগিল। আমি তাহাদের কার্য্য কলাপের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে তাহারা সাহাবীদের অনুসরণ করিত না। সুতরাং এখন তাহাদের মধ্যে "এস্‌লাহ্" করা আমাদের প্রত্যেকের উপর ফরজ।"

দাওয়াতে এস্‌লাহ্' অর্থাৎ ইস্‌লাম আদর্শবাদ

হজের মৌশুম তখনও শেষ হয় নাই। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা যে আয়াত উল্লেখ করিয়া মোসলমানদিগকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কার্য্যে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ৬০০ হাজী তাঁহাকে সমর্থন করিবেন বলিয়া জানাইলেন। তাহাদের 'লাব্বায়েক' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। হাজী এব্‌নে আমের ও এব্‌নে মোনাব্বাহ্ আরবের দুইজন সর্দ্দার ২০,০০০০ দেরহাম্ এবং যুদ্ধোপযোগী ২০০০ উষ্ট্র সরবরাহ করিলেন। সৈন্যদের গতিবিধির দিক নির্ণয়ের জন্য উম্মুল মোমেনীনের তাঁবুতে মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করা হইল। উম্মুল মোমেনীনের এই রায় ছিল যে যখন 'সাবাইয়া' ও অন্যান্য বিদ্রোহী দল মদীনায় আছে, তখন সেইদিকেই সৈন্য-চালনা করা হউক। কিন্তু অন্যান্য দিক বিচার ও আলোচনা করিয়া বস্‌রার দিকে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা করা হইল। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা সৈন্যবাহিনী সমভিব্যাহারে

১। মোয়াত্তারে ইমাম মোহাম্মদ—বাবুত তাফ্‌সীর।

বস্‌রার দিকে রওনা হইলেন। কতিপয় উম্মাহাতুল মোমেনীন ও মোস্‌লেম জনসাধারণ অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। কিন্তু 'জাতুল আরাফ' নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহারা উম্মুল মোমেনীনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে উম্মুল মোমেনীনের নেতৃত্বে যে একদল গঠিত হইল, ইহাদিগকে 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌' এর দল বলিয়া অভিহিত করা হয়। মোসলমানদের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য নিরুপণ, নামাজ, রোজা, হজ্‌ ও জাকাত এবং যাবতীয় শরীয়তের আহ্‌কাম ও আদেশকে উত্তমরূপে প্রচার, শরীয়ত ও ইস্‌লামের বিরুদ্ধ আইন কানুন অবলম্বন করতঃ অমোসলমান-দের মত পোষণ করিয়া যাহারা মোর্‌তাদ হইতে চলিয়াছে—তাহাদিগকে সত্যপথে আনয়নই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এইভাবে যদি মোসলমানদের মধ্যে সমাজের ও ধর্ম্মের দিক দিয়া 'এস্‌লাহ্‌' এর কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা হইলে খালীফা হঃ ওস্‌মানের শহীদের ভিতর দিয়া মোসলমানদের মনে যে প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে, দেশবাসীর কল্যাণকর আন্দোলনেই তাহা সার্থক হইবে।[১]

দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল 'উমাইয়া দল' বলিয়া অভিহিত হয়। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যে উম্মুল মোমেনীনের এই 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌'কে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করা এবং খালীফা হঃ আলীর শাসন সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া দেওয়া। কিন্তু উম্মুল মোমেনীনের অধিনায়কতায় যে দলের সৃষ্টি হইল, ইহাদের দ্বারা বিদ্রোহী উমাইয়া দলের সমূলে ধ্বংস অনিবার্য্য ইহা তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিলনা। অপর দিকে তাহাদের খোলাখোলি ভাবে 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌'এর বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিবার ও সামর্থ্য ছিল না। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা নিজেদের দুরভিসন্ধি কৃতকার্য্য করিবার মানসেই বিরুদ্ধ দলের ভিতরে ঢুকিয়া কাজ করা ঠিক করিল। তাই তাহাদের নেতা মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম ভাবিল, এই সময় খালীফা হঃ আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত করিবার উৎকৃষ্টতম সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার বস্‌রা অভিযানের সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে এই বিদ্রোহীরা দলে দলে তাঁহার এই সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে লাগিল।[২]

তৃতীয় রাজনৈতিক দল 'সাবাইয়া' নামে পরিচিত। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উহারা বিপ্লববাদী ছিল। উহাদের দলের কতিপয় গুপ্ত বিপ্লবী যাহারা মক্কা

১। দারুল্‌ কোত্‌নী; সুনানে নাসায়ী, এব্‌নে সা'দ।

২। আল্‌-ফাখ্‌রী, এব্‌নে সা'দ; ইমাম্‌ শাফী কেতাবুল উম্ম

শরীফে ছিল, তাহারাও উম্মুল মোমেনীনের 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌' এর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিল। সাবাইয়া দলের উদ্দেশ্য ছিল শুধু খালীফার উচ্ছেদ নয়, খেলাফতকে ধ্বংস করা। কিন্তু তাহাদের সে সুযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রথমে কাজে পরিণত হওয়া দুষ্কর বিধায় তাহারা মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের দলে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার মতানুযায়ী হঃ আলীকে খালীফা পদে অভিষিক্ত করার অন্দোলন সমর্থন করিয়াছিল। হঃ আলী খালীফা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কলেকৌশলে কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদও লাভ করিয়াছিল। আশ্‌তার নাখ্‌য়ী সেনাপতি হইল, এবং ওস্‌মান এব্‌নে হানীফ বস্‌রার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা মক্কা শরীফে ছিল, তাহারা উম্মুল মোমেনীনের দলকে ভাঙ্গিবার জন্যই ইহার সঙ্গে মিলিত হইল।[১]

এইভাবে ইসলাম জগত বিভক্ত হইয়া গেল। 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌'এর দল রক্ষনশীল ও সংস্কার অভিলাষী। ইহাদের বিরুদ্ধে দুইটি দল গঠিত হয়—উমাইয়া ও সাবাইয়া। 'উমাইয়া' মধ্যমপন্থী—তাহারা খালীফা হঃ আলীকে চায় না, কিন্তু খেলাফত চায়। ইহাদিগকে আমরা বিদ্রোহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। 'সাবাইয়া' দল চরম পন্থী—ইহারা খালীফাকে চায় না এবং খেলাফতকেও চায়না। ইহাদিগকে আমরা বিপ্লবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা মক্কা শরীফ হইতে বসরা অভিমুখে ২০০০ লোক সহ রওনা হইলেন। এক মন্‌জিল অতিক্রম করিয়া যাইতে না যাইতেই আরও ৩০০০ সৈন্য তাঁহার "দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌" এর বাহিনীতে আসিয়া যোগ দিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক পক্ষকাল মধ্যে ৩০,০০০ সৈন্য তাঁহার দলে সমবেত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে নানা মতাবলম্বী লোক ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উমাইয়া ও সাবাইয়া দল কি ভাবে নিজেদের ষড়যন্ত্র চালাইবার জন্য যোগদান করিয়াছিল। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করার পর উমাইয়া দল এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক ষড়যন্ত্র চালাইল। তাহারা প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে উম্মুল মোমেনীন এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের মধ্যে কে খালীফা হইবেন ? যেই মাত্র এই কু-চক্র উম্মুল মোমেনীনের কর্ণ-গোচর হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি এই চক্রান্তকে এক কথায়ই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এর্‌শাদ হইল—"তাল্‌হা ও জোবায়েরের মধ্যে কেহই খেলাফত-আশায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই।" পুনরায় ইহার ৩।৪ দিন পরে আর একটি ষড়যন্ত্র দেখা দিল যে খেলা-ফতের মীমাংসা ত পরে হইবে, কিন্তু হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের মধ্যে নামাজের ইমামতীর

১। সমগ্র আরবী ইতিহাসেই এই ঘটনা আছে।

জন্য যোগ্যতর কে? উম্মুল মোমেনীন ইহা শ্রবণমাত্রই হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের পুত্রদ্বয়কে এক একদিন করিয়া ইমামতী করিবার আদেশ দিলেন।

এই সৈন্যবাহিনী যখন হাওয়াব নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এই বাহিনীর ভিড় দেখিয়া ইহার কুকুরগুলি চীৎকার করিতে লাগিল। ইহাদের চীৎকার শুনামাত্রই রসুলুল্লার এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উম্মুল মোমেনীনের স্মরণ হইল। রসুলুল্লা একদিন নিজ মহিষিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন— أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ

—"আল্লাহ্‌তায়ালা জানেন, আপনাদের মধ্যে কাহাকে দেখিয়া হাওয়াবের কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করিবে।" ইহা স্মরণ হওয়া মাত্রই তিনি সৈন্যসামন্ত সহ ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীদের অনুরোধে মোসলমানদের মধ্যে 'এস্‌লাহ' এর ব্যবস্থা হইবে ভরসায় তিনি ঐখানেই রহিয়া গেলেন।

হজরত জোবায়ের বলিলেন :--

قَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ تَرْجِعِيْنَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يُّصْلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ

আপনি ফিরিয়া যাইবেন? আপনার ওসীলাতে মোসলমানদের মধ্যে 'এস্‌লাহ্' স্থাপন হইতে পারে।

(মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিলদ ৫২, ৯৭ পৃঃ)

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই কাহিনীর উদ্দেশ্য "এস্‌লাহ্" স্থাপন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

উম্মুল মোমেনীন বসরা শহরের সন্নিকটে পৌঁছিয়া 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ'এর ঘোষণা করিবার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে তথায় পাঠাইলেন, এবং শহরের আরবীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকেও চিঠি লিখিলেন। বসরাতে পৌঁছিয়া তিনি তথাকার কাজীউল কুজাত সাহাবী কা'ব এব্‌নে সাওরের গৃহে পদার্পণ করিলেন। যখন বিশিষ্ট সর্দ্দার তাঁহার দলে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইয়া বুঝাইলেন। সর্দ্দার নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"আমার বড়ই লজ্জা হয়, আপন মায়ের কথা কিরূপে না মানিয়া পারি?"

নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ গোপন রাখিয়া যে সব সাবাইয়া হঃ আলীর পক্ষে ভিড়িয়া উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন, বসরার গবর্ণর ওস্‌মান এব্‌নে হানীফ তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁহারই মত সাবাইয়া দলভুক্ত এম্‌রান ও আবুল আস্‌ওয়াদ নামক দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উম্মুল মোমেনীনের বসরায় আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য

তাঁহার খেদমতে পাঠাইলেন। তাঁহারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে উম্মুল মোমেনীন প্রায় ২০,০০০ লোকের সম্মুখে নিম্নলিখিত বাণী এর্‌শাদ ফরমাইলেন।[১]

"আল্লাহ্‌ তায়ালার শপথ। আমার মত সম্মানিতা মহিলা কোন কথা অপ্রকাশ্য রাখিয়া গৃহের বাহিরে আসিতে পারে না; না কোনও জননী আপন ছেলেদের নিকট কোন বিষয়ের সত্য গোপন রাখিতে পারে। ঘটনা এই যে কাণ্ডহীন বিদ্রোহী ও বিপ্লবী দল মদীনাস্থ, খালীফার পবিত্র অন্তঃপুর আক্রমণ করিয়া ইহার পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে ও অধিকন্তু তাহারা নির্দোষ খালীফাকে কতল করিয়াছে, নিরপরাধকে বধ করা বৈধ বিবেচনা করিয়া রক্তের স্রোত বহাইয়াছে। যে সম্পত্তিতে হাত দেওয়া অন্যায় [অর্থাৎ বিধবা ও এতীমদের মাল] তাহাও লুণ্ঠন করিয়াছে। নবীর পবিত্র অন্তঃপুরের মর্য্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখে নাই। পবিত্র জীল্‌হাজ্‌ মাসেরও সম্মান করিল না। লোকদিগকে বেইজ্জতি করিয়া নির্দোষ মোসলমানগণকে মারপিট করতঃ জবরদস্তি তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য এই বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদল আল্লাহ্‌তায়ালার ও রসুলের অভিশাপের উপযোগী। তথায় মোসলমানদের আত্মরক্ষা করিবার সমর্থ নাই।

'আমি 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ্‌' এর জন্য এই বাহিনী লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, যেন জনসাধারণকে অবগত করাইতে পারি যে যাহারা পশ্চাতে আছে, তাহাদের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এই আদেশকে কিরূপ ভাবে অমান্য করা হইয়াছে :—

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

(১১৩) যাহারা সাদ্‌কাতে অথবা নেক কাজে কিংবা এস্‌লাহ (সন্ধি) স্থাপনে লোকদিগের মধ্যে নসীহতের কথা কহে (পরামর্শ দান করে), ইহা ব্যতীত তাহাদের বহুত গোপন পরামর্শে কল্যাণ নাই।

(সুরায়ে নেসা)

'আমি 'এস্‌লাহ্‌'এর বাণী লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি। যাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুল প্রত্যেক ছোট বড়, নর ও নারীর উপর আদেশ করিয়াছেন। ইহাই হইয়াছে আমার উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমি তোমাদিগকে এই পুণ্য কাজ সমাধা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী-দিগকে দমন করিয়া তোমাদিগকে [মোসলমানদিগকে] একতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চাই।"[২]

উম্মুল মোমেনীনের এই বিবৃতি শুনিয়া এম্‌রান ও আবুল আস্‌ওয়াদ তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় উম্মুল মোমেনীনের নিকট গেলেন। তিনি আবুল আস্‌ওয়াদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে আবুল আস্‌ওয়াদ! সাবধান! তোমার কুপ্রবৃত্তি যেন তোমাকে

১। একৃদুল ফারীদ; ওয়াকেয়ায়ে জামাল; তাবাকাতে এব্‌নে সা'দ।

২। সাইয়েদ সোলায়মান নাদ্‌বী—সীরাতে হজরত আয়েশা।

দোজখের দিকে চালনা না করে। পুনরায় তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া তাহাকে শুনাইলেন :—

(১৩৫) হে মোমেনগণ, আল্লাহ্ তায়ালার জন্য ন্যায় অনুসারে সাক্ষ্য দান করিতে তোমরা প্রস্তুত থাক... ....সুরায়ে নেসা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

ইহা শ্রবনের পর এমরান সাবাইয়া মত পরিত্যাগ করিল, এবং তিনি বসরার গবর্ণরকেও মত ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গবর্ণর বিরত হইলেন না। পরদিন শুক্রবার ছিল। তিনি (গবর্ণর) কায়েস নামক এক ব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতে ঠিক রাখিয়া জামে মস্‌জিদে বসাইয়া দিলেন। লোকজন জুমু'আর নামাজের জন্য একত্রিত হইলে কায়েস যেন নিম্নলিখিত বক্তৃতা করে :—

"সমবেত জনমণ্ডলী! আমার নাম কায়েস। বাহিরে শিবির সন্নিবেশিত ব্যক্তিগণ যাহারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারা যদি বলেন যে অত্যাচারীদের ভয়ে এখানে আসিয়া তোমাদের আশ্রয় চাহিতেছেন, তবে ইহা কিছুতেই সত্য মনে করিওনা। কেননা তাঁহারা মক্কা হইতে এখানে আসিয়াছেন, যেখানে এমনকি পক্ষীকেও কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। যদি তাঁহারা ইহা মনে করিয়া আসিয় থাকেন যে হঃ ওস্‌মানের রক্তের প্রতিশোধ লইবেন, তাহা হইলে ত আমরা হঃ ওস্‌মানের হত্যাকারী নহি। আমার কথা শুন, এবং তাঁহাদিগকে স-সম্মানে যেখান হইতে আসিয়াছেন সেইখানে ফিরাইয়া দাও।"

বক্তার এই ভ্রমাত্মক উক্তি শ্রবণে জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন :—

"তাঁহারা কী ইহা প্রচার করিতেছেন যে আমরা হঃ ওস্‌মানের হত্যাকারী? কখনও না। তাঁহারা কেবল 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর বাণী লইয়া আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। যেরূপ তুমি বলিতেছ যে ইহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি ইহা সত্য হয়, তবে এই নগরবাসিদের কে এতগুলি লোকের হেফাজাতের দায়িত্ব গ্রহন করিবে?"

এই বক্তৃতাও প্রথমোক্ত বক্তৃতা হইতে কম হৃদয়-স্পর্শী ছিল না। এদিকে এই জন পূর্ণ মস্‌জিদে বক্তৃতা ও বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, অপর দিকে উম্মুল মোমেনীন, হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের নিজ পক্ষীয় লোকদিগের সহিত ময়দানে আসিয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ হঃ তাল্‌হা এবং হঃ জোবায়ের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে মতানৈক্যের ভাব দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা তেজস্বিনী ভাষায় জলদগম্ভীর স্বরে নিম্নলিখিত বিষয় হাম্‌দ ও না'ত এর পর এর্‌শাদ করিলেন।

"ওস্‌মানের কার্য্য-কলাপ বিষয় লোকমতের অমিল ছিল, সমালোচকগণ তাঁহার (খালীফার)

নিযুক্ত গবর্ণরদের কুৎসা রটনা করিত। মদীনাতে আসিয়া তাঁহারা আমার পরামর্শ ও উপদেশ চাহিত। আমি তাঁহাদের নিকট শান্তি রক্ষার জন্য ও খালীফার বিরুদ্ধাচরণ না করিবার জন্য যে অভিমত প্রকাশ করিতাম তাহা তাঁহারা বুঝিত। ওস্মানের বিরুদ্ধে যে সকল বিষয়ে তাঁহারা নালীশ করিত তৎসম্বন্ধে যখনই আমি আলোচনা ও গবেষণা করিতাম, তখনই ওস্মানকে বে-কসুর, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী পাইতাম, এবং যাহারা এই শোরগোল করিত, তাহাদিগকে বিপ্লবী, দোষী ও মিথ্যাবাদী বলিয়া বুঝিতে পারিতাম। ইহাদের মুখে এক, মনে আর। ইহাদের সংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল, তখন ইহারা বিনা অপরাধে ও অকারনে খালীফার হেরেমে প্রবেশ করিল। যাহার রক্তপাত করা অন্যায় তাহাই করিল। যে আসবাব-পত্র ধন সম্পদ গ্রহন করা অসঙ্গত, তাহাই করিয়া লইল, এবং যে স্থানে পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দরকার ছিল, তাহাই বেইজ্জতী ও বে-হুর্মতী করিয়াছিল।

'হুশিয়ার! যে কাজ এখন করা সমীচীন, এবং যাহা করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া অন্যায়, তাহা এই :—
'হত্যাকারীদিগকে গ্রেপ্তার ও পবিত্র কোর্আনের আদেশ পালন। আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন :—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
وَهُم مُّعْرِضُونَ

(২২) যাহাদিগকে আসমানী কেতাবের এক অংশ প্রদত্ত হইয়াছে ও আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র কেতাবের দিকে যাহারা আহুত হইতেছে, যেন তাহারা নিজদের মধ্যে হুকুম-জারী করে, (হে নবি!) তুমি কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তৎপর তাহাদের একদল অগ্রাহ্য করিল, বস্তুতঃ তাহারা অগ্রাহ্যকারী। (সুরায়ে আল্ এম্‌রান)

তিনি পুনরায় জ্বালাময়ী তেজস্বিনী ভাষায় আরও বলিলেন :—

"তোমাদের উপর আমার মাতৃত্বের দাবী, সুতরাং তোমাদিগকে উপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে। যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমান বান্দা তাহারা ব্যতীত আমাকে আর অন্য কেহ দোষারোপ করিতে পারে না। রসুলুল্লা আমারই বুকের উপর পবিত্র মস্তক রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন, এবং আমিই রসুলুল্লার প্রিয়তমা মহিষী ছিলাম। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে অন্যান্য সকলের তুলনায় সব দিক দিয়াই বেশী হেফাজতে রাখিয়াছেন। আমারই জন্য মোমেন ও মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হইল। আমারই ওসীলাতে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগের জন্য 'তাইয়াম্মুম' নাজেল করিয়াছেন।

'অতঃপর আমারই পিতা দুনিয়ার তৃতীয় মোসলমান। তিনিই ইস্‌লামের সিদ্দীক। রসুলুল্লা এন্তেকাল করিলেন, তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া এবং খেলাফতের হার তাঁহারই কণ্ঠে ভূষিত করিয়া। ইহার পর ইসলাম-রজ্জু যখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আমারই পিতা উহার দুই দিক দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপ্লবের বন্যা সংযত করিয়া দিলেন। যিনি ধর্ম্মদ্রোহিতার ফোয়ারা শুষ্ক করিয়া দিয়াছিলেন; যিনি ইহুদিদের বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। তখন তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রতীক্ষা করিতেছিলে। দাঙ্গা হাঙ্গামা তোমাদের প্রবল-

বিবরে প্রবেশ করিতেছিল। তিনিই তখন এই ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে একতা সংস্থাপন করেন। তিনিই অকর্ম্মণ্যকে কর্ম্মপ্রেরণা দিয়াছিলেন, পতিতকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং হৃদয় কন্দরের লুক্কায়িত ব্যাধি সমূহ দূরীভূত করিয়াছিলেন। যাহারা আবে-রাহ্‌মাত পান করিয়া নিজদের আত্মাকে তৃপ্তি দান করিতে পারিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা তৃষ্ণার্ত্ত ছিলেন, তিনিই তাঁহাদিগকে রাহ্‌মাতের দরিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহারা একবার পিপাসা মিটাইলেন, তাহাদিগকে পুনরায় পান করাইলেন। যখন তিনি কপটতার মূল উৎপাটন করিলেন, যখন তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন, যখন তিনি তোমাদের পথ-সম্বলের গাঠরীকে রশ্মি দ্বারা সংবদ্ধ করিলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে জগত হইতে উঠাইয়া নিলেন।

'অবশেষে এমন একজনকে তিনি স্থলাভিষিক্ত করিয়া গেলেন—যাহার উপদেশকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে তোমরা নিরাপদ হইতে, এবং পথভ্রষ্টতা হইতে মদীনার দুই পাহাড়ের দূরত্বের মত দূরে থাকিতে। তিনি শত্রুদিগকে শাস্তি দিতেন ও যাহারা তাঁহার কার্য্যকলাপ পছন্দ করিতনা তাহাদের নিকট হইতে তিনি বিমুখ থাকিতেন। ইস্‌লামের কল্যাণার্থে তিনি কত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন। তিনি পূর্ব্বাধিকারীর পদানুসরণ করিয়াছেন এবং তিনিই কলহ ও বিপ্লবের মূলকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছিলেন। পবিত্র কোর্‌আনের কোন অনুজ্ঞাই তিনি পালনে ত্রুটী করেন নাই।

'প্রশ্ন উঠিতে পারে কেন সসৈন্যে বহির্গত হইয়াছি? আমার অভিপ্রায় পাপের অনুসন্ধান নহে, বিবাদের সৃষ্টিও নহে; বিবাদের বিনাশই আমার কাম্য। সতর্কতা এবং 'এস্‌লাহ' এর জন্য আমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সত্যতা ও বিচারের সহিত ব্যক্ত করা হইল। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট মোনাজাত ও তাঁহার রসুলের উপর দরুদ পৌঁছে এবং তোমরা তোমাদের উপযুক্ত পয়গম্বরের উপযুক্ত খালীফার একান্ত অনুগত থাক। আমীন্!"

এই বক্তৃতা এতদূর মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে শ্রোতৃবৃন্দ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন। এমন কি শত্রুর পক্ষ ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"আম্মা! আপনি যাহা বলিতেছেন সমস্তই সত্য।"

এই বক্তৃতার ফলে বিপক্ষদের মধ্য হইতেও অনেকেই আসিয়া উম্মুল মোমেনীনের 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর দলে যোগদান করিল। এই অবস্থা দেখিয়া মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম, আশ্‌তার নাখ'য়ী, হোকায়েম ও কতিপয় বিদ্রোহী নেতাগণ আপোষে নানা প্রকার অশ্লীল তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল। একদল অন্যদলকে গালি দিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন নিজ সৈন্যবাহিনীকে এই গোলযোগের ক্ষেত্র হইতে একটু দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। বসরার গবর্ণরের কতিপয় সেনাপতিগণও এ সময় উম্মুল মোমেনীনের দলভুক্ত হইলেন।

উম্মুল মোমেনীনের এই বক্তৃতার ফলে বসরার গবর্ণর ওস্‌মান এব্‌নে হানীফের দল হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধিকাংশ শান্তিপ্রিয় সৈন্য হঃ আয়েশার 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর দলে আসিয়া যোগদান করিলেন। ইহা দেখিয়া বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদলের নেতাগণ—মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম, আশ্‌তার নাখ্‌য়ী, হোকায়েম, আবুল আস্‌ওয়াদ ও বসরার গবর্ণর এক মন্ত্রণা সভার আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে প্রকারেই হয়, উম্মুল মোমেনীনের 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিতে হইবে, নতুবা তাহাদের আর উপায় নাই। প্রথমে বিদ্রোহী নেতা হোকায়েম উম্মুল মোমেনীনের বদনাম রটনা করিতে লাগিল, এমনকি 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর সৈন্যদিগের মধ্যেও তাঁহাকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করিতে সুরু করিল। এই মিথ্যার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কায়েস বংশীয় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হোকায়েমের তীরের আঘাতে জীবন দান করিল। হোকায়েম ও তাহার দলের এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া উম্মুল মোমেনীন নিজ সৈন্যবাহিনীকে এই কলহ হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা এই বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া প্রায় ৩০০ জনের প্রাণ বিনাশ করিল। যখন এই ষড়যন্ত্রকারী হোকায়েম ও তাহার দলকে বারন করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল, তখন উম্মুল মোমেনীন তাহাকে ডাকিয়া তাহার এই আক্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হোকায়েম তাহার বিদ্রোহীদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার আশায় উম্মুল মোমেনীনের আহ্বানে উত্তর দিল ও এক সর্ত্ত পেশ করিল যে মদীনায় উভয় পক্ষের প্রতিনিধি পাঠাইয়া জ্ঞাত হওয়া যাউক যে হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের হঃ আলীর হাতে স্বেচ্ছায় 'বায়'য়াত' করিয়াছিলেন কিনা, যদি করিয়া থাকে, তবে কেন তাঁহারা খালীফার বিরুদ্ধে এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন? যদি অনিচ্ছায় 'বায়'য়াত' গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বসরা উম্মুল মোমেনীনের করতলগত হইবে এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে তাঁহার 'দা'ওয়াতে এসলাহ' কে ফলবতী করা হইবে। হোকায়েমের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার এই সন্ধির ফলে উম্মুল মোমেনীনের সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে। কেননা সে জানিত যে হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের স্বেচ্ছায় হঃ আলীর হাতে 'বায়'য়াত' করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিনিধিগণ মদীনায় যাইয়া জানিতে পারিল যে হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের তাঁহাদের অনিচ্ছা স্বত্বেও হঃ আলীর হাতে 'বায়'য়াত' করিয়াছেন। হঃ আলী প্রতিনিধিগণের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া স্বয়ং উম্মুল মোমেনীনকে বসরার গবর্ণর ওস্‌মান এব্‌নে হানীফের মারফতে লেখিলেন—"তাল্‌হা ও জোবায়ের তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার হাতে

'বায়'য়াত' করিয়া থাকিলেও তাহা এইজন্য করা হইয়াছে যেন মোসলমানদের মধ্যে সুদূর ভবিষ্যতে বিভিন্নতা ও দলাদলির সৃষ্টি না হয়।"

প্রেরিত প্রতিনিধিগন মদীনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিল। এদিকে হঃ আলীর কূফা হইতে প্রেরিত পত্রও উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে পেশ করা হইল। হোকায়েমের ও তাহার দলের সর্ত্তানুসারে, বসরা এখন উম্মুল মোমেনীনের করতলগত হইল। হোকায়েম বড়ই সঙ্কটে পড়িল। সে তাহার দলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে যেই প্রকারেই হয় উম্মুল মোমেনীনের এই সৎ উদ্দেশ্যকে বিফল ও অকৃতকার্য্য করিতেই হইবে। বিপ্লবী হোকায়েম এক ষড়যন্ত্র আটিল। খালীফা হঃ ওস্‌মানের হত্যার অপরাধে অপরাধী ৪০ জন পারশ্যবাসী মোসলমান বিপ্লবী হোকায়েমের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া উম্মুল মোমেনীনের সমীপে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিল। তাঁহারা হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের সন্তানদ্বয়ের ইমামতীর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইতে উম্মুল মোমেনীনের সমীপে উপস্থিত হইতেছে, এইকথা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিল। কিন্তু তাহাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল যে এই সাক্ষাতের সুযোগে উম্মুল মোমেনীনকে কতল করা। কিন্তু রোবাব ও আজ্‌দ্‌ কাবীলার শিবির প্রহরীগণ তাহাদের এই কু-অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল এবং শিবির নিকটবর্ত্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবির প্রহরীগণ কর্ত্তৃক তাহারা সকলেই নিহত হয়। এই কু-অভিসন্ধিতে বিফল মনোরথ হইয়া হোকায়েম প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে ৪০০ বিপ্লবী যাহারা প্রকৃতই খালীফা হঃ ওস্‌মানের হত্যাকারী ছিল, তাহাদিগকে বধ করিয়া এই 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর পন্থীরা জয় যুক্ত হইলেন। বসরা নগরী তাহাদের করতলগত হইল। মদীনা, কূফা ও দামেশ্‌কে এই বস্‌রা বিজয়ের সংবাদ ও খালীফা হঃ ওস্‌মানের কতিপয় প্রকৃত হত্যাকারীদিগের বধের কথাও প্রেরিত হইল।

এই বস্‌রা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উম্মুল মোমেনীন নিম্নলিখিত পত্রখানা কূফা বাসী সর্দ্দারগণকে লিখিয়াছিলেন।

"বা'দ হাম্‌দ্‌ ও না'ত। আমি তোমাদিগকে পবিত্র কোর্‌আন বানীর দিকে আহ্বান করিতেছি। আল্লাকে ভয় কর। তাঁহার আদেশ-রজ্জুকে মজবুতির সহিত আকড়াইয়া ধর। আমি বসরা নগরীতে আসিয়াই পবিত্র কোর্‌আন শরীফের আদেশের দিকে নগর বাসীকে আহ্বান করিয়াছি। পবিত্রাত্মা উম্মতগণ আমার এই বাণীর অনুসরণ করিয়াছেন। আর কু-চক্রান্তকারীরা

আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তাহারা আমাকে ওসমানের মতই হত্যা করিবার মনস্থ করিয়াছিল। তাহারা আমাকে 'কাফের' বলিয়াছে এবং আমার বিষয়ে অনেক কু-কথা রটাইয়াছে, যাহা তাহাদের বলা উচিত ছিল না। আমি তাহাদিগকে কোর্আন শরীফের এই আয়াত শুনাইয়াছি ও এই আদেশানুযায়ী কাজ করিবার জন্য বলিয়াছি :—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ *

"আল্লার এই বাণী শুনিয়া অনেকে আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন, বিরুদ্ধবাদিগণ আমার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। বসরার গবর্ণর ওস্মান এব্নে হানীফ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার আদেশ দিয়াছিল, তবুও আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে আমরা জয়ী হইয়াছি। আমি ২৬ দিন পর্য্যন্ত আল্লার বাণীর দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারা যেন প্রকৃত অপরাধী ব্যতীত অন্য কাহাকেও হত্যা না করেন। বিপক্ষ দল আমার বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত করিয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি ও সন্ধি করিয়াছি। ইহার পরেও তাহারা সন্ধির সর্ত্ত অনেক ভঙ্গ করিয়াছে এবং সৈন্য সমবেত করিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা রোবাব্ ও আজ্দ্ বংশীয় লোক দ্বারা আমার সাহায্য করিয়াছেন। সাবধান! ওস্মানের হত্যাকারী ব্যতীত আর কাহাকেও স্পর্শ করিও না। তাহাদের সহিত ভদ্রতার সহিত মিলিও; কিন্তু তাহাদিগকে আশ্রয় দিও না। যাহারা পবিত্র কোর্আনের আদেশ অনুযায়ী শাস্তির উপযুক্ত তাহাদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করিও না, যেন তোমরাও এই জালেমদের দলে শামিল না হও।"

এই সময় উম্মুল মোমেনীন কতিপয় আরবীয় কাবীলার সর্দ্দারদের নিকটেও নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

"আল্লাহ্'র প্রশংসা ও রসুলের উপর দরুদ। তোমাদের নিজ নিজ কাবীলার লোকজনকে বিপ্লববাদী ও বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য ও আশ্রয়দান হইতে বিরত রাখ। তাহারা ওস্মানের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে মোসলেম ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও একতাকে নষ্ট করিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র কোর্আন ও রসুলুল্লার 'হাদীস' এর অবমাননা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু এই পবিত্র কোর্আনের আদেশ অমান্য করিবার জন্য লোকজনকে উত্তেজিত করিয়াছে, এবং আমাকে 'কাফের' বলিয়াছে। আমার সম্বন্ধে অসত্য প্রচার করিতেও ত্রুটী করে নাই। পবিত্রাত্মা উম্মতগণ বিপ্লবীদের এই গর্হিত কার্য্যকে অত্যন্ত পাপের কাজ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, এবং তাহাদের এই বিপ্লবী ও মিথ্যা রটনাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই বিপ্লবিগণ শুধু তাহাদের খালীফার প্রাণ নাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, এমনকি উম্মুল মোমেনীনকে নিহত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কেননা তিনি আল্লাহ্'র শাশ্বত বাণী প্রচারে রত আছেন। বসরার গবর্ণর ওস্মান এব্নে হানীফ মূর্খ পারশ্যবাসিগণকে

*এই আয়াতের অর্থ ১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য

সমবেত করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। আমি ২৬ দিন পর্য্যন্ত আল্লার পবিত্র কোর্‌আনের বাণী শুনাইয়াছি, যেন তাঁহারা সত্য পথের অন্তরায় না হয়। কিন্তু তাহারা আমার সঙ্গে কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে। তাহারা তাল্‌হা ও জোবায়েরের 'বায়'য়াত' হইবার বিষয় লইয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে, আমি মদীনাতে সব সংবাদ বিস্তারিত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। তাঁহারা সত্য ঘটনা জানিয়া আসিয়া বলা সত্বেও এই বিদ্রোহীদল আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হয় নাই। ইহাতেও তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, আমাকে কতল করিবার জন্য গোপনে এক রাত্রে আমার শিবির দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। খান্দানে কায়েস, রোবাব্‌ ও আজদ্‌ সৈন্য যাহারা আমার শিবির পাহারা দিত, তাহাদের সতর্কতার জন্য বিপ্লবীদল এই হীন কার্য্যে কৃতকার্য্য হয় নাই। যাহা হউক আল্লাহ্‌তায়ালাকে ধন্যবাদ। বসরার জন সাধারণ তাল্‌হা ও জোবায়েরের মতে মত দিয়াছে যে তাহারা বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদিগকে শাস্তি দিবে, এবং তাহারা তাওবা করিয়া ঠিক পথে আসিলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। (তারিখ ২৬শে রবীউল আউয়াল, সন ৩৬ হিজ্‌রি)।"[১]

তৃতীয় খালীফা হঃ ওস্‌মানকে কতল করিয়া বিপ্লবীদল যে দাবানলের সৃষ্টি করিল, হঃ আলী খেলাফতের শাসন দণ্ড হাতে লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোস্‌লেম জগতের চতুর্দ্দিক হইতেই তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিজ অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের হঃ আলীর সহিত একমত হইতে না পারিয়া মদীনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে হঃ ওস্‌মান কর্ত্তৃক নিযুক্ত মিসরের গবর্ণর আবী সুরাহ্‌কে কতল করিয়া ঐস্থানে মোহাম্মদ এব্‌নে আবী হোজায়্‌ফা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দামেশ্‌ক নগরীতে বসিয়া আমীর মোয়াবিয়া শামরাজ্যের (বর্ত্তমানে এশিয়া মাইনর) স্বাধীনতা ও মোসলেম সম্রাজ্যের একচ্ছত্র খেলাফাত-মসনদের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাই তিনি খালীফা হঃ ওস্‌মানের রক্তাক্ত পরিচ্ছদ ও তাঁহার মহিষী হঃ নায়েলার বিছিন্ন অঙ্গুলি চতুষ্টকে ইস্‌লাম পতাকার শামিল করিয়া হঃ আলীর বিরুদ্ধে আন্দোলন এই বলিয়া সুরু করিলেন যে হঃ আলীরই প্ররোচনায় হঃ ওস্‌মানকে কতল করা হইয়াছে। হঃ আলীর নিযুক্ত বসরার গবর্ণর ওস্‌মান এব্‌নে হানীফ নিজ কার্য্য কলাপ দ্বারা বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিচয় দিলেন। একমাত্র কুফার গবর্ণর সাহাবী হঃ আবু মুসা আশ্‌য়ারীই খালীফা হঃ আলীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসী ছিলেন। বিদ্রোহীগণ চারিদিকে এইভাবে মস্তক উত্তোলন করায় খেলাফত প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার অবস্থায় আসিয়া পড়িল। খালীফা ইহার একত্র ও

১। উম্মুল মোমেনীনের এই বক্তৃতা সমূহ এব্‌নে আবদুর রাব্ব্‌ প্রণীত একদুল ফারীদ ও শাহ ওলী উল্লা সাহেবের এজলাতুল খেপা ও প্রায় আরবী ইতিহাসেই আছে।

গৌরবময় একচ্ছত্র প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে দেখা করিবার মানস করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই উম্মুল মোমেনীন, হঃ এব্‌নে আব্বাস সমভিব্যহারে হজ্ করিবার জন্য রাজধানী মদীনা পরিত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফে গিয়াছিলেন। হজের মৌসুম শেষ হইবার পরেই হঃ এব্‌নে আব্বাস মদীনা ফিরিয়া আসিয়া খালীফা হঃ আলীকে উম্মুল মোমেনীনের 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর আন্দোলন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া বলিলেন ও তাঁহার বসরা গমনের সংবাদ দিলেন। খেলাফতের বিপ্লবী বহুল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া মোস্‌লেম জাহানকে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে খালীফা হঃ আলী তখন উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে মোলাকাত করিবার জন্য ৭০০ বিশ্বস্ত সৈন্যসহ কূফা হইয়া বসরা অভিমুখে রওনা দিলেন।[১]

দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি একা যাইতে পারিলেন না। তখন ছিল দলাদলির সময়। তিন দল লোক তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল—মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের দল, উমাইয়াদল, এবং সাবাইয়াদল। মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর হঃ আলীর সমর্থক। হঃ আয়েশার বসরা অভিমুখে যাত্রাকালীন উমাইয়া এবং সাবাইয়া দল নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনার্থে যেভাবে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল এখনও তাহারা তাহাই করিল। হঃ আলীর দলে ঢুকিয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে কার্য্য করতঃ আমীর মোয়াবিয়াকে খালীফার পদে অভিষিক্ত করিবে ইহাই ছিল উমাইয়াগণের ষড়যন্ত্র। সাবাইয়াগণ হঃ আলীর সহিত মৌখিক ভাবে মিলিত হইল বটে কিন্তু খেলাফতের উচ্ছেদই তাহাদের কাম্য ছিল। কূফা নগরীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হঃ আলীর সঙ্গে প্রায় ৭০০০ চক্রান্তকারী সৈন্য যোগ দিল। বসরায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই এই সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ২০,০০০ এ পরিণত হইল। বড়ই পরিতাপের বিষয় প্রথমে উম্মুল মোমেনীন যেমন উমাইয়া ও সাবাইয়াদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই, তদ্রূপ হঃ আলীও পারিলেন না। শুধু তিনি ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য সন্দেহ পোষণ করিতেন। মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের অনুরোধে নিঃসন্দেহ চিত্তে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়া ছিলেন। বসরায় উপস্থিত হইয়াই তিনি ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়া ফেলিলেন। যথা সময় উম্মুল মোমেনীনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। এই সাক্ষাৎকারে তিনি উম্মুল মোমেনীনকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন যে তাঁহার কিংবা উম্মুল মোমেনীনের—উভয়ের সৈন্যদল মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদলের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। সাম্রাজ্যের

১। তাবারী ৬ষ্ঠ জিল্‌দ

কল্যাণের জন্য এই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সৈন্যগণ হইতে মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। হঃ তাল্হা ও হঃ জোবায়ের এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে উভয় পক্ষের বিদ্রোহী ও বিপ্লবিগণকে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা নিজ নিজ দল হইতে বিতাড়িত করা হইবে।[১]

এই সিদ্ধান্তের পরই উভয় পক্ষ হইতেই প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়। ঐ ঘোষণার পরেও যদি কোন বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদলের প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি আবিষ্কৃত হয়, তবে তাহাদের শাস্তি কঠোর হইবে। ইহাও ঐ ঘোষণার সঙ্গে জানাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘোষণার ফলে ৫০০ সাবাইয়া সৈন্য সেনাপতি আশ্‌তার নাখ্‌য়ীর নেতৃত্বে হঃ আলীর সৈন্যদল ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে উম্মুল মোমেনীনের সৈন্যদল হইতে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী দল বাহির হইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের চক্রান্ত এইরূপ ভাবে ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হওয়াতে তাঁহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আমীরুল মোমেনীন ও উম্মুল মোমেনীনের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া বসিল। এই গোলযোগে আমীরুল মোমেনীন ও উম্মুল মোমেনীনের সৈন্যদল পরস্পর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করতঃ পরস্পরের প্রতি যুদ্ধোন্মোখ হইয়া উঠিল, হঃ আলী হঃ জোবায়ের, হঃ তাল্হা প্রমুখ নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্রোহীদের কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া উভয় সৈন্যদলের আসন্ন যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই সঙ্কটজনক অবস্থা দেখিয়া বসরার কাজীউল কুজাত হঃ কা'ব এব্‌নে সাওর ভাবিলেন যে যদি উম্মুল মোমেনীনকে এই সময় ময়দানে লইয়া আসা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ উভয় দলই হয়ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবে। সুতরাং তিনি উম্মুল মোমেনীনকে ময়দানে আসিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহার নিকট হঃ আলী, হঃ তাল্হা ও হঃ জোবায়ের ময়দানে উপস্থিত আছেন শুনিয়া নিজ ভাগিনা আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়েরকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং উষ্ট্রের পৃষ্ঠে লৌহ নির্ম্মিত হাওদাতে উপবিষ্ট হইয়া ময়দানে উপস্থিত হইলেন।

ময়দানে আসিয়া উম্মুল মোমেনীন দেখিলেন যে তাঁহার দল ও হঃ আলীর দল উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। সেই এক করুণ দৃশ্য! রাজনৈতিক মতানৈক্যের দরুণ একই জননীর দুই পুত্র পরস্পর বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা হয়ত ভাবিতেছেন উভয়েই সত্য পথে। সত্যান্বষণের প্রেরণায় ভ্রাতৃত্বের মহব্বৎকেও আজ ইহারা জয় করিয়াছে। উভয় পক্ষই সম্মুখ সমরে

১। তাবারী পৃঃ ৩১৮৩ ২। তাবারী

উপস্থিত হইল। কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবীর অন্তঃকরণ এই চিন্তায় পীড়িত হইল যে, যে তাল্‌ওয়ার এত দিন কাফেরের শিরচ্ছেদ করিয়াছে, তাহা আজ আপন ভাইয়ের মস্তকচ্ছেদ ও বক্ষভেদ করিবে। এই দৃশ্য দেখিয়া হঃ জোবায়ের আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আহা মোসলমান! তেজ ও বিক্রমে পর্ব্বতমালার ন্যায় শিরোন্নত করিয়াছিলে, আজ প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে চলিলে। প্রত্যেকে সত্যপথ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেহই আপন স্থান হইতে এতটুকুও পশ্চাদপদ হইতে সম্মত ছিল না।

যুদ্ধোন্মোখ এই বিশাল সৈন্যদলের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান উম্মুল মোমেনীন। তাঁহার নিকটে খালীফা হঃ আলী ও হঃ তাল্‌হা, হঃ জোবায়ের এবং সেনাপতিগণ ও অন্যান্য নেতৃগণ। কথায় কথায় হঃ জোবায়ের হঃ আলীকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার উপস্থিতি এই গোলযোগের কারণ। উত্তরে আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী রসুলুল্লার এক ভবিষ্যদ্বাণী হঃ জোবায়েরকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।*

*একদা হঃ আলী মদীনায় 'বানী গানাম'দের মহাল্লায় বসিয়াছিলেন। রসুলুল্লা হঃ জোবায়েরকে সঙ্গে লইয়া তখন সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি হঃ আলীকে দেখিয়া মুচ্‌কি হাসিলেন, এবং হঃ আলীও হাসিলেন। ইহাতে হঃ জোবায়ের বিরক্তির সহিত রসুলুল্লার নিকট আরজ করিলেন—"রসুলুল্লাহ! আপনি আলীকে হাসিতে এরূপ সুযোগ দিবেন না।" এর্‌শাদ হইল —হে জোবায়ের! ঐদিন হইতে সাবধান হও, যেদিন তুমি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইবে অথচ সেদিন তুমি অন্যায় পথে থাকিবে (الله ليس بمزة ولتقاتلنه وانت ظالم له)।

হঃ জোবায়েরের উহা স্মরণ হওয়া মাত্রই তিনি মদীনা অভিমুখে অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। 'আম্‌র এব্‌নে আল্‌জার্‌মুখ্‌' নামক জনৈক সাবায়ী মদীনার পথে তাঁহাকে আস্‌রের নামাজ পড়িবার সময় হত্যা করিল[১]। হঃ আলী ও হঃ জোবায়েরের পরস্পরের কথা শুনিয়া হঃ তাল্‌হাও যুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক রহিলেন না। হঃ আয়েশার সেনাপতি উমাইয়া মার্‌ওয়ান হঃ তাল্‌হাকে তাহার দলের ও বিশেষতঃ উমাইয়াদের জন্যে নিরাপদ নহে বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং হঃ তাল্‌হা যে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে আত্ম-গোপন করতঃ একটি বিষাক্ত তীর হঃ তাল্‌হার প্রতি নিক্ষেপ করিল। আহত হঃ তাল্‌হা তৎক্ষণাৎ বসরা নগরীতে প্রস্থান করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যে পরলোক গমন করিলেন। انا لله وانا اليه راجعون

ইতি মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ কা'ব এব্‌নে সাওরকে নিজ কোর্‌আন শরীফ দিয়া বলিলেন, "উভয় সৈন্যদলকে ইহা দেখাইয়া যুদ্ধ স্থগিতের জন্য

১। আবুল ফেদা

অনুরোধ কর।" হঃ কা'ব কোর্‌আন শরীফ উত্তোলন করিতে উদ্যত হইলেন। দুষ্টবুদ্ধি মার্‌ওয়ান ভাবিল, কোর্‌আন শরীফ দেখিলেই যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে। সুতরাং সে অনতিবিলম্বে তীর নিক্ষেপ করিয়া হঃ কা'বকে শহীদ করিল। "ইন্না লিল্লাহ্"

হঃ কা'ব এর শহীদে হঃ আলী ও উম্মুল মোমেনীনের নিরীহ সৈন্যদল পরস্পরের অবস্থা বুঝিতে পারিল। উভয় সৈন্যদল যে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিল, এবং বিদ্রোহী ও বিপ্লবী দলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। দ্বিপ্রহরের সময় তুমুল বেগে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উভয় দলের সৈন্যগণই প্রধান প্রধান সেনাপতি বিহীন। তাহাদিগকে চালনা করিবার জন্য হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের আর নাই। উম্মুল মোমেনীনও নিজে তাহাদিগকে চালনা করিবেন না। খালীফা হঃ আলীও স্বয়ং সেনাপতির কাজ করিবেন না। কেবল মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর এই দলের একমাত্র আশাস্থল। উভয় দলের সৈন্যগণই চালকবিহীন হইয়া বিব্রত ও স্তম্ভিত হইল।

উমাইয়া ও সাবাইয়াগণ যথাক্রমে মার্‌ওয়ান ও আশ্‌তার নাখয়ীর নেতৃত্বে উম্মুল মোমেনীন ও হঃ আলীর নিরীহ সৈন্যদলের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। আত্মরক্ষার জন্য ইহারা বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল।

ইতিমধ্যে হঃ আলীও এক ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইলেন। বিদ্রোহী উমাইয়া দল ও কতিপয় বিপ্লবী সৈন্য হঃ আলীকে কতল করিবার জন্য আক্রমণ করিল। হঃ এব্‌নে আব্বাস ও মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের দল তাঁহাকে উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। বিপ্লবী দলের ও কতিপয় বিদ্রোহী উমাইয়াদের উদ্দেশ্য ছিল যে উম্মুল মোমেনীনকে হত্যা করা ও বেইজ্জতী করা। কূফাবাসীরা ও হঃ তাল্‌হাও হঃ জোবায়েরের যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীনকে কতল করিবারজন্য উদ্যত হইল। এইজন্য উম্মুল মোমেনীনের সাহায্যকারিগণ সাবধানতার সহিত তাঁহাকে তাহাদের নিজ বেষ্টনের মধ্যে রাখিত। কতিপয় মিসরীয় সৈন্য ও বানী 'আদী, এবং বানী দাব্‌বা পশ্চাতে এই রক্ষণ কার্য্যে পূর্ণ উদ্যমে নিযুক্ত ছিল। দক্ষিণে বকৃর এব্‌নে ওয়ায়েল, বামে আজ্‌দ, সম্মুখে বানী নাজিয়া ছিল। তাঁহারা উম্মুল মোমেনীনকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ছিল। শত্রু সৈন্য দলে দলে উম্মুল মোমেনীনকে অক্রমণ করিতে লাগিল, উট যথাস্থানে দাড়াইয়া রহিল। হাওদা অসংখ্য তীরদ্বারা বিদ্ধ হইল। দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণ এই আক্রমণকারীদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে পিছনে হঠাইতে ছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্বরে উচ্চারিত তাহাদের কতকগুলি কবিতা আরব সাহিত্যে মশহুর হইয়া আছে।*

বানী দাব্বা এক দুর্জ্জেয় প্রেরণা লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হঃ আয়েশার উষ্ট্রের রজ্জুধারী একজন শত্রু-তীরে শহীদ হইলেই পশ্চাৎ দিক হইতে অপর একজন আসিয়া হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিত। একে একে ৭০ জন এইরূপে শহীদ হইল। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের উষ্ট্রের নিকটে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। যে কেহই দুশ্‌মনদের মধ্য হইতে এই উষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হইত, তাহাকেই তিনি কতল করিতেন। আশ্‌তার নাখ্‌য়ী তাঁহাকে আক্রমণ করিতেই উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই আহত হইলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমীরুল মোমেনীন খালীফা হঃ আলী স্বয়ংই এই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপ্লবী-দিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে হঃ আলীর দল ও 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ'-এর সমর্থনকারিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল যে যে পর্য্যন্ত না উম্মুল মোমেনীনের উষ্ট্রকে লোকজনের দৃষ্টিপথ হইতে সরান হয়, সে পর্য্যন্ত আর যুদ্ধ স্থগিত হইবে না।

বানী দাব্বার কতিপয় ব্যক্তি বিপ্লবীদের সঙ্গেও ছিল। তাহারা ভাবিল যদি ঐ উটকে না কাটা হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রায় সকলই এইরূপ ভাবে মারা যাইবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে একজন হঃ আয়েশার উটের পিছনের পাকে অতি জোরে আঘাত করিতে উট পড়িয়া গেল, এবং হাওদাও প্রায় ভূপতিত হইবার উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়া আম্মার এব্‌নে ইয়াসার ও মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর দৌড়িয়া গিয়া হাওদাকে শামলাইয়া লইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ থামিয়া গেল। মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকর তৎপরই হাওদার ভিতরে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে তাঁহার ভগ্নী উম্মুল মোমেনীনের কোন আঘাত লাগিয়াছে কিনা? উম্মুল মোমেনীন এই হাত দেখিয়া

---

*তাবারী ৬ষ্ঠ পৃঃ ৩১৯৩। প্রায় ইতিহাসেই আছে।

(১) يا امنا يا خير ام نعلم * اما ترين كم شجاع يكلم * و تختلى هامته والمعصم -

(২) نحن بنوضبة لانفر * حتى نرى جما جما تحر * يخرمنها العلق المحمر -

(৩) يا امنا يا عيش لن تراعى * كل بنيك بطل و شجاع -

(৪) يا امنا يا زوجة النبى * يا زوجة المبارك المهدى -

ইহা হইতে অত্যন্ত জোরে শোরে বানী দাব্‌বা আপন কওমের গৌরবান্বিত কাবিতা পাঠ করিতেছে।

(১) نحن بنوضبة اصحاب الجمل * الموت احلى عندنا من العسل -

(২) نحن بنوالموت اذالموت نزل * فنعنى ابن عفان باطراف الاسل * ردوا علينا شيخنا ثم بجل

সিংহনীর মত গর্জ্জিয়া বলিলেন—"কোন মালাউনের হাত ?" উত্তরে মোহাম্মদ বলিল—"আপনার ভাই মোহাম্মদের। বোন্! আপনার ত কোন আঘাত লাগে নাই ?" উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"তুমি মোহাম্মদ (প্রশংসনীয়) নহ ! তুমি মোজাম্‌মাম (অভিশপ্ত)" এই ঘটনার সময় হঃ আলী দৌড়িয়া আসিলেন এবং কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর উভয়েই, আল্লাহ্ তায়ালার করুণা ও রহমত জন্য হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিলেন।

আমীরুল মোমেনীন তখনই উম্মুল মোমেনীনের হাওদা নিজ শিরে ধারণ করিয়া আবদুল্লা এব্‌নে খাল্‌ফ নামক বসরার স্বপক্ষীয় এক প্রধান সর্দ্দারের গৃহে উপস্থিত হইলেন ও তথায় উম্মুল মোমেনীনের অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উম্মুল মোমেনীনের আহত সৈন্যগণও ঐ সর্দ্দারের গৃহে আশ্রয় লাভ করিল। পুনরায় আমীরুল মোমেনীন, হঃ এব্‌নে আব্বাস ও কতিপয় বুজর্গ সাহাবিগণ উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে ঐ বাড়ীতে অনেক আহত বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমীরুল মোমেনীন তাহাদিগকে কিছু বলা ত দূরের কথা এমনকি তাহাদের সেবা শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর আমীরুল মোমেনীন উম্মুল মোমেনীনকে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই মোহাম্মদ এব্‌নে আবুবকরের নেঘাবাণীতে বসরার সম্ভ্রান্ত বংশীয় ঘরের ৪০ জন মহিলাকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে হেজাজের দিকে প্রেরণ করিলেন। অনেক মোসলমান ও স্বয়ং আমীরুল মোমেনীন অনেক দূর পর্য্যন্ত উম্মুল মোমেনীনের হাম্‌রাহী আসিয়াছিলেন। হঃ ইমাম হাসানও কয়েক মাইল পর্য্যন্ত এই কাফেলার সহিত আসিয়াছিলেন।*

আমীরুল মোমেনীন খালীফা হঃ ওমরের খেলাফতের শেষ ভাগ হইতে মোস্‌লেম জাহানে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, আজ তাহারই এক পরিণতি। এই ১৬ বৎসরের মধ্যে বহু অঘটন ঘটিয়াছে—হঃ ওমর ও হঃ ওস্‌মানের কতল, উমাইয়া ও সাবাইয়াদের দল গঠন, হঃ আলী ও হঃ আয়েশার দলভুক্ত থাকিয়া ইহাদের ষড়যন্ত্র, হঃ আলীর খেলাফতের বিরুদ্ধে মিসরে ও দামেশ্‌কে, কূফায় ও বসরায় বিদ্রোহ, হঃ আয়েশার 'দাওয়াতে এস্‌লাহ' ও বসরার দিকে অভিযান, হঃ আলীর বসরায় আগমন, এবং পরিশেষে তাঁহাদের উভয়েরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের যুদ্ধ ঘোষণা। ইহাই সেই ঐতিহাসিক জঙ্গে জামাল।

---

*এই সব ঘটনাবলী তা'রিখে তাবারীর ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ও শাহ্ ওলী উল্লা সাহেবের এজালাতুল্ খেফা গ্রন্থ হইতেও লওয়া হইয়াছে।

'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' এর ফলে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদল অনেক দমিয়া পড়িয়াছিল, এমন কি তাহাদের দল কিছুদিনের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল।

রওনা হইবার সময় উম্মুল মোমেনীন সর্ব্ব সম্মুখে ব্যক্ত করিলেন যে তাঁহার সঙ্গে হঃ আলীর কোনও মনোমালিন্য ছিলনা বা এখনও নাই। প্রায়ই দেখা যায় দামাদ ও শাশুড়ীর সঙ্গে সময় সময় সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া অমিল থাকে, কিন্তু হঃ আলীর সঙ্গে উম্মুল মোমেনীনের এরূপও কিছু ঘটে নাই। তিনি এই সময় ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে তিনি আমীর মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হঃ আলীর সাহায্যার্থে তাঁহার সহিত দামেশ্‌ক্‌ অভিযানে যাইতেও প্রস্তুত ছিলেন। তখন আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিশেষ অভিবাদনের সহিত হেজাজের পথে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। হজের কয়েক মাস মাত্র বাকী ছিল বিধায় এই সময় উম্মুল মোমেনীন মক্কায় অবস্থান করিলেন। পরে মদীনায় যাইয়া দস্তুর মত রসুলুল্লার রাওজা মোবারকের জেয়ারাতে লিপ্ত হইলেন।

তাঁহার এই "দা'ওয়াতে এস্‌লাহ" এর জন্য তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিবার "এজ্‌তেহাদ" করিয়াছিলেন, তাহা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে কিনা ভাবিয়া তিনি আজীবন আফ্‌সোস করিয়া গিয়াছেন! এব্‌নে 'আবী শায়্‌বা' কেতাবে বর্ণিত আছে যে তিনি প্রায়ই বলিতেন—"বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে বড় ভাল হইত।" তাবারী ইতিহাসে আছে যে একদা জনৈক বস্‌রার ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি তাঁহাকে জান যে এই কবিতাটুকু পড়িয়াছিল ঃ—يا امنا يا خير ام نعلم—সেই ব্যক্তি উত্তর দিল, আমারই ভাই ছিল।" ইহা শ্রবণ করিয়া উম্মুল মোমেনীন অবিরল ভাবে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। হাদীস বোখারীতে আছে যে তিনি এন্তেকালের সময় ওসীয়াত করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাকে যেন রসুলুল্লার রাওজা মোবারকে দাফন করা না হয়। তিনি বলিতেন রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তাঁহার দ্বারা একটি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এব্‌নে সা'দের গ্রন্থে আছে যে তিনি যখন وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ—এই আয়াত পড়িতেন, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কাপড়ের আঁচল পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ফেলিতেন।

'জঙ্গে জামাল' এর জন্য দায়ী কে ছিল, ইহা লইয়া আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যেও অনেক মতানৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এব্‌নে তাক্‌তাকী, আল্‌ফাখ্‌রী ও আল্‌ ওয়াকেদী ইঙ্গিত করিয়াছেন যে উম্মুল মোমেনীনই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। আবুল ফেদা, এব্‌নে হিশাম ও এব্‌নে সা'দ বলেন যে হঃ আয়েশা, হঃ আলী, হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের ইহারা সকলেই নির্দ্দোষ ছিলেন। তাবারী এই যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত প্রায় রওয়ায়েতেই বলিয়াছেন যে হঃ আয়েশা নির্দ্দোষ। কিন্তু এক রওয়ায়েতে বলিয়াছেন যে এই "দা'ওয়াতে এস্‌লাহ" এর 'এজ্‌তেহাদ' ঠিক হইয়াছে কিনা ভাবিয়াও উম্মুল মোমেনীন আজীবন আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিকদের মধ্যে ফন্‌ ক্রেমার (Von Kremer), প্রিঙ্গল কেনেডি (Pringle Kennedy), ডাঃ মার্‌গোলিয়ুথ (Dr. Margoliouth), ও সৈয়দ আমীর আলী হঃ আয়েশাকে এই যুদ্ধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে হঃ আলীকে জব্দ করাই হঃ আয়েশার উদ্দেশ্য ছিল। এই মতানৈক্যের জাল হইতে প্রকৃত ঘটনা বাহির করিয়া আনিবার জন্য হঃ তাল্‌হা

ও হঃ জোবায়ের ও হঃ আয়েশার মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কিভাব ছিল, তাহা আলোচনার একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্বন্ধে হঃ আলীর সঙ্গে হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরের কিরূপ ভাব ছিল, তাহা আমরা প্রথমে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই 'দা'ওয়াতে এস্‌লাহ' ও বিশেষতঃ মোসলমানগণকে বিদ্রোহ ও বিপ্লব হইতে বিরত করা ব্যতীত অন্য কোনও গোপনীয় দুরভিসন্ধি ছিল না। হঃ ওস্‌মানকে খালীফা মনোনীত করার সময় হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়ের উভয়েই তাঁহাদের খেলাফতের দাবীকে হঃ ওস্‌মান অথবা হঃ আলীর জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হঃ ওস্‌মানকে কতল করিবার পর হঃ আলী স্বয়ংই হঃ তাল্‌হা ও হঃ জোবায়েরকে খেলাফত গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি তাঁহাদের উভয়ের হাতেই 'বায়'য়াত' হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়েই খালীফা হইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। প্রথমে তাঁহারা বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদিগকে, যাহারা খালীফা হঃ ওস্‌মানকে কতল করিয়াছিলেন, দমন করার মত জাহির করিলেন। হঃ আলীকে খালীফা পদে বরণ করিয়া পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা যুদ্ধ বিগ্রহ করা কখনও তাঁহাদের অভিপ্রায় হইতে পারেনা।

সমালোচনা

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ও আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী কার্‌রামুল্লাহ্‌

এখন উম্মুল মোমেনীন ও আমীরুল মোমেনীন পরস্পরের প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিতেন, তাহা আলোচনা করিব। যে যে ঐতিহাসিকেরা হঃ আলীকে জব্দ করার ও তাঁহার খেলাফতকে নেস্ত-নাবুদ করার উদ্দেশ্য উম্মুল মোমেনীনের ছিল বলিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা ইহার কারণ দেখাইতে যাইয়া বলেন যে হঃ আয়েশা হঃ আলীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না; যেহেতু 'এফ্‌ক' এর ঘটনার সময় হঃ আলী তাঁহাকে অপবাদ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখান নাই। ইহা একেবারেই বাজে কথা। আমরা জানি হঃ আলী নিজকে কখনও অপবাদকারীদের দলভুক্ত করেন নাই। রসুলুল্লা হঃ আয়েশার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ শ্রবণে হঃ আলীর পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। হঃ আলী উত্তরে বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিবার পরামর্শ দেন, কারণ তাহাতে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই পরামর্শের উদ্দেশ্য সরল ও অকপট ছিল। যদি কোনও স্ত্রীলোক এইরূপ কু-কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তবে তাঁহার সেবায় যে দাসী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, সে ইহার কিছুই না কিছু অবগত থাকিবে। এই কথা উম্মুল মোমেনীনের কোন খেলাফ ছিল না, যাহার

জন্য তিনি হঃ আলীর উপর নারাজ হইতে পারেন। ইহা ছাড়া হঃ আলী যদি ইহাও বলিয়া থাকিতেন যে রসুলুল্লার ইচ্ছা হইলে অন্য কোনও উপযুক্ত মহিলার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও এই সামান্য কথার প্রতিশোধ লইবার অভিলাষ এই সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল উম্মুল মোমেনীনের মত এত বড় গরীয়সী মহিষী পোষণ করিতে পারেন না। এইজন্য আমীরুল মোমেনীন হঃ আলীর খেলাফতকে ধ্বংস করিয়া মোসলমানদের মধ্যে অধঃপতন আনিয়া দিবেন, ইহা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব পর? আমরা উম্মুল মোমেনীনের কার্য্যকলাপকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও এবম্প্রকার জঘন্য ও হীন সংকীর্ণ হৃদয়তার পরিচয়ের লেশ মাত্রও তাঁহার পবিত্র ও নিঁখুত চরিত্রে দেখিতে পাইতেছি না। উম্মুল মোমেনী-নের হৃদয় হীন ও সংকীর্ণ হইলে তিনি কি প্রকারে কবি হাস্সান এব্নে সাবেতকে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনার জন্যে ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। এই সংক্রান্তে উম্মুল মোমেনীনের উদার চিত্তের আরও প্রমাণ এইযে তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য মিথ্যা রটনাকারী মাস্তাহের প্রতিও তাঁহার কোনও অসন্তুষ্টি ছিল না; যদিও এই মাস্তাহ্ উম্মুল মোমেনীনের পিতার অন্নে প্রতিপালিত ছিলেন। অতএব নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হঃ আলীর সহিত 'এফ্ক' এর সম্বন্ধে শত্রুতা পোষণ করার কোন কারণ কোথায়ও দেখা যায় না। আমরা দেখিতে পাই যে যাহারা উম্মুল মোমেনীনের বিরুদ্ধে অপবিত্র কথার প্রচার করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার কোন হিংসা দ্বেষ কাহারও উপর থাকিত, তাহা হইলে কবি হাস্সানের কিংবা মাস্তাহের উপর হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন তাহাদিগকেও সরলান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা কি কখনও সম্ভবপর যে হঃ আলীর সামান্য পরামর্শের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ উম্মুল মোমেনীন প্রচ্ছন্ন ভাবে এই দীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল খুঁজিয়াছিলেন?

যদি হঃ আলীকে খেলাফত হইতে মাহ্রুম করিবার এরাদা উম্মুল মোমেনীনের থাকিত, তাহা হইলে হঃ আলী খেলাফতের ভার হস্তে গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মদীনাকে আক্রমণ করিতেন, এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বী হঃ আলীর বিরুদ্ধাচারী উমাইয়া বংশের আমীর মোয়াবিয়াকে দামেশ্ক্ হইতে মদীনা আক্রমণের ইশারা করিতেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে তিনি ৪ মাস পর্য্যন্ত মক্কা শরীফে অপেক্ষা করিয়া মদীনা শরীফের পরিবর্ত্তে বস্রায় গমন করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে উম্মুল মোমেনীন, হঃ তাল্হা ও হঃ জোবায়েরের শুধু বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদিগের দুরভিসন্ধিকে সমূলে বিনষ্ট করাই এই বস্রা ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল।

হঃ আয়েশা ও হঃ আলীর মধ্যে কিরূপভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রমাণের জন্য এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সমূহ, এবং হঃ আয়েশার বক্তৃতা ও পত্রাদি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে কোথাও হঃ আলীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব বা হিংসার প্রমাণ পাওয়া যায়না।

হঃ আয়েশার হৃদয়ে যদি হঃ আলীর প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকিত, তবে জঙ্গে জামালের বা হঃ আলীর এন্তেকালের পর লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বা ব্যবহারে কোন না কোন ছলে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইত। কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় বরং প্রকাশ পাইয়াছে যে হঃ আলীর প্রতি তাঁহার ভাব কিরূপ উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ ছিল।

একদা জনৈক সাহাবী উম্মুল মোমেনীনের নিকট হইতে হঃ আলীর কর্ম্ম বিষয় জানিতে চাহিয়া নিম্নলিখিত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়ছিলেন :—

٣١ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

(৩১) তারপর আমরা আমার বান্দাগণের মধ্যে যাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে কেতাবের ওয়ারেস (উত্তরাধিকারী) করিয়াছি; অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে (কতিপয়লোক) নিজ জীবন সম্বন্ধে অত্যাচারী এবং তাহাদিগের মধ্যে (কতিপয়) মধ্যম ভাবাপন্ন ও তাহাদের মধ্যে (কতক) আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ক্রমে কল্যাণ পুঞ্জের দিকে অগ্রসর, ইহাই সেই ফজ্ল ও করম।

٣٢ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (সূরায়ে আল্-ফাতের)

(৩২) স্থায়ী জান্নাত সমূহ আছে, তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহারা স্বর্ণ ও মুক্তার কঙ্কন সকলে ভূষিত হইবে এবং তথায় তাহাদের লেবাস রেশমী কাপড়ের হইবে।

এর্শাদ হইল, "বেটা!" এই তিন দলই জান্নাতবাসী হইবে। এই আয়াতর মর্ম্ম পরবর্ত্তী আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে :—جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا পুনরায় বলিলেন—"سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ" ঐ সাহাবীগণ যাহারা রসুলুল্লার সম্মুখে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এবং রসুলুল্লা স্বয়ংই তাঁহাদিগকে বেহেশ্তের সু-সংবাদ দিয়াছেন। مُّقْتَصِدٌ —মধ্যম ভাবাপন্ন, ঐ ব্যক্তিরা যাহারা রসুলুল্লাকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও মারা গিয়াছেন—তাঁহারা হঃ আবুবকর, হঃ ওমর, হঃ ওস্মান ও হঃ আলী প্রভৃতি সাহাবীগণ। ظَالِمٌ —জালেম—উহারা যাহারা আমারও তোমার মত।" (মোস্নদে আয়েশা—তায়ালসী)

একদা ইমাম জাহ্রী ওলীদ এব্নে আবদুল মালেকের দরবারে ছিলেন। ওলীদ বলিতেছিলেন—"ঐ ব্যক্তি আলীই না ছিলেন, যাহার সম্বন্ধে কোর্আন শরীফে উক্ত হইয়াছেঃ—"وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ" ইমাম জাহ্রী বলেন—"এই কথা শুনিয়া কতেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি চুপ করিয়া রহিয়াছিলাম, কিন্তু এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিয়া আমি ওলীদকে বলিলাম—আল্লাহ্! আমীরকে সুবুদ্ধি প্রদান করুক! আপনারই খান্দানের দুই জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা হইতে এই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেনঃ—كَانَ عَلِيٌّ مُسَلَّمًا فِيْ شَأْنِهَا—হঃ আলী হঃ আয়েশার ঐ 'এফ্ক' এর ঘটনাতে নির্দোষ ছিলেন।" [১]

১। বোখারী—হাদীসুল এফ্ক; ফাত্হুল বারী

এই পরস্পরের মনোমালিন্যের বিষয় তাবারীর এক রওয়ায়েত দ্বারাও মিথ্যা প্রমাণ হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য নাই, ইহার বিষয় সর্ব্ব সাধারণ সভাতে উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। হাদীস শরীফে অনেক প্রকার রওয়ায়েত হঃ আলীর প্রশংসা ও খ্যাতি হঃ আয়েশার দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি হঃ আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে রসুলুল্লা কাহাকে অত্যন্ত মহব্বৎ করিতেন। এর্‌শাদ হইল—"ফাতেমাকে।" পুনরায় ঐ ব্যক্তি প্রার্থনা করিল যে পুরুষদের মধ্যে কাহাকে? বলিলেন—"ফাতেমার স্বামীকে। তিনি অত্যন্ত নামাজী ও অত্যধিক রোজাদার ছিলেন।"

হঃ 'আম্‌মার এব্‌নে ইয়াসার ও আশ্‌তার নাখ্‌য়ী যাহারা হঃ আলীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই জামাল যুদ্ধের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা উম্মুল মোমেনানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হঃ 'আম্‌মার বলিলেন—"আম্মা!" উত্তরে উম্মুল মোমেনানের এর্‌শাদ হইল—"আমি তোমার আম্মা নহি।" আম্‌মার আরজ করিলেন—"আপনি আমার আম্মাই সত্য, যদিও আমি আপনার নিকট অপরাধী আছি। অতঃপর পুনরায় এর্‌শাদ হইল—"বেটা! তোমার সঙ্গে আর কে আছে?" উত্তরে বলিলেন "আশ্‌তার নাখ্‌য়ী"। আশ্‌তারকে লক্ষ্য করিয়া তখন উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"তুমিই ত আমার ভগ্নীর পুত্রকে বধ করিতে চাহিয়াছিলে?" প্রত্যুত্তরে আশ্‌তার বলিল—"তিনিও ত আমাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন সুতরাং আমিও চাহিয়াছিলাম।" উম্মুল মোমেনীন পুনঃ বলিলেন—"যদি তুমি তাঁহাকে হত্যা করিতে, তাহা হইলে তোমারও আর রক্ষা ছিল না।" হাদীস এব্‌নে হাম্বলে রওয়ায়েত আছে যে অতঃপর তিনি এই বলিয়াছিলেন যে আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছিঃ—"তিনটি কারণ ব্যতীত কোনও মোমেনের রক্তপাত জায়েজ নহে। প্রথমতঃ মোর্‌তাদ (একেশ্বর বাদ বর্জ্জন করিলে) দ্বিতীয়তঃ জানীর (ব্যাভিচারী) জেনা সাব্যস্ত হইলে; তৃতীয়তঃ কাহাকেও হত্যা করিলে।"[১] এই হাদীস হইতে প্রমাণ হইতেছে যে উম্মুল মোমেনীনের এই বাহিনীর মতলব রক্তপাত করা ছিল না।

হঃ আলী 'আহ্‌লে বায়েত' ও 'আলে আবা'তে অন্তর্ভুক্ত হইবার দলীল ও হাদীস আমরা কেবল হঃ আয়েশার রওয়ায়েত দ্বারাই পাইয়াছি।[২] অনেকবার অনেক ব্যক্তি ফাত্‌ওয়া ও মাসায়েলা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হঃ আয়েশার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে হঃ আলীর নিকট যাইবার জন্য নির্দ্দেশ করিতেন।[৩] যেমন সময় হঃ আলী সফর হইতে আসিলে হঃ আয়েশা জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিতেন।[৪] হঃ আলীর শাহাদাতের খবর হঃ আয়েশা শুনিয়া আবদুল্লা নামক জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"হে আব্‌দুল্লা! তুমি কি আমাকে সত্য সত্য ঘটনা বলিবে?" সে আরজ করিল, "কেন? বলিব না?" তিনি তখন বলিলেন—যাহাদিগকে হঃ আলী হত্যা করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা কি? সে হঃ আলীর সহিত আমীর মোয়াবিয়ার সন্ধির বিষয় ও খাওয়ারেজদের দুশ্‌মনী ও বিরুদ্ধাচরণ, এবং হঃ আলীর উপদেশ ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলে, হঃ আয়েশা অত্যন্ত আফ্‌সোস করিলেন ও আল্লাহ্‌ তায়ালার রহমত হঃ আলীর উপর বর্ষিত হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করিলেন। পুনরায় বলিলেন,

---

১। মোস্‌নদে আহমদ ৬ষ্ঠ জিলদ, ২০৫ পৃঃ

১। তাইয়ালসী—মোস্‌নদে আয়েশা ২১৬ পৃঃ ২। তিরমিজী ৩। মোস্‌নদে এব্‌নে হাম্বলে ৪। ঐ

যখনই হঃ আলীর কোনও কথা পছন্দ হইত, তখনই তিনি বলিতেন— صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ —আল্লাহ্ ও আল্লার রসুল সত্যই বলিয়াছেন। এরাকবাসিগণ হঃ আলীর বিষয় অনেক মিথ্যা রটনা করিয়াছেন।[১] এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে ইরাকও মিসরের লোকজন খালীফা ওস্মানকে গালি দিত; এবং শামদেশীয়গণ খালীফা হঃ আলীর বদনাম করিত। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা এই সব কু-কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে কোর্আন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন, "তোমরা রসুলুল্লার সাহাবীদের জন্য রহমত ও শান্তির প্রার্থনা কর।" আর এই সব লোক তাঁহাদিগকে গালাগালি দিতেছে।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে এই যুদ্ধের পর নিজ 'এজ্তেহাদ' কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল এই সন্দেহে উম্মুল মোমেনীন আজীবন দুঃখ করিয়া গিয়াছেন। তাবারীর আর এক রওয়ায়েতে আছে, তাঁহার এই এজ্তেহাদ সহী হইয়াছিল কি গলৎ, ইহার অনুতাপে উম্মুল মোমেনীন জীবনে আর কখনও হাসেন নাই। এইরূপ ভাবে অনুতপ্ত হওয়া উন্নত চিত্তের ও মহামানবতারই পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার অনুতাপের মূলে কোনও কু-চক্র কুট-নীতির প্রেরণা ছিল না। পবিত্র আত্মা হঃ আয়েশা আল্লাহ্তায়ালার এক আদেশের সাম্নে নিজ মস্তক অবনত করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ প্রচার করিবার মানসে নিজ সুখ ও শান্তিকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এমন কি নিজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকেও এই আদেশ পালনের জন্য নেস্ত-নাবুদ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। আল্লাহ্ তায়ালার এক আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য হেরেমবাসিনী এই পবিত্র মহিলা নিজ আরামে জলাঞ্জলি দিয়া দাহ্না মরুভূমির দক্ষিণ পার্শ্ব ধরিয়া প্রায় ২০০০ মাইল দূরে বসরা নগরীতে উপস্থিত হন।[২] এই অভিযান যে কতদূর ক্লেশময় ও দুঃসহ ছিল, তাহা ভাবিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। তিনি এই দুঃখ দৈন্য বরণ করিয়া, নিজের জীবন দান করিয়া মোসলমানদের মধ্যে 'এস্লাহ্' স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। অবশেষে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে তাঁহার এই 'এজ্তেহাদ' এ খালীফা হঃ আলীর অনুমোদন ও সহযোগিতা না লওয়ায় ভুল হইয়াছে; কারণ খালীফা হঃ আলীর সহায়তায় এই বিপ্লবী ও বিদ্রোহী দমন ও উচ্ছেদ করা সহজ ছিল।

সাহাবীদের নেক নিয়ত ও পবিত্র উদ্দেশ্যে ভুল হইলে, আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁহাদের 'এজ্তেহাদ' এ দোষ ধরিবেন না। আমরা সামান্য মানব। মহামানবের চরিত্র আলোচনা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বিশদ ভাবে অবগত না হইয়া কোনও মিথ্যা অপবাদ উচিত নহে। ইতিহাস আমাদের সামনেও প্রত্যক্ষ ভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে উম্মুল মোমেনীনের উদ্দেশ্য ছিল মহান ও চিত্ত ছিল পবিত্র। তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ নারী জাতির শিরোভূষণ এবং এই বিষয়ে মোসলমানদের মধ্যে 'দা'ওয়াতে এস্লাহ্' ব্যতীত তাঁহার আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

খালীফা হজরত ওস্মানের হত্যার প্রতিশোধের ভিতর দিয়াই মোস্লেম জগতে.

১। বোখারী—খোলক্ আফ্'আলুল 'এবাদ্ পৃঃ ১৯১ আনসারী প্রেস দেহলী
২। মোজেমুল বুল্দান

পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ইহাই ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তাই খালীফা হঃ আলীর অনভিপ্রেত হইলেও হঃ ওস্মানের হত্যাকারীর দলগুলিকে উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। এইরূপে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদলের উচ্ছেদ হইলে পুনরায় মোস্লেম জগতে দা'ওয়াতে এস্লাহ' এর (ইস্লামের আদর্শবাদ) প্রচারে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী দল হঃ আয়েশার দলবৃদ্ধি করিয়াছিল, বর্ত্তমান খালীফার উচ্ছেদ ও খেলাফতের বিলোপ সাধনই তাহাদের কাম্য ছিল। কিন্তু নির্দ্দোষ হঃ আয়েশা এই হীন সঙ্কল্প ও ষড়যন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন। তাই 'জঙ্গে জামালের' অশুভকর পরিণতির দায়িত্ব ও কলঙ্ক পূণ্য-শীলা হঃ আয়েশাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু হঃ আয়েশা নির্দ্দোষ হইলেও জঙ্গে জামালের ঘটনায় তাঁহাকে উপলক্ষ হইতে হইয়াছিল— এই গ্লানি তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল। জঙ্গে জামালের ভ্রান্তির জন্য তিনি ভবিষ্যত জীবনে যে অনুতাপ করিয়াছিলেন, সেই মহানুভবতাকে উপলব্ধ না করিয়া তাঁহার সরল ও অকপট অনুশোচনার সুযোগ গ্রহণ করতঃ কোন কোন ঐতিহাসিক জঙ্গে জামালের দায়িত্ব উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার উপর আরোপ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অবিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমীর মোয়াবিয়া

উম্মুল মোমেনীন বসরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মক্কাশরীফে হজ সমাধা করিয়া মদীনায় ফিরিলেন এবং রসুলুল্লার রওজা মোবারকের জেয়ারাতে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন।

আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী তাঁহার খেলাফতের চতুর্থ বৎসরেই এক সাবাইয়া কর্ত্তৃক শহীদ হন। ইহার পর খেলাফত লইয়া হঃ ইমাম হাসান ও আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে এক বিবাদের সূচনা হয়। শান্তিপ্রিয় হঃ ইমাম হাসান আমীর মোয়াবিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া মোস্লেম জগতকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি করিলেন। এই সন্ধির

সর্ত্ত দুইটি। প্রথমতঃ আমীর মোয়াবিয়ার এন্তেকালের পর হঃ ইমাম হাসান কিংবা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হঃ ইমাম হোসাইন কিংবা তাঁহারও অবর্ত্তমানে তাঁহাদের আওলাদের মধ্য হইতে খালীফা নির্ব্বাচিত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ হঃ ইমাম হাসান ও তাঁহার বংশধরগণ ইস্‌লামের ধর্ম্মগুরু থাকিবেন। কিন্তু রাজ্য শাসন ভার যতদিন আমীর মোয়াবিয়া জীবিত থাকেন, ততদিনই তাঁহার হাতেই থাকিবে। এই সন্ধির ফলে আমীর মোয়াবিয়া মোস্‌লেম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। তিনি ২০ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন। হঃ ইমাম হাসানের সহিত আমীর মোয়াবিয়ার এই সন্ধির প্রতি উম্মুল মোমেনীনের আস্থা ছিল না। আমীর মোয়াবিয়ার সততার প্রতি তিনি সন্দিগ্ধা ছিলেন। এই কারণে উম্মুল মোমেনীনের সহিত আমীর মোয়াবিয়ার সম্প্রীতি ছিল না।

রাজতন্ত্র খালীফা আমীর মোয়াবিয়া মাঝে মাঝে মদীনায় আসিতেন। হিজরির ৪২ সনে শাওয়াল মাসে মদীনায় অবস্থান কালে আমীর মোয়াবিয়া উম্মুল মোমেনীনের সহিত দেখা করেন। তিনি আমীর মোয়াবিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মোয়াবিয়া! তোমার কি আমার ঘরে একা আসিতে ভয় হইল না। তোমাকে হত্যা করিবার জন্য কাহাকেও লুকাইয়া রাখা এখানে অসম্ভব নহে।" আমীর উত্তরে বলিলেন—"আম্মা! ইহা যে দারুল আমান [শান্তি-নিকেতন]। উম্মুল মোমেনীন এইরূপ কখনও করিতে পারেন না। আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি যে উম্মাহাতুল মোমেনীনের পবিত্র ঘর 'দারুল আমান'।" পুনরায় তিনি আরজ করিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! আমি কি আপনার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি?" এর্‌শাদ হইল—"না, ঠিকই, কিন্তু বানী হাশেমের প্রতি তোমার ব্যবহার বড়ই আপত্তিজনক হইয়াছে।" উত্তরে আমীর মোয়াবিয়া উম্মুল মোমেনীনকে বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! আমার ও বানী হাশেমের বিষয় ছাড়িয়া দেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ইহার দোষগুণের বিচার হইবে।" [১]

সাহাবী হুজ্‌রে এব্‌নে 'আদী হঃ আলীর সাহায্যকারী ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইঁনি কূফা নগরীতে উলুব্বি খান্দানের সর্দ্দার ছিলেন। গবর্ণর জিয়াদ কতিপয় লোকের সাক্ষ্য লইয়া তাঁহাকেও তাঁহার অনুচরদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দামেশ্‌কে পাঠাইলেন। হুজ্‌র ইমেন দেশীয় কুন্‌দাহ্‌ বংশজাত ছিলেন। কূফা সেই সময় আরব আভিজাত্যের কেন্দ্র ছিল। এই শহরে কুন্‌দাহ্‌ বংশীয় লোকজনও ছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহই হুজ্‌রের মুক্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না। যাহা হউক হুজ্‌রের সেই সময় সাহাবীদের মধ্যে বড়ই সম্মান ছিল। এইজন্য সব দেশেই তাঁহার গ্রেপ্তারীর কথা

১। মোস্‌নদে এবনে হাম্বল ৪র্থ জিল্‌দ্র ৯২ পৃঃ

অত্যন্ত দুঃখের কারণ ছিল। সর্দ্দারগণ তাঁহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু আমীর মোয়াবিয়া কিছুতেই শুনিলেন না। উম্মুল মোমেনীন হুজ্‌রের গ্রেপ্তারের কথা শুনামাত্রই একজন কাসেদকে আমীর মোয়াবিয়ার নিকট হুজ্‌রের উপর অত্যাচার না করিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে কাসেদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হুজ্‌রকে হত্যা করা হইয়াছিল।[১] হুজ্‌রের কতলের পর হিজ্‌রির ৪৪ সনে আমীর মোয়াবিয়া যখন মদীনাতে উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে উম্মুল মোমেনীন আমীর মোয়াবিয়াকে বলিয়াছিলেন—"মোয়াবিয়া! হুজ্‌রের সম্বন্ধে তোমার ধৈর্য্য কোথায় ছিল? তুমি কি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করিলে না?" উত্তরে আমীর বলিলেন—"আমার বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। সাক্ষীদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছি।"[২] অন্য এক রওয়ায়েত আছে যে আমীর বলিয়াছিলের—"উম্মুল মোমেনীন! কোন উপযুক্ত পরামর্শদাতা তখন উপস্থিত ছিলেন না।" তাবেয়ী মাস্‌রুক রওয়ায়েত করেন যে হঃ আয়েশা বলিতেন—"আল্লার কসম, যদি মোয়াবিয়া ইহা জানিত যে কূফা নগরীতে একটিও স্বাধীন-চেতা বীর পুরুষ জীবিত আছেন, তাহা হইলে সে কখনও এইরূপ লোম হর্ষণ কার্য্য করিত না। এই রক্ত-পিপাসু হেন্দার *পুত্র ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল যে কূফাতে এখন আর প্রকৃত সত্যবাদী ও বীর পুরুষ কেহই নাই।[৩] কবি লবীদ সত্যই বলিয়াছেন :—

(١) ذهب الذين يعاش فى اكنافهم * و بقيت فى خلف كجلد الاجرب

(٢) لا ينفعون ولا يرجى خيرهم * و يعاب قائلهم و ان لم يشغب

আমীর মোয়াবিয়া একদা উম্মুল মোমেনীনের নিকট পত্রের দ্বারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহাকে যেন কয়েকটি উপদেশ সংক্ষেপে লিখিয়া দেন। উত্তরে উম্মুল মোমেনীন লিখিলেন—"সালামুন আলাইকুম।" বাদ হাম্‌দ ও না'ত আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি—"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া

১। তাবারী ৭ম জিল্‌দ ১৪৫ পৃঃ ২। এস্‌তীয়াব—এব্‌নে আব্‌দুল বার্‌র্‌ তার্‌জ্‌মায়ে হুজ্‌র এব্‌নে 'আদী।

*আমীর মোয়াবিয়ার মা হিন্দা। ইঁনি জঙ্গে 'ওহুদ'এর সময় রসুলুল্লার চাচা হঃ হাম্‌জার মৃত শবের অবমাননা করেন। এমন কি তাঁহার নাক কান কাটিয়া উহা দ্বারা হার প্রস্তুত করেন ও তাহা গলায় পরিয়াছিলেন এবং তাঁহার কলিজাকে চিবাইয়া ছিলেন। এইজন্য মোয়াবিয়াকে কলিজা-খাওয়ার বেটা বলিয়া অভিহিত করা হইত। ৩। তাবারী—৭ম জিল্‌দ।

আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আত্ম-নিয়োগ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে মানুষের অসন্তুষ্টির ফলাফল হইতে রক্ষানাবেক্ষণ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া মানবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজকে নিয়োজিত করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে মানুষের হস্তে সমর্পণ করেন। 'ওস্-সালমুআলাইকা'।" [১]

উম্মুল মোমেনীনের এই উপদেশবাণীকে আমীর মোয়াবিয়ার জীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বলিতে পারা যায়।

আমীর মোয়াবিয়া নিজের মৃত্যুর পর ইয়াজীদকে আপন স্থলাভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মার্ওয়ান তখন মদীনার গবর্ণর। সর্ব্ব-সাধারণে ইয়াজীদকে আমীর মনোনীত করিবার প্রস্তাবে হঃ আবদুর রাহমান এব্নে হঃ আবু বকর আমীর মোয়াবিয়ার সন্ধি ভঙ্গের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এই অপরাধে মার্ওয়ান তাঁহাকে বন্দী করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি উম্মুল মোমেনীনের হুজ্রায় আশ্রয় গ্রহন করিলেন। মার্ওয়ান পবিত্র হেরেমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস পাইল না। তখন সে নিরাশ-চিত্তে বলিল—"ইঁনিই সেই ব্যক্তি যাহার উপলক্ষে এই আয়াত وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا নাজেল হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া উম্মুল মেমেনীন বলিলেন—"আমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়াল এইরূপ আয়াত নাজেল করেন নাই কেবল মাত্র আমার সতীত্বের বিষয়ই আয়াত নাজেল হইয়াছে।" [২] হঃ আবদুর রাহমানকে আর গ্রেপ্তার করা হইল না। সন্ধিভঙ্গকারী আমীর মোয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারমূলক রাজতন্ত্রের প্রতি হঃ আয়েশা কিরূপ বিরুদ্ধভাব পোষন করিতেন, তাহারও একটু আভাষ পাওয়া যায়। কারণ তিনি যদি ইয়াজীদের রাজ্যাভিষেক পছন্দ করিতেন, তবে তাঁহার ভাই হঃ আবদুর রাহমানকে নিশ্চয়ই ইয়াজীদের হাতে বায়'য়াত হইবার জন্য উপদেশ দিতেন।

হঃ ইমাম হাসানের দাফন

হঃ ইমাম হাসান হিজ্রির ৪৯ সনে আমীর মোয়াবীয়ার রাজত্বকালে মদীনায় বিষ-প্রয়োগে শহীদ হন।* উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র হুজ্রাতে রসুলুল্লা, হঃ

১। জামে' তিরমিজী—আব্ওয়াবুজ জেহাদ ২। বোখারী—তাফসীরে সুরায়ে আহ্কাফ।

* সিংহাসনের কণ্টকমুক্ত করিতেই ইয়াজীদের ইঙ্গিতে বিষ-প্রয়োগ হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত।

আবুবকর ও হঃ ওমরকে দাফন করা হইয়াছিল। এই হুজ্‌রায় এক কবরের জায়গা বাকী ছিল। মৃত্যু শয্যায় হঃ ইমাম হাসান সহোদর হঃ ইমাম হোসাইনকে 'ওসীয়ত' করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত দেহ যেন এই হুজ্‌রাতে দাফন করা হয়। কিন্তু কোন গোলমালের সম্ভাবনা হইলে অন্যত্র দাফন করিতেও 'ওসীয়ত' করিয়াছিলেন। হঃ ইমাম হোসাইন মৃত্যুর পর এই 'ওসীয়ত' পালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মার্‌ওয়ান এব্‌নে হাকাম বাঁধা দিল। সে বলিল, "যখন খালীফা হঃ ওস্‌মানকেই এখানে দাফন করিতে পারিলাম না, তখন আর কাহাকেও এ স্থানে দাফন হইতে দিব না।" ইহাতে এক দিকে বানী উমাইয়া অন্য দিকে বানী হাশেম যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এমতাবস্থায় হঃ আবু হোরায়্‌রা উপস্থিত হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। তিনি মার্‌ওয়ানকে বুঝাইলেন যদি নাতি নানার কাছে দাফন হয়, তাহাতে কি অন্যায় আছে, এবং তোমারই বা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন? হঃ ইমাম হোসাইনের খেদমতেও তিনি আরজ করিলেন যে হঃ ইমাম হাসানেরও 'ওসীয়ত' ছিল যে যদি কোন গোলমালের সৃষ্টি না হয়, তবে তাঁহাকে এই হুজ্‌রাতে যেন দাফন করা হয়। অবশেষে হঃ ইমাম হাসানকে 'জান্নাতে'বাকী' ' এর মধ্যে তাঁহার স্নেহময়ী জননীর এক পার্শ্বে দাফন করা হইল।'[১]

প্রশ্ন হইতে পারে এই সম্বন্ধে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার অভিমত কি ছিল? এক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে হঃ আয়েশা একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার হইয়া হঃ হাসানের জানাজাকে বাধা দিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, এবং সিপাহীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হঃ আবদুর রাহমান আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এখন পর্য্যন্ত আমাদের বংশ হইতে 'জঙ্গে জামালের' কলঙ্ক মিটে নাই। আবার তুমি অন্য এক মহাযুদ্ধের সূচনা করিতেছ?" ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন ফিরিয়া আসিলেন। এই রওয়ায়েত তাবারী ইতিহাসের এক পুরাতন ফার্‌সী তারজামাতে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার অনুবাদক ইয়াকুবী শিয়া-সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহা ভারতবর্ষে মুদ্রিত হইয়াছে। আরবী তাবারী ইতিহাস ইউরোপে ছাপান হইয়াছে; সমস্ত গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়াও এইরূপ ঘটনার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই। তাবারীর এই ফার্‌সীর তার্‌জামাতে গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, এই কেতাবে অনেক অমূলক ঘটনারও উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই। এই সব দেখিয়া মনে হয়

১। কামেল—এব্‌নে আসীর ৩য় জিল্‌দ ৩৮৩ পৃঃ।

শিয়া-অনুবাদক উম্মুল মোমেনীনকে লোক চক্ষে হেয় করিবার মানসে নিজেই এই গল্পের অবতারনা করিয়া তাবারীর নামে চলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ।

ঐতিহাসিক আবুল ফেদার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে এপর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণনা আছে যে বানী উমাইয়া ও বানী হাশেম যখন বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, তখন উম্মুল মোমেনীন তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে এই হুজ্‌রার মালীক তিনি; অন্য কাহাকেও আর এথায় দাফন হইতে দিবেন না। কিন্তু ইহাও সত্য নহে। কারণ এবনে আসীর এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যে উম্মুল মোমেনীন খুশীর সহিত অনুমতি দিয়াছিলেন। আমীর মোয়াবিয়ার পক্ষ হইতে মদীনায় যে গবর্ণর ছিলেন, তিনিও কোন বাধা দেন নাই। কিন্তু মার্‌ওয়ান কতিপয় লোকের সাহায্যে এই ফাসাদ বাধাইয়াছিল। হঃ ইমাম হাসানের ওসীয়তের প্রথম অংশের মোতাবেক কাজ করিতে না পারিয়া হঃ ইমাম হোসাইন উহার শেষ আদেশটি পালন করিয়া নিজকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। "আস্‌মাউর রেজাল" গ্রন্থেও এই ঘটনার অন্যপ্রকার বর্ণনা আছে। মোহাদ্দেস্ আবদুর রাব্ব্ 'এস্তীয়াব' গ্রন্থে, ও জালালুদ্দিন সুইউতি তারীখুল খোলাফাতে নিম্ন লিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে মূল রাবীর নিকট হইতে এই বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হঃ ইমাম হাসানের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন ঃ—

হঃ ইমাম হাসান মৃত্যুকালে তাঁহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা হঃ ইমাম হোসাইনকে এই ওসীয়ত করিয়াছিলেনঃ—

"আমি (নানী আম্মা) হঃ আয়েশার নিকট আরজ করিয়াছিলাম যেন আমার মৃত্যুর পর আমার শবকে তাঁহার হুজ্‌রাতে (আমার নানা) রসুলুল্লার নিকটে দাফন করা হয়। নানী আম্মা ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। আমি জানি না তিনি চক্ষু লজ্জায় কি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন? আমার মৃত্যুর পর তুমি (ইঃ হোসাইন) নানী আম্মার নিকট পুনরায় আমার শবকে তাঁহার পবিত্র হুজ্‌রায় দাফন করিবার কথা আরজ করিবা। নানী আম্মা খুশীর সহিত পুনরায় অনুমতি প্রদান করিলে, তথায় আমাকে দাফন করিও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নানী আম্মার অনুমতি দেওয়া স্বত্তেও আমাদের বিপক্ষীয় দল আমার শবকে ঐ হুজ্‌রা মোবারকে দাফন করিতে

و قد كنت طلبت الى عائشة اذا مت ان
تأذن لى فادفن فى بيتها مع رسول الله صلعم
فقالت 'نعم' و انى لا ادري لعلها كان ذلك
منها حياء فاذا انا مت فاطلب ذلك اليها فان
طابت نفسها فادفنى فى بيتها - و ما اظن الا
القوم سيمنعونك اذا اردت ذلك فان فعلوا فلا
تراجعهم فى و ادفنى فى البقيع الغرقد - فلما
مات الحسن (رض) اتى الحسين (رض)

عائشة فطلب ذلك اليها فقالت نعم وكرامة فبلغ ذلك مروان فقال كذب وكذبت - والله لا يدفن هٰذك ابدا - منعوا عثمان (رض) من دفنه فى المقبرة ويريدون دفن الحسن (رض) فى بيت عائشة -

বাধা দিবে। যখন ঐরূপ অবস্থা দাড়াইবে, তখন (হে ভাই হোসাইন) তুমি আমাকে 'জান্নাতে বাকী'তে আমাদের আম্মার পবিত্র রাওজা মোবারকের নিকট আমার শবকে দাফন করিও।" যখন হঃ ইমাম হাসানের এন্তেকাল হইল, তখন হঃ ইমাম হোসাইন হঃ আয়েশার অনুমতি চাহিলেন। তিনি পুনরায় অত্যন্ত খুশীর সহিত অনুমতি প্রদান করিলেন। মার্ওয়ান এই সংবাদ অবগত হইয়া বলিয়া উঠিল—"হোসাইন ও আয়েশা উভয়েই মিথ্যা বলিতেছেন। আল্লার কসম' হাসানের শবকে ঐ হুজ্রায় দাফন করিতে দিব না, যেহেতু ওস্মানকে তথায় দাফন করিতে দেওয়া হয় নাই। দেখিব হাসানকে কি প্রকারে এই আয়েশার হুজ্রাতে দাফন করা হয়।"

আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী ও তদবংশধরগণের বিরুদ্ধে উমাইয়াদের দলপতি আমীর মোয়াবিয়া ও ইয়াজীদের সহিত উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার যে অভিযোগ কোন কোন ঐতিহাসিক আনয়ন করেন—উহা যে ভিত্তিহীন ও অসত্য—তাহা হঃ আবদুর রাহমানকে আশ্রয় দান ও হঃ ইমাম হাসানকে রসুলুল্লার পবিত্র রাওজা মোবারকে দাফনের অনুমতি দান *ইত্যাদি হইতেই তাঁহার নির্দ্দোষীতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়।[১]

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম্মজ্ঞান-সাধনা—ইস্লামে দান।

উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার শত ধারায় প্রবাহিত কর্ম্মজীবনের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান-সাধনাই সবচেয়ে বড় জিনিষ। কোর্আন, হাদীস, ফেকাহ্ ও অন্যান্য বিদ্যাতে তাঁহাকে আমীরুল মোমেনীন হঃ ওমর ফারুক, আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী কার্রামুল্লাহু ওজ্হাহুর, ও হঃ আবদুল্লা এব্নে আব্বাস এবং হঃ আব্দুল্লা এব্নে মাস্উদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমে আমরা উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র কোর্আন জ্ঞান বিষয় আলোচনা করিব।

---

* হজরত আবু হোরায়্রা ও হজরত ওর্ওয়ার রওয়ায়েত দ্রষ্টব্য

১। আবুল ফেদা ও অন্যান্য আরবী ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(১) পবিত্র কোর্‌আন-জ্ঞান

কোর্‌আন শরীফ নাজেল হইতে দীর্ঘ ২৩ বৎসর কাল লাগিয়াছে। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা নবুওতের বা কোর্‌আন মজীদ নাজেল হইবার চতুর্দ্দশ বর্ষে নবী-কুটিরে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর ছিল। এই হিসাবে রসুলুল্লার পবিত্র সোহবতে তাঁহার বসবাসের কাল মাত্র ৯বৎসর ছিল। রসুলুল্লার পবিত্র সংসর্গে আসার পূর্ব্বে তাঁহার বাল্যকাল বৃথা ব্যয় হয় নাই। তাঁহার এই বাল্যকালে কোর্‌আন শরীফের অনেক আয়াত নাজেল হয়। গৃহ-সংলগ্ন মস্‌জিদে বসিয়া হঃ আবুবকর অত্যন্ত আগ্রহ ও নিবিষ্টচিত্তে কোর্‌আন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। তথায় হঃ আয়েশাও প্রায়ই পিতার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় স্মরণ-শক্তি ও মেধা-সম্পন্না বালিকার পক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণী মুখস্থ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু তাঁহার ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোর্‌আন শরীফের যে অংশ নাজেল হইয়াছিল, তাহার সমস্ত আয়াত ও সূরা তাঁহার মুখস্থ ছিলনা। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

اَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا اَقْرَءُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا -

আমি ঐ সময় বাল্যবস্থায় ছিলাম। সমস্ত কোর্‌আন শরীফের আয়াত সমূহ কণ্ঠস্থ ছিলনা। (বোখারী)

তাঁহার কণ্ঠস্থ আয়াতগুলি হইতে কথাবার্ত্তার মধ্যে বালিকা বয়সেও মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিবার সুযোগ তিনি ছাড়িতেন না।

কোর্‌আন শরীফের একখণ্ড নকল উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা· উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সার নিকট রক্ষিত মূল কেরআন শরীফ হইতে নকল করিয়াছিলেন*। কারণ রসুলুল্লার এন্তেকালের সময় কোর্‌আন শরীফের সব সূরা আজকালকার মত একত্রে

---

* কোর্‌আন শরীফ লেখিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত লিপিকার ছিল। কোন বাণী রসুলুল্লার মানস দর্পনে প্রতিফলিত হওয়া মাত্রই তিনি তাহা বলিয়া যাইতেন। আর লিপিকারগণ তাহা লেখিয়া লইতেন। লেখা শেষ হইলে তাঁহারা উহা পড়িয়া শুনাইতেন। রসুলুল্লা তখন যথাযথ সংশোধন করিয়া সকলকে অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। লিপিকারদের অন্যতম সাহাবী হঃ জায়েদ এব্‌নে সাবেত প্রথম খালীফা হঃ আবুবকরের নির্দ্দেশে ঐ সমস্ত সংগ্রহ-গুলি একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থরূপে উহাই মূল কোর্‌আন। তাহা উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সার নিকট রক্ষিত ছিল। উহা হইতেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা হঃ আবু ইউনুস্‌ দ্বারা সম্পূর্ণ এক খণ্ড কোর্‌আন নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত মূল গ্রন্থখানি মদীনা শরীফে কিংবা কনস্টান্টিনোপলের দপ্তর খানায় সযত্নে রক্ষিত আছে। পৃথিবীর সমস্ত কোর্‌আন শরীফই ঐ পাণ্ডুলিপির প্রকৃত অনুরূপী। একটি অর্দ্ধ-চ্ছেদ বা টানেরও পার্থক্য নাই।

কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল না। ইহার ফলে কোর্‌আন শরীফের এক নকল অন্য নকল হইতে পার্থক্য হইবার কারণ হইয়াছিল। আয়াত গুলি অগ্রপশ্চাত বা উল্টাপাল্টা ভাবে লিখিত হইত না। কিন্তু কোন সূরা আগে আসিবে ও কোন সূরা পরে যাইবে, ইহা লইয়া গোল বাধিত। তবে প্রায় ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিই নিজ হস্তে বা অপরের দ্বারা কোর্‌আন শরীফ লেখাইয়া লইতেন। পূর্ব্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে হঃ জোক্‌ওয়ান দ্বারাও উম্মুল মোমেনীন কোর্‌আন শরীফের আর এক নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। একদিন একজন এরাকী উম্মুল মোমেনীনের নিকট আসিয়া আরজ করিল—"উম্মুল মোমেনীন! আপনার কোর্‌আন শরীফ আমাকে একটু দেখাইবেন?" কারণ জিজ্ঞাসা করায় আগন্তুক বলিল যে তাহাদের দেশে কোর্‌আন শরীফ বেতরতীবে পঠিত হয়, সেজন্য উম্মুল মোমেনীনের কোর্‌আন শরীফের সঙ্গে তাহার কোর্‌আন শরীফকে তুলনা করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য সে এতদূর পথ হাটিয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"প্রিয় বৎস! সূরার অগ্রপশ্চাদ হইলে কোনও ক্ষতি নাই।" ইহা বলিয়াই তিনি নিজ কোর্‌আন শরীফ বাহির করিয়া তাহার কোর্‌আন শরীফের প্রত্যেক সূরাকে নিজ হাতে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।[১]

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার অভ্যাস ছিল, যে আয়াত তিনি স্বয়ং না বুঝিতেন, তাহার অর্থ ব্যখ্যা করিবার জন্য রসূলুল্লাকে বলিতেন।* উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ প্রশ্ন প্রায় সমগ্র হাদীস গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ উম্মাহাতুল মোমেনীনের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী সর্ব্বোতভাবে এবং সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে আদেশ ছিল।[২] এই আদেশকে কার্য্যে পরিণত করা অত্যাবশ্যক ছিল। রসূলুল্লা তাহাজ্জুদের নামাজে কোর্‌আন শরীফের লম্বা লম্বা সূরাগুলি অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে, অত্যন্ত দীনতা ও নম্রতার সহিত তেলাওয়াত করিতেন। এই সব নামাজে উম্মুল মোমেনীন রসূলুল্লার পশ্চাতে রসূলুল্লাকে ইমাম করিয়া দাঁড়াইতেন।[৩]

কোর্‌আন শরীফ রসূলুল্লার উপর ঘরে ও বাহিরে উভয় স্থানেই নাজেল হইত।

১। বোখারী শরীফ—তা'লীফুল কোর্‌আন!

* হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস রওয়ায়েত করেন—"উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার অভ্যাস ছিল যে তিনি কখনও রসূলুল্লার কোন হাদীস কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোর্‌আনের কোন আয়াতের তাফ্‌সীর ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, যে পর্য্যন্ত না বুঝিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রসূলুল্লার নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা বিশদভাবে বুঝিয়া লইতেন।

২। এই গ্রন্থের ৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য ৩। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ৯২ পৃঃ

কিন্তু ঘরে কোর্‌আন উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার হুজ্‌রা ব্যতীত অন্য কোন উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রায় নাজেল হইত না। কোর্‌আন শরীফ দুই প্রকারে নাজেল হইত। কোন সময় ঘণ্টার আওয়াজের মত রসুলুল্লার কাল্‌ব্‌ (হৃদয়) হইতে শব্দ হইত; কখনও বা জিব্‌রাইল (আঃ) আসিয়া আল্লার পবিত্র বাণী শুনাইতেন। উহা রসুলুল্লা খুব শান্তভাবে গ্রহণ করিতেন।[1] কোর্‌আন শরীফ নাজেল হইবার সঙ্গে ওহীর প্রথম আওয়াজ উম্মুল মোমেনীনের কানে আসিত। তিনি বলেন যখন সূরায় বাক্‌র ও সূরায় নেসা নাজেল হইতেছিল, তখন তিনি রসুলুল্লার নিকট বসিয়াছিলেন। ফলতঃ, কোর্‌আন শরীফের এক এক আয়াত কিরূপে পঠিত হইয়াছে, উহাদের কি ব্যাখ্যা হইয়াছে, উহাদিগকে কিভাবে বাস্তব জীবনে কোন কোন অবস্থায় প্রতিফলিত করা যায়, কি উপলক্ষে কোন আয়াত নাজেল হইয়াছে—এই সব খুঁটিনাটি সবই তিনি জানিতেন। সুতরাং তিনি কোন মাসায়েলার উত্তর দিতে প্রথমে কোর্‌আন শরীফের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। একদা কতিপয় লোক উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আরজ করিল—"উম্মুল মোমেনীন! রসুলুল্লার চরিত্র বিষয় কিছু বলেন।" এর্‌শাদ হইল—"তোমরা কি কোর্‌আন শরীফ পড় নাই?" রসুলুল্লার চরিত্র মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সবই কোর্‌আন ছিল—كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن—পুনরায় তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে রসুলুল্লা কিরূপ এবাদাত করিতেন। তিনি উত্তর দিলেন—"তোমরা কি সূরায়ে মোজ্‌জাম্‌মেল পড় নাই।"[2]

কোর্‌আন শরীফের বিস্তৃত তাফ্‌সীর সাহাবীদের দ্বারা কমই রওয়ায়েত হইয়াছে। ইঃ বোখারী সাহাবীদের অধিকাংশ তাফ্‌সীর তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কেবল তাবে'য়ীনের রওয়ায়েত। তাই তিনি নিজের অভিমত অনেক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইঃ তির্‌মিজী ও ইমাম মোস্‌লেম তাঁহাদের হাদীসগ্রন্থে সাহাবীদের তাফ্‌সীরের অনেক অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হাদীসগ্রন্থ সমুহে উম্মুল মোমেনীনের তাফ্‌সীরই সকল সাহাবীদের রওয়ায়েত হইতে অনেক সারগর্ভ ও মৌলিক। তাঁহার 'উসুল' (নীতি) ছিল যে আরবী ভাষার শব্দ-তত্ত্ব অনুযায়ী যাহা পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হয়, তাহাই কোর্‌আন শরীফের আয়াতের তাফ্‌সীর হওয়া উচিত। আবার কোন কোন সময় কোন সাহাবী মোকাস্‌সেরের দুই আয়াতের ব্যাখ্যাতে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিলে এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা 'মান্‌সুখ' হইয়াছে বলিতেন। কিন্তু উম্মুল

১। বোখারী শরীফ

২। সুনানে আবু দাউদ—কেয়ামুল লাইল।

মোমেনীন দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে কোর্‌আন শরীফের কোন আয়াতই 'মান্‌সুখ' হইতে পারে না। তাঁহার এই 'উসুল' (নীতি)কে অবলম্বন করিয়া মোকাস্‌সেরগণ 'এল্‌মু উসুলুত্‌ তাফ্‌সীর' এর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

হজ্‌ মৌসুমে সাফা ও মার্‌ওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড় বিষয়ে ব্যাখ্যা।

১। সাফা ও মার্‌ওয়া পাহাড় মক্কা শরীফে অবস্থিত। হজ্জের সময় উক্ত এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে দৌড়িয়া কয়েক বার আসা যাওয়া হাজীদের উপর ফরজ। কোর্‌আন শরীফের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ইহার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে :—

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -

নিশ্চয় সাফা ও মার্‌ওয়া পাহাড় আল্লাহ্‌-তায়ালার নিদর্শন বিশেষ, অতএব যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে হজ্জকার্য্য করে, কিংবা ওম্‌রা করে, এই দুইকে তাওয়াফ করা তাহার প্রতি অপরাধ নহে।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার বিষয় একদিন হ: ওর্‌ওয়া উম্মুল মোমেনীনকে বলিলেন—"খালা আম্মা! ইহার ব্যাখ্যা কি এই যে যদি কেহ তাওয়াফ না করে তাহা হইলে তাহার কোন গোনাহ্‌ হইবে না।" উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"না বাবা! তুমি এই আয়াতের তাফ্‌সীর ভাল করিয়া বুঝ নাই। যদি আয়াতের মর্ম্ম তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা এই প্রকার আয়াত নাজেল করিতেন— لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا অথবা لَا جُنَاحَ عَنْ —অর্থাৎ যদি ইহাদের তাওয়াফ না কর, তবুও কোন ক্ষতির কারণ নাই। ফলতঃ এই আয়াত আন্‌সারদিগের উপলক্ষে নাজেল হইয়াছে। আওস ও খাজ্‌রাজ ইস্‌লাম গ্রহণের পূর্ব্বে এই দুই স্থানে আসিয়া 'মানাত' এর জয় হউক' বলিত, কেননা 'মানাত' মূর্ত্তি উচ্চ প্রস্তরে গ্রথিত ছিল। এই জন্য 'সাফা' ও 'মার্‌ওয়া' পাহাড়ের তাওয়াফ করা মন্দ জানিত। ইসলাম গ্রহনের পর রসুলুল্লাকে আন্‌সারগণ এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমরা পূর্ব্বে এইরূপ করিতাম এখন কি করিব? এই উপলক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাজেল করেন। ইহার পর তাঁহাদিগকে রসুলুল্লা এই দুই স্থানে তাওয়াফ করিতে আদেশ দিলেন। ইহা বলার পর উম্মুলমোমেনীন আরও বলিলেন যে যদি উক্ত আয়াতের অর্থ তাওয়াফ করা না হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা উপরোক্ত 'لا' শব্দ যোগে আয়াত নাজেল করিতেন। সেই জন্য ইহা এখন কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না।" মোহাদ্দেস আবুবকর এব্‌নে আবদুর রাহ্‌মান এই ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিলেন—"জ্ঞান ইহাকেই বলে।" [১]

১। বোখারী শরীফ—বাবু ওজুবুস্‌ সাফা ওয়াল মার্‌ওয়াতা।

(২) হঃ ওর্‌ওয়া আর একদিন উম্মুল মোমেনীনকে নিম্ন লিখিত আয়াতের তাফ্‌সীর বিশদভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে বলিলেনঃ—

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْاَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَ نَصْرُنَا -

যদবধি পয়গম্বরগণ নিরাশ হইল, এবং মনে করিল যে, তাহারা মিথ্যা বলিতেছে, তদবধি তাঁহাদের নিকটে আমার সাহায্য উপস্থিত হইল। (নবীগণের বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না)

তিনি এই আয়াত তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন—"খালা আম্মা! كُذِبُوْا পড়িব, না كُذِّبُوْا পড়িব; كُذِبُوْا অর্থ মিথ্যা উক্তি করা হইয়াছে, বা মিথ্যা ওয়াদা করা হইয়াছে; আর كُذِّبُوْا অর্থ মিথ্যাবাদী করা হইয়াছে।" তিনি পুনরায় বলিলেন—"খালা আম্মা! ইহা ত পয়গম্বরগণের ধারণা ছিলনা যে তাঁহাদের কাওমের লোকজন তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও তাঁহাদিগের নবুওতকে অসত্য ও মিথ্যা বলিবে। সুতরাং كُذِبُوْا বলাই ঠিক।" উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"বাবা! كُذِّبُوْا ই পড়িতে হইবে, তুমি তাহা ঠিকই ধরিয়াছ। কিন্তু তুমি যে ব্যাখ্যা করিতেছ তাহা ভুল। নবীগণের প্রতি আল্লাহ্‌ তায়ালার করুণা ও সাহায্যের ওয়াদার কিছুতেই খেলাফ হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা নিষ্পাপ ও নির্দোষ। তখন হঃ ওর্‌ওয়া আরজ করিলেন—"তবে এই আয়াতের বিশুদ্ধ তাফ্‌সীর কি হইতে পারে?" এর্‌শাদ হইল—"বাবা! এই আয়াতে পয়গম্বরগণের উম্মতদের বিষয়ে বলা হইয়াছে। তাঁহারা ইমান আনার ও নবুওতকে বিশ্বাস করার দরুণ তাহাদের কাওম তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিত। এই আশঙ্কার উদয় নবীগণের মনে যখন উদিত হইয়াছে, তন্মূহুর্ত্তেই নবীগণের ওয়াদা সত্যে পরিণত করিতে আল্লার রহমত নাজেল হইয়াছে। উহার ফলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইত এবং চক্রান্তকারীদের কোন প্ররোচনায়ই তাহা ভঙ্গ হইত না।" ১

(৩) জনৈক ছাত্র একদিন উম্মুল মোমেনীনকে নিম্ন লিখিত আয়াতের তাফ্‌সীর জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে একই সময়ে চারজন স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া রাখিবার ও এতীমদের সত্বের বিষয় যে আদেশ আছে, ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে এই দুই আয়াত একে অন্যের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। এতীমদের সত্ব ও বিবাহের সঙ্গে কি সম্বন্ধ?

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -

এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, এতীমদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি, তদনুসারে দুই, তিন, ও চারি বিবাহ করিতে পার।

(সুরায়ে নেসা)।

ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"বৎস! তুমি কি এই আয়াতের তাফ্‌সীরের শানে নুজূল আমার নিকট হইতে ভাল করিয়া শুন নাই? ইহার তাফ্‌সীর এই যে এতীমদের

১। বোখারী শরীফ—বাবু সুম্মা আফীহু.........নাস্; ঐ তাফ্‌সীরে সুরায়ে ইউসুফ।

সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্পর্কের সুযোগে কেহ কেহ তাহাদের অভিভাবক সাজিয়া বসে। সেই অভিভাবকত্বের বলে, তাহারা এতীম বালিকাদিগকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চাহে। ইহাতে এই এতীমদের অনেক দুঃখের কারণ হয়। তাই আল্লাহ্-তায়ালা এইরূপ লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে যদি তোমরা ঐ এতীমদের সম্বন্ধে এন্‌সাফের সহিত না চলিতে পার, তবে এই সকল এতীম মেয়েগণ ব্যতীত অন্যত্র এক, দুই, তিন কিংবা চারি বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে পার। খবরদার! এতীমদিগকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে তোমাদের কবলে আনিতে চেষ্টা করিও না।" ১

উম্মুল মোমেনীনের এই তাফ্‌সীর শুনিয়া ঐ ছাত্রটি পুনরায় উম্মুল মোমেনীনকে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন:—

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ - وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ -

হে মোহাম্মদ! স্ত্রীলোকদের বিষয়ে ইহারা তোমার নিকটে ফাত্‌ওয়ার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে। বল, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালাই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, এবং এতীম মেয়েদিগের বিষয়ে পবিত্র গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইয়া থাকে—যাহাদিগকে, তাহাদের জন্য যাহা লিখিত হইয়াছে, তোমরা প্রদান কর না ও যাহাদিগকে বিবাহ করিতে আকাঙ্খা কর ...।

উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"ইহার অর্থ আগের আয়াতের মতই। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে ঐ অভিভাবকগণ এতীম বালিকাগণ সুন্দরী নয় বলিয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চায় না, পরন্তু তাহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইবে আশঙ্কায় ঐ অনাথাদিগকে অন্যত্রও বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক হয়।"২

আবার ঐ ছাত্রটি উম্মুল মোমেনীনকে সুরায় নেসার নিম্নোক্ত আয়াত দুইটির তাফ্‌সীর করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা "মানসুখ" হইয়া গিয়াছে বলিয়া হঃ সাহাবী এব্‌নে আব্বাস তাফ্‌সীর করেন:—

(١) وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ -

(১) এবং যাহারা ধনী, তাহারা অবশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, এবং অপিচ যাহারা গরীব, তাহারা উপযুক্তরূপে ভোগ করিবে।

১। সহী মোস্‌লেম—কেতাবুত তাফ্‌সীর; বোখারী—কেতাবুন্ নেকাহ।

২। বোখারী—কেতাবুন্ নেকাহ্; সহী মোস্‌লেম—কেতাবুত তাফ্‌সীর।

(২) নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়া এতীম-দিগের ধন সম্পত্তি ভোগ করে, তাহারা নিজের পাকস্থলীতে আগুন ব্যতীত আর কিছুই ভোজন করে না, এবং নিশ্চয়ই তাহারা দোজখে যাইবে।

(٢) ان الذين يأكلون اموال اليتمى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا -

উম্মুল মোমেনীন হঃ আবদুল্লা এব্নে আব্বাসের তাফ্সীর প্রথমোক্ত আয়াত দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা 'মানসুখ' হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন—"কোর্আন শরীফের কোন আয়াতই 'মানসুখ' হইতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে (এব্নে আব্বাসকে) সৎবুদ্ধি প্রদান করুন! তিনি ভাল করিয়া এই আয়াতের তাফ্সীর ধরিতে পারেন নাই।"

ইহা বলিয়া উম্মুল মোমেনীন উভয় আয়াতের তাফ্সীর বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন যে প্রথমোক্ত আয়াত এতীমদের অভিভাবকগণের উদ্দেশ্যে নাজেল হইয়াছে। যদি তাহারা দরিদ্র হয়, তাহা হইলে ঐ এতীমদের সম্পত্তি হইতে তাহারা নিজের জন্য কিছু খরচ করিতে পারে। আর দ্বিতীয় আয়াতে ঐ অভিভাবকদের শাস্তির বিষয় বলা হইয়াছে, যাহারা জুলুম করিয়া এতীমদের মাল ভক্ষণ করে। উম্মুল মোমেনীন আরও বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"গরীব অভিভাবকগণকে এতীমদের মাল হইতে নিজের অভাব পূরণ করিবার আদেশ আছে। যদি অভিভাবক ধনী হন, তবে তাহাদিগকে এতীমদের মাল হইতে কিছু লওয়াই উচিত নহে—কিছু লওয়াই নাজায়েজ।" [১]

উম্মুল মোমেনীনের উপরোক্ত তাফ্সীর দ্বারা ঐ দুই আয়াতের মধ্যে কোনও এখ্তেলাফ ও বিরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয় না।

(৪) জনৈক সাহাবী একদিন উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন যে আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী, হঃ আবদুল্লা এব্নে আব্বাস ও হঃ আব্দুল্লা এব্নে ওমর নিম্নোক্ত আয়াতের তাফ্সীর করিতে গিয়া বলেন যে প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা 'মানসুখ' হইয়াছে:—

১। এবং তোমাদের অন্তরের বিষয় যদ্যপি প্রকাশ কর, কিংবা তাহা গোপন কর, তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা-করেন ও যাহাকে ইচ্ছা আজাব দেন।

(١) وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله - فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء -

২। আল্লাহ্ তায়ালা কাহাকেও তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্লেশ দান করেন না; সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা তাহার জন্য।

(٢) لا يكلف الله نفسا الا وسعها - لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت -

তাঁহারা বলেন যে প্রথমোক্ত আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মনের মধ্যে যে সকল ভাব ও চিন্তা

১। সহী মোস্লেম—কেতাবুত তাফ্সীর; বোখারী—তাফ্সীরে সুরায়ে নেসা

উদয় হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদেরও হিসাব নিকাশ লইবেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই মুক্তি দিবেন ও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই শাস্তি দিবেন। কিন্তু বিনা ইচ্ছায় মনের মধ্যে যে সকল কু-কথা অকথার ভাব আসে, ইহাদেরও জন্য আল্লহ্‌তায়ালা শাস্তি দিবেন। যদি ইহাই হয় তবে মানুষের নিস্তার কোথায়? সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রথমোক্ত আয়াত দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা "মান্‌সুখ" হইয়াছে। কেননা দ্বিতীয় আয়াতে মানবের সাধ্যের বাহিরের কাজের হিসাব লওয়া হইবে না বলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন।[১]

উক্ত প্রশ্নকারী সাহাবীর কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন উপরোক্ত আয়াত দুইটির সম-অর্থ-বোধক নিম্ন লিখিত আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন :—যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তাহার প্রতিফল প্রদত্ত হইবে (مَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا يُجْزَ بِهٖ)

ইহা শুনিয়াও প্রশ্নকারী উক্ত আয়াত দুইটির তাফ্‌সীর ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায় পুনরায় উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে আরজ করিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! যদি আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী প্রভৃতির ঐ ব্যাখ্যা সত্য হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমা ও করুণা কোথায়? মুক্তির আশা কোথায়?" এর্‌শাদ হইল—"বৎস! যে দিন হইতে আমি রসুলুল্লাকে ঐ আয়াত দ্বয়ের তাফ্‌সীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত তুমিই প্রথম ব্যক্তি যে আমাকে ঐ আয়াত দুইটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।" তখন তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত আয়াতগুলির মধ্যে কোনটির দ্বারা কোনটি বাতিল অথবা "মানসুখ" হইতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা আপন বান্দাদিগকে ছোট ছোট গোনাহ্‌, সামান্য সামান্য মুসীবত ও বিপদের পরিবর্ত্তে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।

উম্মুল মোমেনীন আরও বলিলেন—"জ্বরা-ব্যাধিতে মানুষকে কত সময় ভুগিতে হয়, আবার সময় সময় এমনও হয় যে নিজের পকেটে জিনিষ রাখিয়া উহা বাহিরে খুঁজিতে খুঁজিতে হায়রান ও পেরেশান হইয়া পড়ে। জীবনের এই ছোট খাট বিপদ আপদ ও ভুল ভ্রান্তি, মানুষের অজানিত কু-প্রবৃত্তি ও কু-ভাব হইতেই অতি সূক্ষ্মভাবে সংক্রামিত। আল্লাহ্‌তায়ালা সেই কু-প্রবৃত্তি ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে বিপদ আপদ ও ভুল ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করেন। ইহাই তাঁহার রহমতের বড় নজীর। তখন মোমেন মোসলমান অগ্নি দগ্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় খাঁটি হইয়া পরলোকে আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করে।"[২]

(৫) সূরায় নেসার নিম্নোক্ত আয়াতের তাফ্‌সীর লইয়া হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস ও কতিপয় সাহাবীদের সঙ্গে উম্মুল মোমেনীনের অনেক মতানৈক্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে স্ত্রী যদি স্বামীর সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করেন, তাহা রফা করিতে হইবে ও তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার জন্যই এই আয়াত নির্দ্দেশ করিতেছেঃ—

১। তির্‌মিজী ও বোখারী

২। তির্‌মিজী শরীফ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا - وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

এবং যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা করে, তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নহে যে, তাহারা কোন সোল্‌হে নিজেদের মধ্যে 'সোল্‌হ' স্থাপন করে। 'সোল্‌হ'ই খায়ের (কল্যান)।

উম্মুল মোমেনীন বলেন যে তাঁহারা এই আয়াতের তাফ্‌সীর পরিষ্কার ভাবে করিতে পারেন নাই। স্বামী ও স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করিয়া দিবার জন্যই যদি এই আয়াতের অর্থ হইত, তবে আল্লাহ্‌ তায়ালা এই আয়াতে "সোল্‌হ্‌" এর (সন্ধির) জন্য এই খাস তাকীদ ও হুকুম কেন করিলেন? সুতরাং উম্মুল মোমেনীন বলেন—"এই আয়াত ঐ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, যাহার স্বামী তাহার নিকট বেশী আসেন না, যাহার যৌবন কাল প্রায় অবসান ; স্বামীর খেদমতে লাগিবার উপযুক্তা নহে। এদিকে (শরীয়ত অনুযায়ী) স্বামীকে তাহার ভার্য্যাগণের সহিত সমান ভাবে অবস্থান করা ফরজ। এমত অবস্থায় ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী তাহার স্বামীকে তাহার সহিত সোহবতের অধিকার রেহাই করিয়া দিলে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অতিশয় ভাল থাকে। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যাওয়ার চেয়ে এই প্রকার 'সোল্‌হ' খুবই ভাল। ইহা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্যও ঝগড়া ফাসাদ হয়, তাহা কিরূপে রফা করা যায়, তাহার ব্যবস্থা এই সূরাতেই অন্য এক আয়াতে আছে।[১] যথা

حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا

(৬) ভয়ের ও শাস্তির আয়াতগুলি কেয়ামত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রায় মোফাস্‌সেরীনই ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু সাহাবী মোফাস্‌সেরীন প্রত্যেক আয়াতের নাজেল হইবার প্রকৃত কারণ জানিতেন সেইজন্য ইহার অর্থ গ্রহণ সুচারু রূপে করিতে পারিতেন।

হঃ এব্‌নে আব্বাস ও হঃ এব্‌নে মাস্‌উদ নিম্ন লিখিত আয়াত দুইটি হিজ্‌রতের পূর্ব্বে মক্কা শরীফে রসুলুল্লার বদ্‌ দো'য়াতে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহারই সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে বলেনঃ—

(١) يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ -

(٢) اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ -

(১) যে দিন আকাশ স্পষ্ট ধূম আনয়ন করিবে....।

(২) (স্মরণ কর) যখন তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিম্ন হইতে (সৈন্য সকল) তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তোমাদের চক্ষু বক্র হইয়া গেল, এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হইল.... ..।[২]

কিন্তু উপরোক্ত আয়াতদ্বয় হইতে বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা। এইজন্য কি কারণে ও কি সম্বন্ধে উপরোক্ত আয়াত দুইটি নাজেল হইয়াছিল, তাহা তিনি সব চেয়ে ভাল

১। সহী মোস্‌লেম কেতাবুত তাফ্‌সীর। ২। সূরায়ে আহ্‌জাব।

জানিতেন। তিনি বলেন যে ইহা খান্দকের যুদ্ধের ঘটনা—অর্থাৎ এই যুদ্ধ মোসলমানদিগের উৎকণ্ঠ ও ইমান যাচাইর ঘটনা মাত্র।[১]

(৭) কোর্আন শরীফের কোন শব্দের বা আয়াতের অর্থ পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার জন্য কোন কোন সাহাবী মোফাস্সেরীণ তাঁহাদের কোর্আন শরীফের নিজস্ব নকলের হাশিয়াতে ঐ শব্দ বা আয়াতের অর্থবোধক শব্দ বা বাক্য লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ লিখিত শব্দ বা আয়াতকে 'আয়াতে শাজ্জা' বলা হয়। এই ধরণের দুই এক আয়াত উম্মুল মোমেনীন হইতেই রওয়ায়েত আছে। যথা :—

তোমরা নামাজ সকলকে বিশেষতঃ নামাজে 'ওস্তা' কে পালন করিও। حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

'সালাতুল ওস্তা' বা মধ্যবর্ত্তী নামাজের অর্থ কি ? সাহাবীদের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়া অনেক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হাদীস মোস্নদ এব্নে হাম্বলে হঃ জায়েদ এব্নে সাবেত ও হঃ ওসামা এব্নে জায়েদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহার অর্থ 'জোহরের' নামাজ।[২] আবার কতিপয় সাহাবা বলেন যে ইহার অর্থ 'ফজরের' নামাজ।

উম্মুল মোমেনীন বলেন যে সালাতুল ওস্তা (মধ্যবর্ত্তী নামাজ) এর অর্থ 'আস্রের' নামাজ। তাঁহার এই ব্যাখ্যা যে বিশুদ্ধ ও ঠিক এই সম্বন্ধে তাঁহার এতই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাঁহার লিখিত কোর্আন শরীফের হাশিয়াতে ইহার অর্থ 'আসরের' নামাজ الصلوٰة العصر লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যার সত্যতা আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী, হঃ আবদুল্লা এবনে মাস্উদ, হঃ সাম্রা এব্নে জানদাবার রওয়ায়েতেও পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের তাফ্সীর ব্যতীতও অন্যান্য অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা উম্মুল মোমেনীন দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী মোফাস্সেরীন উহাদিগকে সত্য ব্যাখ্যারূপে সাদরে গ্রহন করিয়াছেন।

উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কোর্আন শরীফ সম্পর্কীয় গভীর জ্ঞানের পরিমান হাদীস, ফেকাহ্, কেয়াস ওএল্মে কালাম ইত্যাদীর দ্বারাও পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে বিস্তারিতভাবে প্রমানিত হইবে।

(২) হাদীস

ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দুইটি—উপদেশ ও উপাদান। ইস্লাম এই দুইটি মহান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে ইহার শিক্ষা এবং উপদেশ আর অন্যদিকে রসুলুল্লার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত। পবিত্র কোর্আনে ইস্লামের মূল নীতি ও নিয়মের সমাবেশ হইয়াছে এবং

১। সহী মোস্লেম—কেতাবুত তাফ্সীর।

২। মোস্নদে আহ্মদ ৫ম জিল্দ ২০৬ পৃঃ

রসুলুল্লার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বা সুন্নতসমূহ হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রসুলুল্লার 'কাত্তল', 'ফে'ল' ও 'তাক্‌রীর'* সমষ্টিকে হাদীস বলা হয়। অতএব হাদীস শাস্ত্রই পবিত্র কোর্‌আন শরীফের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। কিভাবে ও কোন প্রনালীতে কোর্‌আন শরীফ বুঝিতে ও তাফ্‌সীর করিতে হইবে, ছোট ছোট ঘটনা, 'কাত্তল' ও 'ফে'ল' এবং 'তাক্‌রীর' দ্বারা হাদীস তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে। অধিকাংশ ধর্ম্মীয় ও রাজকীয় আইন হাদীস শরীফেই রহিয়াছে। যত্ন সহকারে হাদীস অধ্যয়ন না করিলে শরীয়ত বুঝা বড়ই কঠিন।

ইসলামের পবিত্র আইন কানুন ও শিক্ষা ছাড়া হাদীসে আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। যথা সম্ভব সরল ভাষায় হাদীসে গভীর দার্শনিক বাক্যের সমাবেশ হইয়াছে। রসুলুল্লার একটি বৈশিষ্ট এইযে তাঁহার মন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ অনন্য সাধারণ, গভীর ও মধুর।

ইহা ব্যতীত কোর্‌আন শরীফের পরেই হাদীস ইস্‌লামের প্রাথমিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান। শতাব্দী কাল মধ্যে রসুলুল্লার ও তাঁহার সাহাবী ও সাহাবীয়াতগণের অনেকগুলি জীবনী আধুনিক ভাষা সমূহে তরজমা ও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হাদীস শরীফ পাঠ করিয়া রসুলুল্লার দয়া-দাক্ষিন্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা, উদ্দেশ্যের শুচিতা, হৃদয়ের বল প্রভৃতি মনুষ্যত্ব ও মহা মানবতা সম্বন্ধে সঠিক ও সুউচ্চ ধারণা হয়, তাহা শুধু অধুনা লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া হয় না। হাদীসের আলোকেই রসুলুল্লাকে পরিষ্কার দেখা যায়—কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে, সাংসারিক সুখ দুঃখ বিশ্লেষণ করিতে, পরকালের গভীর রহস্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে। সাংসারিক গৃহ কার্য্যে কঠোর ভাবে রত—কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই আদর্শ গৃহস্থরূপে আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিতে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই গৃহীরূপে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই বিপন্ন প্রতিবেশীর দ্বারে করুণা, সাহায্য ও সহানুভূতি বিলাইতে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই আর্ত্তের ত্রাণকারী, বিপন্নের উদ্ধারকারীরূপে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই রোগীর শিয়রে সেবকরূপে সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটাইতে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই গভীর উপাসনায় নিশিদিন আত্ম সমাহিত। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই সৈন্যদিগকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতে, সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় অদম্য সাহসে সৈন্য পরিচালনা করিতে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই পরিখা-খননে

---

* রসুলুল্লার বাণী, (কাত্তল) কর্ম্ম, (ফে'ল) ও তাঁহার সম্মুখে মোসলমান কর্ত্তৃক কোন কাজ হইলে তাহাতে রসুলুল্লার নীরব থাকার নামই 'তাক্‌রীর'।

সাধারণ সৈনিকের সহিত সমানভাবে মৃত্তিকা উত্তোলন করিতে, শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা করিতে, পরাজিত বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে। কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই দেশ বিদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি সঙ্ঘ ও দূতগণের সাদর সম্বর্দ্ধনা করিতে। বস্তুতঃ হাদীস পড়িবার সময় বিরাট কর্ম্মবীর এই মহামানব হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সঃ) জীবন্ত ছবি নব নব রূপে মানস-পটে অতি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু লিখিত হাদীস গ্রন্থ পড়িয়া আমাদের হাদীস-জ্ঞান আর কত পাকা হইবে? কারণ রসুলুল্লার কর্ম্মজীবনের বাহির ও ভিতরের সহিত যাহারা যত অধিক সংশ্লিষ্ট, তাহারাই এই শাস্ত্রে অধিকতর ওয়াকেফ ছিলেন এবং স্বভাবতঃই উম্মাহাতুলমোমেনীন অন্যান্য সকলের চেয়ে পবিত্র সঙ্গ পাওয়ার অধিক সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে উম্মুল মোমেনীন হঃ সাওদা রসুলুল্লার সাহচর্য্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সব দিকে ও সব বিষয়ের লক্ষ্য রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম ছিল, এবং তাঁহার বয়সও অধিক ছিল। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি রসুলুল্লার খেদমত করিতে অপারগ ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার "বারী"† হঃ আয়েশা সিদ্দীকাকে দান করেন। এই অবস্থায় অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীন ৯ দিনের মধ্যে একদিন করিয়া যখন রসুলুল্লাকে নিজ হুজ্‌রায় পাইতেন, তখন শুধু উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশাই তাঁহাকে ৯ দিনের মধ্যে ২ দিন পাইতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার হুজ্‌রা মস্‌জিদে নবুবীর দরওয়াজার সংলগ্ন ছিল। যখন মস্‌জিদে রসুলুল্লার ওয়াজ ও বক্তৃতা হইত, তখন নিজ হুজ্‌রায় থাকিয়াই উম্মুল মোমেনীন তাহা ভাল করিয়া শুনিতে পাইতেন। এই সব কারণে রসুলুল্লার অন্যান্য মহিষিগণ হইতে রসুলুল্লার হাদীস ও অন্যান্য মাসায়েলার খুঁটিনাটি বিষয় জানিবার অধিকতম সুযোগ তাঁহারই ছিল। এবং নিজ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা লইয়া তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার হাদীস রওয়ায়েত এত বেশী যে শুধু উম্মাহাতুল মোমেনীন কেন, বড় বড় প্রবীণ সাহাবীগণ হইতেও তিনি অনেক বেশী হাদীস জানিতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন যদিও রসুলুল্লার সঙ্গ অধিক লাভ করিয়াছিলেন, তথাপিও তাঁহারা যাহা এক বৎসরে জানিতেন, হঃ আয়েশা সিদ্দীকার এক মাসেই তাহা জানা হইত। দ্বিতীয়তঃ রসুলুল্লার এন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন রাজ্য-শাসন ও নানাবিধ কাজ

---

† রসুলুল্লার সহিত রাত্রি যাপনের স্বত্ব।

কর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকায় হাদীস প্রচারে পুরাপুরি ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন নাই; তবুও তাঁহারা খেলাফতের সম্বন্ধে, শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য কতিপয় হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের রায়ের উপর ফেকাহ্ শাস্ত্রের কতিপয় মাসায়েলার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশেদীন অধিক সংখ্যক হাদীস রওয়ায়েত না করিবার অন্যান্য কারণও ছিল। তাঁহাদের যুগে সকলেই সাহাবী ছিলেন। রসুলুল্লার পবিত্র হাদীস সম্বন্ধে তখন কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় নাই।

কিন্তু রসুলুল্লার এন্তেকালের ২৫।৩০ বৎসর পরে যখন সাহাবীদের জমানা শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখন তাবেয়ীন রসুলুল্লার কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদির বিষয় জানিবার জন্য ভয়ানক উৎসুক হইয়া পড়িলেন। এই সময় অনেক বড় বড় প্রবীণ সাহাবীগণ নিজ নিজ জীবনের শেষ অবস্থায় উপনীত হইতেছিলেন। এমন কমই সাহাবী ছিলেন, যাহারা রসুলুল্লার দ্বারা বর্ণিত হাদীসের শিক্ষা দিতে পারিতেন। আর যে সাহাবীগণ বয়সে অতি ছোট ছিলেন, তাঁহারা যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত হইতেছিলেন। এই সকল সাহাবীদের রওয়ায়েত দ্বারাই পবিত্র হাদীস গ্রন্থ সমূহ পরিপূর্ণ।[১]

মধ্য বয়স্ক সাহাবীগণের মধ্যে যাহাদের রওয়ায়েত এক হাজার হইতে বেশী আছে, তাঁহারা মাত্র ৭ জন। তাঁহাদের নাম ও রওয়ায়েতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইলঃ[২]—

	নাম	রওয়ায়েতের সংখ্যা
(১)	হজরত আবু হোরায়রা	৫৩৬৪
(২)	” আবদুল্লা এব্নে আব্বাস	২৬৬০
(৩)	” আবদুল্লা এব্নে ওমর	২৬৩০
(৪)	” আবদুল্লা এব্নে জাবের	২৫৪০
(৫)	” আনাস্ এব্নে মালেক	২২৮২
(৬)	উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা	২২১০
(৭)	হজরত আবু সাঈদ খোদ্রী	২১৭০

উল্লেখিত সাহাবীগণের মধ্যে উম্মুল মোমেনীনের স্থান ষষ্ঠ। যাহারা তাঁহার চেয়ে

১। এব্নে সা'দ ২য় খণ্ড

২।সাখাবী—ফাত্হুল মোগীস শার্হে আলফীয়াতুল হাদীস, পৃঃ ৩৭৯

অধিক রওয়ায়েত করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই তাঁহার এন্তেকালের পরেও অনেক দিন জীবিত ছিলেন ও তাঁহদের রওয়ায়েত সেই জন্য আরও কতিপয় বৎসর যাবৎ জারি ছিল। ইহা ব্যতীতও উম্মুল মোমেনীনের সম্বন্ধে ইহাও বলা দরকার যে তিনি একজন পর্দ্দানিশিনী অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা ছিলেন ও পুরুষ সাহাবীগণের মত রস্থলুল্লার প্রত্যেক মজ্‌লিসে, প্রত্যেক বক্তৃতায় উপস্থিত হইতে পারিতেন না ; এবং তাঁহাদের চেয়ে তিনি রস্থলুল্লার সংসর্গ খুব কমই পাইয়াছিলেন। আবার শিক্ষার্থিগণ বিনা অনুমতিতে উম্মুল মোমেনীনের সন্নিধানে সকল সময় যাইতেও পারিতেন না ; অথবা অন্যান্য আস্‌হাবের ন্যায় মোস্‌লেম জগতের বড় বড় শহর ও বন্দরে যাতায়াত করা ও তথায় ওয়াজ, নসীহত, কোর্‌আন ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব পর ছিল না। ইহা সত্ত্বেও উম্মুল মোমেনীন এই সপ্ত-নক্ষত্র-রূপ সাহাবীদের মধ্যে উজ্জ্বলতম বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখিত তালিকা অনুযায়ী উম্মুল মোমেনীন ২২১০ হাদীস রওয়ায়েত করিয়াছেন। উহা হইতে বোখারী ও মোস্‌লেম গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হাদীসের মোট সমষ্টি ২৬৮ ; তন্মধ্যে ১৭৪ হাদীস উভয় গ্রন্থেই স্থান লাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট ১১২ হাদীসের মধ্যে ৫৪ হাদীস বোখারী শরীফে ও ৫৮ হাদীস মোস্‌লেম শরীফে বর্ণিত আছে। এই হিসাবে বোখারা শরীফে ২২৮ হাদীস ও মোস্‌লেম শরীফে ২৩২ হাদীস আছে। আর বাকী ১৯২৪ হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ইমাম আহ্‌মদ এব্‌নে হাম্বল প্রণীত মোস্‌নদ নামক গ্রন্থের ৬ষ্ট জিল্‌দে উম্মুল মোমেনীনের এই ১৯২৪ রওয়ায়েত সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ মিসরের ছাপাখানাতে খুব সরু টাইপে যদিও মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপিও তাহা প্রায় ২৫৩ পৃষ্ঠা হইয়াছে। উম্মুল মোমেনীনের বর্ণিত রওয়ায়েতগুলি হইতে কত বড় বৃহত্তম গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, ইহা হইতে সহজেই তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত সমূহ সংগৃহীত হয় প্রথমে খালীফা ওমর এব্‌নে আবদুল আজীজের উদ্যোগে।

উম্মুল মোমেনীনের হাদীস রওয়ায়েতের প্রথম সঙ্কলন

রস্থলুল্লার হাদীস সাহাবীগণ রওয়ায়েত করেন এবং তাঁহাদের রওয়ায়েত সমূহ তাবেয়ীগণ রওয়ায়েত করেন। তাবেয়ীগণ তাঁহাদের কাজ হিজ্‌রির প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরম্ভ করেন। সেই শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গেই যখন ওমর এব্‌নে আবদুল আজীজ হিজ্‌রি ১০১সনে খালীফার মস্‌নদে উপবিষ্ট হইলেন—তখন মদীনা শরীফের প্রধান কাজীর পদে ইমাম আবুবকর এব্‌নে ওমর এব্‌নে

হাজ্‌ম আনসারী ছিলেন। তিনি তাঁহার খালাআম্মা তাবেয়ীয়া হঃ ওম্‌রার ছাত্র ছিলেন। হঃ ওম্‌রা আবার উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ছাত্রী ছিলেন। এইজন্য খালীফা ওমর এব্‌নে আবদুল আজীজ রাজকীয় ফরমান দ্বারা মদীনার প্রধান কাজী উক্ত ইমাম আবুবকর এব্‌নে ওমর এব্‌নে হাজ্‌মকে উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েতগুলি হঃ ওম্‌রার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সমীপে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থরূপে ইহাই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার রওয়ায়েত সমূহের প্রথম সঙ্কলন।

আমরা এখানে শুধু উম্মুল মোমেনীন যে অধিক হাদীস রওয়ায়েত করিয়াছেন সেজন্য যে তাঁহাকে উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্মানের আসন দিতেছি তাহা নহে। উম্মুল মোমেনীনের ন্যায় হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা সুচারু-রূপে ও মৌলিকভাবে বর্ণনা করিতে কম সাহাবীই সক্ষম হইয়াছেন। আমরা তালিকায় যে ৭ জন আস্‌হাবের নাম দিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস ও উম্মুল মোমেনীন ব্যতীত সকলেই শুধু হাদীসই রওয়ায়েত করিয়াছেন; তাঁহারা ইহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই। কোন সময় ও কোন ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লা কোন হাদীস বলিয়াছিলেন, তাহাদের অর্থ দ্বারা কি বুঝা যাইতে পারে তাহা বাস্তব-জীবনে কোন অবস্থায় প্রতিফলিত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা কিছুই বলেন নাই। এইসব হাদীস ও কোর্‌আন শরীফের কোন কোন আয়াত দ্বারা ও কি কি নূতন মাস্‌য়ালা বাহির করা যাইতে পারে, তাঁহারা ইহার সে রহস্য ভেদ করেন নাই। ইহার ক্ষমতা আল্লাহ্‌তায়ালা উম্মুল মোমেনীন ও হঃ এব্‌নে আব্বাসকেই দান করিয়াছিলেন। 'এল্‌মে ফেকাহ্‌,' 'এল্‌মুল উসুল,' 'এল্‌মে কালাম' এই দুইজনের গবেষণার ফল।

উম্মুল মোমেনীনের হাদীস শরীফ বুঝিবার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ছিল। রসুলুল্লা কর্ত্তৃক যেস্থানে তাঁহার বাণীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হয় নাই, সেই দুরূহ ও জটীল বিষয়ে—ইহার কার্য্য, কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েতের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের গুণেই তিনি মোস্‌লেম জগতকে এক উৎকট সংশয় হইতে সত্যের আলোক প্রদান করিয়াছেন। জগতে ইহাই তাঁহার অমর অবদান।

উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েতগুলি অন্যান্য সাহাবীগণের রওয়ায়েত হইতে

বহুলাংশে প্রাঞ্জলও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নলিখিত রওয়ায়েতগুলি হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

১। (ক) হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর রওয়ায়েত করেন :—

জুমু'আর দিন গোসল সম্বন্ধে রাওয়ায়েত।

আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি 'জুমু'আর' নামাজে আসিবে, তাহার গোসল করা উচিত।
(বোখারী শরীফ)

سمعت رسول الله صلعم يقول من جاء منكم الجمعة فليغسل

(খ) হঃ আবু সাঈদ খোদ্‌রি রওয়ায়েত করেন :—

রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন যে জুমু'আর নামাজের জন্য গোসল প্রত্যেক বালেগের উপর ওয়াজেব।
(বোখারী শরীফ)

ان رسول الله صلعم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

উম্মুল মোমেনীনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা।

(গ) এই মাস্‌য়ালাকে উম্মুল মোমেনীন এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিতেছেন:—

মদীনা নগরীর স্ব স্ব গৃহ হইতে এবং নগরীর বহির্ভাগস্থ উপত্যকা ভুমি হইতে যে সমস্ত লোকজন 'জুমু'আর' নামাজের জন্য সমবেত হইত, তাহাদের দেহ ধুলিতে আবৃত ও ঘর্ম্মে সিক্ত থাকিত। একদিন তাহাদের মধ্য হইতে একজন ঐ অবস্থায় রসুলুল্লার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রসুলুল্লা আমার নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"যদি আজকার 'জুমু-'আর' দিন গোসল করিয়া আসিতে, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত।"
(বোখারী শরীফ)

قال كان الناس ينتابون من منازلهم و العوالى فيأتون فى الغبار تصيبهم الغبار و العرق فيخرج منهم العرق - فاتى رسول الله صلعم انسان منهم و هو عندي فقال النبى صلعم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا - (كتاب الجمعة)

উম্মুল মোমেনীন আর এক রওয়ায়েতে এই 'জুমু'আর' বিষয় বলেন:—

লোকজন নিজ কাজ নিজ হাতে করিত অর্থাৎ কৃষি-কার্য্য করিত। তাঁহারা জুমু'আর নামাজের জন্য ঐ ভাবে ও ঐ অবস্থাতেই আসিত। এই জন্য তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—"যদি তোমরা গোসল করিতে, তবে ভাল হইত।"
(বোখারী শরীফ)

قالت عائشة (رض) كان الناس مهنة انفسهم • كانوا اذا راحوا الى الجمعة راحو فى هيئتهم - فقيل لهم لو اغتسلتم -

কোর্‌বানীর গোশ্‌ত বিতরণ সম্বন্ধে রওয়ায়েত

(২) এক বৎসর রসুলুল্লা আদেশ দিয়াছিলেন যে কোর্‌বানীর গোশ্‌ত যেন ৩ দিনের মধ্যেই খাওয়া হয়। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর ও হঃ আবু সাঈদ খোদ্‌রী এই আদেশকে সকল সময়ের জন্য মনে করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহাবারাও তাঁহাদের মতেই

মত দিয়াছিলেন। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লার এই আদেশকে কেবল ঐ সময়ের জন্তই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাহা এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন:—

উম্মুল মোমেনীনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা

মক্কা শরীফের কোর্‌বানীর গোশ্‌তকে আমরা লবণ দিয়া রাখিতাম। মদীনাতে আসিয়া তাহা খাইবার জন্ত রসুলুল্লার সামনে দিতাম। "তিনি ৩ দিনের পরে কোর্‌বানীর গোশ্‌ত খাইওনা"—এই আদেশ কিছুতেই ছিল না। বরং তাঁহার উদ্দেশ্ত ছিল যাহারা কোর্‌বানী করিতে সক্ষম, তাহারা ঐ গোশ্‌ত ভক্ষণের জন্ত অধিক দিন সঞ্চয় না করিয়া কোর্‌বানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে যেন খাওয়াইয়া দেয়।[১]

الضحية كنّا نملح منها فنقدم به الى النبّى صلعم بالمدينة - فقال لا تأكلوا الّا ثلثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم -

উম্মুল মোমেনীন অন্ত আর একটি রওয়ায়েতে এই কোর্‌বানীর গোশ্‌তের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। একদিন জনৈক তাবেয়ী উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আম্মা! কোর্‌বানীর গোশ্‌ত কোর্‌বানী দেওয়ার ৩ দিন পরে খাইবার জন্ত নিষেধ আছে?" উম্মুল মোমেনীন তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন:—

"না, কিন্তু এই সময় কোর্‌বানী করার লোক অধিক ছিল না। এইজন্ত রসুলুল্লার ইচ্ছা ছিল যে যাহারা কোর্‌বানী করিতে অক্ষম (নিজেরা ক্রমাগত ঐ গোশ্‌ত নিঃশেষ না করিয়া) তাহাদিগকে যেন খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। (তির্‌মিজী শরীফ)

لا ولكنّ قلّ من كان يضحّى من الناس فاحب ان يطعم من لم يكن يضحى - (ترمذي)

ছাগের পায়ের গোশ্‌ত কি রসুলুল্লার প্রিয় খাদ্য?

(৩) হঃ আবু হোরায়্‌রার নিম্নোক্ত রওয়ায়েত হাদীসে আবু দাউদ ব্যতীত অন্তান্ত সহী হাদীস গ্রন্থে আছে যে রসুলুল্লা ছাগের সামনের পায়ের গোশ্‌ত অত্যন্ত শাওক করিয়া খাইতেন। ইহা তাঁহার বড়ই প্রিয় খাদ্য ছিল।

ইহা শুনিয়া হঃ আয়েশা বলেন—"তাহা কিছুতেই নহে। রসুলুল্লা ঐ সময় ভাল গোশ্‌ত জুটাইয়া আনিতে পারিতেন না। ছাগের পায়ের সামনের গোশ্‌ত শীঘ্র সিদ্ধ হয় বলিয়া রসুলুল্লা ঐ গোশ্‌তকে বেশী খাইতেন।" (তির্‌মিজী শরীফ।)

খায়বরের শস্ত সম্বন্ধে রওয়ায়েত।

(৪) "রসুলুল্লা প্রতি বৎসর খায়বারের উৎপন্ন শস্তকে দেখিবার জন্ত এক ব্যক্তিকে পাঠাইতেন। তিনি কত শস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার হিসাব রাখিতেন।" সহী হাদীস গ্রন্থ সমূহে উপরোক্ত রওয়ায়েতই শুধু বর্ণিত

১। সহী বোখারী—কেতাবুল আযাহী

হইয়াছে। কিন্তু ইহার কার্য্য, কারণ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন এই হাদীসকে নিম্নলিখিত ভাবে রওয়ায়েত করেন :—

انما كان امرالنبيّ صلّعم بالخرص لكى يحصى الزكوة قبل ان توكل الثمرة و تفرق -

রসুলুল্লা এইজন্য শস্যের হিসাব রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন যে, ফল খাওয়ার পূর্ব্বেই যেন জাকাতের অংশ বাহির করিয়া লওয়া যায়। (মোস্‌নদে আহ্‌মদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৬৩ পৃঃ)

অসম্পূর্ণ রওয়ায়েত

(৫) কতিপয় লোক উম্মুল মোমেনীনের হুজুরে আসিয়া আরজ করিলেন যে হঃ আবু হোরায়্‌রা রওয়ায়েত করিতেছেন, "রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন—"তিনটি বস্তু অশুভ :— (১) নারী, (২) ঘোড়া (৩) ঘর।' "[১]

উম্মুল মোমেনীনের পরিপূর্ণ রওয়ায়েত

ইহা শ্রবণে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—'ইহা ঠিক নহে। আবু হোরায়্‌রা অর্দ্ধেক হাদীস শুনিয়াছেন। ঘটনা এই যে রসুলুল্লা অর্দ্ধেক হাদীস বর্ণনা করিবার পরে আবু হোরায়্‌রা রসুলুল্লার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। রসুলুল্লা বলিয়াছিলেন—"ইহুদিরা বলে যে তিনটি বস্তু অশুভ—প্রথমতঃ নারী, দ্বিতীয়তঃ ঘোড়া ও তৃতীয়তঃ ঘর।" পরিপূর্ণ রওয়ায়েত শ্রবণ করিয়া হঃ আবু হোরায়্‌রা নিজ রওয়ায়েত সংশোধন করিয়া লইলেন ![২]

বিক্ষিপ্ত হাদীস

(৬) হঃ আবু হোরায়্‌রা রওয়ায়েত করেন, "মা, বাপ ও তাহাদের জারজ সন্তান, এই তিন জনের মধ্যে জারজ সন্তানই সব চেয়ে বড় পাপী।"

উম্মুল মোমেনীন কর্ত্তৃক রওয়ায়েত সংবাদ।

ইহা শ্রবণে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"ইহা কিছুতেই সত্য নহে। প্রকৃত ঘটনা এই যে এক ব্যক্তি ছিল মোনাফেক। সে রসুলুল্লাকে দেখিলেই বা তাঁহার নাম মোবারক শুনিলেই তাঁহার উদ্দেশ্যে অযথা গালি দিত। সাহাবীগণ এই মোনাফেকের গালি শুনিয়া রসুলুল্লাকে বলিয়াছিলেন যে এই মোনাফেক জারজ সন্তান। ইহা শ্রবণে রসুলুল্লা বলিয়াছিলেন যে সে এই তিনজনের [মা, বাপ, সন্তান] মধ্যে নিকৃষ্টতম। কারণ প্রথমতঃ সে মোনাফেক, দ্বিতীয়তঃ সে রসুলুল্লাকে অযথা গালি দিত, তৃতীয়তঃ সে জারজ সন্তান। ইহা একটি নির্দ্দিষ্ঠ ঘটনা মাত্র।" অতঃপর উম্মুল মোমেনীন হঃ আবু হোরায়্‌রার প্রক্ষিপ্ত হাদীস খণ্ডনের জন্য কোর্‌আনের এই আয়েতটি তেলাওয়াত করেন ও বলেন,—দোষ ত মা বাপের সন্তানের কি পাপ ?[৩]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

(৭) হঃ আবু হোরায়্‌রা এক হাদীস রওয়ায়েতে একটি বিড়ালের কাহিনী[৪] বর্ণনা করেন—জনৈক স্ত্রীলোক একটি বিড়াল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে ইহাকে খাওয়া দিত না। ইহার ফলে ঐ বিড়ালটি কিছুদিন পরে মরিয়া যায়। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর পর ইহার জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি

১। সুনানে আবু দাউদ ও তায়ালসী—মোস্‌নদে আয়েশা
২। মোস্‌নদে আহ্‌মদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৩০ পৃঃ
৩। সুয়ুতী—ইসাবা ৪। বোখারী—বাবু মা জাকারা'আন্ বানী ইস্‌রাইল।

পাইতে হইল। এই রওয়ায়েত বর্ণনার পর একদা হঃ আবু হোরায়্রা হঃ আয়েশার সহিত মোলাকাত করিতে আসিয়াছিলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি ঐ ব্যক্তি যে অন্যান্য গুরুতর অপরাধ স্বত্বেও শুধু বিড়াল নির্য্যাতনের জন্যই মুখ্যভাবে একজন স্ত্রীলোককে আজাব পাইতে হইয়াছে বলিয়া হাদীস রওয়ায়েত করিয়াছ ?" তখন হঃ আবু হোরায়্রা আরজ করিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! আমি যাহা রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি, তাহাই রওয়ায়েত করিয়াছি।" এর্‌শাদ হইল—"আবু হোরায়্রা একজন মোমেনার স্থান বিড়াল অপেক্ষা অনেক উচ্চ। বিড়াল নির্য্যাতনের জন্য শাস্তি প্রাপ্য হইলও, এই স্ত্রীলোকটির শাস্তি কঠোর হইয়াছিল—প্রধানতঃ তাহার ধর্ম্মহীনতার জন্য। সুতরাং এই কঠোর শাস্তির জন্য বিড়াল নির্য্যাতনই একমাত্র কারণ মনে করিলে রসুলুল্লার রওয়ায়েত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। হে আবু হোরায়্রা! যখনই রসুলুল্লার কোন হাদীস রওয়ায়েত কর, তখন চিন্তা করিয়া দেখিও কি বলিতেছ ?"[১]

(৮) হঃ আবু হোরায়্রা রওয়ায়েত করেন— مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ যিনি বেত্‌রের * নামাজ না পড়েন তাঁহার নামাজই অসম্পূর্ণ থাকে।" [অর্থাৎ নামাজের অসম্পূর্ণতার জন্য নামাজীর শাস্তি ভোগ হইতে পারে।]

ইহা শ্রবণে উম্মুল মোমেনীন বলিয়াছিলেন—"আমি আবুল কাসেমকে [রসুলুল্লা] যাহা বলিতে শুনিয়াছি, তাহা এখনও ভুলি নাই। তিনি বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ রীতিমত 'ওজু', 'রুকু', ও 'সাজ্‌দা' এর সহিত সম্পূর্ণরূপে আদায় করেন, তাঁহার উপর যেন কোন শাস্তি আরোপিত না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার ঐ নামাজ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে ওয়াদা গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি রীতিমত নামাজ আদায় করেনা, নামাজ তাহার জন্য ওয়াদা লইতে পারে না। এখন এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা হইলে এই নামাজীকে তিনি মুক্তি দিতে পারেন, অথবা তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন।"[২] উম্মুল মোমেনীন আরও বলিলেন যে এই হাদীসের ব্যাখ্যা হঃ আবু হোরায়্রা যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, অথবা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নহে। ইহার অর্থ এই যে বেত্‌রের নামাজ সুন্নত বা ওয়াজেব। ঘটনাক্রমে তাহা বাদ পড়িলে সেইজন্য তাহার অন্যান্য নামাজ কবুল না হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে এইরূপ ওয়াজেব নামাজের নামাজীর মুক্তির জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকে না কেবল ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করিলেই আজাব হয়।

(৯) হঃ আবু সাঈদ খোদরী মৃত্যু-শয্যাতে নূতন কাপড় পরিয়া বলিলেন—"মোসলমানগণ যে লেবাসে প্রাণত্যাগ করেন, কেয়ামতের দিন তাঁহারা সেই লেবাসেই উত্থান করিবেন।"[৩]

১। আবুদাউদ; তায়ালসী মোস্‌নদে আয়েশা ২। তিব্‌রানী ফীল আওসাত

* এশার ফরজ ও সুন্নত নামাজের পর যে তিন রাকা'য়াত নামাজ পড়া হয়, তাহাকেই বেত্‌রের নামাজ বলে।

৩। সুনানে আবু দাউদ—কেতাবুল জানায়েজ।

ইহা শ্রবণে উম্মুল মোমেনীন বলিয়াছিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত সাহাবী আবু সাঈদের উপর বর্ষিত হউক। এখানে রসুলুল্লা লেবাস দ্বারা নিজ নিজ 'আমলকে (কর্ম্মকে) বুঝাইয়াছেন। কেননা রসুলুল্লার বাণী যে কেয়ামতের দিন লোকজন উলঙ্গ হইয়া উঠিবে।"[১]

(১০) শরীয়তের আদেশ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তাহার "ইদ্দত" (নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ তিন হায়েজ—তিন মাস দশ দিন) শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অসুবিধা না হইলে স্বামীর বাড়ী থাকিতে হইবে। ফাতেমা নাম্নী এক সাহাবীয়া এই আদেশের খেলাফ করেন। তিনি বলিতেন যে এই ইদ্দতের সময় শেষ না হইতেই রসুলুল্লা তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি এই ঘটনা ফাত্‌ওয়া স্বরূপ অন্যান্য সাহাবাগণের সমীপে পেশ করিয়াছিলেন। কতিপয় সাহাবী তাঁহার এই রওয়ায়েত দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এইরূপ একটি ফাত্‌ওয়ার প্রশ্ন মার্‌ওয়ানের আদালতে উপস্থিত হইল। একদল সাহাবীয়া ফাতেমা বর্ণিত উক্ত রওয়ায়েত দলীল স্বরূপ পেশ করিলেন।

উম্মুল মোমেনীন ইহা শুনিয়া বলিলেন—"ফাতেমা বেন্‌তে কায়েস যেন এইরূপ রওয়ায়েত পুনরায় না বলেন। রসুলুল্লা তাঁহাকে সত্যই নিজ পিত্রালয়ে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে যাইবার আদেশ দিয়াছেন। নিরাপদ ছিলনা বলিয়াই রসুলুল্লা এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং এই আদেশ সাধারণ নিয়মে প্রয়োগ করা চলেনা।[২]

(১১) খালীফা হঃ ওমর ও অন্যান্য সাহাবী হইতে রওয়ায়েত আছে যে ফজরের ও আস্‌রের ফরজ নামাজের পর যথাক্রমে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অন্য কোন নামাজ পড়া জায়েজ নহে।

ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা হঃ ওমরের উপর রহমত নাজেল করুন! তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন—সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের সময় কোন নামাজ পড়িতে নাই।"[৩]

পক্ষান্তরে উম্মুল মোমেনীন আর এক রওয়ায়েতে বলেন যে যদি কাহারও ফজরের সুন্নত দুই রাকা'য়াত কাজা হয়, তবে ফরজ দুই রাকা'য়াতের পর ঐ সুন্নত দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া লইতে পারেন।

ফকীহগণ রসুলুল্লার এই হাদীস হইতে এই কারণ অনুমান করিয়াছেন যে ঐ দুই সময় কাফেরেরা সূর্য্য পূজা করে। তাহাদের পূজা ও মোসলমানদের এবাদতে এই উভয় কার্য্য একই সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটে, সেই সাবধনতায় রসুলুল্লা উক্ত উভয় ক্ষণে কোন নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।*

স্বামীর গোপন বিষয় জানিবার সুযোগ সকলের চেয়ে স্ত্রীরই বেশী হয়। উম্মুল

১। হাদীস গ্রন্থ সমূহ ২। সহী বোখারী ; জামে 'তির্‌মিজী—কেতাবুত তালাক।
৩। বোখারী ও তির্‌মিজী

* পূজা ও উপাসনার ভিতরে একই সময়ে সামঞ্জস্য সম্পাদিত না হয়, সেইজন্য বোধ হয় আমীরুল মোমেনীন ও খালীফাতুল মোস্‌লেমীন হঃ ওমর অত্যধিক সাবধানতার জন্য ফজর ও আস্‌রের ফরজ নামাজের পর অন্য কোন নামাজ একেবারে পড়া নিষেধ করিয়া রাজ্যময় ফরমান জারী করিয়াছিলেন।

মোমেনীন রসুলুল্লার বিষয় যাহা জানিতেন, তাহা অন্যের পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল। অনেক মাসায়েল অন্যান্য সাহাবীগণ নানা প্রকার হাদীস হইতে নিজেদের গবেষণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু উম্মাহাতুল মোমেনীন—বিশেষতঃ উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা তাহাদের বর্ণিত মাসায়েল ভ্রান্তি পূর্ণ বলিয়া প্রায়ই বাতিল করিয়া দিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি মাসায়েলের বিষয় উল্লেখিত হইতেছে :—

(১) হঃ এব্‌নে ওমর ফাত্‌ওয়া দিতেন যে গোসল করিবার সময় স্ত্রীলোকদিগকে মাথার চুল খুলিয়া ভিজাইতে হইবেই।

উম্মুল মোমেনীন ইহা শুনিয়া বলিলেন—"তিনি মেয়েদিগকে ফাত্‌ওয়া কেন দেন না, তাহারা যেন মাথার চুল মুণ্ডন করিয়া ফেলে? আমি রসুলুল্লার সম্মুখে গোসল করিতাম, কিন্তু মাথার চুল কখনও খুলি নাই।"

(২) হঃ এব্‌নে ওমর ফাত্‌ওয়া দিতেন যে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বনে 'ওজু' বাতিল হইয়া যায়।

উম্মুল মোমেনীন ইহা অবগত হইয়া বলিলেন—"কিন্তু রসুলুল্লা চুম্বনের পর পুনরায় 'ওজু' করিতেন না।" ইহা বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন।

(৩) হঃ এব্‌নে ওমর বলেন —"যে দিন প্রাতে হজ্জের 'এহ্‌রাম' বাঁধিতে হইবে, সে দিনের পূর্ব্ব রাত্রে সুগন্ধি বস্তু গায়ে মালিশ করা আমি পছন্দ করিনা। আমি শরীরে আল্‌কাতরা মালিশ করা পছন্দ করিব, তবুও সুগন্ধি বস্তু নয়।"

হঃ ওর্‌ওয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, উম্মুল মোমেনীন জবাব দিলেন—আমি রসুলুল্লার দেহ মোবারকে এহ্‌রামের রাত্রে নিজ হাতে আতর মালিশ করিয়াছি, আমার ভালরূপে স্মরণ আছে যে এহ্‌রামের দিন প্রাতে আতরের চমক * তাঁহার সিথীতে দেখিয়াছি।"

(৪) হঃ এব্‌নে ওমর ফাত্‌ওয়া দিতেন—"হজ্জের সময় প্রস্তর নিক্ষেপ করার (রামিয়ুল হাজার) ও মস্তক মুণ্ডন করার পর সুগন্ধি খোশবু ও স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সবই জায়েজ।"

উম্মুল মোমেনীন ইহা শুনিয়া বলিলেন যে খোশবু ব্যবহারে কোন বাধা নাই যেহেতু আমি নিজ হস্তে রসুলুল্লার শরীরে এই হজ্জের সময় খোশবু মালিশ করিয়াদিয়াছি।[১]

(৫) কতিপয় সাহাবীগণ বলেন—"রসুলুল্লাকে ইমেন দেশের প্রস্তুত চাদর দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল।"

উম্মুল মোমেনীন ইহা শুনিয়া বলিলেন যে লোকজন আশা করিয়া ঐরূপ চাদর আনিয়াছিল বটে, কিন্তু রসুলুল্লাকে ঐ কাপড়ে কাফন করা হয় নাই।[২]

(৬) হঃ আবু হোরায়রা এক রওয়ায়েতে বলিয়াছিলেন যে কাহারও নামাজ পড়িবার সময় তাহার সম্মুখ দিয়া গর্দ্দভ, কুকুর, ও স্ত্রীলোক যাতায়াত করিলে তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে।

এই রওয়ায়েতের কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীনের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ হঃ আবু

---

* সেকালের আতর আজকালকার মত নিষ্প্রভ ছিলনা।

১। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ ২। বোখারী; মোস্‌লেম; নাসায়ী—কেতাবুল জানায়েজ।

হোরায়্‌রাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হঃ আবুহোরায়্‌রা উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে হাজির হওয়া মাত্রই উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে বলিলেন—"আবু হোরায়্‌রা! তুমি কি আমাদিগকে (নারীজাতিকে) গর্দ্দভ ও কুকুরের সমান করিয়াছ? রসুলুল্লা রাত্রে নামাজে মশগুল থাকিতেন; হুজ্‌রাতে জায়গা কম থাকার দরুণ আমি তাঁহার সম্মুখে পা মেলিয়া শুইয়া থাকিতাম। রসুলুল্লা সাজ্‌দায় যাইবার সময় আমার পা সরাইয়া দিতেন। আমি পা গুটাইয়া লইতাম। আবার যখন রসুলুল্লা দাঁড়াইতেন, তখন পুনরায় পা ছড়াইয়া শুইতাম। আর কখনও দরকার হইলে তাঁহার নামাজের সময় গা লুকাইয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতাম।"[১]

(৭) হঃ আবু হোরায়্‌রা একদিন ওয়াজ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"যদি কাহারও উপর গোসল ফরজ হয়, আর এইদিকে সোবেহ্ সাদেকও দেখা দেয়, তখন সেইদিন যদি রোজা রাখে, তাহা হইলে তাঁহার রোজা কবুল হইবে না।"[২]

এই হাদীস শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মার আস্তানার দিকে দৌড়িলেন। উম্মুল মোমেনীন দ্বয় তাঁহাদের নিকট হঃ আবু হোরায়্‌রার ফাত্‌ওয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন যে ইহা রসুলুল্লার কার্য্যের বহির্গত। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ইহা হঃ আবু হোরায়্‌রাকে জানাইলেন তখন তিনি নিজ ভুল সংশোধন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলিকে প্রকৃত মাসয়ালা জানাইয়া দিলেন।

(৮) হঃ আবু দার্‌দা একদিন ওয়াজ করিতে এই মাস্‌য়ালা বয়ান করিলেন যে ফজরের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে বেত্‌রের নামাজ কাজা পড়া 'নাজায়েজ'।

উম্মুল মোমেনীন এই মাস্‌য়ালার বিষয় শুনিয়া বলিলেন যে আবু দার্‌দা ঠিক বলেন নাই। ফজরের নামাজের সময় আসিলেও রসুলুল্লা বেত্‌রের নামাজ পড়িতেন।[৩]

(৯) হঃ এব্‌নে আব্বাস ফাত্‌ওয়া দিতেন যে কোরবানী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাজীদের জন্য যে সব অনুশীলন পালন করা হারাম, যাহারা কোরবানীর জন্য মক্কা শরীফ পশু পাঠান তাহাদের জন্যও সেইসব অনুশীলন পালন করা তদ্রূপ হারাম।

এই ফাত্‌ওয়ার কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিয়াছিলেন—"আমি নিজহাতে কোর্‌বানীর পশুর গলার হার তৈয়ার করিতাম, আর রসুলুল্লা স্বয়ংই প্রত্যেক জান্‌ওয়ারের (পশুর) গলায় ঐ হার পরাইয়া দিতেন; আর আমার পিতা পশুগুলি লইয়া মক্কা শরীফে যাইতেন; কিন্তু হজের সময় হইতে কোর্‌বানী পর্য্যন্ত যাহা যাহা হারাম ছিল, তাহা আমরা কখনও হারাম বলিয়া মানিয়া চলি নাই।[৪]

উম্মুল মোমেনীনের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া হঃ এব্‌নে আব্বাস নিজ ফাত্‌ওয়া সংশোধন করিয়া লইলেন।

হাদীস শরীফের ভিত্তি মোহাদ্দেসীন ও রাবীগণের স্মরণ-শক্তি ও সততার উপরই

১। সহী বোখারী জিল্‌দ পৃঃ ৭৩ ২। সহী মোসলেম; মোয়াত্‌তা—কেতাবুল সাওম।
৩। সুনানে বায়্‌হাকী। ৪। সহী বোখারী—কেতাবুল হজ্‌ ২৩০ পৃঃ

অবস্থিত। সেইজন্য মোহাদ্দেসীনের উপর এক বড় ফরজ হইয়াছে যে রসুলুল্লা যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা অবিকল নকল করিয়া প্রকাশ করা। উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা নিজ তীক্ষ্ণ স্মরণ-শক্তি দ্বারা তাঁহার সমসাময়িক মোহাদ্দেসীনের অনেক ভুল সংশোধন করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার মর্য্যাদা মোহাদ্দেসীনের মধ্যে অতি উচ্চে। তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) হঃ সা'দ এব্‌নে ওক্‌কাসের এন্তেকাল হইলে তাঁহার জানাজার নামাজ উম্মুল মোমেনীন মস্‌জিদে পড়িতে চাহিলেন। সমবেত জনমণ্ডলি তাহাতে আপত্তি করিলে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"লোকজন কি প্রকারে রসুলুল্লার বাণা এত শীঘ্র ভুলিয়া যায়। রসুলুল্লা সোয়ায়েল্ এব্‌নে বায়দার জানাজার নামাজ এই মস্‌জিদেই পড়িয়াছিলেন।" [১]

ইহা শ্রবণে সকলেই হঃ সা'দ এব্‌নে ওক্‌কাসের জানাজা মস্‌জিদে নবুবীতেই পড়িলেন।

(২) হঃ এব্‌নে ওমরকে হজের মৌসুমে মক্কা শরীফে কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে রসুলুল্লা কতবার 'ওম্‌রা' করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, "চারবার—এক ওম্‌রা রজবের মাসেও করিয়াছিলেন।"

ইহা শুনিয়া হঃ ওর্‌ওয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"খালাআম্মা! আপনি শুনেন নাই হঃ এব্‌নে ওমর কি বলিতেছেন?" তখন উম্মুল মোমেনীন তাঁহার নিকট হইতে আদ্যোপান্ত ঘটনা জানিয়া বলিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা আবু আবদুর রাহমানের উপর রহমত বর্ষণ করুন! এমন কোন ওম্‌রা ছিল না যাহার মধ্যে আমি সঙ্গিনী না হইয়াছি। রসুলুল্লা রজবের মাসে কোন ওম্‌রা করেন নাই।" [২]

(৩) হঃ এব্‌নে ওমর একদিন তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে বলিলেন যে চন্দ্রমাস ২৯ দিনে হয়। কথা প্রসঙ্গে লোকগণ উম্মুল মোমেনীনের নিকট তাহা বর্ণণা করিলেন।

ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা আবু আবদুর রাহমানের উপর রহমত নাজেল করুন! রসুলুল্লা বলিয়াছিলেন, চন্দ্রমাস কোন কোন সময় ২৯ দিনেও হয়।" [৩]

রসুলুল্লার এন্তেকালের পর উম্মুল মোমেনীন অন্যান্য সাহাবীদের নিকট হইতে প্রাপ্য হাদীস কদাচিত রওয়ায়েত করিতেন। তাঁহার 'উসুল' (নীতি) ছিল যে রসুলুল্লার বাণী ও উহার মধ্যবর্ত্তী 'রাবী' যতই কম হয়, ততই ভাল। যদি কেহ উম্মুল মোমেনীনকে কোন হাদীসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা নিজে রসুলুল্লার নিকট হইতে সরাসরিভাবে না পাইয়া থাকিলে, তিনি তাহাকে মূল রাবীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। অথবা যদি কোন হাদীস অন্যের নিকট হইতে লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হইত, তখন তিনি অত্যন্ত

১। সহী মোস্‌লেম—কেতাবুল জানায়েজ। ২। বোখারী—কেতাবুল হজ্; কেতাবুল ওম্‌রা।
৩। মোস্‌নদে আহ্‌মদ ৬ষ্ঠ জিলদ ২৪৩ পৃঃ

সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। পুনঃ পুনঃ যাচাই করিয়া নিঃসন্দেহ হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতেন। পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত রওয়ায়েতকে তিনি নিঃসন্দেহ-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। যদি তাহা নিজ বিবেকের বাহিরে বলিয়া বোধ হইত, তবে তাহা কিছুতেই রওয়ায়েত করিতেন না। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) 'আসরের ফরজ নামাজ অন্তে রসুলুল্লা দুই রাকা'য়াত নফল নামাজ পড়িতেন। কতিপয় লোক এই সম্বন্ধে একদিন উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাহাদিগকে উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মার খেদমতে এই মাস্‌য়ালার বিষয় জানিবার জন্য যাইতে উপদেশ দিয়া বলিলেন যে উক্ত হাদীসের মূল রাবী হঃ উম্মেসাল্‌মা।[১]

(২) এক সময়ে কয়েকজন লোক চর্ম্ম-নির্ম্মিত মৌজার উপর 'মাস্‌হে' করিবার বিষয় উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমীরুল মোমেনীন হঃ আলীর নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে হঃ আলী রসুলুল্লার সহিত প্রায় সফরেই সঙ্গী হইতেন, এবং তিনিই এই হাদীসের মূল রাবী।[২]

(৩) একদিন এক ব্যক্তি রেশ্‌মী পরিচ্ছদ ব্যবহারের বিষয় উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ও বলিলেন—"আবদুল্লা এব্‌নে ওমর এই মাস্‌য়ালা রওয়ায়েত করিয়াছেন এবং তিনি ভালরূপে এই বিষয় ওয়াকেফ আছেন।"[৩]

৪। এক সময়ে আবদুল্লা এব্‌নে 'আম্‌র এব্‌নে আল্‌-'আস্‌ এক হাদীস রওয়ায়েত করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসিলে উম্মুল মোমেনীন পুনরায় এক সাহাবীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ঐ হাদীসের বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাইলেন। সাহাবী আবদুল্লা ঐ হাদীস অবিকল পূর্ব্বের মতই রওয়ায়েত করেন।

ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিয়াছিলেন—"আল্লাহ্‌! এব্‌নে 'আম্‌রের কথা ত স্মরণই আছে?"[৪]

উম্মুল মোমেনীন শুধু যে অন্যের হাদীস রওয়ায়েত যাচাই করিয়া শুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে; বরঞ্চ হাদীস সমূহকে নির্দ্দোষ ও নির্ভুল রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক রাবীগণকে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন যে রসুলুল্লার পবিত্র হাদীসের প্রত্যেক শব্দ ও বাক্য যেন হরফ্‌ ব হরফ্‌ ঠিকভাবে ও পরিষ্কার ভাবে রওয়ায়েত করা হয়। আবার অনেক রাবীদের ভুলও সংশোধন করিয়া দিতেন।

আমাদের ইমামগণও বিশেষতঃ মোফাস্‌সের মাওলানা জালালুদ্দীনে সুয়ূতী

১। সহী বোখারী শুরু্‌দে বানী তামীম। ২। ঐ—বাবু মোসহে 'আলাল খোফ্‌ফাইন। ৩। হাদীস গ্রন্থ সমূহ।
৪। সহী বোখারী—বাবু মা ইয়াজ কুরু মিন্‌ আম্‌রের রায়ে ২য় জিল্‌দ।

উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ সংশোধন ও যাচাইকে 'এস্তেদ্রাক' বলিয়াছেন। আর ইমাম হাজেমী বলেন উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ যাচাইর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে বিখ্যাত 'এলম্ উসুল'এর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাও সেই মহীয়সী মহিলার দান।

সাহাবীগণের সময় পর্য্যন্ত 'এলমে হাদীসে'এর উসুল লিখিত হয় নাই। উম্মুল মোমেনীন তাঁহার সমসাময়িক মোহাদ্দেসীনের হাদীসকে যে ভাবে 'এস্তেদ্রাক' করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি কারণ সহ উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে উম্মুল মোমেনীনের সব চেয়ে বড় "উসুল" এই যে রওয়ায়েত যেন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কোর্আনের বিরুদ্ধে না হয়—অর্থাৎ হাদীসের রওয়ায়েত ও কোর্আন শরীফের আদেশের মধ্যে যদি অনৈক্য হয়, তাহা হইলে সেই হাদীস ভ্রান্তিপূর্ণ।

(ক) হঃ আবদুল্লা এব্নে ও ওমর ও কতিপয় সাহাবীর এক রওয়ায়েত দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া গেল :—

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন কাঁদিলে মৃতের উপর আজাব হয়।

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

কিন্তু কোর্আন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :—

কেহ অন্যের পাপের বোঝা বহন করিবে না।

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

উম্মুল মোমেনীন কোর্আন শরীফের এই বাণী অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত হাদীস রওয়ায়েতের সত্যতা অস্বীকার করিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে রসুলুল্লা এই প্রকার হাদীস কখনও বলেন নাই। উম্মুল মোমেনীন তখন প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। একদিন রসুলুল্লা কোন এক ইহুদী স্ত্রীর জানাজার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন কাঁদিতেছিল। রসুলুল্লা তখন বলিলেন—"ইহারা কাঁদিতেছে এবং মৃতের উপর আজাব হইতেছে।" উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লার এই কথার ব্যাখ্যাএই করেন যে ক্রন্দন আজাবের কারণ নহে। বস্তুতঃ দুইটাই পৃথক বিষয়। ইহারা এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছে—আর ঐ মৃত ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মের জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছে। ক্রন্দন অন্যের কাজ। আর মৃত ব্যক্তির উপর আজাব তাহারই নিজ কর্ম্মফল। সুতরাং এই ক্রন্দন জনিত পাপের বোঝা মৃত ব্যক্তির বহন করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী তাই এই কথার সমর্থন পবিত্র কোর্আনেই আছে।*

(খ) মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কাঁদিলে মৃতের উপর আজাব হয়, হঃ এব্নে ওমর ও

* এই বিষয় উম্মুল মোমেনীন বিস্তারিত ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বোখারী শরীফের বদর যুদ্ধের অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

হঃ আবুহোরায়্রা হইতে এইরূপ রওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। উম্মুল মোমেনীনকে লোকজন ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন :—

انکم لتحدثون من غیر کاذبین و لا مکذبین و لکن السمع یخطی -

তোমরা মিথ্যাবাদী অথবা ঘোর মিথ্যাবাদী হইতে কখনও এই রওয়ায়েত শুন নাই (অর্থাৎ সত্যবাদীর নিকট হইতেই ইহা শুনিয়াছ) ; কিন্তু মানুষের কর্ণ যুগল কখনও কখনও ভুল শ্রবণ করে।

(গ) অন্য এক রওয়ায়েতে উম্মুল মোমেনীন কর্তৃক বর্নিত হইয়াছে :—

رحم الله ابا عبد الرحمن سمع شیئا فلم یحفظ -

আবু আবদুর রাহমানের* উপর অল্লাহ্ তায়ালার রহমত নাজেল হউক। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা যথার্থ ভাবে স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। *

(ঘ) এই কথাই অন্য এক রওয়ায়েতে উম্মুল মোমেনীন বলেন ঃ—

یغفر الله لابی عبد الرحمن اما انه لم یکذب و لکنه نسی او اخطاء -

আল্লহ্ তায়ালা আবু আব্দুর রাহমানকে মাপ করুন। এই কথা সত্যই যে তিনি সজ্ঞানে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই ; কিন্তু তিনি প্রকৃত রওয়ায়েতটি ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা তাঁহার বর্ণনা করিতে ভ্রান্তি হইয়াছে।

রাবী বলেন যে উম্মুল মোমেনীনের অত্র রওয়ায়েতের পূর্ব্ব বর্ণিত ব্যাখ্যা হঃ এব্নে ওমর সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন এবং তদনুসারে তাঁহার নিজ বর্ণিত রওয়ায়েতটি সংশোধন করিয়া লন।*

*মাওলানা ইমাম বোখারী উম্মুল মোমেনীনের ও হঃ এব্নে ওমরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ঐ মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থাতে নিজ পরিবারকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ ছিল যে তাহারা যেন তাহার মৃত্যুকালে কান্নাকাটি না করে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাহাদের ক্রন্দন সাক্ষ্য দিতেছে যে সে জীবিতকালে এই উপদেশ প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং এই ক্রন্দনের জন্য সে আংশিকভাবে দায়ী এবং তন্নিমিত্ত ইহার ফলভোগ মৃতের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই মাওলানা সাহেব প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কোর্‌আনের আয়াত পেশ করিয়াছেন :— "হে মোমেনগণ! তোমরা নিজকেও তোমাদের পরিবারকে দোজখের আগুন হইতে বাচাও (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا -)।

তখন তাহার পরিজনের প্রতি ঐ মৃত ব্যক্তির তা'লীম ও হেদায়েত করা স্বত্বেও তাহারা যদি কাদাকাটি করে, তবে উম্মুল মোমেনীনের রায় ঠিক, যেমন নাকি আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন :—

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى -

*হঃ আবদুল্লা এব্নে ওমরের কুনীয়াত।

এবং ভারবাহক অন্যের (গোনাহের) ভার বহন করেনা; যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি আপন ভারের দিকে (ভার উঠাইতে ডাকে), আত্মীয় হইলেও তাহার কিছুই বহন করে না।

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

আবদুল্লা এবনে মোবারকেরও এই ফয়সলা।

কিন্তু আমাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত নির্দোষ বলিয়া মনে হয়না। মৃত ব্যক্তি উপদেশ দেয় নাই, এমন কোন সম্পষ্ট নিদর্শন নাই। পরিজন দিগকে উপদেশ দেওয়া স্বত্বেও অনেক সময় মৃত জনিত শোকাবেগে তাহাদের ক্রন্দন উচ্ছাসিত হইয়া উঠে। সুতরাং এই ক্রন্দন হইতে ইহা প্রমাণিত হইতে পারেনা যে সে জীবিতকালে উপদেশ দিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে। বিশেষতঃ হঃ এব্‌নে ওমর নিজেও মৃত ব্যক্তির শৈথিল্যের হেতুই এই আজাবের কারন বর্ণনা করেন নাই। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের কাদার জন্যই সাধারনভাবে এই রওয়ায়েত করিয়াছেন। অধিকন্তু যাহার নিকট ইস্‌লামের আলো প্রতিভাত হয় নাই, এমন ব্যক্তি দ্বারা শরীয়তের প্রতি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে, হঃ এব্‌নে ওমর তাহার নিকট ইহা আশা করেন নাই। সুতরাং উম্মুল মোমেনীনের ব্যাখ্যার সহিত মাওলানা ইমাম বোখারী কর্তৃক উক্ত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার যুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মোজ্‌তাহেদগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু হানীফা উম্মুল মোমেনীনের মতকেই ফাত্‌ওয়া স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) বদরের যুদ্ধের সময় যে কাফেরগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের কবরের পাশে দাঁড়াইয়া রসুলুল্লা বলিয়াছিলেন :—

আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সঙ্গে যাহা ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা তোমরা উপলব্ধি করিতেছ কি?

هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ -

রসুলুল্লা কি মৃত ব্যক্তি দিগকে সম্বোধন করিয়াছেন?

হঃ এব্‌নে ওমর রওয়ায়েত করেন যে হঃ ওমর এই বিষয় রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"রসুলুল্লা! আপনি মৃত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতেছেন?" রসুলুল্লা উত্তরে বলিয়াছিলেন :—

"তোমরা তাহাদের চেয়ে বেশী শুনিতে পারনা, কিন্তু তাহারা উত্তর দিতে পারেনা।

مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ -

উম্মুল মোমেনীনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা।

উপরোক্ত হাদীস উম্মুল মোমেনীনের দরবারে বলা হইলে তিনি শুনিয়া বলিলেন যে রসুলুল্লা এইরূপ বলেন নাই, বরঞ্চ তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

আমি তাহাদিগকে জীবিতকালে যাহা বলিয়াছিলাম, এখন তাহারা মৃত্যুর পরে সত্য বলিয়া তাহা উপলব্ধি করিতেছে।

اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْاٰنَ اَنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ -

ইহা বলার পর উম্মুল মোমেনীন কোর্‌আন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেনঃ—

হে নবী! মৃত ব্যক্তি অথবা যাহারা কবরে আছে, তাহাদের শ্রবণ বিবরে তোমার [মানুষের] কোন কথা পৌছেনা।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ -

মোহাদ্দেসীন উম্মুল মোমেনীনের ফায়সালাকে গ্রহণ করিয়া হঃ এব্‌নে ওমরের রওয়ায়েতের সঙ্গে এই ভাবে সামঞ্জস্য দিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তিগণকে সামান্য সময়ের জন্য জীবিত করান হইয়াছিল। ইহা তাবেয়ী কাতাদারও মত।[১]

রওয়ায়েতে ভ্রান্তি।

(৩) হঃ আবু হোরায়্‌রা রওয়ায়েত করিতেন—"দিন, কাল ও ক্ষণ না দেখিয়া চলার দোষেই মানুষের উপর বিপদ আপদ রূপ অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।"

কোর্‌আন অবলম্বনে উম্মুল মোমেনীনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা।

এই রওয়ায়েত উম্মুল মোমেনীনের কর্ণ-গোচর হইতেই তিনি আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"কসম, ঐ পবিত্র মহা শক্তির—যিনি আবুল কাসেমের [রসুলুল্লার] উপর কোর্‌আন শরীফ নাজেল করিয়াছেন। রসুলুল্লা কখনও এইরূপ বলেন নাই। উহার সমর্থনে উম্মুল মোমেনীন কোর্‌আন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :—

পৃথিবীতে ও তোমাদের জীবনের উপর এমন কোন মুসীবত আসে না, যাহা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে 'কেতাবে' (লাওহ মাহ্‌ফুজে) লিখিত হয় নাই।

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا -

ইহার ব্যাখ্যা করিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন যে অশুভ ঘটনা ও বিপদ আপদ নিজ কর্ম্ম ফলের দ্বারাই হয়।[২]

ভ্রান্তি রওয়ায়েত

(৪) হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস রওয়ায়েত করেন যে রসুলুল্লা আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সম্ভবতঃ উম্মুল মোমেনীন এই হাদীস প্রথমে তাবে'য়ী কা'ব্‌ এর নিকট শুনিয়াছিলেন। ইহার দুই তিন দিন পরে তাবে'য়ী মাস্‌রুকও উক্ত রওয়ায়েতের বিষয় উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কোর্‌আন অবলম্বনে উম্মুল মোমেনীনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা।

তিনি উত্তরে বলিলেন—"বৎস! তোমার এইরূপ প্রশ্নে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যে তোমাকে ইহা বলে যে রসুলুল্লা স্বচক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিয়াছেন সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত আয়াত দুইটিকে প্রমাণ স্বরূপ তেলাওয়াত করিলেনঃ—

১। এই বিষয় সহী বোখারী—গাজ্‌ওয়ায়ে বদর দ্রষ্টব্য

২। বোখারী—তাফ্‌সীরে সুরায় নাজ্‌ম।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

চক্ষু তাঁহাকে (আল্লাহ্‌তায়ালাকে) অবধারণ করেনা, তিনি চক্ষুকে অবধারণ করেন, এবং তিনি দয়ালু ও জ্ঞাতা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং দীদার বা দর্শন না দিলে চক্ষুর এরূপ শক্তি নাই যে, তাঁহাকে দর্শন করে, এইজন্য তিনি সূক্ষ্ম। (সুরায় আন্'আম')

পুনরায় তিনি আরও এক আয়াত আবৃত্তি করিলেন :—

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ -

মানুষের কোন প্রকার শক্তি নাই যে সে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে কথা কহেন, কিন্তু পর্দ্দার আড়াল হইতে।

(সুরায় শুরা)

(৫) "মোত্'আ" অর্থাৎ এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোককে কিছু টাকা পয়সা দিয়া সহবাস করা। বর্ব্বর যুগেও উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। সপ্তম হিজ্‌রির শেষ ভাগে খায়বারের যুদ্ধের সময় ইহা (হারাম) নিষিদ্ধ হইল। হঃ এব্‌নে আব্বাস ও তিন চার জন সাহাবী বলেন যে ইহা কখনও হারাম হয় নাই। তাঁহারা ব্যতীত আর সকল সাহাবীই হাদীস অবলম্বনে ইহা হারাম বলিয়াছেন।

মোত্'আ নিষিদ্ধ ?

উম্মুল মোমেনীনের জনৈক ছাত্র তাঁহাকে উক্ত 'মোত'আর' রওয়ায়েতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা হারাম হইয়াছে বলিয়া উত্তর দিলেন। ইহার প্রমাণ তিনি হাদীস হইতে গ্রহণ করেন নাই, বরঞ্চ কোর্‌আন শরীফের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত পড়িয়া জানাইলেন :--

কোর্‌আন অবলম্বনে উম্মুল মোমেনীনের নিষ্পত্তি।

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ - فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ -

এবং তাহারা, যাহারা আপন পত্নীদিগের অথবা তাহাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, সেই (ভোগ্যা দাসীদিগের) সম্বন্ধে ব্যতীত আপন গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমকারী, নিশ্চয়ই তাহারা ভৎ'সনাশূন্য। (সুরায় মোমেনুন)

তিনি আরও বলিলেন, "এই দুই পথ (স্ত্রী ও ক্রীত-দাসী) ব্যতীত আর তৃতীয় পথ ত দিখি না, যাহা দ্বারা এই "মোত'আ" জায়েজ হইতে পারে।"

(৬) হঃ আবু হোরায়্‌রা রওয়ায়েত করেন যে রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন—"আমি যদি আল্লার অনুগ্রহে এক খণ্ড তৃণও পাই, তাহার বিনিময়ে কোন জারজ সন্তানকে আজাদ করিয়া দেওয়া পছন্দ করি না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জারজ সন্তানকে গোলামির অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া দিলে সাওয়াব হইবে না!

ভ্রান্তি পূর্ণ রওয়ায়েত

উম্মুল মোমেনীন যখন এই হাদীসের কথা জ্ঞাত হইলেন, তখন বলিলেন. "আল্লাহ্‌তায়ালা আবু হোরায়্‌রার পর রহমত নাজেল করুন! উক্ত রওয়ায়েতটি তিনি ভাল করিয়া শুনেন নাই,

অথবা উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজেল হইল, :—

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ -

অনন্তর সে কঠিন পথে আসিল না। এবং তোমাকে সে কি জানাইয়া'ছে যে, কঠিন পথ কি? গ্রীবা (দাসত্ব বন্ধন) মুক্ত করা।

(সূরায়ে বালাদ)

তখন সাহাবীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন—রসুলুল্লা, আমরা দরিদ্র; দাসদাসী আমাদের সকলের নাই। সুতরাং কোন কিছুর বিনিময়ে দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের সুবিধা আমাদের কোথায়? এই সমস্যা পূরণের জন্য যাহাদের দাস দাসী আছে, তাহাদের দাস দাসীর সহিত মিলনের অনুমতি দেওয়া হউক। তাহার ফলে দাস দাসী রূপে যে সন্তান সন্ততি হইবে, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া আমরা পুণ্য সঞ্চয়ের অধিকারী হইব।"

রসুলুল্লা বলিলেন আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায় স্বাভাবিক ভাবে যদি তৃণ খণ্ডও পাওয়া যায় উত্তম। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে কদাচার ও ব্যাভিচারের মধ্য হইতে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য কোন অর্থ হয় না। সুতরাং উক্ত পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ফেকাহ্ ও কেয়াস

ফেকাহ্

কোর্ আন শরীফ ও হাদীস শরীফ শরীয়তের মূল দলীল। এই দুইটির সম্মিলনের ফলাফলই ফেকাহ্। কোর্আন ও হাদীস অধ্যায়ে যে যে ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে ও যাহা পরবর্ত্তী ফাত্ওয়া ও এর্শাদের অধ্যায়ে আসিবে. তাহা পাঠ করিলে সহজেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার পদ মর্য্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা কথঞ্চিত অনুমান করা যাইতে পারে।

রসুলুল্লার সময়ে রসুলুল্লাই ছিলেন শরীয়তের উৎস। তাঁহার তিরোধানের পর সাহাবিগণই এই শরীয়ত সংক্রান্ত কার্য্য সমুহ নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হঃ আবুবকর এবং হঃ ওমরের নিকট কোন নূতন মাস্য়ালা উপস্থিত হইলে তাঁহারা আলেম সাহাবিগণকে একত্রিত করিয়া পরস্পরের পরামর্শ লইতেন। ইহার মধ্যে কাহারও যদি কোন হাদীস জানা থাকিত, তাহা তিনি বয়ান করিতেন। নতুবা কোরআনের আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'কেয়াস' করিয়া ফয়সলা করিয়া দিতেন। তৃতীয় খালীফা হঃ ওস্মানের খেলাফাত

পর্য্যন্ত মদীনা শরীফ এই ফেকাহ শাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল। তাঁহার সময়ে ঝগড়া ফাসাদের জন্য অশান্তির ভয়ে লোকজন কেহ বস্‌রাতে, কেহ দামেশকে, কেহ কূফাতে, কেহ বা মক্কাশরীফে যাইয়া বসবাস করিতে লাগিল। কূফা নগরীতে চতুর্থ খালীফা হঃ আলী তাঁহার রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই কারণেও মদীনার শাস্ত্রবিশারদের মধ্য হইতে অনেক প্রবীণ সাহাবীও কূফা নগরীতে প্রস্থান করেন। ইহাতে ফেকাহ্ বিদ্যার কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ফেকাহ্ শাস্ত্রের পাদ-পীঠ মদীনা শরীফ যেন ইহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া ফেলে। বিচ্ছিন্ন আলোরশ্মি পূর্ব্বের জ্যোতিঃ আর রাখিতে পারিল না। কেবল একটি স্থানে তখনও ইহার আলো প্রজ্জ্বলিত ছিল—তাহা ঐ নবী-কুটিরে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার অপরিসীম জ্ঞান-গরীমা হইতেই বিচ্ছুরিত হইত।

মদীনার বড় বড় প্রবীণ সাহাবীদের পরেই হঃ এব্‌নে ওমর, হঃ এব্‌নে আব্বাস, হঃ আবু হোরায়্‌রা ও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা এই চারিজনই ফেকাহ্ শাস্ত্রে ও ফাত্‌ওয়াতে তৎকালে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কোর্‌আন শরীফের আয়াতের উপর নির্ভর করিয়াই এই চারজনের চার প্রকার বিভিন্ন ধরণের 'উসূল' (নীতি) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রশ্নকারির প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে হঃ এব্‌নে ওমর ও হঃ আবু হোরায়্‌রা এই উভয় মহাত্মা কোর্‌আন, হাদীস এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কার্য্যকলাপ আদর্শরূপে গ্রহণ করিতেন। এইগুলি হইতে প্রশ্নের মীমাংসা উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহারা কোন মতামত প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু হঃ এব্‌নে আব্বাস ও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা এইরূপ সমস্যায় পতিত হইলে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেন।* দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) উম্মুল মোমেনীনকে এক ব্যক্তি পারশ্য বাসিগণের পর্ব্বের দিন যে জান্‌ওয়ার জবেহ করে—তাহা খাওয়া জায়েজ কি নাজায়েজ? উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"প্রধানতঃ যে জান্‌ওয়ার ঐ পর্ব্বের দিনের জন্য জবেহ হয় তাহা খাওয়া নাজায়েজ। এই দলীল তিনি নিম্নলিখিত কোর্‌আন শরীফের আয়াতের উপর লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ -

যে জান্‌ওয়ার আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ব্যতীত অন্য নামে জবেহ হয়, তাহা তোমাদের জন্য হারাম। (সূরায় মায়েদা)

*মোত'আর......১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(২) গবর্ণর হঃ জায়েদ এব্নে আর্কাম জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ৮০০ দের্হাম মূল্য ধার্য্য করিয়া একটি দাসী বাকী মূল্যে ক্রয় করেন। ক্রয়ের সর্ত্ত ছিল যে তিনি যখন মাসিক বেতন পাইবেন, তখন তিনি ঐ দাসীর মূল্য দিবেন। ইহার পর পুনরায় তিনি ঐ দাসীকে ঐ স্ত্রীলোকটির নিকট হইতে ৬০০ দের্হামে বিক্রয় করিলেন। হঃ জায়েদের এখন পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে ঐ স্ত্রীলোকটিকে ৮০০ দের্হাম দেওয়া ওয়াজেব। অন্যদিকে দাসীটিকে স্ত্রীলোকটির নিকট পুনঃ বিক্রয়ের ফলে তাঁহার নিকট গবর্ণরের ৬০০ দের্হাম প্রাপ্য হইল—অর্থাৎ এই ক্রয় বিক্রয়ের পরিণামে গবর্ণরের ২০০ দের্হাম ক্ষতি ও স্ত্রীলোকটির ২০০ দের্হাম লাভ হইল।

এই ঘটনাটি কথায় কথায় একদিন ঐ স্ত্রীলোকটি উম্মুল মোমেনীনের নিকট বলিল। উম্মুল মোমেনীন আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন—"তোমরা উভয়েই অন্যায় ও খারাপ কাজ করিয়াছ।* সাহাবী জায়েদকে বলিয়া দিও, যদি সে তাওবা না করে তাহা হইলে রসুলুল্লার পবিত্র সংসর্গে থাকিয়া সে যে পুণ্য লাভ করিয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।"

ইহার অর্থ এই যে উম্মুল মোমেনীন স্ত্রীলোকটীর এই ২০০ দের্হাম অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ বলিয়াছিলেন। ইহার সমর্থনে মোসান্নেফ, আবদুর রাজ্জাক হাদীস দারুল কোত্নী গ্রন্থে বলিতেছেন যে উম্মুল মোমেনীন ইহার মাস্য়ালা নিম্নলিখিত আয়াত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন :—

مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى - فَلَهُ مَا سَلَفَ -

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে (সুদের বিষয়) নসীহত আসাতে যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণে বিমুখ হইয়াছে, সে ঐ পরিমাণই গ্রহণ করিতে পারে যে পরিমাণ সে প্রথমে প্রদান করিয়াছিল।

(সুরায়ে বকর ২৭৫ আয়াত)

(৩) কোর্আন শরীফে আদেশ আছে—"তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে তিন 'কুরু'" (ঋতু বা হায়েজ) শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর বাড়ী অপেক্ষা করিতে হইবে।" উম্মুল মোমেনীনের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তাঁহার স্বামী তালাক দিলে তাঁহার তিন 'তোহ্র' অতীত হইলে তাঁহাকে স্বামী গৃহ হইতে উম্মুল মোমেনীন নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন।

অনেকে উম্মুল মোমেনীনের এই কার্য্যকে কোর্আন শরীফের খেলাফ বলিয়া আপত্তি করিলেন। ইহার উত্তরে উম্মুল মোমেনীন 'কুরু', এর অর্থ 'তোহ্র' করেন। **এই অর্থ ইমাম মালেক ও অন্যান্য মদীনাবাসী ওলামা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "কুরু" এর অর্থ হায়েজ বলিয়া ইমাম আবু হানীফা ও এরাকবাসিগণ মানিয়া লইয়াছেন।

---

* অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি ২০০ দের্হাম অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া ও গবর্ণর উহা প্রদান করিয়া অন্যায় করিয়াছে। রসুলুল্লার সাহাবী হিসাবে জায়েদের এই অন্যায় কার্য্যটির গুরুত্বের প্রতি উম্মুল মোমেনীন কর্ত্তৃক উপরোক্ত কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

**অর্থাৎ দুই হায়েজের মধ্যবর্ত্তী সময়কে 'তোহর্' বলা হয়।

কোর্‌আন শরীফে কোন বিষয় পরিষ্কার নির্দ্দেশ না থাকিলে উহার ফয়সলার জন্য উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হাদীসের উপর নির্ভর করিতেন। হাদীসই ছিল তাঁহার ফাত্‌ওয়া বয়ান করিবার দ্বিতীয় 'উসূল'। এই উসূলের সাহায্যে তিনি যে সকল ফাত্‌ওয়া দিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) "যদি কোন স্বামী নিজ পত্নীকে তালাকের ভার তাহার উপর দেয় ও বলে যে তাহার ইচ্ছা হইলে সে আপনা আপনি স্বামীর গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে পারে। যদি ঐ পত্নী তালাক কবুল না করে অর্থাৎ নিজকে নিজে তালাক দিতে না চাহে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর উপর কোন তালাক—তালাকে 'রেজয়ী' বা তালাকে 'বাইন'—হইবে কিনা?" এই মাস্‌য়ালা লইয়া হঃ আলী ও হঃ জায়েদ ঐরূপ স্ত্রীর উপর এক তালাক হইবে বলিয়া ফাত্‌ওয়া দিয়াছেন।

জনৈক সাহাবীর নিকট উপরোক্ত মাস্‌য়ালা ও উহার ফাত্‌ওয়ার কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন যে ঐরূপ স্ত্রীলোকটির উপর কোন প্রকার তালাকই হইবে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ উম্মুল মোমেনীন 'তাখীরের' ঘটনা পেশ করিয়া বলিলেন যে রসুলুল্লা আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত' কে বলিয়াছিলেন—"যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, তবে দুনিয়া কবুল করুন, নচেৎ নবী কুটিরের ক্ষুধা ও উপবাসকে পছন্দ করুন।" সকলেই দ্বিতীয় সর্ত্তে রায় দিয়াছিলেন। ইহাতে কি আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতের উপর এক তালাক 'রেজ্‌'য়ী' পড়িয়াছিল?

(২) মালিক কোন গোলাম আজাদ করিলে উভয়ের মধ্যে 'বেলায়েত' এর সম্বন্ধ কায়েম হইয়া যায়—অর্থাৎ গোলাম মালিকের ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশীদার হইতে পারে। এবং আইনতঃ গোলামকে ওয়ারিশান মধ্যে গণ্য করা হইবে। এই দলীলের উপরই বেলায়েতের বিধান স্থাপিত।

জনৈক গোলাম উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে আসিয়া আরজ করিল—"উম্মুল মোমেনীন! আমি ওত্‌বা এব্‌নে আবী লাহাবের গোলাম ছিলাম। মালিক ও মালিকা উভয়েই আমাকে এই সর্ত্তে বিক্রয় করিয়া ফেলেন 'বেলায়েত' তাঁহাদিগের হাতেই থাকিবে—অর্থাৎ উক্ত গোলাম তাহার নূতন মালিক দ্বারা মুক্ত হইলে সে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, উহা তাহার পূর্ব্ব মালিকেরই প্রাপ্য। এখন আমি প্রকৃত পক্ষে কার গোলাম? এর্‌শাদ হইল—"বেটা! বারীরার সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।* রসুলুল্লা আমাকে বারীরাকে খরীদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"বিক্রেতা আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশের বিরুদ্ধে যত সর্ত্তই নিজ ইচ্ছানুযায়ী করুক না কেন 'বেলায়েত' ক্রেতারই হইবে।" অর্থাৎ ক্রেতা অভিভাবক হইবেন এবং আজাদ গোলাম তাহার ওয়ারিশান মধ্যে শামেল হইবে।

*হঃ বারীরা উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার দাসী ছিলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর মনিবের হইতে ক্রয় করিয়া আজাদ করেন। দাসত্ব কালে হঃ মোগ্‌সী হঃ বারীরাকে বিবাহ করেন। হঃ বারীরা দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার স্বামী হঃ মোগ্‌সীকে পুনঃ

গ্রহণ করেন নাই। একদিন রসুলুল্লা অত্যন্ত ক্ষুধার্থ হইয়া উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রাতে উপস্থিত হন। ঐ সময় উম্মুল মোমেনীনের নিকট শুষ্ক একটি রুটী ব্যতীত আর কিছুই খাবার ছিল না। তিনি ঐ রুটীটী রসুলুল্লাকে খাইতে দিলেন। খাইবার সময় রসুলুল্লা দেখিলেন যে উনানে গোশ্‌ত পাক হইতেছে। তখন রসুলুল্লা উহা খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—উহা সাদ্‌কার মাল। উহা বোরায়রাকে দান করা হইয়াছে।

তখন রসুলুল্লা বলিলেন—"উহা তাহার জন্য সাদ্‌কা; কিন্তু যদি সে আমাকে তাহা দান করে. তবে উহা "হাদীয়া" হইবে। لَهَا صَدَقَةٌ ; لَنَا هَدِيَّةٌ (মেশকাতুল মাসাবিহ ১৮৭ পৃঃ; এব্‌নে সা'দ, ৮ম খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ)

হঃ বারীরার এই জীবন কাহিনীটি সামান্য ঘটনা মাত্র। কিন্তু ইহা হইতেও উম্মুল মোমেনীন ফেকাহ্ ও ইস্‌লামী আইনের নিম্ন লিখিত তিনটি মৌলিক নীতি গবেষণা দ্বারা বাহির করিয়াছিলেন:—

(ক) 'বেলায়েত' এর দাবী মুক্তকারির اَلْــوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

(খ) যদি কোন দাসী দাসত্ব অবস্থায় কোন দাসের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় ও দাসী মুক্তি লাভ করে, এবং তাহার স্বামী গোলাম থাকে, তাহা হইলে দাসীর ইচ্ছা হইলে দাস-স্বামীকে স্বামীত্বে রাখিতেও পারে অথবা ত্যাগও করিতে পারে।

(গ) 'সাদ্‌কা' এর ন্যায্য অধিকারীদের মধ্যে যদি কেহ সাদ্‌কা গ্রহণ করে এবং সে যদি তাহার কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ ভাগ কোন ধনীকে 'হাদীয়া' স্বরূপ দেয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা এইভাবে ঐ'সাদ্‌কা' এর অবস্থা পরিবর্তন হয়।

উম্মুল মোমেনীনের মূল নীতিগুলি (উসূল) বিশ্লেষণ করিয়াই ফকীহ্ ও মোজতাহেদগণ ইস্‌লামের বড় বড় আইনের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত হইতে অন্যান্য সাহাবীদের রওয়ায়েত ভিন্ন প্রকারের হইলে ফকীহ্ ও মোজ্‌তাহেদগণ উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত-কেই 'উসূল' এর মধ্যে দাখিল করিয়াছেন।

হুজ্জাতুল' বেদাতে কম পক্ষেও ১,১৫০০০ সাহাবী রসুলুল্লার সঙ্গে ছিলেন। এই হজে যেই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অনেকেরই স্মরণ ছিল। উম্মুল মোমেনীনও এই সমস্ত ঘটনা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এই হজের সময় উম্মুল মোমেনীন ধর্ম্ম-বিধান-অনুযায়ী অক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। রসুলুল্লা তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং রসুলুল্লার আদেশে 'তান্‌ঈম' নামক স্থানে যাইয়া উম্মুল মোমেনীন পুনরায় 'এহরাম' বাঁধিলেন ও কা'বা শরীফ 'তাওয়াফ করিলেন। হাফেজ এব্‌নে কেয়াম উম্মুল মোমেনীনের এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নিম্ন লিখিত কতিপয় হজের মাসায়েলের ধারা বাহির করিয়াছিলেন। তিনি বলেন:—

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার এই হাদীস অনুযায়ী হজ্ সম্বন্ধে কতিপয় বৃহত্তম নীতি ও কানুন বাহির করা যায়:—

و حديث عائشة هذا يؤخذ منه
اصول عظيمة من اصول المناسك

(ক) যে ব্যক্তি হজ ও ওম্‌রা এক সঙ্গে আদায় করিবার ইচ্ছা করেন, তাহার জন্ত এক তাওয়াফ ও 'সা'য়ী' (দৌড়) যথেষ্ট।

(খ) 'তাওয়াফে কুদুম' নারী জাতির অক্ষমতার জন্য মাফ হইয়া যায়।

(গ) হজের পর ওম্‌রার নিয়ত করা ঋতুবতী (হায়েজ ওয়ালী) নারীর জন্য জায়েজ।

(ঘ) স্ত্রীলোকগণ ঋতুকালে কা'বা শরীফের তাওয়াফ ব্যতীত হজের অন্যান্য 'মানাসেক' সমাধা করিতে পারেন।

(ঙ) 'তান্‌ঈম' 'হারাম'এর মধ্যে শামিল নহে ; কিন্তু হেল্‌ল্—'হারাম' এর ভিতরে।

(চ) ওম্‌রা এক বৎসরের মধ্যে দুইবার অথবা এক মাসের মধ্যেও দুইবার করা যায়।

(ছ) যে ব্যক্তি মোতামাত্‌তে'—অর্থাৎ হজ্‌ ও ওম্‌রার নিয়ত একত্রে করিয়া থাকে ও তাঁহার এই ভয় হয় যেন ওম্‌রা বিনষ্ট না হইয়া যায়, সেই জন্য তিনি হজ্‌ সমাপনের পরে ওম্‌রা করিবেন।

(জ) মক্কাবাসিগণ ওম্‌রা করিবার দলীল কেবল উম্মুল মোমেনীনের ঘটনা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

উম্মুল মোমেনীন হঃ সোফিয়া সম্বন্ধে এক রওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে তিনি হজ ক্রিয়া সমাপন-কালীন শেষ তাওয়াফের পূর্ব্বেই ঋতুবতী হওয়ায় শেষ তাওয়াফ করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। রসুলুল্লার নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি কি প্রথম 'তাওয়াফ' অর্থাৎ 'তাওয়াফে কুদুম' করেন নাই ?"

উম্মুল মোমেনীন এই ঘটনা হইতে এই মাস্‌য়ালা গবেষণা দ্বারা বাহির করিলেন যে শেষ 'তাওয়াফ' আবশ্যকীয় নহে এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণ ইহা সমাপন করিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি নাই। এই জন্য হজের সময় যে সব নারী তাঁহার অনুবর্ত্তিনী ছিলেন, তাঁহারা এই মাস্‌য়ালা অনুযায়ী কাজ করিতেন।

কেয়াস

কেয়াস জ্ঞান-লব্ধ। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে কেহ নিজ বুদ্ধি দ্বারা শরীয়তের আদেশ ফায়সালা করিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে কোর্‌আন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞগণ যখনই কোন নূতন মাস্‌য়ালার সম্মুখীন হন, তখন তাঁহার ঐ জ্ঞান শক্তির দ্বারা ব্যাপারটির গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া এমন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন যে রসুলুল্লা জীবিত থাকিলেও উত্থাপিত মাস্‌য়ালার অনুরূপ উত্তর হয়ত দিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন পারদর্শী উকিলের সম্মুখে কোন আদালতে যদি অনেক মোকদ্দমার সওয়াল ও জবাব ও রায় ইত্যাদি আলোচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তি নূতন মোকাদ্দমার ফলাফল কি হইবে, তাহা কেয়াস করিয়া বলিতে পারেন। তদ্রূপ উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার সম্মুখেও শরীয়তের অনেক

ফয়সলা ও বিধান সেই আখেরী পয়গাম্বরের পবিত্র দরবারে পেশ হইয়াছিল। ইহার সমাধান তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। তাই তাঁহার কেয়াসে নূতন মাস্য়ালার ফয়সলাতে ও বিধানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। নিম্নে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেলঃ—

(১) পর্দ্দার আয়াত নাজেল হওয়ার পরেও রসুলুল্লার সময় মোস্‌লেম স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ মস্‌জিদে নামাজ পড়িতে আসিতেন এবং নামাজের জামায়াতেও শরীক হইতেন। পুরুষদের পর বালক বালিকাগণ ও তাহার পশ্চাতে স্ত্রীলোকগণ কাতারে কাতারে নামাজে দাঁড়াইতেন। রসুলুল্লা সর্ব্ব সাধারণকে আদেশ দিয়াছিলেন যে তাহারা যেন নিজ নিজ স্ত্রীগণকে মস্‌জিদে আসিতে বাধা না দেয়। তাঁহার এর্‌শাদ ছিল— لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله আল্লার বান্দীদিগকে মস্‌জিদে আসিতে বাধা দিওনা।

রসুলুল্লার তিরোধানের পর বিভিন্ন জাতির মেলামেশার দরুণ মোসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে নানা প্রকার নূতনত্ব দেখা দিল। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোস্‌লেম মহিলাগণ জাঁকজমকের পরিচ্ছদ ও গহণাপত্রাদি পরিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"আজ যদি রসুলুল্লা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকগণকে মস্‌জিদে যাইতে নিষেধ করিতেন।" তাঁহার পবিত্র বাণী এইঃ—

عن عمرة عن عائشة قالت لو ادرك رسول الله صلّعم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل -

হঃ ওম্‌রা, হঃ আয়েশা হইতে রওয়ায়েত করেন যে তিনি বলিয়াছেন—এখন মোস্‌লেম ললনাগণ নিত্য নূতন ভাব দেখাইতেছেন। যদি আজ রসুলুল্লা এই সময় জীবিত থাকিতেন ও মেয়েদের এই অবস্থা দেখিতেন, তাহা হইলে যেরূপ ইহুদি মেয়েদিগকে মস্‌জিদে যাওয়া নিষেধ করা হইয়াছিল, তদ্রূপ মোসলমান মেয়েদিগকেও করা হইত।

যদিও এই রায় তখন কাজে পরিণত হয় নাই, তথাপিও ইহার পশ্চাতে গবেষণা ও জ্ঞান মূলক যে তথ্য ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

(২) হঃ আবু হোরায়রার ফাত্‌ওয়া ছিলযে, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়, তাহাকে পরে গোসল করিতেই হইবে। আর যাহারা জানাজা বহন করেন, তাহারা যেন জানাজার পূর্ব্বে একবার ও পরে একবার 'ওজু' করেন। ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিয়াছিলেন—"او ينجس موتى المسلمين وما على رجل لو حمل عودا - মৃত মোসলমান কী কখনও নাপাক হয়? আর কাঠ বহন করিলে কেন ওজুর দরকার হইবে?

(৩) "সঙ্গমের সময় শুক্র বাহির হইলেই গোসল করা ফরজ— الماء بالماء " ইহা সাহাবী হঃ জাবেরের ফাত্‌ওয়া ছিল।

এই ফাত্‌ওয়ার কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন ইহার বিপরীত এক হাদীস রওয়ায়েত করিলেন ও ফরমাইলেন—"যদি কেহ নাজায়েজ কাজ করে, এবং যদি শুক্র স্খলিত না হয়, তাহা হইলেও তাহাকে 'রজম' অর্থাৎ পাথর ছুড়িয়া মারিতে হইবে। যদি ইহাই হইতে পারে, তবে শুক্র নির্গত না হইলেও গোসল ফরজ কেন হইবে না?"

রসুলুল্লার 'কাওল,' 'ফে'ল' ও 'আদাত' এবং 'তাক্‌রীর' (মাজ্‌হাবের জন্যই হউক অথবা দুনিয়ার কার্য্যের জন্যই হউক) ইত্যাদি সুন্নত নামে অভিহিত হয়।*

সুন্নতের শ্রেণী নির্ণয়।

উম্মুল মোমেনীন এই ফে'ল ও 'আদাত' সুন্নতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—'আবাদী (عبادی) এবং 'আদী (عادی)। প্রথমোক্ত কাজ মাজ্‌হাব হিসাবে সমাধা করা হইয়াছে। তাহাও আবার দুই প্রকার—সুন্নতে মোয়াক্‌কাদা অর্থাৎ যাহা রসুলুল্লা কখনও ত্যাগ করেন নাই। দ্বিতীয়টি সুন্নতে মোস্‌তাহাব্‌বা অর্থাৎ যাহা রসুলুল্লা সময় সময় ত্যাগ করিতেন। ইহা সর্ব্বদা পালন না করিলে আমাদের গোনাহ্‌ হইবেনা।

রসুলুল্লা দুনিয়া ও নিজের জন্য—মাজ্‌হাব সংক্রান্ত নহে—যাহা করিয়াছেন, তাহাকেই 'আদী সুন্নত বলে। ইহা আমাদের পালন করা জরুরী নহে। কিন্তু হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর সুন্নতে 'আবাদী ও 'আদীকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি রসুলুল্লার সমগ্র কার্য্য কলাপকেই সুন্নত বলিয়া মানিতেন। এমনকি সফরে রসুলুল্লা যে মন্‌জিলে অপেক্ষা করিতেন—সৌচ কার্য্যের প্রয়োজন থাকিলে তিনি সেখানে তাহা করিয়া আসিতেন। কোন সময় হঃ এব্‌নে ওমর সেই সব মন্‌জিলে উপনীত হইলে—তাঁহার সৌচ কার্য্যের প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি তাহা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে সুন্নতে মোস্‌তাহাব্‌বা ও 'আদীর যথাক্রমে একটি একটি করিয়া রওয়ায়েত দেওয়া গেল:—

(১) উম্মুল মোমেনীন রওয়ায়েত করেন—"রামাধান অর্থাৎ রোজার মাসে রসুলুল্লা তারাবীর নামাজ শুধু তিন রাত্রিই জামা'য়াতের সহিত পড়িয়াছিলেন। চতুর্থ রাত্রিতে সাহাবাগণ এই তারাবীর নামাজ পড়িবার জন্য মস্‌জিদে আসিয়া সমবেত হইলেন; কিন্তু রসুলুল্লা এই রাত্রে নিজ হুজ্‌রা মোবারক হইতে বাহির হইলেন না দেখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা রসুলুল্লাকে

---

* এই গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য

তারাবীর নামাজে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রসুলুল্লা উত্তরে বলিলেন যে তিনি এই নামাজ জামা'য়াতে এইরূপভাবে প্রত্যেহ পড়িলে পরে উহা হয়ত ফরজ নামাজের মধ্যে গণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি ঐ চতুর্থ রাত্রে তাঁহাদের সঙ্গে নামাজ পড়েন নাই।

(২) হজের মৌসুমে 'ওয়াদী আব্তাহ' কিংবা মাহ্সাব নামক স্থানে রসুলুল্লা শিবির সন্নিবেশ করিতেন। এই স্থানে হজের সময় অবস্থান করা উম্মুল মোমেনীন সুন্নত মনে করিতেন না। তাঁহার এই মত হাদীস সহী মোস্লেম ও মোস্নদ গ্রন্থে এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ আছে :—

আব্তাহ্ উপত্যকায় মন্জিল (শিবির) বাঁধা সুন্নত নহে। হাঁ! রসুলুল্লা এই স্থানে এইজন্য অবতরণ করিয়াছিলেন যে এখান হইতে (হজ্ সমাধা করিয়া) বাহিরে আসা (মদীনার রাস্তায়) রসুলুল্লার জন্য সহজ ছিল।

نزول الابطح ليس بسنة انما نزله رسول الله صلعم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج

আমাদের মধ্যে কতিপয় বড় বড় ফকীহ্গণ রসুলুল্লার সুন্নতকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই বাহাবা লইবার অনেক পূর্ব্বেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা সুন্নতকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। সাহাবী হঃ আবদুল্লা এব্নে আব্বাস উম্মুল মোমেনীনের উপরোক্ত এই দুই রওয়ায়েতের বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে জ্ঞান ইহাকেই বলে এবং ইহাই প্রকৃত কেয়াস।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক সাহাবীগণের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। জামে' তিরমিজী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ হইতে যে সকল মতানৈক্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। হেজাজ বাসিগণ উম্মুল মোমেনীনের মতকেই মানিয়া লইয়াছেন।*

সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়ের পরে যখন চারি ইমামের জমানা আসিল, তখন তিন ইমামই— ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালেক, ও ইমাম আহ্মদ এব্নে হাম্বল—উম্মুল মোমেনীনের অধিকাংশ হাদীসের উপরই ফেকাহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা সাহেব উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত অনেক কমই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এই তালিকায় হানাফী মাজ্হাবের কতিপয় মাসায়েলের সহিত অমিল দেখা যায়। এই অমিল আছে দেখিয়া কেহ এই কথা ভাবিবেন না যে উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েতে কোন গলদ আছে। খুব বিশ্বাস ইমাম আবু হানীফা সাহেব উম্মুল মোমেনীনের এই হাদীস সমূহ পাইবার সুযোগ পান নাই।

---

*এই তালিকায় যে মতানৈক্য দেখা যায়, তাহা পড়িয়া কেহ এই কথা ভাবিবেন না যে উম্মুল মোমেনীন কিংবা অন্যান্য সাহাবীগণ ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা যে যে ভাবে হাদীস বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহারা ফাত্ওয়ার উত্তর দিয়াছেন।

উম্মুল মোমেনীনের যে সকল অভিমত হানাফী মাজ্‌হাবের বিরুদ্ধ তাহাতে তারকা চিহ্ন (*) দেওয়া হইয়াছে।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা	অন্যান্য সাহাবীগণ
(১) চুম্বনে 'ওজু' বাতিল হয়না।	(১) হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর—বাতিল হইয়া যায়।
(২) গোসল করার সময় স্ত্রীলোকদিগকে মাথার (খোঁপা) খুলিতে হইবে না।	(২) " " —খুলিতেই হইবে।
(৩) হজের সময় মাহ্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করা সুন্নত নহে।	(৩) " " —সুন্নত।
(৪) হজের সময় মাথা মুড়াইলে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েজ।	(৪) " " —নাজায়েজ।
(৫) কোর্‌বাণীর গোশ্‌ত্‌ ৩ দিনের পরেও খাওয়া জায়েজ।	(৫) —আমীরুল মোমেনীন হঃ আলী ও হঃ এব্‌নে ওমর } —নাজায়েজ।
(৬) জানাজা বহন করিলে 'ওজু' বাতিল হয় না।	(৬) হঃ আবু হোরায়রা—বাতিল হয়।
(৭) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে গোসল করা ধৌতকারীর জন্ম ওয়াজেব নহে।	(৭) " " —ওয়াজেব হয়।
(৮) নামাজ পড়িতে কোন স্ত্রীলোক সামনে আসিলে নামাজ বাতিল হইয়া যায় না।	(৮) " " —বাতিল হয়।
(৯) নাপাক অবস্থায় প্রাতঃকাল হইয়া গেলেও রোজা ভাঙ্গিবে না।	(৯) " " "—ভাঙ্গিবে।
(১০) কা'বা শরীফে কোর্‌বাণীর জন্য যে ব্যক্তি পশু পাঠান, তাহার জন্য হজের নিয়মাদি পালন করা ফরজ নহে।	(১০) হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস—ফরজ।
(১১) যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার ইদ্দতের সময় প্রসব কাল পর্য্যন্ত।	(১১) " " —গর্ভবতী না হইয়া বিধবার জন্য যে ইদ্দতকাল বা গর্ভবতী হইয়া বিধবার প্রসবকাল পর্য্যন্ত—এই দুই সময়ের মধ্যে যেটা বেশী দিনের তাহাই গর্ভবতী বিধবার ইদ্দতকাল।
(১২) চুরির মাল যদি তিন দের্‌হামের মূল্যের হয়, তাহা হইলে চোরের হস্ত কর্ত্তন করা হইবে।	(১২) হঃ এব্‌নে আব্বাস ও হঃ এব্‌নে মাস্‌উদ } দশ দের্‌হামের কম চুরি করিলে চোরের হস্ত কর্ত্তন করা হইবে।
(১৩) সঙ্গমের সময় শুক্র-স্খলন হউক আর নাই হউক, গোসল করা ফরজ।	(১৩) হঃ জাবের—শুক্র বাহির হইলে গোসল করা ফরজ নতুবা নহে।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা	অন্যান্য সাহাবীগণ
*(১৪) ফজরের নামাজ সামান্য আঁধার থাকিতে পড়িতে হয়।	(১৪) রাফে' এব্‌নে খাদীজ—আঁধার কাটিয়া গেলে ফজরের নামাজ পড়িতে হয়।
(১৫) মৃত স্ত্রীলোকদের চুলকে পরিপাটি করিতে নাই।	(১৫) সাহাবীয়া উম্মে আতীয়া—চুল পরিপাটি করা ভাল।
*(১৬) 'আসরের নামাজ শীঘ্র পড়া দরকার।	(১৬) উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মু সাল্‌মা } দেরী করিয়া।
(১৭) মাগ্‌রেবের নামাজ শীঘ্র পড়া উচিত।	(১৭) হঃ আবু মূসা—দেরীতে।
(১৮) 'এফ্‌তার' শীঘ্র করা উচিত।	(১৮) " " —দেরী করিয়া।
*(১৯) হজের সময় ঋতুবতীকে বিদায়ের তাওয়াফের জন্য অপেক্ষা করিতে নাই।	(১৯) খালীফা হঃ ওমর—অপেক্ষা করিতেই হইবে।
(২০) হজের সময় স্ত্রীলোকদের মাথার যে দিকেরই হউক, সামান্য চুল কাটিয়া দিলেই হয়।	(২০) হঃ এব্‌নে জোবায়ের—কমপক্ষে ৪ আঙ্গুল পরিমান স্থানের চুল কাটিয়া দিতে হইবে।
*(২১) অলঙ্কারের জাকাত নাই।	(২১) কতিপয় সাহাবী—জাকাত আছে।
(২২) এতীম ও নাবালেগদের মালেরও জাকাত দিতে হয়।	(২২) হঃ এব্‌নে মাস্‌উদ—জাকাত দিতে হয় না।
(২৩) যদি স্বামী তালাকের দায়িত্ব স্ত্রীকে দেন, এবং স্ত্রী যদি তাহা কাজে না লাগান, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর তালাক হইবে না।	(২৩) খালীফা হঃ আলী ও হঃ জায়েদ এব্‌নে সাবেত } —স্ত্রীর এক তালাক হইবে।
*(২৪) যদি কোন বালেগ ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তাহা হইলে 'রেজায়াত' ও হুরমত সাবেত হয়।	(২৪) অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীন } —'রেজায়াত' ও হুরমত সাবেত হইবে না।
(২৫) রেজায়াত পাচ ঢোক খাইলে সাবেত হয়।	(২৫) কতিপয় সাহাবীগণ—এক ঢোক খাইলেও সাবেত হইবে।
(২৬) গোলাম মুক্তি লাভের জন্য তাহার মনিবের নিকট যে টাকা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহার একদানা পর্য্যন্ত বাকী থাকা কালীন সে গোলামই থাকিবে।	(২৬) হঃ জায়েদ এব্‌নে সাবেত—এক দেরহামের কম বাকী থাকিলে গোলাম থাকিবে না।
*(২৭) কুরু 'অর্থ তোহ্‌র।	(২৭) অন্যান্য সাহাবীগণ—'হায়েজ'
*(২৮) জবরদস্তি করিয়া যদি কোন ব্যক্তির	(২৮) " " —স্ত্রী তালাক হইবে ও গোলাম আজাদ হইবে।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা	অন্যান্য সাহাবীগণ
নিকট হইতে তাহার স্ত্রীর তালাক লওয়া হয়, কিংবা গোলামকে তাহার মনিব হইতে জবরদস্তি করিয়া আজাদ করা হয়, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী তালাক হইবে না বা ঐ গোলাম আজাদ হইবেনাঃ— لا طلاق ولا اعتق فى الاغلاق	
(২৯) যে স্ত্রীকে ৩ তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহাকেও ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর বাড়ী থাকিতে হইবে।	(২৯) ফাতেমা বেন্‌তে কায়েস—ঐ স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে থাকিতে হইবে না।
*(৩০) যদি কোন ব্যক্তি দুইটি কন্যা এক পৌত্র, এক পৌত্রী রাখিয়া মারা যায়, তাহা হইলে ২/৩ অংশ সম্পত্তি মেয়েদ্বয় পাইবে। অবশিষ্ট অংশ পৌত্র ও পৌত্রির মধ্যে বণ্টন হইবে।	(৩০) হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদ—অবশিষ্ট অংশ শুধু পৌত্রই পাইবে, পৌত্রী পাইবে না।

উপরোক্ত মাসায়েল ব্যতীতও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার অনেক ফাত্‌ওয়া ও মাসায়েল ইমাম মালেকের "মোয়াত্তা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মদীনাবাসিগণ উম্মুল মোমেনীনের মাসায়েল ও ফাত্‌ওয়া অনুসারেই শরীয়তের বিধি পালন করেন।

(৪) এল্‌মুল কালাম (Scholasticism)

যে সকল কারণে মোসলমানদের মধ্যে এল্‌মুল কালামের উৎপত্তি হইয়াছিল, কোর্‌আন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করাও তন্মধ্যে একটি। রসুলুল্লার জীবিতকালে প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহার পবিত্র বাণীর দ্বারাই সমাধা হইত। সাহাবীগণের মধ্যে যাহার যে বিষয়ে মনে সংশয় উদিত হইত, তিনি রসুলুল্লার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহা আলোচনা করিয়া দূরীভূত করিতেন। এই মহান আত্মার তিরোধানের পর জটিল সমস্যা লইয়া তাঁহারা নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র কালামের বরাদ দিয়া মীমাংসা করিতেন। এমতাবস্থায় দুইজনের মধ্যে মতানৈক্য হওয়া খুবই সম্ভব পর। ইহা স্বত্বেও সাহাবাদের কালে এল্‌মুল্‌ কালামের কোন প্রকার মত সৃষ্টি হয় নাই। এমনকি ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন বাক্‌বিতণ্ডাও হইত না। প্রত্যেক সাহাবীই নিজ নিজ মতামত নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতেন।

এই গবেষণা মূলক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় উম্মুল মোমেনীন যে সকল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল :—

(১) হিজ্‌রীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার এন্তেকালের বহু পরে 'এল্‌মুল কালাম' এর প্রভাব দেখা দিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌তায়ালার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আছে। কিন্তু উহা কি প্রকার? আল্লাহ্‌তায়ালার হাত কি আমাদের হাতের মত? না, আল্লাহ্‌তায়ালার হাত বলিতে তাঁহার কুদ্‌রত ও কৌশল বুঝায়। চক্ষুর অর্থ কি, বাস্তব চক্ষু না 'এল্‌ম' ইত্যাদি। উম্মুল মোমেনীনের কথায় বুঝা যায় তিনি উহাদিগকে শেষোক্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন— "প্রশংসা ঐ আল্লাহ্-তায়ালার যাহার কর্ণে সমস্ত আওয়াজ পৌছে (الحمدلله الذي وسع سمع الاصوات)

আল্লাহ্‌তায়ালার হাত পা আছে কি?

(২) আল্লাহ্‌তায়ালাকে আমরা আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পারি কিনা? মো'তাজালারা বলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখা অসম্ভব। কিন্তু মোস্‌লেম জাহানের অধিকাংশ ওলামা, মুফ্‌তী, সূফী ও দরবেশগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই নশ্বর পৃথিবীতে আল্লার দীদার পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন যাহারা আল্লাকে দেখিয়াছেন।

দীদারে এলাহী

উম্মুল মোমেনীনের দলীল উপরোক্ত মো'তাজালাদের মতকেই সমর্থন করে। তিনি নিজ ছাত্রদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন যে যদি কেহ তোমাদের নিকট বলেন যে রসুলুল্লা আল্লাহ্‌তায়ালাকে এই দুনিয়াতে চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহাকেই তোমরা মিথ্যুক বলিয়া মনে করিও। ইহার দলীল তিনি সূরায়ে আন্‌'আমের ও সূরায়ে জিনের দুই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।*

তাঁহার জনৈক ছাত্রী উম্মুল মো'মেনীনের এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার দেখা সম্ভব বলিয়া মত পোষণ করেন, এবং তিনি সূরায় 'নাজম' এর নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন :—

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ - فَاسْتَوَى - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى -

দৃঢ়শক্তি বলবান্ (আল্লাহ্‌তায়ালা অথবা জিব্‌রাইল) তাঁহাকে (মোহাম্মদ সঃ) শিক্ষা দিয়াছে, পরে সে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সে উন্নত ও গগন প্রান্তে ছিল। তৎপর নিকটে আসিল, পরে নামিয়া আসিল। অনন্তর দুই কাওসাইন (ধনু) পরিমাণ কিংবা আরও কম। পরে তাঁহার 'আব্‌দের (ভৃত্য) প্রতি তিনি যে ওহী নাজেল করিয়াছেন, সে সেই ওহী পৌছাইল রসুলুল্লার 'ফুয়াদ' (অন্তর) যাহা দর্শন করিল, তাহা মিথ্যা ভাবিল না। অনন্তর তোমরা কি, (হে মানব-

১। বোখারী শরীফ

* এই গ্রন্থের ১৭২ পৃষ্ঠায় আয়াত দুইটি দ্রষ্টব্য।

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى - اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى - لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -

গণ) তিনি যাহা দেখিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছ ? এবং সত্য সত্যই তিনি তাঁহাকে (আল্লাহ্‌তায়ালা অথবা জিব্‌রাইল) দ্বিতীয় বার 'সেদ্‌রাতুলমান্‌তাহা এর নিকটে দেখিয়াছিলেন— যাহার নিকট 'জান্নাতুল মা'ওয়া' বিদ্যমান। সেদ্‌রাকে যে কিছু ঢাকিল, সেই আবরণই ছিল, তখন রসুলুল্লার দৃষ্টি ঝল্‌সাইল না এবং দৃষ্টি তাহার লক্ষ্যকে অতিক্রম করিল না। সত্য সত্যই রসুলুল্লা নিজ রাব্‌বের (পালনকারীর) মহান নিদর্শন দেখিয়াছিলেন।

তখন উম্মুল মোমেনীন ঐ ছাত্রীকে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া বলেন যে আয়াতে 'আল্লামাহু' (علمه) এর 'হু' (ه) এবং 'রাআর' 'হু' বিশেষণ দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে বুঝায় না—বরং হজরত জিব্‌রাইল (আঃ) কে বুঝায়। সম্পূর্ণ আয়াতগুলিকে আগাগোড়া আলোচনা করিলে ইহার অর্থ আপনা আপনিই পরিষ্কার হইয়া আসে।

মো'তাজালাগণ উম্মুল মোমেনীনের এই দলীল অবলম্বন করিয়া তাহাদের মত প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

কিন্তু উম্মুল মোমেনীন আখেরাতে আল্লাহ্‌তায়ালার দীদারের উপর কায়মনোবাক্যে ও পুর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী।

গায়েবের বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালা ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। কতিপয় সাহাবা মনে করেন রসুলুল্লা ও এল্‌মুলগায়েব যে পয়গম্বরগণ ও বিশেষতঃ হজরত মোহাম্মদ মোস্‌তাফা (সঃ) গায়েবের কথা জানিতেন। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ইহা সমর্থন করিতেন না। তিনি বলেন— "যদি কেহ তোমাদের নিকট রসুলুল্লা গায়েবের কথা জানেন বলে, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিও। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা কোর্‌আন শরীফে বলিতেছেন :—

لَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

কোন মানবেরই জানা নাই যে সে আগামী কল্য কি রোজগার (উপার্জ্জন) করিবে।

ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। রসুলুল্লার হাদীস দ্বারাও তিনি ইহা সাবেত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন—একদিন মদীনায় কতিপয় বালিকা একটি গান গাহিতেছিল। তখন রসুলুল্লা তাহাদের নিকট দিয়া কোথায়ও যাইতেছিলেন। তাহারা রসুলুল্লাকে দেখিয়াই তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন ও আর একটি গান পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিল:—"আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামী কল্যের কথা জানেন।" فينا نبى يعلم مافى غد

ইহা শ্রবণে রসুলুল্লা বলিলেন—"তোমরা যাহা পূর্ব্বে গাহিতেছিলে, তাহাই গাও ; কিন্তু এখন যে গান গাহিতেছ তাহা বলিও না।"

উম্মুল মোমেনীন বলেন যে রসুলুল্লা গায়েবের কথা জানিলে নিশ্চয়ই তিনি ঐ গান গাহিতে বালিকাদিগকে বারণ করিতেন না।

(৪) কোন নবী কখনও ওহী-গোপন করিতে পারেন না। উম্মুল মোমেনীন বলেন যদি কেহ বলে যে রসুলুল্লা কিংবা অন্য কোনও নবী ওহী-গোপন করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিও। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন :—

পয়গাম্বর ও ওহিগোপন

হে রসুল! তোমার উপর তোমার প্রতি-পালকের নিকট হইতে যাহা নাজেল হইয়াছে, তাহা প্রচার কর; যদি তুমি তাহা না কর,- তাহা হইলে বুঝিব, তুমি তাঁহার বার্ত্তা লোকদিগকে পৌছাইতেছ না

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ - مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

এই প্রসঙ্গে উম্মুল মোমেনীন আরও বলেন দুনিয়াতে নিজের সামান্য দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পায়, ইহা কেহই চাহে না। কোর্‌আন শরীফে রসুলুল্লার অনিচ্ছাকৃত বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য—যাহাতে তাঁহার ব্যবহারও নিখুত থাকে—কতিপয় আয়াত নাজেল হইয়াছে।[১] রসুলুল্লার পালক পুত্র জায়েদ এব্‌নে হারেসা যখন হঃ জায়নাবকে তালাক দিলেন, তখন হঃ জায়নাব নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। তালাকের পরে হঃ জায়নাবকে আশ্রয়হীন দেখিয়া রসুলুল্লার মনে তাহাকে নিজ আশ্রয়ে আনিবার জন্য সামান্য ভাব উদিত হইয়াছিল। পালক পুত্রের স্ত্রীকে বর্ব্বর যুগে (আইয়্যামে জাহেলী) আরবদের নিকট বিবাহ করা বড়ই গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু ইস্‌লামে তাহা জায়েজ ছিল। রসুলুল্লা হঃ জায়নাবকে বিবাহ করিতে ইতঃস্তত: করিতে লাগিলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজেল হয় :—

এবং (স্মরণ কর,) যাহার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা এন্‌'য়াম (সম্পদ) বিধান করিয়াছেন, তাহাকে (জায়েদকে) যখন তুমি (রসুলুল্লা) উপদেশ দিয়াছিলে—"(হে জায়েদ!) তুমি নিজ স্ত্রীকে নিজের নিকট রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; এবং আল্লাহ্‌ যাহার প্রকাশক, তুমি (রসুলুল্লা) তাহা স্বীয় অন্তরে গোপন করিয়া রাখিতেছিলে ও লোকদিগকে ডরাইলে; আল্লাহ্‌ই সব চেয়ে বড়, তাঁহাকেই তুমি ভয় করিবে।

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ - وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

উম্মুল মোমেনীন বলেন—"যদি রসুলুল্লা আল্লাহ্‌তায়ালার কোন ওহীকে গোপন করিতেন, তবে এই উপরোক্ত আয়াতকে নিশ্চয়ই তিনি গোপন করিতেন। কিন্তু রসুলুল্লা কখনও কোন প্রকার ওহীকে গোপন করেন নাই।"

মে'রাজ সম্বন্ধে

রসুলুল্লার 'মে'রাজ' সম্বন্ধে হিজ্‌রির প্রথম শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্তও মতানৈক্য চলিতেছে। এই 'মে'রাজ' জেস্‌মানী (সশরীরে) হইয়াছিল, না রুহানী (আধ্যাত্মিক ভাবে)

১। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাক্‌তুমের উপলক্ষে— عبس و تولى

হইয়াছিল? কোর্‌আন শরীফে এই 'মে'রাজ'কে তিন স্থানে তিন ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা :—

(১) سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

(১) আমরা তাঁহারই পবিত্র গুণ-গান করিতেছি যিনি আপন নিদর্শন সমূহের (কিছু কিছু) নিজ 'আব্‌দ্‌কে (রসুলুল্লাকে) দেখাইবার জন্য কোন এক রজনীতে মাস্‌জেদুল হারাম (কা'বা শরীফ) হইতে মাস্‌জেদুল আক্‌সা (বায়তুল মাক্‌দেস) পর্য্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করাইয়াছিলেন। (ঐ বায়তুল মাক্‌দেসের) চতুষ্পার্শ্বকে আমি (আল্লাহ্‌তায়ালা) সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছি; নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালা) শ্রোতা, দ্রষ্টা
(সুরায় বানী ইস্‌রাইল)

(২) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ -

(২) আমি (আল্লাহ্‌) তোমাকে (রসুলুল্লাকে সেই আয়াত বা নিদর্শন (মে'রাজের ঘটনা সমূহ) যাহা দেখাইয়াছি, এবং কোর্‌আনে যে বৃক্ষ অভিশম্পাতিত হইয়াছে, তাহা লোকের আজ্‌মায়েশের জন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।
(সুরায়ে বানী ইস্‌রাইল)

(৩) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى -

৩। রসুলুল্লার ফুয়াদ (অন্তর) যাহা দর্শন করিল তাহা মিথ্যা ভাবিল না। (সুরায়ে নাজ্‌ম)

এই সম্বন্ধে উম্মুল মোমেনীন অভিমত প্রকাশ করেন যে মে'রাজ রুহানী। সাহাবী আমীর মোয়াবিয়াও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু অনেক মোহদ্দেসীন ও সুন্নী সম্প্রদায়ের ইমামগণ বলেন যে মে'রাজ জেস্‌মানী হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্‌মদ এব্‌নে হাম্‌বল, মোহাদ্দেস মাওলানা আবুল হোসাইন মোস্‌লেম ও মোহাদ্দেস্ আবু ইসা তির্‌মিজী, কাজী আয়াজ, ইমাম জার্‌কাণী, ইমাম এব্‌নে ওহাবা, মোহাদ্দেস এব্‌নে সারীহ, এব্‌নে এস্‌হাক প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবর আজাব

'কবর আজাব' (গোর-শাস্তি) এর কথা কোর্‌আন শরীফে উল্লেখ নাই। সেই জন্য সাহাবিগণের ইহার বিষয় কিছুই জানা ছিল না। এই সম্বন্ধে উম্মুল মোমেনীনই আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে উক্ত কবর আজাবের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে একদিন দুই জন ইহুদি মেয়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা বলিলেন। বিদায়কালীন ঐ মেয়ে দুইটি খুশী হইয়া উম্মুল মোমেনীনকে বলিলেন—"আম্মা! আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালা কবর আজাব হইতে নিস্তার করুন!" তাহাদের এই কথাটি শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন শিহরিয়া উঠিলেন ও বলিলেন যে কবর আজাব কখনও হইতে পারে না। এমন সময় কোন জরুরী কাজের জন্য রসুলুল্লা গৃহে আসিলেন। উম্মুল মোমেনীন তখন

বলিলেন—"রসুলুল্লা! এই মেয়ে দুইটি কবরে আজাব হইবে বলিয়া আমার নিকট বলিয়াছে। সত্যই কি কবর আজাব হইবে? এর্‌শাদ হইল—'সত্যই কবর আজাব হইবে।"

উম্মুল মোমেনীন আরও বলেন যে দো'য়াতে ও মোনাজাতে রসুলুল্লা কবর আজাব হইতে নিস্তার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কবর আজাব হওয়া অনিবার্য্য।

রসুলুল্লা বলিয়াছেন যে তাঁহার সব সাহাবাই সকলে সমান ভাবে ধর্ম্মজ্ঞান বিকীরণ করিতে সমর্থ। সুতরাং কোন সাহাবীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা শরীয়তের খেলাফ। আমীরুল মোমেনীন খালীফা হঃ ওস্‌মানের কতলের পর একদল অন্য দলকে গালি দিত; এবং আমীরুল মোমেনীন খালীফা হঃ আলীর ও সাহাবী আমীর মোয়াবিয়ার যুদ্ধ বিগ্রহের পর সাহাবিগণকে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া হইত।

"আস্‌সাহাবাতু 'উদূল" অর্থাৎ সাহাবী সকলেই সমান

এইরূপ অশ্লীল বাক্যের কথাবার্ত্তা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা তাঁহার ভাগিনাকে বলিয়াছিলেন—"হে আমার ভাগিনা! আদেশ করা হইয়াছে যে রসুলুল্লার আস্‌হাবের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার করুণা ও দয়া বর্ষণের জন্য দো'য়া করা; কিন্তু আফ্‌সোস! ইহারা গালি দিতেছে,

(يا ابن اختى امروا ان يستغفروا الاصحاب النّبىّ صلعم فسبوا)।"

ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি রসুলুল্লার কোন হাদীস পেশ করেন নাই, বরঞ্চ নিম্নলিখিত আল্লাহ্‌তায়ালর বাণী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন যে সাহাবীদিগকে গালি দেওয়া কিংবা তাঁহাদের উপর অযথা কথা অরোপ করা 'আকায়েদ' বিরুদ্ধ :—

وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ -

এবং যাহারা ইহাদের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলিতেছে—হে আমার রাব্ব্ (প্রতিপালক), তুমি আমাদের জন্য এবং যাহারা ইমানে ও ইস্‌লামে আমাদের আগে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাদের অন্তরে ঈর্ষার স্থান প্রদান করিও না। হে আমাদের রাব্ব্, সত্য সত্যই তুমি 'রাউফ' (অনুগ্রহ কারক) ও 'রাহীম' (দয়াময়)।

(সুরায়ে হাশ্‌র)

উম্মুল মোমেনীনের এই বয়ানের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের 'আহ্‌লে সুন্নতে জামা'য়াত' এর ইমামগণ সাহাবীদের বিরুদ্ধে কোনও মত পোষণ করা, কিংবা তাহাদের কার্য্যকলাপের বিষয় খারাপ মত পোষণ করা আকায়েদ বিরুদ্ধ। সুতরাং কেহ সাহাবীদের বিষয় এই রূপ মত পোষণ করিলে গোনাহ্‌গার হইবে ও তাওবা করা তাঁহার উপর ওয়াজেব হইবে।

ধর্ম্মরহস্য উদ্‌ঘাটনে উম্মুল মোমেনীনের বিশেষ দান।

ইস্‌লামের বিধি বিধানের কারণ ও ব্যাখ্যা কোর্‌আন শরীফে ও হাদীস শরীফে শরীফে দেওয়া আছে। কোর্‌আন ও হাদীসে পরিস্কার এইরূপ কারণ ও ব্যাখ্যা

না থাকিলেও অনেক সময় মোহাদ্দেস্ ও মুফ্তীগণ উহাদের মারফতে কেয়াস করিয়া উক্ত বিধি বিধানের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু যখন কোর্আন ও হাদীসের দলীল দ্বারা কোনরূপ তত্ত্ব বাহির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন নিজের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া সেইরূপ বিধি বিধানের গূঢ় রহস্য, কারণ বা ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে শুধু নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ইস্লামের আহকামের কারণ উদ্ঘাটন করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার যতটুকু ছিল, অন্য কাহারও পক্ষে ততটুকু থাকা সম্ভব হয় নাই। এই দিক দিয়া উম্মুল মোমেনীনের যে দান তাহা শুধু তাঁহার দ্বারাই হইয়াছে; এবং এই সব সম্বন্ধে তাহার কোন বাণী না থাকিলে হয়ত ইস্লামের আহ্কামের অনেক রহস্য আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিত। তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্ম এই রহস্য জ্ঞান ভাণ্ডারকে আমরা কোর্আন শরীফের সূরার ভাষা ও ভাবের পার্থক্য, নামাজ, রোজা, হজ্, হিজ্রত, রাওজা মোবারক — এই কয়ভাগে ভাগ করিতে পারি।

কোর্আন শরীফ সম্বন্ধে।

কোর্আন শরীফের সূরা দুই প্রকার—মাক্কী ও মাদানী। যে যে সূরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে, তাহাকেই মাক্কী বলে; আর যাহা মদীনা শরীফে নাজেল হইয়াছে তাহাকে মাদানী বলে। এই দুই শহরে অবতীর্ণ সূরার মধ্যে যে অনেক বিভিন্নতা আছে, তাহা আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ সহজেই ধরিতে সক্ষম। তাঁহারা সূরার শুধু শব্দ ও বাক্য শুনিয়াই ফয়সলা করিতে পারেন, কোন্টি মাক্কী ও কোনটি মাদানী। নিম্নে এই দুই প্রকার সূরার আয়াতের তারতম্য দেওয়া হইল :—

মাক্কী সূরা	মাদানী সূরা
১। অধিক উদ্দীপনা মূলক	১। অত্যন্ত গভীর গবেষণা মূলক
২। প্রাঞ্জল সাহিত্যিক ভাষায় লিখিত	২। আইন কানুন সম্বলিত শব্দময়
৩। অধিকতর উপদেশ, ওয়াজ ও তাওহীদ মূলক এবং কেয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধীয়।	৩। আহ্কাম্ ও কানুন সম্বন্ধীয়
৪। কাফীয়া বহুল, বিশেষ করিয়া ছোট কাফীয়া।	৪। কাফীয়া বহুত কম। মাঝে মাঝে বড় কাফীয়া
৫। সহজ সহজ কথা। ইহুদি ও খৃষ্টানদের সঙ্গে কোন তর্ক বিতর্ক নাই।	৫। ইহুদি ও খৃষ্টানদের সঙ্গে ভয়ানক তর্ক বিতর্কে পূর্ণ।

মাক্কী সূরা	মাদানী সূরা
৬। 'আকায়েদ' এর বাহাস খুবই বেশী; শরীয়তের আহ্‌কামের কথা কম।	৬। 'আমল ও এবাদাতের আদেশ
৭। জেহাদের কোন কথা নাই; কেবল প্রচার ও মিষ্ট ভাষায় উপদেশ।	৭। প্রচার ও তাব্‌লীগের সহিত জেহাদের আদেশ।

ইস্‌লাম ধীরে ধীরে ইহার পরিধি বিস্তার করিয়াছে। ইহা এক পৌত্তলিক, অত্যাচারী ও পথ-ভ্রষ্ট মূর্খ জাতির উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে হৃদয়-স্পর্শী ওয়াজ নসীহত দ্বারা দোজখ ও বেহেশ্‌তের অবস্থা বলা হইয়াছে। যখন মাক্কী সূরা দ্বারা তাহাদের হৃদয় কোমল ও ভাব-গ্রস্ত হইল, তখন মাদানী সূরার মারফতে আইন কানুন নাজেল হইতে আরম্ভ করিল।

মক্কা পৌত্তলিকদের কেন্দ্রস্থান ছিল। এই পৌত্তলিকতাকে ধ্বংস করিবার জন্যই উদ্দীপক ও প্রাঞ্জল ভাষার দরকার হইয়াছিল। তাহাদের কু-সংস্কার পূর্ণ ধর্ম্মের নিয়মাবলীকে গর্হিত বুঝাইবার জন্য সেখানে ওয়াজ ও নসীহত ইত্যাদির দরকার হইয়াছিল। এইরূপ ভাষাতে অনেক 'কাফীয়া' হওয়া প্রয়োজন, তাই মাক্কী সূরা সমূহ 'কাফীয়া' বহুল।

পরন্তু মাদানী সূরাগুলি গবেষণা মূলক। তথায় ইহুদি ও খৃষ্টানদের বসতি ছিল ও তাহাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হওয়ার দরুণ অনেক আইন কানুন নাজেল হইয়াছে। আইন কানুন সম্বলিত বলিয়া এই সব সূরাতে 'কাফীয়া' কম।

মক্কার পৌত্তলিকদের মিষ্টভাষায় উপদেশ দ্বারা ইস্‌লামের আশ্রয়ে আনয়ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাই মাক্কী সূরাতে জেহাদের কোন কথা নাই। কিন্তু মদীনার ইহুদি ও খৃষ্টানদের মধ্যে ইস্‌লাম বিস্তার করিবার জন্য প্রচার ও 'তাব্‌লীগ' এর দরকার হইয়াছিল। তাই এই মাদানী সূরাগুলিতে জেহাদের আদেশ আছে।

আজকাল কতিপয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আরবী-ভাষাবিদগণ উপরোক্ত নিয়ম অবলম্বনে কোর্‌আন শরীফের সূরার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন বলিয়া বাহাবা নিতেছেন; কিন্তু ১৩৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই তত্ত্ব যিনি বাহির করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন পবিত্র নবী-কুটিরের অন্তঃপুরবাসিনী একজন গরীয়সী মহিয়সী—আমাদের উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা। এই পার্থক্যের কারণের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

কোর্‌আন শরীফে প্রথম সূরা যাহা (আমার সামনে) প্রথম নাজেল হইয়াছে, তাহা সূরায় মোফাসসেল—যাহাতে বেহেশ্‌ত ও দোজখের কথা

انّما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة و النار حتى اذا

اثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام و
الحلال و لو نزل اول شيئ لا تشربوا الخمر
لقالوا لا ندع الخمر ابدا - ولو نزل لا تزنوا
لقالوا لا ندع الزنا ابدا لقد نزل بمكة و انا
جارية العب - بل الساعة موعدهم و الساعة
ادهى و امرّ و ما نزلت سورة البقرة والنساء
الا انا عنده

আছে। যখন লোকজন ইস্‌লামের দিকে ঝুঁকিল, তখন হালাল ও হারামের বিষয় নাজেল হইল। যদি প্রথমে এই হালাল ও হারামের আয়াত নাজেল হইত— "শারাব পান করিওনা," নিশ্চয়ই তাঁহারা বলিয়া উঠিত— "আমরা কিছুতেই শারাব ছাড়িব না"। যদি সে সময় এই আদেশ নাজেল হইত যে— "জিনা করিও না," উত্তরে তাঁহারা বলিত— "আমরা জিনা কিছুতেই ছাড়িব না। মক্কা শরীফে যখন আমি খেলিতে ছিলাম, তখন এই আয়াত নাজেল হইল— "তাহাদের ওয়াদার সময় কেয়ামত, বড়ই শক্ত ও নেহাৎই কষ্টকর বস্তু।" সুরায় বকর ও সুরায় নেসা যখন নাজেল হইয়াছিল তখন আমি রসুলুল্লার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম।

১। বোখারী—বাবু তালীফুল কোর্‌আন।

সফরের নামাজ

যে সব নামাজ ৪ রাকা'য়াত, সফরের সময় তাহা দুই রাকা'য়াতই আদায় করা হয়। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে ইহাকে সহজ করিবার জন্য দুই রাকা'য়াত করা হইয়াছে। ইহা কিছুতেই নহে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন আমাদের উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা। তিনি বলেন :—

فرضت الصلوة ركعتين ثم هاجر النبي
صلعم - ففرضت اربعا و تركت صلوة السفر
على اولى (البخارى باب الهجرة)

মক্কাতে দুই রাকা'য়াতই ফরজ ছিল। রসুলুল্লা যখন হিজ্‌রত করেন, তখন ৪ রাকা'য়াত ফরজ করা হয়, এবং সফরের নামাজকে পূর্ব্ব অবস্থাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

বোখারী—বাবুল হিজ্‌রত

বসিয়া নামাজ পড়া।

হাদীস গ্রন্থ সমূহে আছে যে রসুলুল্লা নাফ্‌ল্ নামাজ বসিয়া পড়িতেন। অনেকে বিনা ওজর ও অসুবিধা না থাকা বিধায়ও বসিয়া 'নাফ্‌ল্' এর নামাজ আদায় করেন। ইহা তাহারা 'মোস্‌তাহাব্‌ব্' মনে করেন। জনৈক তাবেয়ী উম্মুল মোমেনীনকে বসিয়া নামাজ পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—"حين حطمه الناس"—যখন লোকে তাঁহাকে ভগ্ন করিয়াছিল, অর্থাৎ যখন রসুলুল্লা কমজোর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অন্য এক রওয়ায়েতে উম্মুল মোমেনীন বলেন :—

আমি কখনও রসুলুল্লাকে তাহাজ্জুদের নামাজ বসিয়া পড়িতে দেখি নাই। কিন্তু হাঁ, যখন তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল।

ما رأيت رسول الله صلعم يقرء في شيئ من صلوة الليل جالسا قط حتى دخل فى السن

উল্লেখিত উভয় রওয়ায়েত সুনানে আবু দাউদে "বাবুস সালাতুল কায়েদে" আছে। মোস্‌লেম শরীফেও এই প্রকার রওয়ায়েত অন্যভাবে উম্মুল মোমেনীন হইতে বর্ণিত আছে :—

যখন রসুলুল্লার শরীর ভারী হইয়াপড়িয়াছিল, তখন তিনি প্রায় 'নাফ্‌ল্‌' নামাজই বসিয়া পড়িতেন।

قالت لما بدّن رسول الله صلعم وثقل - كان اكثر صلاته جالسا

ফজরের নামাজ

ফজরের নামাজের মধ্যে 'রাকা'য়াত' এর সংখ্যা বেশী না হওয়ার কারণ উম্মুল মোমেনীন এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন যে ফজরের নামাজের 'কের্‌'য়াত' লম্বা লম্বা সূরা দ্বারা পড়িতে হয়। ফজরের নামাজের মধ্যে নম্রতা, বিনয় ও ভাবের বেশী প্রয়োজন। প্রাতঃকাল বড়ই মধুর সময়, ঠাণ্ডা সমীরণ লোকের মনকে পুলকিত করে, বিশেষতঃ সারা রাত্রি আরাম করার পর শরীরের অবসাদ ও গ্লানি দূর হয় ও শরীরে এক প্রকার শান্তির ভাব অনুভব করে। এইজন্য এই ফজরের নামাজের রাকা'য়াতের সংখ্যা হইতে লম্বা লম্বা 'কের্‌'য়াতে' এর প্রতিই বেশী খেয়াল রাখা হইয়াছে। সেইজন্যই লম্বা 'কের্‌'য়াত' পড়িতে হয়।[১]

মাগ্‌রেবের নামাজ।

জনৈক ছাত্রী উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হিজ্‌রতের পর যখন ২ রাকা'য়াত ফরজ নামাজ ৪ রাকা'য়াত হইল, তখন মাগ্‌রিবের নামাজ ৩ রাকা'য়াত কেন হইল ? উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন :—

মাগরেবের নামাজের মধ্যে কোনও রাকা'য়াত যোগ হয় নাই, কেননা তাহা দিনের নামাজের 'বেত্‌র' অর্থাৎ যেমন নাকি রাত্রের নামাজের মধ্যে ৩ রাকা'য়াত 'বেত্‌র' আছে, তদ্রুপ ইহাও দিনের নামাজের বেত্‌র।[২]

الا المغرب فانها وتر النهار

১। মোস্‌নদ—৬ষ্ঠ জিল্‌দ্‌ পৃঃ ২৪১ (و صلوة الفجر لطول قراء تهما)

২। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ্‌ পৃঃ ২৪১

রোজা

আশুরার রোজা

আশুরার দিন অর্থাৎ মোহার্‌রাম চাঁদের ১০ই তারিখে জাহেলী যুগে আরবগণ রোজা রাখিত। রসুলুল্লার নবুওতের প্রথমে তিনিও এই রোজা রাখিতেন। ইস্‌লামের প্রারম্ভে ইহা ওয়াজেব ছিল। রমজান (রামাধান) শরীফের রোজা এক মাসের জন্য ফরজ হইলে ইহার ওয়াজেব হওয়া ছুটিয়া যায়। হজরত এব্‌নে ওমরও এইপ্রকার রওয়ায়েত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই রোজা যে কেন রাখা হয়, তাহার কোন কারণ ব্যক্ত করেন নাই।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা আমাদিগকে এই আশুরার রোজা রাখিবার কারণ এই বলেন যে ঃ—

আরববাসিগণ রমজান মাসে রোজা ফরজ হইবার পূর্ব্বে আশুরার দিনে রোজা রাখিত; ঐ দিনই কা'বাকে গেলাফ্‌ পরাণ হয়। এইজন্য আশুরার রোজা রাখা হইত।[১]

كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان و كان يوم تستر فيه الكعبة

কা'বা শরীফ ও হজ্‌

কা'বা শরীফ

রসুলুল্লার সময়ে কা'বা শরীফের একদিকের দেয়ালের দুই পাশ্বেই সামান্য কিছু স্থান খালি ছিল, উহাকেই হাতীম বলা হইত। তাওয়াফ করিবার সময় কা'বার সহিত সংলগ্ন এই হাতীম নামক স্থানটিকেও প্রদক্ষিণ করা হইত।

রসুলুল্লার এন্তেকালের পর সাহাবাদের মধ্যে এই হাতীম কা'বায় মধ্যে শামিল কিনা তাহা লইয়া দেশময় মতানৈক্যের সৃষ্টি হইল, কিন্তু সাহাবাগণ এই বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। এই সময় সকলে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকাকে এই মাস্‌য়ালার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"আমি রসুলুল্লাকে এই হাতীমের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—রসুলুল্লা! এই দেয়ালটি কি কা'বার মধ্যে শামিল?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"হাঁ"। আমি পুনরায় রসুলুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে কেন ইহাকে পুনর্ব্বার মেরামতের সময় কা'বার ভিতরে করা হইল না?" রসুলুল্লার এর্‌শাদ হইল —"সেই সময় আপনার

১। মোস্‌নদ—৬ষ্ঠ জিল্‌দ্‌ ২৭৪ পৃঃ

কাওমের নিকট ইহা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম ছিলনা। এইজন্য এতদূর কম করিয়া দিয়াছে।"

হঃ এব্‌নে-ওমর বলেন—"উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত যদি সহী হয়, তাহা হইলে রসুলুল্লা এই দিকের (অর্থাৎ হাতীম সংলগ্ন) দুইটি থাম কে কেন চুমা দেন নাই? আর যদি রসুলুল্লার ইহা জানা থাকিত যে এই কা'বা তাহার আসল ভিত্তির উপর অবস্থিত নয়, তাহা হইলে শরীয়তে ইব্রাহীমের (আঃ) মোজাদ্দেদ হিসাবে এই কা'বাকে নূতন ভাবে প্রস্তুত করা রসুলুল্লার উপর ফরজ ছিল।"

উম্মুল মোমেনীন অন্য এক রওয়াতে বলেন যে রসুলুল্লা বলিয়াছিলেন—"আয়েশা! আপনার কাওম যদি জাহেলী যুগের নিকটবর্ত্তী না হইত, তাহা হইলে আমি কা'বাকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় হঃ ইব্রাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতাম।" উম্মুল মোমেনীন এই হাদীসের ব্যাখ্যা এইরূপ ভাবে বলেন যে আরববাসিগণ তখন অমোসলমান ছিল। কা'বাকে ভাঙ্গিয়া গড়ায় তাহাদের বিশ্বাস ইস্‌লামের উপর টলিবার ভয় ছিল। এই হাদীসকে অবলম্বন করিয়া তিনি আরও বলেন যে শরীয়তের কোন ভাল কাজের ভিত্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করিলেও, ইহা ধিক্কারের বিষয় নহে; যদি শরীয়ত তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়োজন মনে না করে।

উম্মুল মোমেনীনের উপরোক্ত রওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁহার ভগ্নী পুত্র হঃ আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের নিজ খেলাফাতের সময় মক্কা শরীফকে ভাঙ্গিয়া হঃ ইব্রাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উমাইয়া খালীফা আবদুল মালেক হঃ এব্‌নে জোবায়েরের শাহাদাতের পর মক্কা শরীফকে যখন দখল করিলেন, তখন তিনি পুনরায়—হঃ এব্‌নে জোবায়েরের নিজ এজ্‌তেহাদ দ্বারা কা'বার মেরামতকে নূতন ভাবে নির্ম্মাণ মনে করিয়া—কাবা'কে পুরাতন ভিত্তিতে প্রস্তুত করিলেন। পরে যখন তিনি শুনিলেন যে হঃ এব্‌নে জোবায়ের উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত অনুযায়ীই এই কা'বাকে হঃ ইব্রাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতাপ করিয়াছিলেন।[১]

আমালে হজ্‌।

অনেকেরই মনে সন্দেহ হইতে পারে যে হজের সমস্ত নিয়মাবলী যথা তাওয়াফ করা, সা'য়ী কোথায়ও দাঁড়াইয়া থাকা, কোথায়ও অপেক্ষা করা, কোন স্থানে পাথর-কণা নিক্ষেপ করা—কতকগুলি অনাবশ্যক কাজ। উম্মুল মোমেনীন এই সব আমালে হজের সম্বন্ধে বলেন :—

কা'বার ঘর, সাফা ও মার্‌ওয়া পাহাড়ের তাওয়াফ্‌, পাথর-কণা নিক্ষেপ, (এইসব) শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণকে কায়েম রাখিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে।[১]

انما جعل الطواف بالبيت و بالصفا والمروة ورمي الحجار لاقامة ذكر الله عزّ و جلّ

১। মোস্‌লেম—বাবু নাকজুল কাবা।

১। সহী মোস্‌লেম—এস্‌তেহ্‌ইয়াবুন্ মুজুলে বিল্ মাহ্‌সাব মোস্‌নদ—৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৯০ পৃঃ।

অর্থাৎ ইহা অনাবশ্যক কাজ নহে, বরঞ্চ ইহা ইয়াদে এলাহী। কোর্‌আন্ শরীফ এই বিষয় ইঙ্গিত দিতেছে যে ইহা হঃ ইব্রাহীমের (আঃ) একপ্রকারের এবাদাতের স্মৃতি। হজ্ হঃ ইব্রাহীমের (আঃ) ধর্ম্মের এক অঙ্গ বিশেষ।

'হুজ্জাতুল বেদা'তে রসুলুল্লা উটের উপর সাওয়ার হইয়া তাওয়াফ্ করিয়াছিলেন।

তাওয়াফ্।

এইজন্য কতিপয় সাহাবিগণ উটের উপর সাওয়ার হইয়া তাওয়াফ্ করা সুন্নত মনে করিতেন। উম্মুল মোমেনীন উটের উপর সাওয়ার হইয়া তাওয়াফ্ করাকে সুন্নত মনে করিতেন না। তিনি বলেন যে রসুলুল্লার চতুর্দ্দিকে লোকের অত্যন্ত ভীড় হইত, এবং প্রত্যেকেরই আরজু (ইচ্ছা) ছিল যে রসুলুল্লার দীদার লাভ করা ও মোসাফেহা (Hand shaking) করিয়া নিজেকে ধন্য করা। তাই কার আগে কে রসুলুল্লার নিকট প্রথমে পৌঁছিতে পারে ইহা লইয়া ভয়ানক ধাক্কাধাক্কি হইতে লাগিল। রসুলুল্লা জনতার এই প্রকার ভাব দেখিয়া উটের উপর সাওয়ার হইয়া কা'বা শরীফের তাওয়াফ্ করিয়াছিলেন।

হিজ্‌রত

বর্ত্তমান সময়ে হিজ্‌রতের অর্থ আমরা অনেকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ মনে করেন নিজের দেশ, ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া মাদীনা মোনাওওরাতে অথবা মাক্কা মোয়াজ্জামাতে যাইয়া বসবাস করা—হউক না নিজের দেশ শান্তি ও আমানের। 'আতা এব্‌নে আবীরিয়াহ্ একজন তাবে'য়ী ছিলেন। একদিন তিনি উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! হিজ্‌রতের হাকীকত ও প্রকৃত তত্ত্ব কি?" এর্‌শাদ হইল :—

لا هجرة اليوم - كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله و رسوله مخافة ان يفتن عليه - فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء و لكن جهاد و نية

(البخاری باب الهجرة)

এখন আর হিজ্‌রত নাই; হিজ্‌রত ঐ সময়ে ছিল, যখন মোসলমানগণ ভয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের নিকট দৌড়িয়া আশ্রয় লইত! তাঁহাকে যেন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য কষ্ট দেওয়া না হয়। এখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইস্‌লামকে জয়ী করিয়াছেন। এখন মোসলমান যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আল্লার এবাদত করিতে পারে। হাঁ, জেহাদ ও নীয়াত্ এখনও বাকী আছে।

(বোখারী বাবুল হিজ্‌রাত)

রসুলুল্লার রাওজা মোবারক

রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তাঁহাকে কোথায় দাফন করা হইবে, ইহা লইয়া সাহাবীগণের মধ্যে অনেক মতানৈক্য দেখা দিল। হজরত আবুবকর সিদ্দীক বলিয়াছেন যে পয়গম্বর যেখানে পবিত্র দেহত্যাগ করেন, সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। যদিও ইহা হজরত আবুবকর সিদ্দীকের দ্বারাই এই রওয়ায়েত আমাদের নিকট আসিয়াছে, তথাপিও কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহা হজরত আবুবকরেরই বাণী।

রসুলুল্লার এন্তেকালের ঘটনা একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এবং প্রমাণ অত্যন্ত জরুরী। উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লার রাওজা মোবারক কেন ঘরে হইল, তাহা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন ঃ—

মৃত্যু শয্যায় রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন "আল্লাহ্-তায়ালা ইহুদী ও নাসারাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, যেহেতু তাহারা নিজ পয়গম্বরের কবরগুলিকে সাজদার স্থান করিয়াছেন।" উম্মুল মোমেনীন বলেন—যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে রসুলুল্লার রাওজা মোবারক খোলা ময়দানে হইত। কিন্তু ইহাও ভয় ছিল যে ভবিষ্যতে এই রাওজা মোবারক সাজদা গাহ্ না হইয়া পড়ে। সুতরাং রসুলুল্লাকে হুজরার মধ্যে দাফন করা হইয়াছে। (বোখারী—কেত্তাবুল জানায়েজ)

قال رسول الله صلعم فى مرضه الذي
لم يقم منه - لعن الله اليهود والنصارى -
اتخذوا قبور انبياء هم مساجد - لولا ذالك
ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا

পঞ্চম অধ্যায়

ঐহিক জ্ঞান-সাধনা

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা তাঁহার ধর্ম্ম-জ্ঞান দ্বারা ইসলামে যেরূপ উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন, ঐহিক বা পার্থিব জ্ঞানেও তাঁহার স্থান তদনুরূপ। একাধারে এমন প্রতিভাশালিনী মহিলা ইসলামের ইতিহাসে বিরল। বিজ্ঞান শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া এল্‌মুল কীমীয়ার '(রসায়ন শাস্ত্রে) জ্ঞানে ও 'এলুমুত্‌তিব্ব্' এর (চিকিৎসা বিজ্ঞান) পারদর্শিতায় সেই যুগেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন।

এল্‌মুল কীমীয়া বর্ত্তমান যুগে যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে, রসুলুল্লার সময়ে

এইরূপ ছিল না। তবুও আমরা ইহার আদি ও আসল মূল তথ্য ইত্যাদি রসুলুল্লার নিকট হইতে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার মারফতে পাইয়াছি। অনেক সময় উম্মুল মোমেনীন এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা তিনি নিজ হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন ও রসুলুল্লাকে তাহা দেখাইতেন। তাম্রকে স্বর্ণেতে কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে ও রূপার উপর কিভাবে স্বর্ণের রং দিতে হয়, তাহা তিনি রসুলুল্লার নিকট হইতে শিক্ষা পান। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তিনি ইহা তাঁহার কতিপয় ছাত্রগণকে আরও উন্নত ধরণে শিখাইয়াছিলেন। তিনি রসুলুল্লার নিকট হইতে কাপড়ের মধ্যে নানা প্রকার রং দিবার প্রথাও শিখিয়াছিলেন। এমনকি তিনি নিজ গবেষণা দ্বারা ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে খালেদ এব্‌নে ইয়াজীদ এব্‌নে আমীর মোয়াবিয়ার নামই প্রসিদ্ধ। খালেদ উম্মুল মোমেনীনের নিকট এই কীমীয়া শাস্ত্রের অনেক তথ্য পাইয়াছিলেন, এবং তাহা তিনি নিজ রচিত "ফেরদাউস্‌সুল হেক্‌মাত" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে তিনি উম্মুল মোমেনীনকে এত ভক্তি ও মহব্বৎ করিতেন যে হিজ্‌রির ৫৮ সনে উম্মুল মোমেনীনের এন্তেকালের সংবাদ শুনিয়াই তিনি বেহুশ হন, এবং এই বেহুশ অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই তথ্যের উপরেই জাবের এব্‌নে হাইয়্যানের 'এল্‌মুল কীমীয়া' এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১]

এল্‌মে তিব্ব্‌

রসুলুল্লার সময়ে আজকালকার মত আরবে এই 'এল্‌মে তিব্ব্‌'এর কোন ধারাবাহিক নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। তবুও অনেকেই এই বিদ্যার চর্চ্চা করিত। এই সময়ে হারেস্‌ এব্‌নে কাল্‌দা আরবের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ব্যতীতও অন্যান্য কতিপয় ছোট ছোট তবীব ছিলেন। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আমাদের গ্রাম্য কবিরাজ ও ওঝাগণের মত ছিল। তাহাদের কেহ হয়ত গাছ গাছড়ার শিকড় ও লতাপাতা ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করিত। আবার কেহ কেহ কোন ব্যাধির বিশেষ ঔষধ জানিত। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকাকে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —"উম্মুল মোমেনীন! আপনি কবিতা রচনা করিতে জানেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কেননা আপনি হঃ আবুবকরের কন্যা; কিন্তু আপনি এল্‌মে তিব্ব্‌ কোথা হইতে শিক্ষা করিলেন? "এর্‌শাদ হইল—

১। এব্‌নে নাদীম—আল্‌-ফিহ্‌রেস্‌ত্‌, কাশ্‌ফুজ্‌ জুনুন; আল্‌-ওয়াকেদী ফি তাদবিরেল কাফী।

"শেষ বয়সে রস্লুল্লা প্রায়ই পীড়িত থাকিতেন। তখন আরবের প্রায় তবীবগণই তাঁহার পবিত্র খেদমতে আসিতেন। তাঁহারা তিব্ব্ শাস্ত্র বিষয়ে তখন রস্লুল্লার সঙ্গে যাহা আলোচনা করিতেন, আমি তাহাই মনে করিয়া রাখিতাম।"[১]

রস্লুল্লার সময়ে জেহাদে মেয়েগণেরও যোগদান করিবার আদেশ ছিল। প্রায় জেহাদেই দেখা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গিনী হইতেন, এবং আহত মোজাহেদ সৈন্যদিগকে শুশ্রূষা করিতেন। এমনকি উম্মাহাতুল মোমেনীন ও বিশেষতঃ উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা অনেক জেহাদেই রস্লুল্লার সঙ্গে সহগামিনী হইতেন। মোস্লেম ঐতিহাসিকগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা ওহুদের যুদ্ধে রস্লুল্লার সঙ্গে যুদ্ধ ময়দানে গিয়াছিলেন, এবং আহত ও ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যদিগকে ঔষধ দিতেন ও ক্ষত স্থানে পট্টি বাঁধিয়া দিতেন।

সেইকালেও মোস্লেম মেয়েগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে এল্মে তিব্ব্ ও রোগীর শুশ্রূষা বিদ্যায় জ্ঞান রাখিতেন। উম্মুল মোমেনীনের এই 'এল্মে তিব্ব্' সম্বন্ধে সাহাবী হঃ ওর্ওয়া বলেন—"আমি (উম্মুল মোমেনীন) হঃ আয়েশা হইতে কাহাকেও এল্মে তিব্ব্ ও সার্জারি (Surgery) বিদ্যায় অধিক পারদর্শি দেখি নাই।"

কাব্য, বক্তৃতা ও ইতিহাস চর্চ্চা

কাব্য

ইস্লামের পূর্ব্বে কবিতাই ছিল আরবদের একমাত্র জ্ঞান ভাণ্ডার। এই জন্য কবিতার চর্চ্চা তাহাদের মধ্যে অধিক হওয়া স্বাভাবিক। তাহারা কবিদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিত। এমন কি কবির 'কাবীলা'কেও তাহারা অন্যান্য 'কাবীলা' হইতে অধিক ইজ্জত করিত, এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিদের কবিতা শুনিবার জন্য মহা সমারোহে বড় বড় মজ্লিসও আহ্বান করা হইত। আরব-কবি তাহার ওজ্স্বিনী ভাষা, ভাবের মৌলিকত্ব এবং শব্দ বিন্যাস ও ছন্দের প্রকাশ ভঙ্গি দ্বারা জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে আরবগণ এইভাবে কবিতার চর্চ্চা করিত। কবিতাই ছিল তাহাদের জাতীয় নেশা।

কবিতা

১। মোস্তাদ্রেকে হাকেম, মোস্নদে আহ্মদ, ৬ষ্ঠ জিল্দ ৬৭ পৃঃ।

ইস্‌লামের প্রারম্ভেও আরবদের মধ্যে কবিতা-চর্চ্চা বিরাজমান ছিল। হিজ্‌রির প্রথম শতাব্দীতেও মোসলমানদের মধ্যে কবি-মজ্‌লিস বা 'মোশা'য়েরা' বিদ্যমান ছিল, এবং মোশা'য়েরাতে অনেক মোস্‌লেম মহিলা কবির রচনা পঠিত হইত। তাহাদের কবিতারাজি আজও মোস্‌লেম জাহানের গৌরবের ধন হইয়া আছে।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা হঃ আবুবকর সিদ্দীক আরবদের মধ্যে কবিত্বে ও কাব্য-রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এই জন্যই শিশুকাল হইতে তিনি এ বিষয়ে পিতার ক্রোড়ে থাকিয়াই অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র ও ছাত্রীগণ প্রায়ই বলিতেন "আমরা উম্মুল মোমেনীনের কবিত্বে মোটেই আশ্চর্য্যন্বিত নহি, যেহেতু তিনি সিদ্দীক-তনয়া।"

সহী হাদীস গ্রন্থ সমূহে ও অন্যান্য ইতিহাসে উম্মুল-মোমেনীনের রচিত অনেক কবিতা লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্য হইতে কয়েকটি মাত্র এখানে উর্দ্ধৃত করিতেছি :—

উম্মুল মোমেনীনের সহোদর ভাই হজরত আবদুর রাহ্‌মান বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার শবদেহ মক্কাশরীফে আনিয়া দাফন করা হইল। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই তিনি মক্কা শরীফ তশ্‌রীফ আনিলেন। ভ্রাতার কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া উম্মুল মোমেনীন ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে বিভোর হইয়া পড়িলেন· ভ্রাতৃ-স্নেহে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া পড়িল। সাধারণ ভাষায় অপ্রকাশ্য এই নির্ম্মল স্নেহ, বিচ্ছেদের এই মর্ম্মান্তিক যাতনা আপনা আপনি কবিতার রূপ ধারণ করিল :—

(১) আমরা এতদিন পর্য্যন্ত বাদশাহ্‌ জাঝীমার মোসাহেবদের মত এক সঙ্গে ছিলাম। লোকজন বলিল আমরা কখনও পৃথক হইব না।

(২) যখন আমরা পৃথক হইলাম, তখন আমি ও মালেক যে বহুদিন পর্য্যন্ত একত্রে ছিলাম, তাহা মনে হইল যেন আমরা একটি রাত্রিও একত্রে কাটাই নাই।[১]

(۱) وكنا ندمانى جذيمة حقبة *
من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

(۱) فلما تفرقنا كانى و ما لكا *
لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

খালীফা হঃ ওস্‌মানের শাহাদাতের পর মদীনার অত্যাচার ও অবিচারের কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন নিম্নলিখিত কবিতাটি বলিয়াছিলেন :—

যদি আমার কাওমের সর্দ্দারগণ আমার উপদেশ ও নসীহত শুনিত, তহা হইলে আমি তাহাদিগকে এই ফেরেব ও ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতাম।[২]

ولو ان قومى طاوعتني سراتهم *
لانقذتهم من الحبال او الخبل

১। তিরমিজী—ফীজ্‌ জিয়ারাতে লিল্‌ কবুরে লিন্‌ নেসারে ২। সীরাতে আয়েশা ১৩৮ পৃঃ।

উম্মুল মোমেনীন বসরা নগরীর নিকটবর্ত্তী এক শস্য-শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উহার দিকে আবেগভরে ফিরিয়া চাহিয়া বিনা আয়াশে দুইটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন :—

(১) دعى بلاد جموع الظلم اذ صلحت - فيها المياه و سيري مذعور

(২) تخيري النيت فاوى ثم طاهرة - و بطن واد من الضماد ممطور

বিবাহ-শাদীতে গান করিবার জন্য ছোট ছোট মেয়েদিগকে উম্মুল মোমেনীন এই কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন :—[১]

(১) واهدي لها اكبشا * . تنبج و فى المربد

(২) و زوجك فى النادي * و يعلم مافى غد

উম্মুল মোমেনীনের নিজের কবিতা ব্যতীতও অন্যান্য প্রসিদ্ধ আরব কবিগণের—এম্‌রাউল কায়েস, লাবীদ, শান্‌ফারা, নাবেগা, আশ্‌'আ, আম্‌র্ এব্‌নে কুলসুম, কা'ব এব্‌নে জোহায়ের, হাস্‌সান এব্‌নে সাবেত ও মশহুর মহিলা কবি খান্‌সা প্রভৃতির এবং বদর যুদ্ধের কোরায়েশ কবিদের মারসীয়া (শোক-গান), জঙ্গে জামালের উদ্দীপনা পূর্ণ কবিতা ইত্যাদি—প্রায় ৪০০০ হাজার কবিতা মুখস্থ ছিল।

কবিতা রচনা করা জায়েজ কি নাজায়েজ। ইহা লইয়া সাহাবীদের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা যায়। হঃ আবু হোরায়্‌রা রওয়ায়েত করেন—"যদি কেহ কখনও নিজের পেট পুঁজ দ্বারা পূর্ণ করিতে চাহে, তবে তাহাকে কবিতা দ্বারা পূর্ণ করিলেই হয়।"[১]

এই রওয়ায়েত উম্মুল মোমেনীনের গোচরিভূত হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"মা'য়াজাল্লাহ্! আবু হোরায়্‌রার হাদীস মনে থাকে না। রসুলুল্লা বলিয়াছেন—"যদি কাহারও পেট পুঁজ দ্বারা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সে যেন আমার বদনামী লিখিত কবিতাগুলি পড়ে।

উম্মুল মোমেনীন আরও বলেন যে কবিতা ভাব ব্যক্ত করিবার এক প্রকার উপায়। ইহার ভাল মন্দ ছন্দের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ইহার ভাব ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। যদি ভাবেতে আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ্ ও রসুলুল্লার না'ত এবং পবিত্র চরিত্র গঠনের অন্তরায় না হয়, তাহা হইলে কবিতা রচনা করা মন্দ নহে। কবিতার মধ্যে উল্লেখিত ভাবের অভাবে কবিতা রচনা করা নাজায়েজ হইয়া পড়ে।

১। তাবারী ৩২০১ খৃঃ ২। মোজেমু তিব্‌রানী।

এই প্রসঙ্গে তিনি রসুলুল্লার এক বাণী বর্ণনা করেন—"বড় পাপী ঐ কবি যে সমস্ত কাবীলার বদনাম ও নিন্দা (هجو)করেন।" অর্থাৎ কাবীলার দুই তিন জন লোক অন্যায় করিয়াছে বলিয়া কাবীলার সব লোকদিগকে গালি দেওয়া বিধেয় নহে। ইহাতে চরিত্রের অবনতি ও কবিত্ব-শক্তির অপব্যবহার করা হয়।

উম্মুল মোমেনীনের এই মতের উপর নির্ভর করিয়া ইমাম বোখারী বাবুল মোফ্রেদ নামক অধ্যায় কবিতা লেখার ভাল ও মন্দের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন—"কতিপয় কবিতা ভাল হয়, আর কতকগুলি মন্দ। ভালকে অবলম্বন কর ও খারাপকে ত্যাগ কর (الشعر منه حسن و قبیح - خذ بالحسن ودع القبائح)

উম্মুল মোমেনীনের কথোপকথন সুমিষ্ট এবং ভাষা অতি প্রাঞ্জল ছিল। অনেক রওয়ায়েত উম্মুল মোমেনীনের ভাষার প্রাঞ্জলতার ভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার ভাষার সৌন্দর্য্য অনুবাদের মারফতে উপলব্ধি করা কঠিন। তবুও তাঁহার বর্ণনা শক্তির কিঞ্চিত আভাষ পাওয়া যাইতে পারে আশায় তাহার কতিপয় হাদীস ব্যাখ্যার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

অলঙ্কার শাস্ত্র।

(১) ওহীর প্রারম্ভে রসুলুল্লার সত্য স্বপ্ন হইত। এই ঘটনাটিকে উম্মুল মোমেনীন এইরূপ ভাবে বর্ণনা করেন :—রসুলুল্লা যে স্বপ্ন দেখিতেন তাহা প্রভাতের আলোকের মত বিকশিত হইত। (فما رأي رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح)"

(২) রসুলুল্লার উপর ওহী নাজেল হইবার সময় রসুলুল্লার কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইত। ইহা উম্মুল মোমেনীন এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করেন—"রসুলুল্লার পবিত্র মুখমণ্ডলে ছোট ছোট মুক্তামালা টলমল করিত (مثل الجمان)"

(৩) 'এফ্ক'এর সময় চিন্তায় চিন্তায় উম্মুল মোমেনীনের ঘুম হইত না। এই কথা তিনি এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করেন—"ঘুম আমার চক্ষে সুরমা লাগাইতে পারে নাই। (ما اكتحل بنوم)"

(৪) সহী বোখারী শরীফে উম্মুল মোমেনীনের বর্ণিত উম্মে ঝারয়ের একটি বড় কাহিনী আছে।* ইহার প্রত্যেক বাক্য আরব দেশে এখনও প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত। আরব সাহিত্যিকগণ এই কাহিনীর কেবল মাত্র এক পৃষ্ঠারই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন এবং ইহার বহু টিকাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

উম্মুল মোমেনীনের এই অলঙ্কার শাস্ত্রের বিষয় তাঁহার নিম্নলিখিত ছাত্রদ্বয় এইরূপ ভাব পোষণ করেন :—

হঃ মুসা এব্নে তাল্হা বলেন—"প্রাঞ্জল ও নিখুত ভাষা প্রয়োগে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা হইতে অধিকতর পারদর্শী আর কাহাকেও দেখি নাই (ما رأيت افصح من عائشة)

---

* এই গ্রন্থের ৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য

হঃ আহ্নাফ্ এব্নে কায়েস বলেন—"উম্মুল মোমেনীনের মত এত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষা এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আমি অন্য কাহারও মুখে শুনি নাই—ما سمعت الكلام من فم مخلوق افخم ولا احسن من عائشة ।[১]

উম্মুল মোমেনীন তাঁহার ছাত্রগণের ভাষা ও শব্দ উচ্চারণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন কাসেম এব্নে আবী আতীক পবিত্র হাল্কায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উচ্চারণ পরিষ্কার ছিল না। পাঠ পড়িতে তিনি অত্যন্ত গলৎ উচ্চারণ করিতেন। উম্মুল মোমেনীন তাহাকে বলিলেন সে কেন উম্মুল মোমেনীনের ভাই পোর মত পড়িতে পারে না। অতঃপর তাহাকে নীরব দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'বুঝিয়াছি, তোমার মা তোমাকে, আর তাঁহার মা তাঁহাকে প্রথমে তা'লীম দিয়াছেন।"[২]

বক্তৃতা

তেজস্বিনী ভাষায় স্বাধীন জাতির সমবেত মণ্ডলির সম্মুখে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করা ও সমগ্র লোককে নিজ মতের অধিনে আনয়ন করা বড় একটি কঠিন সাধনা। জাহেলী যুগে ও ইস্লামের প্রারম্ভে তেজস্বি আরব পুরুষ বক্তাগণকেও অনেক মজ্লিসে কিংবা 'দারুন্ নাদ্ওয়া'তে বক্তৃতা দিতে যাইয়া অপদস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তখনকার দিনেও এই স্বাধীনচেতা জাতির মধ্যে স্বাধীন ভাবাপন্না মহিলা বাগ্মীও অনেক বিদ্যমান ছিলেন এবং যাহাদের ইংগিতে, প্রেরণায় ও তেজস্বিনী বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া পতঙ্গ পালের মত আরবেরা দলে দলে সমরানলে ঝাপাইয়া পড়িত।

হিজ্রির প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আরবে অনেক বড় বড় বাগ্মী ও সাহিত্যিক মহিলা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। আহ্মদ এব্নে তাহের (মৃত্যু ২০৪ হিজ্রিতে) স্বীয় 'বালাগাতুন্নেসা' গ্রন্থে কতিপয় বিশিষ্ট মোস্লেম মহিলাদের বক্তৃতাসমূহ ও তাঁহাদের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে উম্মুল মোমেনীনের বক্তৃতা সমূহও লিখিত আছে। তাবারী ইতিহাসে উম্মুল মোমেনীনের জামাল যুদ্ধের বক্তৃতা সমূহ বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। এব্নে আবদে রাব্বিহি তাঁহার রচিত 'একদুল ফারীদ' নামক গ্রন্থেও উম্মুল মোমেনীনের একটী বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র বসরার তাবেয়ী হঃ আহ্নাফ্ এব্নে কায়েস জঙ্গে জামালের বক্তৃতার বিষয় বলেন—"আমি হঃ আবুবকর, হঃ ওমর, হঃ ওস্মান ও হঃ

১। মোস্তাদ্রেকে হাকেম

২। কাসেমের মা দাসী ছিলেন। তাহার উচ্চারণ পরিষ্কার ছিল না। (সহী মোস্লেম কেতাবুস্ সালাত)।

আলীর এবং আমার সময়ের অন্যান্য প্রধান বাগ্মীদের বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু উম্মুল মোমেনীনের জবান মোবারক হইতে যে বাণী নির্গত হইত, তাহা অতি প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ এবং উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইত। এই বিশেষত্ব অন্য কাহারও বক্তৃতাতে ছিল না।"[১]

হঃ আমীর মোয়াবিয়া বলেন—"আমি উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার চেয়ে কাহাকেও এত অধিক 'ফাসীহুল লেসান' দেখি নাই। তাঁহার মত ওজস্বিনী ভাষা প্রয়োগ করিতে ও কোন বিষয়কে শীঘ্র উপলব্ধি করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।"[২]

তাবেয়ী মুসা এব্‌নে তাল্‌হা বলেন—"উম্মুল মোমেনীনের মত এত বড় 'ফাসীহুল্ লেসান' আমি আর কাহাকেও পাই নাই।"

ভাল বক্তার ভাষা সুন্দর, সুমিষ্ট, ও সুস্পষ্ট হওয়া বিশেষ দরকার। তাঁহার স্বর ও সুরের মধ্যে তেজ ও বিক্রম থাকা একান্ত প্রয়োজন। উম্মুল মোমেনীনের বক্তৃতায়ও এইসব গুণ যথেষ্ঠ ছিল। তাবারী ইতিহাসে আছে :—

হঃ আয়েশা বক্তৃতা করিলেন, তাহা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ঠ ছিল। তাঁহার স্বর অনেককে স্তম্ভিত করিয়া দিত—উহা একজন শক্তিশালী বক্তার স্বর বলিয়া মনে হইত।[৩]

فتكلمت عائشة وكانت جهورية ' يعلو
صوتها كثيرة كانه صوت امرء جليلة

ইতিহাস

ইস্‌লাম-যুগে আরবের ইতিহাস যেরূপ সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ আছে, জাহেলী যুগে এইরূপ ছিল না। তখন আরবেরা প্রায় ঘটনাই মুখস্থ করিয়া রাখিত। জাহেলী যুগের সামাজিক অবস্থা উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আরবদের মধ্যে কত প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কি কি কারণে তালাক দেওয়া হইত; বিবাহের সময় কি কি বাদ্য বাজনা ও গান হইত; তাহারা কোন কোন দিন রোজা রাখিত; হজ্ মৌসুমে কোরায়েশগণ আরাফাত ময়দানের কোথায় অবতরণ করিত; শব দেখিলে আরবেরা কি বলিত; আন্‌সারদের মোশাল্‌লেল্ মূর্ত্তির পূজা ও অর্চ্চনার নিয়মাবলী এইরূপ নানাপ্রকার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আমরা শুধু উম্মুল মোমেনীনের নিকট হইতেই পাই।[৪]

১। মোস্‌তাদ্‌রেকে হাকেম—জিক্‌রে আয়েশা
২। জার্‌কানী
৩। তাবারী ৩১১৯ পৃঃ
৪। বোখারী—বাবু আইয়্যামুল জাহেলীয়া

মোহাদ্দেসীনের মাহ্‌কালে উম্মুল মোমেনীনের মারফতে জঙ্গে বোয়াসের বিষয় আমরা অবগত হইয়াছি। এই যুদ্ধ মদীনার আওস ও খাজ্‌রাজদের মধ্যে বাধিয়া ছিল। এই যুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা রসুলুল্লার হিজ্‌রতের পূর্ব্বের ঘটনা। উম্মুল মোমেনীন এই বিষয় বলেন ঃ—

বোয়াসের যুদ্ধ—যাহা আল্লাহ্‌ তায়ালা রসুলুল্লার জন্য পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। রসুলুল্লা যখন মদীনায় আসিলেন, তখন তাহাদের দল বি'চ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সর্দ্দারগণ নিহত হইয়াছিল। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহার রসুলকে স্থান দিবার জন্য ও ইস্‌লামের তারাক্কীর আস্‌বাবও সরঞ্জাম পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।[১]

كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله
صلعم و قد افترق ملؤهم و قتلت سرواتهم و
خرجوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم الاسلام

আরবের অবস্থা, জাহেলী যুগের নিয়ম-পদ্ধতি, কাবীলাদের পরস্পরের নসব নামা, গোত্র-পরিচয়-জ্ঞানে, হঃ আবুবকরের মত এত বড় বিশেষজ্ঞ আরবে আর কেহই ছিলেন না। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা তাঁহারই নয়নমণি প্রতিভাশালিনী তনয়া। সুতরাং এই সব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা তাঁহার খান্দানী সম্পত্তি স্বরূপই ছিল।[২] হঃ ওর্‌ওয়া বলেন ঃ—

আমি হঃ আয়েশা হইতে অপেক্ষাকৃত বিদুষী কাহাকেও আরবের ইতিহাস ও কাবীলার নসবের বিষয় পাই নাই।

ما رائيت احدا من الناس اعلم
بحديث العرب والنسب من عائشة

ইস্‌লামিক যুগের ইতিহাস উম্মুল মোমেনীনের সামনের ঘটনা। তাঁহার বদৌলতেই ঐ যুগের রাজনৈতিক, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, রসুলুল্লা ও উম্মুল মোমেনীনের নিজ সম্বন্ধে, রসুলুল্লার এন্তেকাল, রসুলুল্লার চরিত্র, এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফাতের প্রধান প্রধান ঘটনা আমরা পাইয়াছি।

রাজনৈতিক ঘটনা সমূহ, জঙ্গে বদরের কতিপয় বিশেষ ঘটনা, জঙ্গে ওহুদের অবস্থা, খন্দক যুদ্ধের কারণ সমূহ ও ইহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, বানী কোরায়্‌জার যুদ্ধ, জাতুর্‌রেকা জেহাদে নামাজে খাওফের কারণ সমূহ, 'ফাত্‌হে্‌ মক্কার সময় স্ত্রীলোকদের 'বায়'য়াত'' ও 'হুজ্‌জাতুল্‌-বেদা' এর খোত্‌বা ইত্যাদি প্রত্যেক ঘটনাই উম্মুল-মোমেনীন আমাদিগকে বিস্তারিত ও বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

১। বোখারী—বাবুল কেসামাতু ফিল জাহেলীয়া
২। বোখারী—বাবু আইয়্যামুল জাহেলীয়া

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা যথা কোর্‌আন শরীফ কি প্রকারে নাজেল হইল; কি তার্‌তীবে উহা লেখা হইল; নামাজের কত প্রকার অবস্থা ইস্‌লামে পয়দা হইয়াছিল, ইত্যাদির বিষয় আমরা উম্মুল মোমেনীনের সৌজন্যেই জ্ঞাত হইয়াছি।

রসুলুল্লার ওহীর প্রারম্ভে রসুলুল্লার অবস্থা, নবুওতের সম্পূর্ণ ঘটনা, হিজ্‌রতের বৃত্তান্ত, নিজ ঘটনার (এফ্‌কের) এক একটি বিষয় আমরা উম্মুল মোমেনীনের নিকট হইতেই বিস্তারিতভাবে অবগত হইয়াছি। উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত না থাকিলে উপরোক্ত বিষয়গুলি হাদীস গ্রন্থে ২।৩ পংক্তির বেশী হইত না; কিন্তু উম্মুল মোমেনীন দ্বারাই এই রওয়াতের প্রত্যেকটি ৩।৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রসুলুল্লার মৃত্যু শয্যা হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই—এমন কি রসুলুল্লার কাফনের কাপড়ই বা কত টুক্‌রা ছিল, এবং উহা কি রং এরই বা ছিল কেবল উম্মুল মোমেনীনের জবানীতেই আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।

রসুলুল্লার পবিত্র চরিত্রের ঘটনা সমূহ—মিলনের, দিবারাত্রির এবাদাত, সাংসারিক কার্য্য কলাপ, পাড়াপড়সীর প্রতি ব্যবহার, শত্রুর প্রতি ভদ্র ব্যবহার ও দয়া প্রদর্শন, দরিদ্র ও এতীমদের প্রতি করুণা, দুঃখ দৈন্যে কালযাপন ইত্যাদি—দ্বারা তাঁহার প্রকৃত প্রকৃতি উম্মুল মোমেনীনই আমাদের সামনে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।[১]

রসুলুল্লার এন্তেকালের পর হঃ আবুবকরের খেলাফাতকালে হঃ ফাতেমা ও আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাত দ্বারা রসুলুল্লার সম্পত্তির দাবী; হঃ আলীর ক্ষুণ্ণ চিত্ত, তাঁহার পুনরায় 'বায়'য়াত গ্রহণ ইত্যাদির বিষয়, এবং হঃ ওমর, হঃ ওস্‌মান ও হঃ আলীর খেলাফাত কালের প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ একমাত্র উম্মুল মোমেনীনের দ্বারাই আমরা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি।[২]

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি ইস্‌লামের ইতিহাস ত আমাদের উম্মুল মোমেনীনের সামনের ঘটনা; কিন্তু জাহেলীযুগের ইতিহাস—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাহা এখন আমাদের নিকট বিদ্যমান—তাহাও উম্মুল মোমেনীনেরই দান। তাঁহার এই দান না হইলে আজ

১। বোখারী—বাবু আশাদ্দ্‌ মা বাকেয়ান্‌-নবী আলায়হেস্‌ সালাম

২। সহী বোখারী—ওফাতুন্‌ নবী কেতাবুল ফারায়েজ খায়বার যুদ্ধ; সহী মোস্‌লেম—বাবু কাওলুন্‌ নাবীয়েস্‌ সালাম মা তারাক্‌না কাহুয়া সাদাকাতুন।

আরব জাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত। উম্মুল মোমেনীনের একজন শিষ্য উম্মুল মোমেনীনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন :—

আরব জাতির ইতিহাসে আপনার দক্ষতা দেখিয়া আমার মোটেই বিস্ময় হয় না, যেহেতু আপনি [হজরত] আবুবকর-তনয়া

لا اعجب من علمك ايام العرب اقول
ابنة ابي بكر (رض)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-বিস্তার

জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নিজ আত্মাকে পবিত্র করা এবং তদ্দারা মানবের চরিত্র সংশোধন ও আত্মাকে আলোকিত করা। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্র জীবনে এই শিক্ষা বিস্তারের কার্য্য কিরূপ সমাধা হইয়াছিল, তাহা এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাধারণতঃ আমরা পুরুষদিগকেই জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকি ; কিন্তু উম্মুল মোমেনীন কিভাবে ইসলামে জ্ঞানের সম্প্রসারণ—ফাত্ওয়া ও এর্শাদ দ্বারা—করিয়াছেন, তাহা দেখিলে নারীর মহত্ত্বের গুণ-গরিমার গান না গাহিয়া থাকা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রসুলুল্লার এন্তেকালের পর সাহাবীগণ ইস্লাম প্রচারের জন্য নানাদেশে ছড়াইয়া পড়েন, এবং মক্কা ও তায়েফ, বাহ্রাইন ও ইমেন, কুফা ও দামেশ্ক্, বসরা ও মিসর প্রভৃতি বড় বড় শহর শিক্ষাগুরু সাহাবীদের কেন্দ্রভুমি হইয়া পড়ে। রসুলুল্লার এন্তেকালের ২৭ বৎসর পরে নানাপ্রকার রাজনৈতিক কারণে খালীফা হঃ আলী ও আমীর মোয়াবিয়া যথাক্রমে কুফা ও দামেশ্ক্কে রাজধানীতে পরিণত করেন ; কিন্তু মদীনা শহরের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বকে এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনও বিশেষ হ্রাস করিতে পারে নাই। এই সময় মদীনা শহরে হঃ আবদুল্লা এব্নে ওমর, হঃ আবদুল্লা এব্নে আব্বাস, হঃ আবু হোরায়্রা এবং হঃ জায়েদ এব্নে সাবেত প্রভৃতির পৃথক পৃথক মাদ্রাসা (কলেজ) ছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মাদ্রাসা ছিল মস্জিদে নবুবীর ঐ কোনটি, যেখানে আজ্ওয়াজে মোতাহেরাত বিশেষতঃ উম্মুল-মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র হাল্‌কায় আবাল বৃদ্ধবণিতা নির্ব্বিশেষে সকলেই আসিয়া পড়িতেন। এই হাল্‌কা পবিত্র মস্‌জিদে নববীই ছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা সময় সময় এত বেশী হইত যে মস্‌জিদে একটি তিল রাখিবারও স্থান হইত না, তখন উম্মুল মোমেনীন নিজ মাহ্‌রাম ছাত্রদিগকে নিজ হুজ্‌রায় আসিয়া বসিতে অনুমতি দিতেন।

উম্মুল মোমেনীন সর্ব্বদাই নিজ হুজ্‌রার দরজার এক পার্শ্বে পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া ছাত্রদিগকে 'সবক' দিতেন। যাহারা প্রশ্ন করিতেন, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ ভাবে তিনি দিতেন। কখনও কখনও উম্মুল মোমেনীন স্বয়ংই কোন প্রশ্ন ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে প্রায়ই সমালোচনায় রত হইতেন। তখন ছাত্রগণ উম্মুল মোমেনীনের যুক্তি অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেন।

এই দেশী বিদেশী ছাত্র ও ছাত্রীগণ ব্যতীতও নিজ পরিবারের এবং মদীনার এতীম ছেলে মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার (তা'লীম ও তার্‌বীয়াত) ভার উম্মুল মোমেনীন স্বয়ংই লইতেন। আবার গায়েরে মাহ্‌রাম মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে তিনি তাঁহার ভগ্নিগণেরও অথবা ভগ্নীদের স্তনের দুধ খাওয়াইয়া দিতেন এবং তাঁহাদের মাহ্‌রাম হইতেন। এই ছাত্রগণ সকল সময়ই উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র হুজ্‌রায় যাইয়া পড়িতে পারিতেন।*

মদীনা শরীফ মোস্‌লেম জগতের দ্বিতীয় পবিত্র তীর্থস্থান। দূর দূরান্তর হইতে রসুলুল্লার পবিত্র রাওজা মোবারককে জেয়ারত করিবার জন্য দলে দলে মোসলমানগণ তথায় উপস্থিত হয়। উম্মুল মোমেনীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মোসলমানগণ প্রথমে উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র আস্তানাতে আসিতেন। তখন উম্মুল মোমেনীন নিজ দরজার পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া রসুলুল্লার জেয়ারতের আদব-কায়দা ও সালাম ইত্যাদির বিষয় সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা উম্মুল মোমেনীনকে নানা প্রকার মাস্‌য়ালার বিশেষতঃ তাঁহাদের দেশের মতানৈক্যের মাসায়েলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

* হঃ কাবীসা বলেন—"হঃ ওর্‌ওয়া তাঁহার চেয়ে বেশী বিদ্বান, কারণ তিনি উম্মুল মোমেনীনের 'মাহ্‌রাম' ছিলেন। তিনি উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রায় নিজ ইচ্ছায় যাইয়া পড়িতে পারিতেন।"

ইরাকের বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম নাখ্‌'য়ী বলেন যে বাল্যকাল হইতে তাঁহার উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রাতে যাইবার এজাজাত ছিল বিধায় তিনি এক মহান মোহাদ্দেস্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন। (তিনি উম্মুল মোমেনীনের 'মাহ্‌রাম ছিলেন) হাদীস বিদ্যাতে অগাধ জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার সমসাময়িক মোহাদ্দেসগণ ও ফকীহগণ তাঁহার উপর ঈর্ষ্যা পোষণ করিতেন।

উম্মুল মোমেনীন ঐ মাসায়েলের যথাযথ উত্তর দান করিতেন। এইরূপে আগন্তুকগণ মাসায়েলার উত্তর ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি পাইতেন।

উম্মুল মোমেনীন প্রতি বৎসরই হজ্ করিবার জন্য মক্কা শরীফে যাইতেন। অথবা হিরা ও মার্ওয়া পর্ব্বতের মধ্যেও এই হজের মৌসুমে উম্মুল মোমেনীনের তাঁবু সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে সন্নিবেশিত হইত। শিক্ষার্থী ও প্রশ্নকারিগণের ভয়ানক ভিড় হইত। এই সময়ও তিনি শিক্ষা বিস্তার ও শরীয়তের আহ্কামের প্রচার হইতে বিরত হইতেন না। এখানে তাঁহার পবিত্র হাল্কায় এক এক সময়ে ১০।১২ হাজার শিক্ষার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। কখনও উম্মুল-মোমেনীন জাম্জাম্ কূপের ছাদের নীচে বসিতেন।[১] এইখানে আসিয়াও নানাজনে নানা প্রকার মাসায়েলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি এখানেও তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং যাহারা কোর্আন শরীফ অথবা হাদীস শরীফের বয়ান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহাদিগকেও উম্মুল মোমেনীন নানা প্রকার কোর্আন শরীফের আয়াতের ব্যাখ্যা শুনাইতেন। আবার অনেকে লজ্জাবশতঃ কোন মাস্য়ালা জিজ্ঞাসা করিতে ইতঃস্তুতঃ করিলে তিনি তাহাদিগকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা নাই বলিয়া আশ্বাস দিতেন। মরক্কো দেশীয় একজন মোসলমান একটি মাস্য়ালা জিজ্ঞাসা করিতে বড়ই লজ্জা অনুভব করিতেছিলেন। উম্মুল-মোমেনীন তাহার এই লজ্জার বিষয় টের পাইয়া বলিলেন—"বৎস! আমি কি তোমার মা নহি? তুমি যাহা তোমার নিজ মার নিকট বলিতে পার, তাহা কেন আমার নিকট বলিতে সাহস কর না?" কূফার সাহাবী আবু মূসা আশ্'য়ারীর সহিতও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহাকেও উম্মুল-মোমেনীন এইরূপ নসীহত করিয়াছিলেন। উম্মুল-মোমেনীন ছাত্র ছাত্রীগণকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন। হঃ ওর্ওয়া, হঃ কাসেম, হঃ আবু সাল্মা, হঃ মাস্রুক, হঃ ওম্রা, এবং হঃ সোফিয়া প্রভৃতির শিক্ষা দীক্ষা তিনি নিজেই দিয়াছিলেন। উম্মুল-মোমেনীন তাঁহাদিগকে পালক সন্তান ও সন্ততিরূপে নিজের কাছেই রাখিতেন।

অন্যান্য ছাত্র ও ছাত্রীগণের প্রতি উম্মুল মোমেনীনের আপত্য স্নেহ ও ভালবাসা দেখিয়া তাঁহার নিজ পরিবারের ছেলে মেয়েগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিয়াছিল। নিজ ভাগিনা হঃ আবদুল্লা এব্নে জোবায়ের আস্ওয়াদ নামক জনৈক ছাত্রকে

১। জাম্জাম্ কূপের উপর একটি ছোট ঘর আছে। উম্মুল মোমেনীন ইহার ছাদের নীচে আসন গ্রহণ করিতেন।

বলিয়াছিলেন যে উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে (আস্ওয়াদ) তাঁহার (হঃ আবদুল্লা) চেয়ে বেশী যত্ন ও স্নেহ করেন।

উম্মুল মোমেনীনকে তাঁহার ছাত্র ও ছাত্রীরা অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিতেন। হঃ ওম্রা আন্সারীয়া উম্মুল মোমেনীনকে "খালা আম্মা" বলিয়া আহ্বান করিতেন। তাবেয়ী মাস্রুক্ এব্নে আজ্দা উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র নাম এইরূপ ভাবে বলিতেন :—

সিদ্দীক তনয়া-সিদ্দীকা, হাবিবুল্লার হাবীবা, ওহীর দ্বারা যাহার সতীত্ব প্রমাণ হইয়াছে।

الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من السماء

প্রতি বৎসর প্রায় ৪০০ ছাত্র ও ছাত্রী উম্মুল মো'মেনীনের 'হাল্কায়ে দার্স্'তে উপস্থিত থাকিত। ছাত্রছাত্রীগণ যে শুধু নীরবেই উম্মুল মোমেনীনের শিক্ষা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করিয়া নিতেন, তাহা নহে। অনেক ছাত্র ও ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ কালে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লাগিয়া যাইত। উম্মুল মোমেনীনও তাঁহাদিগকে সমালোচনার জন্য অভয় দিতেন। এই ছাত্রগণের সংখ্যা প্রায় ২০০ শতের কম নহে। তাঁহাদের মধ্যে সাহাবী, সাহাবীয়া, তাবেয়ী ও তাবেয়ীয়া, গোলাম, আজাদ, আত্মীয়-স্বজন দেশী ও বিদেশী—প্রত্যেক স্তরেরই লোক উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র ও ছাত্রী মধ্যে শামিল ছিল।

সুনানে আবু দাউদ ও তায়ালসী (মৃত ২০৪ হিজ্রি ; যিনি ইমাম বোখারীর চেয়ে অনেক প্রাচীন ছিলেন) নিজ নিজ গ্রন্থে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর হাদীস রওয়ায়েত সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক এব্নে সা'দ উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র ও ছাত্রীর নাম ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এব্নে হাজারও তাঁহার রচিত তাহ্জী-বুত তাহ্জীব উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র ও ছাত্রীগণের নাম পৃথক পৃথক ভাবে নিম্ন লিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

১। সাহাবীদের মধ্যে যাহারা উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র ছিলেন তাঁহাদের নাম :—

(১) হজরত আবু মূসা আশ্'য়ারী
(২) " আবু হোরায়্রা
(৩) " আবদুল্লা এব্নে ওমর
(৪) হজরত আবদুল্লা এব্নে আব্বাস
(৫) " 'আম্র এব্নে আল-'আস
(৬) " জায়েদ এব্নে খালেদ জাহ্নী

(৭) হজরত বারীরা এব্‌নে 'আম্‌রুল্‌ জার্‌শী (৮) হজরত সা'য়েব এব্‌নে ইয়াজীদ

(৯) হজরত হারেস্‌ এব্‌নে আবদুল্লা

(২) গোলাম

(১) হজরত আবু ইউনুস (৫) হজরত আবু মুদাল্লা
(২) " জোক্‌ওয়ান (৬) " আবু লুবাবা মার্‌ওয়ান } ইমাম তির্‌মিজী ও ঐতিহাসিক এব্‌নে সা'দ এই দুই জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) " আবু 'আম্‌র্‌ (৭) " আবু ইয়াহ্‌ইয়া
(৪) " এব্‌নে ফার্‌রুখ (৮) " আবু ইউনুস } হাদীস মোস্‌নদ গ্রন্থে ইহাদের নাম আছে।

এই গোলাম ছাত্রদের মধ্যে হঃ আবু ইউনুস ও হঃ জোক্‌ওয়ানের নামই প্রসিদ্ধ।

(৩) নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে

(১) ভাগিনা হজরত আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের
(২) দুধ-ভাই " আওফ এব্‌নে হারেস্‌
(৩) ভ্রাতস্পুত্র " কাসেম এব্‌নে মোহাম্মদ
(৪) " " আবদুল্লা " "
(৫) ভ্রাতস্পুত্রী " হাফ্‌সা বেন্‌তে আবদুর রাহমান
(৬) " " আস্‌মা " "
(৭) ভ্রাতস্প্রপৌত্র হজরত আবদুল্লা এব্‌নে 'আতীক এব্‌নে মোহাম্মদ এব্‌নে আবদুর রাহমান।
(৮) নিজ ভগ্নি হঃ উম্মে কুল্‌সুম বেন্‌তে হঃ আবুবকর
(৯) ভাগিনেয় হঃ কাসেম এব্‌নে হঃ জোবায়ের
(১০) ভাগ্নী হঃ আয়েশা বেন্‌তে হঃ তাল্‌হা
(১১) ভগ্নী-পৌত্র হঃ আয়াধ এব্‌নে হাবীব
(১২) " হঃ 'আব্‌বাদ এব্‌নে হাম্‌জা

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ ছাত্র ছাত্রীগণ ব্যতীতও নিজ পরিবারের প্রায় ৭০।৮০ জন উম্মুল মোমেনীনের নিকট পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ তাবাকাতে এব্‌নে সা'দ গ্রন্থে আছে।

উম্মুল মোমেনীনের ছাত্রী সংখ্যা অন্যান্য সাহাবা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীনের

ছাত্রীগণের চেয়ে অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহারা তাবে'য়ীয়া নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিতে গেলেও এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে। নিম্নে কতিপয় প্রতিভাশালিনী ছাত্রীর নাম দেওয়া হইল, যাহারা কখনও জীবনে পবিত্র হেরেম হইতে বাহির হন নাই :—

(১) হজরত আস্‌মা বেন্‌তে হঃ আবদুর রাহমান
(২) " বারীরা (উম্মুল মোমেনীনের দাসী)
(৩) " বানানা বেন্‌তে ইয়াজীদ
(৪) " ভাবালা " ইয়াজীদুল বাশীমা
(৫) " হাফ্‌সা " আবদুর রাহমান
(৬) " জায়নাব " আবী সাল্‌মা
(৭) " জায়নাব " নাস্‌র্
(৮) " জায়নাব " মোহাম্মদ
(৯) " সোফিয়া " আল্‌-হারেস
(১০) " সোফিয়া " শাইয়া (উম্মুল মোমেনীনের সখী)
(১১) " সোফিয়া " ওবায়েদ
(১২) " সোফিয়া " 'আতীয়া
(১৩) " আয়েশা " তাল্‌হা
(১৪) " ওম্‌রা " হঃ আবদুর রাহমান
(১৫) " ওম্‌রা " কায়সুল আদ্‌বীয়া
(১৬) " ফাতেমা " আবুজায়েশ
(১৭) " কামীর " আমীরুল কুফীয়া
(১৮) " কারীমা " হুমাম
(১৯) " কুল্‌সুম " 'আমর্ (উম্মুল মোমেনীনের সখী)
(২০) " মায়মুনা " হঃ আবদুর রাহমান
(২১) " বোহায়্‌না
(২২) " জাস্‌রাতা
(২৩) " বানানা (হঃ আবদুর রাহমানের দাসী)
(২৪) হজরত খীরা (সূফী হঃ হাসান বাসরীর মাতা)
(২৫) " জাফ্‌রা
(২৬) " কুমায়্‌সা
(২৭) " সায়েবা
(২৮) " সাল্‌মা আল্‌-বাক্‌রীয়া
(২৯) " সামীয়াতুল বাস্‌রীয়া
(৩০) " শাম্‌সীয়া
(৩১) " মায়াজা
(৩২) " হুনায়েদ
(৩৩) " হুনায়্‌দা
(৩৪) " উম্মে বাক্‌র
(৩৫) " " জামাদার
(৩৬) " " হামীদা
(৩৭) " " দারদা
(৩৮) " " জারা (উম্মুল মোমেনীনের দাসী)
(৩৯) " " সালেমা
(৪০) " " সাইদা
(৪১) " " 'আসেম
(৪২) " " 'আল্‌কামা
(৪৩) " " মোহাম্মদ
(৪৪) " " আবদুল্লা
(৪৫) " " কুলসুম লায়সীয়া
(৪৬) " " হেলাল
(৪৭) " " কুলসুম বেন্‌তে হঃ আবুবকর
(৪৮) " " কুলসুম " হঃ সুমামা

উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে যাহারা মোহাদ্দেসীন ও মোফাস্‌সেরীনের মাহ্‌ফলে উচ্চ-সম্মানে সম্মানিত হইতেন এবং যাহারা বাস্তবিকই উম্মুল

মোমেনীনের জ্ঞান-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) হঃ ওরওয়া —

ইহার পিতা ছিলেন সাহাবী হঃ জোবায়ের। তাঁহার মাতা হঃ আসমা ও নানা হঃ আবুবকর সিদ্দীক এবং উম্মুল মোমেনীন ছিলেন তাঁহার খালা আম্মা। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষার ভার উম্মুল মোমেনীনের উপরই অর্পিত ছিল। মদীনাতে তিনি এক বড় মোহাদ্দেস ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ ইমাম জাহাবীই ছিলেন, তাঁহার একমাত্র মেধাবী ছাত্র।[১]

(২) হঃ কাসেম এব্‌নে মোহাম্মদ

হঃ আবুকরের কনিষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ ছিলেন ইঁহার পিতা। উম্মুল মোমেনীন ইঁহার ফুফু আম্মা ছিলেন। তাঁহার এই ফুফুআম্মার কোলেই তিনি লালিত পালিত হন। তিনি উম্মুল মোমেনীনের নিকট হইতে এল্‌মে হাদীস ও তাফ্‌সীরের শিক্ষা করেন। উত্তরকালে তিনি মদীনার ইমামুল ফেকাহ্‌ উপাধি পাইয়াছিলেন। মদীনার ৭জন প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌দের কর্তৃত্বে যে সম্মিলন হইত, তাহার মধ্যে তিনি অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি হাদীস শরীফ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বয়ান করিতেন যেন রসুলুল্লার বাণীর একটি শব্দও এদিক সেদিক না হয়। তিনি হিজ্‌রির ১০৮ সনে এন্তেকাল করেন!

(৩) হজরত আবুসাল্‌মা

ইঁহার পিতা ছিলেন হঃ আবদুর রাহমান এব্‌নে আওফ। শৈশবেই তিনি পিতৃ-হারা হন। উম্মুল মোমেনীনই তাঁহাকে লালন-পালন করেন। তিনি হঃ ওরওয়ার সম-সাময়িক ছিলেন। ইস্‌লাম প্রচার-কার্য্যের মসনদে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। প্রবীণ সাহাবীগণও সময় সময় তাঁহার নিকট উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত শুনিবার জন্য আসিতেন। তিনি হিজ্‌রির ৯৪ সনে এন্তেকাল করেন।

হজরত মাস্‌রুক

হঃ মাস্‌রুক ছিলেন কুফাবাসী ; খেলাফতের সময় গৃহ-বিবাদে তিনি শরীক হন নাই। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে "মোতাবান্না" (পোষ্য পুত্র) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[১] এক-দিন তিনি উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র খেদমতে আসিলেন। উম্মুল মোমেনীন তখন তাঁহাকে নিজহাতে এক গ্লাস শরবত তৈয়ার করিয়া পান করিতে দিলেন। অন্য এক রওয়ায়েতে আছে উম্মুল মোমেনীন নিজ দাসীকে বলিয়াছিলেন—"আমার পুত্রের জন্য এক গ্লাস শরবত তৈয়ার করিয়া দাও।" হঃ মাসরুকের ভক্তি ও মহব্বৎ এতদূর ছিল যে, উম্মুল মোমেনীনের এন্তেকালের পর উম্মুল মোমেনীনের মৃত্যুর তারিখে 'মাতম-মজ্‌লিস' কায়েম করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু শরীয়ত-খেলাফ বলিয়া তিনি উহা হইতে বিরত হন। হাদীস গ্রন্থ সমূহে তাঁহার অনেক রওয়ায়েত আছে। তিনি ইরাকের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌ ছিলেন। এবাদাত গুজার ও সাধু প্রকৃতির এই লোকটি কুফাতে কাজীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, কিন্তু কখনও বেতন গ্রহণ করেন নাই। হিজ্‌রির ৬৩ সনে তিনি এন্তেকাল করেন।[২]

১। জাহাবী—তাজ্‌কেরা ২। এব্‌নে সা'দ।

উম্মুল মোমেনীনের ছাত্রীদের মধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া গেল :—

(১) হঃ ওম্‌রা বেন্‌তে আবদুর রাহমান।

হঃ ওম্‌রা প্রসিদ্ধ সাহাবী আস্‌ওয়াদ্ এব্‌নে জার্‌রাহ আন্‌সারীর পৌত্রী ছিলেন। ছাত্রীগণের মধ্যে তিনিই উম্মুল মোমেনীনের "তা'লীম ও তার্‌বীয়াত" এর শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও মহব্বৎ করিতেন তিনিই ছিলেন উম্মুল মোমেনীনের প্রাইভেট সেক্রেটারী। মোসলমানগণ তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় অনেক উপঢৌকন ও চিঠি পত্রাদি উম্মুল মোমেনীনের নিকট পাঠাইতেন। মোহাদ্দেসগণ হঃ ওম্‌রার নাম অত্যন্ত সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিতেন।*

মদীনার কাজী আবুবকর এব্‌নে মোহাম্মদ এব্‌নে 'আমর এব্‌নে হাজ্‌ম হঃ ওম্‌রার ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। খালীফা ওমর এব্‌নে আবদুল আজীজ উক্ত কাজী সাহেবকে উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত সমূহ হঃ ওম্‌রার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।'[১]

ইমাম জাহ্‌রী বলেন যে যখন তিনি 'এল্‌মে হাদীস' অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, তখন জনৈক সাহাবী তাঁহাকে উম্মুল মোমেনীনের ছাত্রী হঃ ওম্‌রার নিকট যাইয়া হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইমাম জাহ্‌রী বলেন—"আমি যখন হঃ ওম্‌রার্ নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম বাস্তবিকই তিনি বাহ্‌রুল উলুম (বিদ্যারসাগর) ছিলেন।"

(২) তাবেয়ীয়া হঃ সোফিয়া বেন্‌তে শাইবা।

হঃ সোফিয়ার পিতা হঃ শাইবা কাবা শরীফের কুঞ্জি রক্ষক ছিলেন। প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থেই তাঁহার রওয়ায়েত আছে। মোহাদ্দেসগণ তাঁহাকে 'সাহেবাতু আয়েশা' (হঃ আয়েশার পবিত্র-সংসর্গ-প্রাপ্তা) বলিয়া আহ্বান করেন। তাঁহার নিকট হইতে উম্মুল মোমেনীনের রওয়ায়েত শুনিবার জন্য বহু দুর দূরান্তর হইতে দলে দলে লোক তাঁহার নিকট মক্কা শরীফ আসিত।'[২]

তাঁহার বিষয় ইমাম জাহ্‌রী বলেন :—

আমি হজ্ করিবার জন্য 'আদী এব্‌নে 'আদী আলকান্‌দীর সঙ্গে মক্কা শরীফে গিয়াছিলাম।	خرجت مع، عدى بن عدى الكندى حتى قدمنا مكة فبعثنى الى صفية بنت

* এব্‌নুল্ মাদানী বলেন—হঃ ওম্‌রা উম্মুলমোমেনীনের হাদীসের সেকা (ثـقـة) এবং যাহাকে বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে (عمرة احد الثقات العلماء بعائشة الاثبات فيها) তাহ্‌জীব।

এব্‌নে হাব্‌বান বলেন—উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার হাদীসকে সবচেয়ে তিনি ভালরূপে বুঝিতেন—كانت من اعلم الناس بحديث عائشة ; সুফীয়ান বলেন—উম্মুল মোমেনীনের সনদযুক্ত হাদীসই ওম্‌রা, কাসেম, ও ওর্‌ওয়ার রাওয়ায়েত সমূহ (اثبت حديث عائشة حديث القاسم وعروة عمرة)

১। এই গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২। আবুদাউদ—বাবুত্ তালাক 'আলাল গালাত।

তথায় তিনি আমাকে হঃ সোফিয়া বেন্‌তে শাইবার ঘরে পাঠাইলেন। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার বহু রওয়ায়েত তাহার মুখস্থ ছিল।

شيبة و كانت حفظت من أم المؤمنين حضرت عائشة

হঃ কুলসুম বেন্‌তে 'আমরু কোরায়শীয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার বহু রওয়ায়েত মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও মোহাদ্দেসগণ 'সাহেবাতু আয়েশা' বলিয়া আহ্বান করিতেন।[১]

(৩) হঃ কুলসুম বেন্‌তে 'আমরু।

হঃ আয়েশা বেন্‌তে হঃ তাল্‌হা হঃ আবুবকর সিদ্দীকের নাতিনী ও উম্মুল মোমেনীনের ভাগ্নী ছিলেন। তিনি উম্মুল মোমেনীনের ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছেন। এব্‌নে মুঈন ইঁহার বিষয় ব'লেন যে তিনি 'সেকাতুন্ হুজ্‌জাতুন্' (বিশিষ্ট দলীল স্বরূপ) ছিলেন। 'আজ্‌লী বলেন—"মদীনার বিশিষ্ট তাবেয়ীয়া।" আবু জার্‌আ দামেশ্‌কী বলেন—"লোকজন তাঁহাকে বোজর্গ ও সাহিত্যিকা দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক হাদীস রওয়ায়েত করিতেন।"[২]

(৪) হঃ আয়েশা বেন্‌তে হঃ তাল্‌হা

হঃ মা'য়াজা বেন্‌তে আবদুল্লা আদ্‌বীয়া বস্‌রার অধিবাসী ছিলেন। তিনি উম্মুল মোমেনীনের অতি প্রিয় ছাত্রী ছিলেন, এবং উম্মুল মোমেনীনের অনেক হাদীস রওয়ায়েতই তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি অত্যন্ত "এবাদাত গুজার" ছিলেন; স্বামীর মৃত্যুর পর জীবনে কখনও তিনি রাত্রে শয্যাগ্রহণ করেন নাই—সারারাত্রিই নামাজে ও দো'য়াতে মশ্‌গুল থাকিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যার দরুণ তিনি পীড়িতা হইয়া পড়েন। তাবীব ও ডাক্তারগণ তাঁহাকে 'নাবীজ' (তাড়ি) পান করিতে অনুরোধ করিয়া ব'ললেন যে ইহাই তাঁহার রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন পেয়ালা 'নাবীজ' এর দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইল, তখন তিনি ঐ পেয়ালা হাতে লইয়া করুণ স্বরে আল্লাহ্‌তায়ালার দরগাতে আরজ করিলেন—"আল্লাহ্! তুমিই জ্ঞাত আছ—উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা আমার নিকট বলিয়াছেন—রসুলুল্লা 'নাবীজ' পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পবিত্র হস্ত হইতে ঐ 'নাবীজ' পূর্ণ পেয়ালাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তখন হইতেই তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন।

(৫) হঃ মা'য়াজা বেন্‌তে আবদুল্লা আদ্‌বীয়া।

উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রসুলুল্লার এন্তেকালের পর হইতে যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইস্‌লামের উন্নতি বিধান ও শরীয়ত শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ছাত্র ছাত্রীগণকে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদান ব্যতিরেকেও দূর দূরান্তর হইতে আগত অনেক ব্যক্তিকেই উম্মুল মোমেনীন ফাত্‌ওয়ার মারফতে ইস্‌লামের শরীয়ত শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের প্রভাব এত বেশী ছিল যে

১। আস্‌মাউর রেজা

২। حدث عنها الناس بفضلها و آدابها

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহাবীগণও অনেক জটিল মাসায়েলের মীমাংসার জন্য তাঁহার পবিত্র আস্তানার দিকে ধাবমান হইতেন। *

মদীনার প্রবীণ সাহাবীগণ যথা হজরত আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদ, হজরত আবু মূসা আশ্‌য়ারী, হজরত মায়াজ এব্‌নে জাবাল, হজরত আবদুর রাহমান এব্‌নে আওফ, হঃ ওবাই এব্‌নে কা'ব, হঃ আবুজার, হঃ আবু দার্‌দা, হঃ জায়েদ এব্‌নে সাবেত প্রভৃতি ফাত্‌ওয়া দিতেন। হঃ ওস্‌মানের খেলাফাতের সময় ইঁহাদের অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহাদের পর যুবক সাহাবীদের যুগ আরম্ভ হয়। যাহাদের মধ্যে হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস, হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর, হঃ আবু সাঈদ খোদ্‌রী, হঃ জাবের এব্‌নে আবদুল্লা, হঃ আবু হোরায়্‌রা, হঃ আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়েরের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই নানা প্রকার মাসায়েলের বিষয় মীমাংসার জন্য উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার নিকট আসিতেন। তাঁহাদের পক্ষে উম্মুল মোমেনীনের নিকট আসা বেশী বিচিত্র ছিল না, কারণ তাঁহারা মাত্র যুবক সাহাবী ছিলেন : কিন্তু ইহাদের যুগের পূর্ব্বেও অনেক প্রবীণ সাহাবী উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে ধন্না না দিয়া পারিতেন না। কি নবীন, কি প্রবীণ, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সব সাহাবীর নিকট ছিলেন উম্মুল মোমেনীন প্রধান মুফ্‌তী **

অবার কোন মাস্‌য়ালা লইয়া দুই সাহাবীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে লোকজন

---

* হঃ কাসেম এব্‌নে মোহাম্মদ বলেন—"আমার দাদা খালীফা হঃ আবুবকরের খেলাফতের সময় হইতেই ফাত্‌ওয়া দিবার ভার আমার ফুফু আম্মা উম্মুল মোমেনীনেরই উপর ছিল। তিনি এই কার্য্য অতি সুচারুরূপে সমাধা করেন। হঃ ওমর ও হঃ ওস্‌মানের খেলাফতের সময়ও ফাত্‌ওয়া জারী করিবার ভার উম্মুল মোমেনীনের উপর ছিল। (كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة ابى بكر (رض) و عمر (رض) و عثمان (رض) وهلم الى ان ماتت يرحمها الله)

হঃ কাসেম আরও বলেন—"উম্মুল মোমেনীন খালীফা হঃ ওমর ও হঃ ওস্‌মানের খেলাফতের সময় ফাত্‌ওয়া দিতেন। উভয় খালীফাই তাঁহাকে রসুলুল্লার হাদীস জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন।

(كانت عائشة تفتى فى عهد عمر (رض) و عثمان بعده فيرسلان اليها فيسئلانها عن السنن)

আমীর মোয়াবীয়াও নিজ রাজত্বকালে কোন মাসায়েলের ফাত্‌ওয়ার প্রয়োজন হইলেই তাঁহার দূতকে উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র দরবারে পাঠাইয়া তাঁহার ফাত্‌ওয়া লইতেন।

** হাদীস তির্‌মিজী গ্রন্থে আছে,—প্রবীণ সাহাবাগণ বলিতেন, "আমাদের সম্মুখে এমন কোন জটিল মাসায়েলের কথা পেশ হয় নাই, যাহার মীমাংসা আমরা উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দীকার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই। (ما اشكل علينا اصحاب صلعم حديث قط فسالنا عائشة الا وجدنا عندها علما)।"

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্র আস্তানার দিকে ধাবমান হইতেন। একদিন প্রবীণ সাহাবী আবু মুসা আশ্'য়ারী উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার ও রসুলুল্লার বিশিষ্ট কতিপয় সাহাবীদের মধ্যে একটি মাস্য়ালা লইয়া ভীষণ মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উম্মুল মোমেনীন ঐ মাস্য়ালাটি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া উহার উত্তর অনেক যুক্তি দ্বারা বলিয়া দিলেন। ইহাতে সব মতানৈক্যেরই অবসান হইল। হঃ আবু মূসা আশ্য়ারী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন—'আম্মা! রসুলুল্লা যখন আর এই নশ্বর জগতে নাই, তখন আপনি ব্যতীত আমি আর কাহারও নিকট ভবিষ্যতে কোন মাস্য়ালা জিজ্ঞাসা করিব না।" নিম্নে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া গেল :—

(১) রোজার 'এফ্‌তার' সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে না সূর্য্যাস্তের পর কতেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেরী করিতে হইবে, কূফা ও বসরানগরীতে এই মাস্য়ালা লইয়া লোক-জনের মধ্যে ভয়ানক মতানৈক্যের সৃষ্টি হইল। এই ব্যাপারে দুই দল গঠিত হইয়া পড়িল। একদল সাহাবী হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদের ফাত্‌ওয়ার—সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এফ্‌তার করিতে হইবে—উপর এবং অন্যদল সাহাবী হঃ আবু মুসা আশ্'য়ারীর ফাত্‌ওয়ার—সূর্য্যাস্তের পরে কিছু দেরী করিয়া এফ্‌তার করিতে হইবে—উপর জোর দিতেছিল। এই বাদানুবাদের মীমাংসার জন্য লোকজন মদীনায় উম্মুল মোমেনীনের নিকট আসিয়া উক্ত মাস্য়ালার বিষয় উম্মুল মোমেনীনকে বলিল। ইহা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন তাহাদিগকে বলিলেন—এফ্‌তারী ও নামাজে কে জল্‌দী করেন?' তাহারা বলিল সাহাবী হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এফ্‌তার করেন ও মাগ্‌রেবের নামাজ শীঘ্র পড়েন। তখন উম্মুল মোমেনীন বলিলেন যে রসুলুল্লার আদত মোবারকও এইরূপ ছিল। ইহার পর তিনি এই ফাত্‌ওয়ার বিষয় কূফা ও বসরাতে লিখিয়া পাঠাইলে উক্ত দলাদলি থামিয়া যায়।

(২) এহ্‌রামের অবস্থাতে হাজীগণের মোজা পরা নাজায়েজ। যদি কাহারও নিকট জুতা না থাকে, তবে মোজার উপরিভাগ কর্ত্তন করিয়া খাট করা দরকার, যাহাতে ঐ মোজা জুতার মত দেখায়। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর ফাত্‌ওয়া দিতেন যে হজের সময় স্ত্রীলোকগণও যেন মোজা কাটিয়া লয়। এক তাবেয়ীয়া এই মাস্য়ালার বিষয় শুনিয়া উহা উম্মুল মোমেনীনের ফাত্‌ওয়ার খেলাফ বলিয়া ব্যক্ত করিতেই, হঃ এব্‌নে ওমর নিজ ফাত্‌ওয়া তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিক এব্‌নে সা'দ বলেন—উম্মুল মোমেনীনের নিকট বড় বড় সাহাবীগণও আসিয়া মাসায়েলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন।" (يسئلها الاكابر من اصحاب رسول الله صلعم)

তাবেয়ী মাস্‌রুক কসম করিয়া বলেন—"আমি প্রবীন সাহাবীদিগকে উম্মুল মোমেনীনের নিকট মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়াছি। (لقد رأيت مشيخة اصحاب رسول الله صلعم يسئلونها عن الفرائض)

(৩) জানাজার পিছনে চলিলে সাওয়াব হইবে কিনা ইহা লইয়া হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর ও হঃ আবু হোরায়্‌রার মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর বলেন যে সওয়াব হইবে না। আর হঃ আবু হোরায়্‌রা বলেন যে সওয়াব হইবে। এই বিষয় উম্মুল মোমেনীনের গোচরীভূত করা হইলে তিনি বলিলেন যে সওয়াব হইবে এবং হঃ আবু হোরায়্‌রার ফাত্‌ওয়াই ঠিক।

ইরাক, শাম ও মিসর দেশ সমূহ হইতে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ মাসায়েল ইত্যাদির ফাত্‌ওয়া লইয়া উম্মুল মোমেনীনের দরবারে হাজির হইত। এমন কি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহারা উম্মুল মোমেনীনের ছাত্র ও ছাত্রীদের নিকট হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। উম্মুল মোমেনীনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ভাগ্না হঃ আয়েশা বেন্‌তে হঃ তাল্‌হা বলেন :—

সুদূর দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোক উম্মুল মোমেনীনের নিকট আসিত। তাঁহারা নানা-প্রকার হাদীয়া ও উপঢৌকন পাঠাইত। আবার অনেকে আমার নিকট পত্র লিখিত ও নানাপ্রকার মাসায়েলের তাহ্‌কীক জানাইবার জন্য অনুরোধ করিত। তাহাদের পত্র ও হাদীয়া পৌছিলে আমি তাহাদের নাম ও তাহাদের হাদীয়া এবং মাসায়েলের বিষয় উম্মুল মোমেনীনকে বলিতাম—"খালা আম্মা! ইহা অমুকের পত্র, ও অমুকের হাদীয়া তখন তিনি আমাকে বলিতেন—"মা আমার! তাহাদের চিঠির উত্তর দিও এবং উহার সঙ্গে আমার তরফ হইতে কিছু সাওগতও পাঠাইয়া দিও।"[২]

كان الناس يأتونها من كل مصر - فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها - و كان الشباب يتاخوني فيهدون الي و يكتبون الي من الامصار - فاقول لعائشة يا خالة - هذا كتاب فلان و هديته فتقول لي عائشة اي بنيه فاجيبيه واثبيه

এর্‌শাদ

(নির্ভিক উপদেষ্টা)

উম্মুল মোমেনীনের এর্‌শাদ বা নির্ভিক-উপদেষ্টা

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার জীবন কাহিনী ইস্‌লামের আদেশ উপদেশের এক অমূল্য ভাণ্ডার। নবুওতের প্রারম্ভ হইতে খালীফা হঃ ওস্‌মানের খেলাফাতের মধ্যকাল পর্য্যন্ত মোসলমানের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্ম শৈথিল্য দেখা দেয় নাই। হঃ ওস্‌মানের শেষ সময় ও হঃ

১। মোসনদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ৯৩, ৯৫, ১৭৩, ২৫৮ পৃঃ ২। বোখারী—বাবুল কেতাবেতে ইলান্ নেসায়ে।

আলীর খেলাফাত কালে ইহার সূচনা হয়। তাই তখন ইস্‌লাম জারী রাখিবার জন্য বিশেষভাবে ওয়াজ ও নসীহতের দরকার হয় নাই। কিন্তু আমীর মোয়াবিয়ার রাজত্বকাল হইতেই ইস্‌লামে নানাপ্রকার অনাচার ও কু-সংস্কারের আবির্ভাব হয়, এবং তখনই ইস্‌লাম প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করা হয়। এই সময় সংস্কারের জন্য যে সকল আদেশ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকেই 'এর্‌শাদ' বলা হয়। এই এর্‌শাদ-কর্ত্তব্য উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা যে ভাবে পালন করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য সাহাবীগণের প্রয়াস হইতে কিছুতেই কম নহে—হুজ্‌রাতে, সম্মিলনীতে, হজ্জের মৌসুমে, এমন কি সমরাঙ্গনে এবং অন্যান্য স্থানেও এই কর্ত্তব্য হইতে তিনি কখনও বিরত হন নাই।

হঃ ওস্‌মানের খেলাফতের সময় বিদ্রোহীগণ অতি মাত্রায় চক্রান্ত ও পটু হইয়া উঠে। ইস্‌লামের তখন নানাপ্রকার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল। ইহা দেখিয়া উম্মুল মোমেনীনের মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর হইলেন—ফলে জঙ্গে জামাল হয়। উম্মুল মোমেনীনের এর্‌শাদ বাণীর কয়েকটি নজীর নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(১) মিসর ও পারস্য দেশের বিদ্রোহী দল হঃ ওস্‌মানের উপর নানাপ্রকার মিথ্যা দোষারূপ করিত। আবার অনেকে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া তাঁহার উপর লা'নত করিত। তাহাদের এই আচরণ উম্মুল মোমেনীনের মনে অতি কষ্ট দিত। মোখারেক এব্‌নে শামামা বসরা শহরের একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। হঃ ওস্‌মানের প্রতি উম্মুল মোমেনীনের মনোগত ভাব জানিবার জন্য তিনি তদীয় ভগ্নীকে উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র খেদমতে পাঠাইলেন। তাঁহার ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হইলে উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"মা! তুমি আমার সন্তানগণকে আমার তরফ হইতে সালাম পৌছাইয়া এই কথা জ্ঞাত করাইয়া দিও—আমি এই হুজ্‌রাতে হঃ জিব্‌রাইল (আঃ) কে ওহী লইয়া আসিতে দেখিয়াছি। তখন ওস্‌মান ওহী লেখিবার জন্য রসুলুল্লার নিকটে আসিয়া বসিতেন। রসুলুল্লা তাঁহার স্কন্ধে হস্ত মোবারক দ্বারা আঘাত করিয়া বলিতেন—"হা, ওস্‌মান! ইহা লিখ।' আল্লাহ্‌তায়ালা মর্য্যাদা হীন অথবা নীচ-মনা ব্যক্তিকে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভার অর্পণ করিতে পারেন না। ইহা ব্যতীত রসুলুল্লা তাঁহার দুই কন্যাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়াছেন। ওস্‌মান যদি তাঁহাদের নিকট ভাল ও সম্মানিত না হইতেন, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুল তাঁহার উপর এই সকল দায়ীত্বপূর্ণ ভার কখনও অর্পণ করিতেন না। ওস্‌মানকে যাহারা গালিগালাজ করিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌তয়ালার লা'নত পড়িবে।" উম্মুল মোমেনীনের এই এর্‌শাদ বাণী তখন দেশময় প্রচার করা হইলে লোকজন হঃ ওস্‌মানের উপর অযথা গালিগালাজ দেওয়া বন্ধ করেন।

(২) হঃ আবু সাল্‌মা হঃ আবদুর রাহ্‌মান এব্‌নে আওফের ছেলে ছিলেন। একটি জমিন লইয়া কতিপয় লোকের সঙ্গে তাঁহার মনোবাদ ছিল। উম্মুল মোমেনীন ইহা শ্রবণ মাত্রই আবু সাল্‌মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি নিকটে আসিলে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—"হে আবু সাল্‌মা! ইহা হইতে বিরত হও। রসুলুল্লা বলিয়াছেন যে যদি কেহ এক বিঘত জমির জন্য কাহাকেও জুলুম বা অত্যাচার করে, তাহা হইলে কেয়ামতের দিন ৭ তবক জমিন তাহার গলাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।"[১] ইহা শ্রবণ মাত্রই হঃ আবু সাল্‌মা নিজ কর্ম্ম হইতে বিরত হইলেন।

(৩) মদীনা শরীফের নব-প্রসূত সন্তান সন্ততিগণকে উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে তাঁহার পবিত্র দো'য়ার জন্য পাঠান হইত। একদিন এক ব্যক্তি একটি শিশুকে উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে উপস্থিত করিল; এবং লোকটির যে হাতের উপর শিশুটির মাথা ছিল, সেই হাতেই সে একটি লোহার পেরেক ঝুলাইয়াছিল। উম্মুল মোমেনীন ইহা দেখিয়াই ঐ ব্যক্তিকে শিশুটির মাথার নীচে লোহা ঝুলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল ভুত ও প্রেতের ভয়ে সে উহা করিয়াছিল। উম্মুল মোমেনীন ইহা শুনিয়াই তাহাকে ঐ লোহা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। সে উহা ফেলিয়া দিলে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"রসুলুল্লা কু-সংস্কার নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা এইরূপ আর কখনও করিও না।"[২] ঐ লোকটি পরে এই কু-সংস্কার দুর করিবার জন্য মদীনা শরীফে উম্মুল মোমেনীনের এই এর্‌শাদ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

(৪) পূর্ব্বেই বলিয়াছি হঃ ওমরের খেলাফতের সময় আরব ও ইরাণীদের পরস্পরের মিলামিশার ফলে আরবদের চালচলনে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। হঃ ওমর ইহার উপর কড়া নজর রাখিতেন। হঃ ওস্‌মানের খেলাফতের সময় পারস্য দেশীয় অনেক আচার ব্যবহার আরব সমাজে প্রবেশ লাভ করে। আরবেরা পারস্যবাসিগণের দেখাদেখি পায়রা খেলা, সতরঞ্চ খেলা, পাশা খেলা ইত্যাদি অনেক অহিতকর ক্রীড়া কৌতুক অনুকরণ করিয়াছিল। এমন কি তাহারা অনর্থক আলস্যেও সময় নষ্ট করিতে লাগিল। সাহাবীগণ তাহাদের জীবদ্দশায় এই বিদেশী কু-প্রথাগুলিকে দমন করিয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। উম্মুল মোমেনীনের কোন এক ঘরে এক ভাড়াটিয়া ছিল—তাহারা ঐ ঘরে সতরঞ্চ ও পাশা খেলিত। উম্মুল মোমেনীন ইহা অবগত হওয়া মাত্রই তাহাদিগকে এই গর্হিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে নির্দ্দেশ দিলেন। যদি ইহারা তাঁহার আদেশ পৌছার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ ত্যাগ না করে ও তাওবা না করে, তবে তাহাদিগকে তিনি শাস্তি প্রদান করিয়া ঘর হইতে বিতাড়িত করিবেন বলিয়া শাসাইয়া দিলেন। উম্মুল মোমেনীনের এই এর্‌শাদ বাণী শুনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা

১। সহী বোখারী—বাবু এস্‌মুন্‌ মান্‌ জালামা

২। সহী বোখারী—আদাবুল মোফ্‌রেদ

এই গর্হিত কাজ ত্যাগ করিয়া তাওবা করিলেন। কথিত আছে এই ঘটনা প্রচারের পর মদীনায় কোন যুবকই পারস্যবাসিগণের সঙ্গে এই সব ক্রীড়ায় যোগ দিত না।[১]

(৫) তাবেয়ী এব্‌নে আবী সায়েব মদীনার একজন 'ওয়ায়েজ' (উপদেষ্টা) ছিলেন। যথায় তথায় তিনি মজ্‌লিস করতঃ বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। কতিপয় লোক উম্মুল মোমেনীনের গোচরীভূত করিলেন যে এব্‌নে আবী সায়েব বক্তৃতা শেষে জনমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ মধুর হইরাছে। যদি কেহ তাঁহার বক্তৃতা খুবই সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করেন, তবে তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল হন। আবার কেহ ইহার বিপরীত বলিলে তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে। উম্মুল মোমেনীন তাঁহার এইরূপ ওয়ায়েজের কথা শুনিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া আনিলেন। এব্‌নে আবী সায়েব উক্ত ওয়ায়েজের বিষয় স্বীকার করিলে উম্মুল মোমেনীন তাহাকে বলিলেন—"তোমাকে আমার সঙ্গে তিনটি বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যদি ইহা অমান্য কর, তবে আমি তোমাকে জবরদস্তী করিয়া হইলেও বাধ্য করাইব।" উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ দৃঢ়বাণী শ্রবণে এব্‌নে আবী সায়েব উম্মুল মোমেনীনের এর্‌শাদ বাণী প্রতিপালন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন উম্মুল মোমেনীনের এর্‌শাদ হইল—" (১) মোনাজাত খুব সরল ভাষায় করিবে, কেননা রসুলুল্লা ও তাঁহার আসহাবগণ সর্ব্বদা সরল ভাষায় মোনাজাত করিতেন। (২) সপ্তাহে এক, কি দুই, কি তিন দিনের বেশী ওয়াজ করিবে না। (৩) প্রত্যেহ কোর্‌আন শরীফের তাফ্‌সীর ও রসুলুল্লার হাদীস বয়ান করিয়া লোকের ভক্তির হ্রাস করিওনা। লোকজন তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আসিলে তাহাদের কথার যথাযথ উত্তর না দিয়া কোর্‌আন ও হাদীসের কোন বাণী শুনাইতে চেষ্টা করিওনা। তাহারা নিজ ইচ্ছামত তোমাকে কোন বিষয় ওয়াজ করিতে অনুরোধ করিলে, তাহা করিবে নতুবা নহে।"[২]

(৬) পারস্য দেশ বিজয়ের পর আরবগণ নানাপ্রকার শরাবের সঙ্গে পরিচিত হইল। পারস্য-বাসিগণের মধ্যে 'বাজেক' নামে এক প্রকার শরাবের প্রচলন ছিল। আরবী ভাষাতে আঙ্গুর মিশ্রিত শরাবকে 'খাম্‌র' বলা হয়। কোর্‌আন শরীফ ইহা পান করা হারাম করিয়া দিয়াছে। এইজন্য মোসলমানদের মধ্যে সন্দেহ হইল যে বোধ হয় পারস্যদেশীয় 'বাজেক' জায়েজ। লোকজনের এই মতের কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন দেশ মধ্যে এক ফরমান জারী করিলেন—"বাজেক খাওয়া হারাম। এমন কি যদি কাহারও ঘরের কলসীর পানি পান করিলে নেশা হয়, তাহাও হারাম। রসুলুল্লা বলিয়াছেন—যে যে বস্তুতে নেশা ও মত্ততা আসে, তাহাই হারাম।" উম্মুল মোমেনীরে এই এর্‌শাদ বাণী শ্রবণে দেশ হইতে নেশার বস্তু সকল পরিত্যাক্ত হইল।

(৭) উম্মুল মোমেনীনের দরবারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই বেশী আসিতেন। স্ত্রী জাতি-মাসায়েলের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদিগেরও নানা প্রকার মাসায়েলা

১। সহী বোখারী—বাবুল আদাব ও এখ্‌রাজু আহ্‌লেল বাতেল

২। মোসনদ আহ্‌মদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ্‌ ২১৭ পৃঃ

জানাইয়া দিতে বলিতেন। একদিন বসরার কতিপয় মেয়েলোক তাঁহার দরবারে আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে অনুরোধ করেন—'তাহারাত' (পবিত্র থাকা) সুন্নত।

(৮) সীরিয়া দেশ হইতে আগত কতিপয় স্ত্রীলোককে উম্মুল মোমেনীন বলিয়াছিলেন—"তোমরা না ঐ জাতীয় স্ত্রীলোক যাহারা বাড়ীর বাহিরে হাম্‌মাম্‌ খানায় যাইয়া উলঙ্গ হইয়া গোসল করে।" তাহারা ইহা স্বীকার করিলে উম্মুল মোমেনীন তাহাদিগকে ইহা পুনরায় করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন—যে স্ত্রীলোক নিজ ঘর ব্যতীত অন্যত্র বাহিরে কাপড় পরিবর্ত্তন করে সে যেন আল্লাহ্‌ ও তাহার মধ্যে পর্দ্দা ফেলিয়া দেয়।"[১]

(৯) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হজ্‌ মৌসুমে উম্মুল মোমেনীনের তাঁবুর চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ মোসলমান নরনারী থাকিতেন। তিনি তাহাদের কেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন। তিনি যে দিকেই প্রস্থান করিতেন, মোস্‌লেম ললনাগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া চলিতেন। তিনি ইমামের মত অগ্রে ও তাঁহারা পশ্চাতে চলিতেন। এই সময় উম্মুল মোমেনীন এর্‌শাদ ও নসীহত করিতে ভুলিতেন না। কাহারও চলন শরীয়ত বিরুদ্ধ হইলে তৎক্ষনাৎ তাহা শোধ্‌রাইয়া দিতেন।

এই সময় একজন স্ত্রীলোক হঃ ঈসা নবীর ক্রস্‌ কাষ্ঠের নক্‌সা ছাপন একটি কাপড় পরিয়া উম্মুল মোমেনীনের নিকট আসিলেন। তাঁহার এই পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে উক্ত কাপড় খুলিয়া অন্য কাপড় পরিতে নির্দ্দেশ দিলেন। পরে যখন ঐ স্ত্রীলোকটি কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন। তখন বলিলেন—"রসুলুল্লা এইরূপ কাপড় দেখিলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন।" তখন তাঁহার এই এর্‌শাদ বাণী প্রচার হওয়ায় অনেকে এইরূপ অনেক নানাপ্রকার প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।[২]

(১০) স্ত্রীলোকগণকে এমন অলঙ্কার পরিধান করিতে নাই, যাহাতে শব্দ হয়। এমন কি অলঙ্কারের আওয়াজ শুনাও নিষিদ্ধ। এক সময় একটি মেয়েকে ঘুমুর পায়ে পরাইয়া উম্মুল মোমেনীরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তিনি ঐ মেয়ের ঘুমুর গুলিকে কাটিয়া ফেলিতে'আদেশ দিলেন। উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে জনৈক মহিলা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"রসুলুল্লা বলিয়াছেন যথায় ঘণ্টার আওয়াজ হয়' তথায়ও ফেরেশ্‌তা আসেন না।"[৩]

(১১) নিজ ভাই-ঝি হঃ হাফ্‌সা বেন্‌তে আবদুর রাহ্‌মান একদিন পাতলা উড়নী পরিয়া উম্মুল মোমেনীনের নিকট পড়িতে আসিয়া বসিলেন। উম্মুল মোমেনীন তখন ঐ পাতলা উড়নী হাতে লইয়া ফাঁড়িয়া ফেলিলেন ও বলিলেন—"তুমি কী সুরায় নূরের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ও আহ্‌কামের বিষয় জ্ঞাত নহ।" ইহা বলার পর তিনি মোটা কাপড়ের এক উড়নী

১। অর্থাৎ তাঁহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার বিরাগ ভাজন হয়।

২। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ্‌ ১৪০, ২২৫ পৃঃ। ৩। ঐ ২৪২ পৃঃ

আনাইয়া তাঁহাকে পরিতে দিলেন। এই ঘটনা মহিলা মহলে ছড়াইয়া পড়িলে সকলেই পাতলা উড়নী পরিধান করা ত্যাগ করেন।[১]

(১২) একদিন নিজ সহোদর হঃ আবদুর রাহ্‌মান উম্মুল মোমেনীনের শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। নামাজের সময় হইলে তিনি তাড়াতাড়ি 'ওজু' করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন ভাইকে বলিলেন—"ভাই সাহেব! ওজু করিতে তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়, কেননা আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি—"যাহাদের ওজুর সময় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুষ্ক থাকে তাহাদের জন্য দোজখ নিশ্চিত।"

(১৩) এক সময় উম্মুল মোমেনীন এক বাড়ীতে মেহ্‌মান হন। নামাজের সময় হইলে দেখিলেন যে ঐ বাড়ীর দুইটি ১৩ বৎসরের মেয়ে বিনা চাদরে নামাজ পড়িতেছে। তাহাদিগকে তখনই ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যেন ভবিষ্যতে চাদর ছাড়িয়া আর নামাজ না পড়ে। পরে তিনি বলিলেন যে রসুলুল্লারও এর্‌শাদ ইহাই ছিল।[২]

(১৪) ইহুদিদের অনুকরণ করিয়া আরবের মেয়েরাও তাহাদের মাথার কেশরাজি ছোট হইলে আল্‌গা কেশ তাহার সঙ্গে জোড়া দিয়া পরিত। একদিন একজন আরবী বৃদ্ধা আসিয়া উম্মুল মোমেনীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অসুখে তাঁহার মেয়ের মাথার চুল ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং মেয়েটির বিবাহ অতি নিকটে। আল্‌গা চুলের জোড় দিয়া কি চুল লম্বা করিয়া দেওয়া হইবে? ইহা শ্রবণে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"যাহারা চুল জোড়া দেয় ও যাহাদের চুল জোড়া দেওয়ান হয়, তাহাদের উভয়কেই রসুলুল্লা লা'নত করিয়াছেন।" ঐ বৃদ্ধা তখন উম্মুল মোমেনীনের এই এর্‌শাদ বাণী মহিলা মহলে প্রচার করিতে লাগিলেন।[৩]

(১৫) প্রবীণ সাহাবী হঃ ওসায়েদ এব্‌নে হাদী হজ করিবার মানসে মক্কা শরীফ রওনা হইয়াছিলেন! শহরে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার স্ত্রী এন্তেকাল করিয়াছেন। হঃ ওসায়েদ মুখমণ্ডল ঢাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমার বিরহে বৃদ্ধ একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু এইরূপভাবে মুখ ঢাকিয়া এতবড় কাফেলাতে তাঁহার মত এতবড় একজন রসুলুল্লার প্রবীণ সাহাবীর বিলাপ অত্যন্ত অশোভন দেখায়। উম্মুল মোমেনীনও তখন ঐ কাফেলার শামেল ছিলেন। তিনি সাহাবী হঃ ওসায়েদকে ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি একজন বুজর্গ সাহাবী—ইস্‌লামের প্রথম মোসলমানেদের অন্যতম। আপনি প্রথম মোসলমানদের ইজ্জত পাইয়াছেন। আপনার কি উচিত একজন স্ত্রীর জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা? ধৈর্য্য ধরুন ও প্রিয়তমার জন্য দো'য়া করুন।" উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ এর্‌শাদ বাণী ও স্নেহময় সান্ত্বনা শুনিয়া সাহাবী হঃ ওসায়েদ বিলাপ ক্ষান্ত করিয়া তাঁহার প্রিয়তমার জন্য দো'য়াতে মশগুল হইলেন।[৪]

(১৬) কা'বা শরীফের গেলাফ আমাদের চক্ষে অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র বস্তু। যখন কা'বার গেলাফ প্রতি হজ্‌ মৌসুমে পরিবর্ত্তন করা হয়, তখন হাজীগণ খাদেমকে কিছু টাকা পয়সা দিয়া পুরাতন

১। মোয়াত্তা ইমাম মালেক—কেতাবুল্‌ লেবাস।
২। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ৯৭ পৃঃ
৩। মোস্‌নদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৩১ পৃঃ
৪। মোস্‌নদ ৪র্থ জিল্‌দ ৩৫২ পৃঃ

গেলাফের একটু টুক্‌রা দেশে লইয়া আসেন—আদাবের সাথে তাহা কোনও পবিত্র ঘরে, মস্‌জিদে কিংবা কোর্‌আন শরীফের ভিতর সযত্নে রাখা হয়। আবার ইহার কিছু টুক্‌রা নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সাওগাত স্বরূপ পাঠানও হয়। আবার কখনও কখনও রোগীদিগকে ইহা দ্বারা বাতাসও করান হয়। ইস্‌লামের প্রথম শতাব্দীতে এই গেলাফকে এতদূর সম্মানিত ও পবিত্র বস্তু মনে করা হইত না। তখন মোতাওয়াল্লী উহা অপবিত্র হইবার ভয়ে উহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতেন। সুতরাং কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না। হঃ শাইবা এব্‌নে ওস্‌মান যখন এই পবিত্র কা'বা শরীফের কুঞ্জি রক্ষক ছিলেন, তখন তিনি এই পুরাতন গেলাফকে কূঁয়ায় পুঁতিয়া দিতেন—যাহাতে কেহ কখনও নাপাক অবস্থায় উহা স্পর্শ করিতে না পারে। যাহারা এই সময়ে শরীয়তের গূঢ় রহস্য জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হঃ শাইবা এব্‌নে ওস্‌মানের এই কাজের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ইহা শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের আদেশের বহির্গত কাজ। ইহাদ্বারা ভবিষ্যতে লোকের মনে এক জঘন্য বিশ্বাস জন্মিতে পারে।" তখন প্রবীণ সাহাবীগণ সকলে একত্রিত হইয়া উম্মুল মোমেনীনের শরণাপন্ন হইলেন যে হঃ শাইবাকে এই কাজ হইতে কিরূপে বিরত করা যায়। উম্মুল মোমেনীন হঃ শাইবার এই কার্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে উপস্থিত হইলে উম্মুল মোমেনীন এর্‌শাদ করিলেন—"শাইবা এব্‌নে ওস্‌মান! তুমি যাহা করিতেছ, তাহা ভাল কাজ নহে। গেলাফ কা'বা শরীফ হইতে খুলিয়া ফেলিলে যদি কেহ অপবিত্র অবস্থায়ও তাহা পরিধান করে, তবুও তাহার গোনাহ্‌ হইবে না। ইহা একটি কাপড় বই আর কিছুই নহে। তোমার উচিত উহা বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য গরীব ও মোসাফের এবং মাসাকীনদের মধ্যে বিতরণ করা।"[১] উম্মুল মোমেনীন এই এর্‌শাদ বাণী আজ পর্য্যন্তও পালিত হইতেছে।

(১৭) একদিন হঃ আবু হোরায়্‌রা উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র হুজ্‌রার নিকট কতিপয় হাদীস অতিদ্রুত উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেছিলেন। ঐ সময় উম্মুল মোমেনীন নামাজে মশ্‌গুল ছিলেন। তাঁহার নামাজ শেষ না হইতেই আবু হোরায়্‌রা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হঃ ওর্‌ওয়া উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে হাজির হইলে কথা প্রসঙ্গে উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে বলিলেন "বাবা! কি আশ্চর্য্যের কথা! আবু হোরায়্‌রা আমাকে হাদীস শুনাইবার জন্য আমার হুজ্‌রার পার্শ্বে অতি তাড়াতাড়ি ও জোরে জোরে হাদীস পড়িতেছিলেন, আর আমি তখন নামাজে ছিলাম। যদি আমি তখন কথা বলিতে পারিতাম তবে তাহাকে বলিয়া দিতাম—"রসুলুল্লা কখনও তোমার মত এইরূপ তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা বলিতেন না। তাঁহার সঙ্গে তোমার দেখা হইলে তুমি এই কথা বলিয়া দিও।"[২]

উম্মুল মোমেনীনের উদ্দেশ্য ছিল যে যাহারা হাদীস বয়ান করেন, তাহাদের কথাবার্ত্তা, চালচলন রসুলুল্লার মতই হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাহাদের আওড়ানের কোনও সুফল ফলিবে না।

(১৮) হিজ্‌রির ৪০ সনে হজের মৌসুমে উম্মুল মোমেনীনের তাঁবু মিনা পাহাড়ে সন্নিবেশিত হইল। কতিপয় যুবক উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে উম্মুল মোমেনীনের

১। 'আসাবুল ইসাবা; সুনানে বায়হাকী। ২। বোখারী—বাবু সেফাতুন্‌ নবী।

পবিত্র খেদমতে আসিয়া হাজির হইল। উম্মুল মোমেনীন তাহাদের হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—"উম্মুল মোমেনীন! অমুক ব্যক্তি খীমার রজ্জুতে আটকাইয়া এমনভাবে হুচট খাইয়া পড়িলেন যে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা হাসিতেছি।" তাহাদের উক্ত বিবরণ শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"বৎসগণ! তোমাদের এইরূপ ভাবে হাসা অনুচিত হইয়াছে। মনে রাখিও, যখন কোনও মোসলমানের পায়ে কাটা বিদ্ধ হয়, কিংবা সামান্য মুসীবতও আসে তাহাতেও আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দেন, এবং তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।"[১]

সপ্তম অধ্যায়

হঃ আয়েশা ও নারী জাতি

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম নারী জাতীকে যে স্থান দিয়াছেন, ইস্‌লাম মোসলেম নারীকে তাহার চেয়ে অনেক উপরে স্থান দিয়াছে। তাহাদের এই উচ্চাসন লাভের জন্য উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দাকা অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন।

নারী জাতির জন্য উম্মুল মোমেনীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এই যে তিনি দুনিয়ার লোককে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে নারী জ্ঞানে, ধর্ম্মে এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারেও পুরুষের চেয়ে কম নহে। সেবা ও সাংসারিক কর্ম্মে তাঁহার তুলনা নাই। ইস্‌লামে নারীর সত্ত্বা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত উম্মুল মোমেনীন নিজেই। ইস্‌লাম নারীকে যে মর্য্যাদা দিয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর অবস্থা হইতে যে প্রকার উন্নততর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার বাস্তব ব্যাখ্যা উম্মুল মোমেনীনের জীবন-চরিত।

উম্মুল মোমেনীনের মধ্যবর্ত্তিতায় সাহাবীয়াগণ আপন আপন জিজ্ঞাস্য রসুলুল্লার পবিত্র দরবারে পেশ করিতেন। তাঁহাদের অভিযোগের বিষয় উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) হঃ ওস্‌মান এব্‌নে মাজউন ছিলেন একজন বুজর্গ সাহাবী। তিনি সন্ন্যাস-জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে পরিপাট্য ও বেশভূষা বিহীণ দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এইরূপ বিরাগের কারণ কি? তিনি অত্যন্ত লজ্জিত স্বরে বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! আমার স্বামী দিনে রোজা রাখেন, আর সারা রাত্রই এবাদাতে মশগুল থাকেন।

১। সহী মোস্‌লেম—সাওয়াবুল মোমেন ফীমা ইউসীবু।

সুতরাং বেশভূষার কোনও প্রয়োজন হয় না।" সাহাবীর এইরূপ অভ্যাসের কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন ভয়ানক বিরক্ত হইলেন এবং রসুলুল্লা বাহির হইতে ঘরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই উম্মুল মোমেনীন ঐ মহিলার বিষয়টি তাঁহাকে কহিলেন। ব্যাপার শুনিয়া রসুলুল্লা তৎক্ষনাৎ সাহাবী ওস্‌মান এব্‌নে মাজ্‌উনের নিকট আসিয়া বলিলেন— "ওস্‌মান! সন্ন্যাস জীবন যাপন করিবার জন্ম আমার উপর ওহী নাজেল হয় নাই। আমার জীবন যাপনের আদর্শ কি অনুকরণের যোগ্য নহে? আমি তোমার চাইতে অল্লাহ্‌তায়ালাকে অধিকতর ভয় করি, এবং তাঁহার আদেশের দিকে অধিকতর লক্ষ্য রাখি।" রসুলুল্লার এই প্রকার বাণী শুনিয়া সাহাবী হঃ ওস্‌মান এব্‌নে মাজ্‌উন সন্ন্যাস-ভাব ত্যাগ করেন ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত বাকী জীবন আমোদে আহ্লাদে কাটান।[১]

(২) সাহাবীয়া হাওলা সারা রাত্র নামাজ পড়িতেন। ঘটনা ক্রমে একদিন তিনি উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। উম্মুল মোমেনীন দেখিতে পাইয়াই রসুলুল্লাকে বলিলেন— "রসুলুল্লা! এইযে হাওলা, লোকে বলেযে হাওলা সারারাত ঘুমায় না।" ইহা শ্রবণে রসুলুল্লা অবাক হইয়া বলিলেন— "সে কি কথা! সে সারারাত্রেও শয়ন করেনা?" পরে হঃ হাওলাকে ডাকিয়া রসুলুল্লা বলিলেন—"কাজ যতদূর করা দরকার, ততদূর করিও।" এই বাণী শ্রবণের পর হঃ হাওলা রাত্রে শয়ন করিতেন এবং তাঁহার স্বামীর খেদমতে অনেক সময় কাটাইতেন।[২]

(৩) জনৈক সাহাবীয়াকে তাঁহার স্বামী ভীষণ প্রহার করেন। ইহার দরুণ তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে নীল দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি সোজাসোজি উম্মুল মোমেনীনকে যাইয়া তাঁহার শরীরের দাগ দেখাইলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহার এই করুণ কাহিনী রসুলুল্লাকে বলিলেন:—

তাঁহার শরীরের চামড়া যেরূপ নীল বর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ নীলবর্ণ কোনও মোমেনার কাপড়ও দেখি নাই।

ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات
لجلدها اشد خضرة من ثوبها

তাঁহার স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন যে তাঁহার স্ত্রী উম্মুল মোমেনীনের দরবারে পৌঁছিয়াছেন, তখন তিনিও কাল বিলম্ব না করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লা তখন উভয়ের কথা শুনিয়া দেখিলেন উভয়েই দোষী। সুতরাং রসুলুল্লা বলিলেন যে সে যেন ভবিষ্যতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত এইরূপ জঘন্য ও কু-আচরণ আর না করে।[৩]

(৪) জনৈক স্ত্রীলোককে চুরির অপরাধে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। শাস্তি প্রাপ্তির শেষে সে তাওবা করিল। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ব্যতীত অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীন সম্ভবতঃ এই চুরির জন্ম ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করিতেন না। দরকার হইলে তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির দরখাস্ত রসুলুল্লার পবিত্র দরবারে পৌঁছাইতে বিলম্ব করিতেন না। উম্মুল মোমেনীন বলিতেন— "আকস্মিক ত্রুটীর জন্ম সে কখনও ঘৃণার পাত্রী হইতে পারেনা।"[৪]

১। মোস্‌নদে আহ্‌মদ ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ২২৬ পৃঃ। ২। ঐ ২৬৪ পৃঃ।
৩। বোখারী—বাবুস্‌ সীয়াবুল খোদ্‌রে। ৪। ঐ বাবু শাহাদাতুল কাজেফ

(৫) স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার যাহা নিত্য ব্যবহার করা হয়, তাহার উপর জাকাত হইবে কিনা ইহা লইয়া সাহাবীদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা যায়। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদের মতে জাকাত দেওয়া ওয়াজেব। হানাফী মাজ্‌হাবের ফাকীহ্‌গণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ওমর, হঃ আনাস এব্‌নে মালেক ও হঃ জাবের এব্‌নে আবদুল্লা—তাঁহারা সকলেই হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদের সঙ্গে একমত নহেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্‌মাদ এব্‌নে হাম্‌বল—ইঁহাদের মত মানিয়া লইয়াছেন। অলঙ্কার স্ত্রীলোকদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ। এই কারণে উম্মুল মোমেনীনের মত এই বিষয়ে অগ্রগণ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহার উপর উম্মুল মোমেনীনের আমল (কর্ম) এই মাস্‌য়ালাকে আরও বেশী দৃঢ় করে। "তিনি তাঁহার এতীম ভ্রাতঃস্পুত্রীদের অলঙ্কারের জাকাত (তাঁহাদের তিনি মোতাওয়াল্লীয়া ছিলেন) দেন নাই; হানাফী মাজ্‌হাবের ফাকীহ্‌গণ এতীমের মালের উপর জাকাত দিতে হইবে না বলেন; কিন্তু উম্মুল মোমেনীন এতীমদের মালের জাকাত দিতেন।

অলঙ্কারে জাকাত আছে কি না?

উম্মুল মোমেনীনকে অলঙ্কারের কেন জাকাত দিতে হইবে না জিজ্ঞাসা করায় তিনি সুচারু-রূপে এই ব্যাখ্যা করেন। জাকাত ওয়াজেব হইবার জন্য দুইটি বিশিষ্ট অবস্থা হওয়া প্রয়োজন—একটি 'মালে-নামী' (বর্দ্ধিত ধন হওয়া) যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, আশ্‌রাফী ও জান্‌ওয়ার (পশু) যাহা কারবার দ্বারা বর্দ্ধিত হইতে পারে ও দ্বিতীয়টি মাল নিজ প্রয়োজনের অধিক থাকা। যে সব অলঙ্কার মেয়েরা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করান, তাহা তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হয়। অনেক স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ব্যতীত আর কোনই সম্পত্তি নাই। যদি তাহারা প্রতি বৎসর জাকাত দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ঐ ব্যবহারের অলঙ্কার হইতেই কিছু কিছু করিয়া জাকাত দিতে হইবে। তাহা হইলে এইরূপ প্রতি বৎসর তাহাদের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার হইতে কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া জাকাত দিলে কিছুকাল পরে তাহাদের অলঙ্কার আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

উম্মুল মোমেনীনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা।

(৬) হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পরিবার বর্গকে টাকা দিয়া মাফ লইতে চাহিলে ঐ নিহত ব্যক্তির পরিবারের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের মত লওয়া উচিত। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকাই স্ত্রীজাতির জন্য রসুলুল্লার নিকট হইতে এইরূপ আদেশ লইয়াছেন, এবং তাঁহারই সুপারিশের ফলে রসুলুল্লা বলিয়াছেন—স্ত্রীলোককেও রাজী করিতে হইবে, এ শুধু পুরুষের রাজিতে হইবে না (وان كانت امرأة)।

(৭) ইস্‌লামের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকগণ সম্পত্তির মালীক হইত না। ইস্‌লামই তাহাদিগকে মালীক বানাইয়াছে। কোর্‌আন শরীফে স্ত্রীলোকগণের ওয়ারিস হইবার ও তাহাদের অংশের বিশেষ ভাবে বর্ণনা আছে। ইহা সত্ত্বেও কখনও কখনও কোন মাস্‌য়ালা এইরূপ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত, যাহা হাদীস দ্বারাও মীমাংসা করা কঠিন হইয়া পড়িত। এইরূপ মাস্‌য়ালাতে উম্মুল

মোমেনীন স্ব-জাতীয় ভগ্নিগণের স্বত্ব ভুলিয়া যাইতেন না, ইহার একটি মাত্র উদাহরণ হাদীস মোস্‌নদে দারেমী শরীফের কেতাবুল ফারায়েজ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

মৃত ব্যক্তির কোনও ছেলে নাই—কেবল মেয়েরা আছে, আর পৌত্র পৌত্রী আছে। এই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কি প্রকারে বন্টন হইবে? হঃ আবদুল্লা এব্‌নে মাস্‌উদ কেবল পৌত্রকেই অংশ দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন পৌত্রীকেও অংশ দিতেই হইবে এইরূপ কড়া আদেশ দিয়াছিলেন।

(৮) আরবে যাহারা কাপড়ের আঁচল মাটির উপর টানিয়া চলিত, তাহারাই অধিক শরীফ ও সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহাদের এই অহঙ্কার ও গর্ব্ব দেখিয়া রসুলুল্লা বলিয়াছিলেন—"যাহারা অহঙ্কার ও গর্ব্বের সহিত কাপড়ের আঁচল' ঝুলাইয়া মাটিতে টানিয়া চলে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের উপর কেয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন না।" উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লার এই বাণী শ্রবণ করিয়া রসুলুল্লাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসুলুল্লা! স্ত্রীলোকদের প্রতি কি আদেশ?" রসুলুল্লা বলিলেন—"তাঁহারা যেন আধ হাত (হাঁটু হইতে) নীচে ঝুলায়।" পুনরায় তিনি আরজ করিলেন—"ইহাতে মেয়েদের পায়ের গোড়ালি দেখা যাইবে।" অবশেষে রসুলুল্লার এর্‌শাদ হইল—"এক হাত।"

(৯) জাহেলী যুগে নারী-জাতির অবস্থা নানাদিক দিয়াই অনুন্নত ছিল। বিশেষতঃ সেকালে তালাকের কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম-কানুন ছিল না, অথবা তালাক দেওয়ার পরে তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণেরও কোন বাধা ছিল না। নির্দ্দয় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিত। যখন পুনঃ গ্রহণের সময় অতিক্রম হইবার উপক্রম হইত, তখন ঐ স্ত্রীকে স্পর্শ করিলেই ফিরাইয়া লইতে পারিত এবং পুনরায় তালাক দিত। ইচ্ছা করিলে আজীবনই স্বামী স্ত্রীকে এইরূপ তালাকের গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে পারিত। পুরুষের এই অবিচার ও অত্যাচার হইতে নারীর নিষ্কৃতি হইবার উপায় কিছুতেই ছিল না। অসহায় নারী এইভাবে চিরকাল দুঃখ ও মর্ম্ম বেদনায় উৎপীড়িত হইত। নারী জাতির জন্য উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দান এই যে তিনি জাহেলী যুগের এই জঘন্য প্রথার চির অবসান করিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লার সময়ে মদীনা শহরে এই প্রকার এক ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছিল। জনৈক মহিলাকে তাঁহার স্বামী জাহেলীযুগের পন্থা অবলম্বনে তালাক দেন ও পুনরায় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া লন এবং পরে আবার তাঁহাকে তালাক দেন, এইরূপ তিনি (স্বামী) বহুবার করেন। উম্মুল মোমেনীনের দরবারে উপস্থিত হইয়া ঐ মহিলাটি এই কথা আরজ করিলেন। উম্মুল মোমেনীন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিযোগ রসুলুল্লার সমীপে পেশ করিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ্‌তায়ালার নিম্নোদ্ধৃত বাণী নাজেল হইল :— اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

তৃতীয় খণ্ড

(অন্তিমকাল)

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

এন্তেকাল

হিজ্‌রির ৫৮ সনের রমজান মাসের আরম্ভেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা পীড়িতা হইয়া পড়েন। ইহার পূর্ব্বেও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশী ভাল ছিল না। কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভেই তিনি একে একে দুইটি শোক পান—রসুলুল্লার ও হঃ আবুবকরের এন্তেকাল। জীবনে তিনি সুখ-সম্ভোগ বা বিশ্রামলাভ কি তাহা জানেন নাই। ইসলামের খেদমতে তিনি চিন্তায় ও কাজে সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন। পরিশেষে তাঁহার প্রিয়তম রসুলুল্লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মোস্‌লেম জগতে যখন বিদ্রোহিগণ ও বিপ্লববাদীরা খেলাফাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল ও একদল লোক ইস্‌লামের আহ্‌কাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল, তখন তিনি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয় লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে হইল "দা'ওয়াতে এস্‌লাহ" ও বিখ্যাত "জঙ্গে জামাল।" ইহার পর আসিল, তাহার জ্ঞান সাধনার কাজ। সেই কাজে তিনি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজকে ডুবাইয়া দিলেন। প্রায় ৪০০ শত ছাত্র ও ছাত্রীকে শিক্ষাদান, হাজার হাজার মাসায়েল ও ফাত্‌ওয়ার মীমাংসা করিতে যাইয়া তাঁহার পীড়িত শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বয়স ও তখন তাঁহার কম হয় নাই—তখন তিনি ৭১ বৎসরের কর্ম্ম-ক্লান্ত বৃদ্ধা। এই সময় কেহ তাঁহার শারীরিক অবস্থা কিরূপ আছে, জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন—"আল্লাহ্‌তা'য়ালার ফজলে বড় ভালই আছি।" কেহ তাঁহাকে বেহেশ্‌তের খোশ খবর দিলে তিনি বলিতেন—"আহা! আমি যদি পাথর হইতাম; হায়! আমি যদি জঙ্গলের লতা পাতাও হইতাম, তবে আমি আমার প্রশংসা শুনিতাম না।"[১] হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাস একবার এই সময় উম্মুল মোমেনীনকে দেখিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণের নিকট বলিলেন যে তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া শেষে না আবার তাঁহার (উম্মুল মোমেনীনের) প্রশংসা করিতে থাকেন, এই ভয়ে তাঁহাকে নিজ হুজ্‌রায় আসিবার অনুমতি দিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছিলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণের অনু-

১। এব্‌নে সা'দ—জুজ্‌য়ে নেসা, ৫১ পৃঃ

রোধে হঃ আবদুল্লা এব্‌নে আব্বাসকে পবিত্র হুজ্‌রাতে আসার এজাজাত দেওয়া হইল। তিনি উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে উপস্থিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন—"আপনার নাম 'আজাল' (অনাদিকাল) হইতেই উম্মুল মোমেনীন ছিল। আপনিই রসুলুল্লার প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। আপনার 'রুহ্‌' মোবারক দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিলেই আপনি আপনার বন্ধু সঙ্গিগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার ওসীলাতে আয়াতে তাইয়াম্‌মুম নাজেল করিয়াছেন। আপনার সম্বন্ধে কোর্‌আন শরীফের কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহা দিবা-রাত্রি প্রত্যেক 'মেহ্‌রাব'এ ও প্রত্যেক মস্‌জিদে তেলাওয়াত হইতেছে।', উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"এব্‌নে আব্বাস। তুমি আমার প্রশংসা আর করিও না। আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত।"[১]

মৃত্যু শয্যায় উম্মুল মোমেনীন ওসীয়াত করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে রসুলুল্লার রওজা শরীফের নিকট যেন দাফন করা না হয়; "জান্নাতে বাকী" নামক গোরস্তানে রসুলুল্লার অন্যান্য আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতের রাওজার নিকট দাফন করা হয়, এবং প্রাতের অপেক্ষা না করিয়া যেন রাত্রেই দাফন করা হয়। হঃ এব্‌নে আব্বাস তাঁহার এই ওসীয়াত শুনিয়া বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! আপনাকে আপনার পিতা ও প্রিয় স্বামী রসুলুল্লার নিকট দাফন করিলে ভাল হইত।" ইহা শ্রবণ মাত্রই উম্মুল মোমেনীন বলিয়া উঠিলেন—"আহা! তাহা হইলে আমার অতীত আমল নামা মুছিয়া ফেলিয়া এখন নূতন আমল আরম্ভ করিতে হইবে। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর আমার দ্বারা এক এজ্‌তেহাদে [দা'ওয়াতে এস্‌লাহের জন্য] গলদ হইয়াছে। সুতরাং এই পবিত্র হুজ্‌রাতে রসুলুল্লার পদপার্শ্বে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকার উপযুক্ত নহি।"[২]

প্রায়ই দেখা যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ মহৎ ব্যক্তিগণ জীবনের শেষকালে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে ও কথাবার্ত্তায় নানাভাবে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুতাপই যে জীবনের ব্যর্থতার প্রমাণ, তাহা নহে। মানুষের জীবনে কত লোভ প্রলোভন, কত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হয়—কখনও যদি তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত সারে কোন ভুল হইয়া থাকে, তাহার জন্য তাহাদের চিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। তাই তাঁহারা এই অজ্ঞাত ভুল ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লার নিকট নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে

১। বোখারী—মোনাকেবে আয়েশা; তাফসীরে দুররায়ে নূর; মোস্‌তাদরেকে হাকেম; মোসনদ এব্‌নে হাম্বল।

২। বোখারী—আওয়াখেরে কেতাবুল জানায়েজ;

সমর্পণ করেন। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা এইভাবে তাঁহার জীবনের শেষভাগে অনুতাপ প্রকাশ করিতেন।

হিজ্‌রির ৫৮ সনের রমজান মাসের ১৭ই তারিখ [১৩ই জুন ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে] শনিবারে দিনগত রাত্রে "তারাবীহ" নামাজের পর উম্মুল মোমেনীন এই নশ্বর পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজে'উন"। শোকাতুর আত্মীয়দের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আন্‌সারগণ আপন আপন ঘর হইতে বাহির হইলেন। জানাজার নামাজে এত ভীড় হইয়াছিল যে মোসলমানদের এত বড় জামা'য়াত কদাচিৎ দেখা যায়। স্ত্রীলোকগণের ভীড় দেখিয়া ঈদের দিনের মত মনে হইত। উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মা উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার এন্তেকালের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন—"আয়েশার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজেব। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী ও রসুলুল্লার প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন"।[১] উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মা আরও বলিয়াছিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালার রহ্‌মত তাঁহার উপর বর্ষিত হউক। হঃ আবুবকরের পর তিনিই রসুলুল্লার অতি প্রিয় ছিলেন"।[২]

হঃ আবু হোরায়্‌রা ঐ সময়ে মদীনার শাসন কর্ত্তার পদে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি উম্মুল মোমেনীনের জানাজার নামাজের ইমামতী করিলেন। উম্মুল মোমেনীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভগ্নী-পুত্রগণ—হঃ কাসেম এব্‌নে মোহাম্মদ, আবদুল্লা এব্‌নে আবদুর রাহমান, আবদুল্লা এব্‌নে 'আতীক ও হঃ ওর্‌ওয়া এব্‌নে জোবায়ের এবং আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের তাঁহার পবিত্র শবকে কবরে স্থাপন করেন, এবং তাঁহার ওসীয়াত অনুযায়ী রাত্রেই তাঁহার পবিত্র শবকে জান্নাতুলবাকী'তে দাফন করা হইল।[৩] মদীনা শরীফ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। রসুলুল্লার পবিত্র হেরেমের সমুজ্জ্বল প্রদীপ আজ নির্ব্বাপিত হইল।

তাবে'য়ী হঃ মাস্‌রূক বলেন যে যদি তাঁহার মানব-পূজার ভয় না থাকিত, তাহা হইলে তিনি উম্মুল মোমেনীনের জন্য "হাল্‌কারে মাতম" প্রথা প্রবর্ত্তন করিতেন। কতিপয় কূফা ও মিসরবাসী হঃ আবু আউয়ুব আন্‌সারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়শা সিদ্দীকার মৃত্যুতে মদীনাবাসিগণ কতদূর শোকাকুল হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিলেন—"যাহাদের তিনি মা ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার এন্তেকালে বড়ই শোকাতুর হইয়াছিলেন।"

১। মোস্‌তাদরেকে হাকেম ২। মোস্‌নদে তায়ালসী

৩। মোস্‌তাদরেকে হাকেম

উম্মুল মোমেনীন সামান্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহাও কেবল একটি জঙ্গল ছিল। ইহা তাঁহার ভগ্নী হঃ আস্‌মার অংশে পড়িল। আমীর মোয়াবিয়া ঐ জঙ্গলটি পুন্য ও পবিত্র মনে করিয়া ১০০০০০ দের্‌হাম মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন। হঃ আস্‌মা ঐ অর্থ নিজ গরীব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বভাব ও চরিত্র

উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জীবন যেরূপ কর্ম্মময়, চরিত্রও সেরূপ নির্ম্মল, এবং শরীরের গঠনও সেরূপ সুন্দর ছিল। জীবনের প্রথমভাগে তাঁহার শরীর খুব ক্ষীণ ছিল, কিন্তু রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তাঁহার শরীর ক্রমে ক্রমে স্থূল হইয়া পড়ে। তাঁহার গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল রক্তাভ গৌরবর্ণ, দেহের গঠনও মুখ-শ্রী অনিন্দ্য সুন্দর ও লাবণ্যময় ছিল।[১]

শরীর গঠন।

সর্ব্বদা আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকা হেতু পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। জীবনে কখনও তিনি এক সঙ্গে একজোড়া পরণের কাপড়ের বেশী ব্যবহার করেন নাই। ইহাই ধুইয়া ধুইয়া পরিতেন। তাঁহার একটি মাত্র কোর্ত্তা ছিল—মূল্য মাত্র ৫ দের্‌হাম। ইহা ঐ সময়ের হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। রসুলুল্লার জীবদ্দশায় তিনি তাহা মাঝে মাঝে গায়ে দিতেন। কিন্তু রসুলুল্লার এন্তেকালের পর উহা আর তিনি ব্যবহার করেন নাই। পরণের কাপড়, উড়নী ও বোর্‌কা দ্বারাই তিনি তাঁহার পবিত্র দেহকে ঢাকিতেন। পাঁড়া প্রতিবেশীর বিবাহ শাদীতে দুলহিনের জন্য ঐ কোর্ত্তা হাওলাত স্বরূপ দেওয়া হইত। কখনও কখনও তিনি জাফ্‌রানের রং দ্বারা কাপড়কে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিতেন। সময়ে সময়ে অলঙ্কারাদিও ব্যবহার করিতেন। কণ্ঠে ইমেন দেশীয় প্রস্তুত কাল ও সাদা মোহর যুক্ত একগাছি হার ছিল, অঙ্গুলিতে স্বর্ণের আংটি পরিতেন।[২]

১। বোখারী—ওয়াকেয়ায়ে এফ্‌ক; আবুদাউদ—বাবুস সাবক; মোস্‌নদে আহ্‌মদ এব্‌নে হাম্বাল।

২। বোখারী—বাবুল এস্‌তেরারা লিল্‌ আরুস্‌।

চরিত্র

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত সেই পবিত্র চরিত্রবানের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার মহান চরিত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা কোর্‌আন শরীফে বলিতেছেন—আপনিই উন্নতম চরিত্রের চরম সীমায় উপবিষ্ট আছেন (اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ)।" এই মহান আদর্শ পুরুষের সংসর্গে আসিয়া উম্মুল মোমেনীন স্বভাব-চরিত্রে, ও আধ্যাত্মিকতায় চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

মানুষ তাহার স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করে, তাহা দেখিলেই তাহার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা তাঁহার সপত্নীগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের অবতারণা করিব।

সপত্নিগণের প্রতি ব্যবহার

সাধারণতঃ সপত্নী সপত্নী সহ্য করিতে পারে না। স্বামীর ভালবাসাকে কোন স্ত্রীলোকই ভাগ করিয়া ভোগ করিতে চায় না। প্রকৃত পক্ষে বিনা অজুহাতে ও বিনা কারণে সতীন সতীনের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকাকে এক সঙ্গে ৯ জন সপত্নীদের সঙ্গে বসবাস করিতে হয়। রসুলুল্লার শিক্ষায় ও সংসর্গের ফলে এবং পত্নীদের পরস্পর আদর্শ ব্যবহারে তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন বড় নির্ম্মল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা উম্মুল মোমেনীনের কথাতেই কি ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহাই ভাবিবার বিষয়! উম্মুল মোমেনীন একদিন কথায় কথায় রসুলুল্লাকে বলিলেন—"রসুলুল্লা! আমরা ১০ জন; আমি, আপনার ভালবাসার যোল আনার দশ ভাগের এক ভাগ। আপনার উপর আমার যে অধিকার বাকী '৯ জনেরও তাহাই—কিন্তু আমি দেখি আপনি যেন আমাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন।" রসুলুল্লা বলিলেন তাহা অসম্ভব। খাদীজাতুল কোব্‌রার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা কি আপনার মনে নাই? খাদীজাকে আমি যেমন ভালবাসিতাম, তেমন আপনাদের প্রত্যেককেই ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়া থাকি।"

উম্মুল মোমেনীন হঃ খাদীজাতুল কোব্‌রার এন্তেকালের পর নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে রসুলুল্লাকে একে একে ১১ বিবাহ করিতে হইয়াছিল। হিজ্‌রি ৩য় সনে রসুলুল্লার সহিত উম্মুল মাসাকীন হঃ জায়নাবের বিবাহ হয়। তিনি বিবাহের

২।৩ মাস পরেই এন্তেকাল করেন। বাকী ১০ জন রসুলুল্লার মৃত্যুকালেও জীবিতা ছিলেন। তাঁহাদের সহিত উম্মুল্ মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। নিম্নে তাহাদের নাম ও বিবাহ-সন দেওয়া গেল :—

	নাম	বিবাহ-সন
(১)	উম্মুল মোমেনীন হঃ সাওদা	হিজরি-পূর্ব্ব ৩য় সনে বা নবুয়তের ১০ম সনে
(২)	” ” হঃ আয়েশা সিদ্দীকা	” ” ”
(৩)	” ” হঃ হাফ্সা	হিজরির ৩য় সনে
(৪)	” ” হঃ উম্মে সাল্মা	” ৪র্থ ”
(৫)	” ” হঃ জোওয়ায়রিয়া	” ৫ম ”
(৬)	” ” হঃ জায়নাব	” ” ”
(৭)	” ” হঃ উম্মে হাবীবা	” ৬ষ্ঠ ”
(৮)	” ” হঃ মায়্মুনা	” ৭ম ”
(৯)	” ” হঃ সোফীয়া	” ” ”
(১০)	” ” হঃ মারীয়ায়ে কেব্তীয়া	” ” ”

উম্মুল মোমেনীন হঃ খাদীজতুল কোব্রার জীবিত অবস্থায় উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার বিবাহ হয় নাই। হঃ আয়েশা সিদ্দীকা রসুলুল্লার নিকট হঃ খাদীজার বিষয় যাহা আগ্রহ সহকারে জানিয়াছেন, তাহা তিনি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মৃত সপত্নীর প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"রসুলুল্লা হঃ খাদীজাকে শুধু ভালবাসিতেন না, তাঁহাকে যথেষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও রসুলুল্লা তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই; প্রতি বৎসর তাঁহার নামে কোর্বানী করিতেন; তাঁহার সখীদিগকে সাওগাত পাঠাইতেন। বাস্তবিকই হঃ খাদীজা ছিলেন রসুলুল্লার অতীতের স্মৃতি।"[১] উম্মুল মোমেনীন হঃ খাদীজার বুজর্গি ও ফাজীলাতে হঃ আয়েশা সিদ্দীকার কোনও সন্দেহ ছিল না। রসুলুল্লা তাঁহাকে জান্নাতবাসিনী বলিয়া গিয়াছেন, হঃ খাদীজা ইস্লামের প্রারম্ভে রসুলুল্লাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন, সান্ত্বনা দিয়াছেন, বিপদে কিরূপ অচল অটল সঙ্গিনী ছিলেন, এবং রসুলুলার অত্যাচার ও অবিচারের সময়

উম্মুল মোমেনীন হঃ খাদীজাতুল কোব্রা।

১। বোখারী—ফাজায়েলে খাদীজা

কিরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—এইরূপ নানাবিষয়ে আমরা উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার মুখে শুনিতে পাই।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার আক্‌দের ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে রসুলুল্লা হঃ সাওদাকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় হঃ সাওদার বয়স ৫৫ বৎসর ছিল, আর হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ছিলেন মাত্র ৯ বৎসরের। হঃ আয়েশা সিদ্দীকা 'আক্‌দের পর ৫ বৎসর পিত্রালয়ে ছিলেন। এই সময় হঃ সাওদাই রসুলুল্লার একমাত্র সহধর্ম্মিনী ছিলেন। হঃ আয়েশা স্বামী গৃহে আসিয়া হঃ সাওদাকে পাইলেন। সাংসারিক কার্য্যে হঃ আয়েশা হঃ সাওদার অনেক পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহা ব্যতীতও হঃ আয়েশা হঃ সাওদার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। হঃ আয়েশা বলেন—"আমার অনেক বার আকাঙ্ক্ষা হইত, আমার রুহ তাঁহার পবিত্র দেহে স্থান প্রাপ্ত হউক।" হঃ আয়েশার সহিত তাঁহার কিরূপ ভাব ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত হঃ আয়েশার মুখেই শুনা যাউক—"আমি একদিন হারীসা পাকাইয়া রসুলুল্লার নিকটে আনিলাম। হঃ সাওদাও তখন সেখানে বসিয়াছিলেন। দুইবার তাঁহাকে উহা আমাদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি দুইবারই খাওয়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম—'যদি আপনি না খান, আমি আপনার মুখে হারীসা মাখাইয়া দিব।' হঃ সাওদার মুখে আমি হারীসা মাখাইয়া দিলে তিনিও উহা আমার মুখে মাখাইয়া দিলেন। রসুলুল্লা আমাকে বলিলেন—"করেন কি? এই বয়সে সাওদা কি আপনার সহিত আটিয়া উঠিবেন?" হঃ সাওদা বলিলেন—'আয়েশার আবদার ত আমাকে বরদাস্ত করিতেই হইবে।'"[১]

উম্মুল মোমেনীন হঃ সাওদা।

হিজ্‌রির ৩য় সনে উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সা রসুলুল্লার বিবাহ-বন্ধনে আসেন। এই হিসাবে তিনি উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার সঙ্গে ৮ বৎসর ছিলেন। হঃ হাফ্‌সাই তাঁহার পিতা হঃ ওমর ফারুকের চক্ষুর মণি ছিলেন। যেইরূপ হঃ আবুব্‌কর সিদ্দীক ও হঃ ওমর ফারুকের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও ভালবাসা ছিল, তদ্রূপ এই দুই মহিলার মধ্যেও সৌজন্য ও প্রীতি যথেষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সা একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশাও তাঁহার নিকট নানাবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা শুনিতেন, এবং উভয়েই

উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সা।

১। বোখারী ও মোস্‌লেম—কেতাবুন নেকাহ্‌

সহোদরা ভগ্নীর মত থাকিতেন। সফ্‌রেও উভয়েই কোন কোন সময় রসুলুল্লার সঙ্গিনী হইতেন।[১]

বানী মোস্‌তালীকের ২য় যুদ্ধে রসুলুল্লার সহিত উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সা ছিলেন। রসুলুল্লা প্রত্যেক রাত্রেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার হাওদাতে আসিয়া কতক্ষণ থাকিতেন ও তৎপরে উম্মুল মোমেনীন হঃ হাফ্‌সার হাওদাতে যাইতেন। কৌতুকচ্ছলে হঃ হাফ্‌সা হঃ আয়েশার হাওদা বদলাইয়া দিলেন। দস্তুর মত রসুলুল্লা হঃ আয়েশার হাওদাতে আসিলেন। সালামান্তে দেখিলেন—"হঃ হাফ্‌সা বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার আলাপ হইল। রাত দু প্রহরের সময় তাঁহাদের কাফেলা আর এক মন্‌জিলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইদিকে হঃ আয়েশা রসুলুল্লার জন্য নিজ হাওদাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আশা, রসুলুল্লা তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব হাওদাতে না পাইলে এথায় চলিয়া আসিবেন ; কিন্তু রসুলুল্লাকে না পাইয়া হঃ আয়েশা কাঁদিতে লাগিলেন। কাফেলা থামিলে তিনি হাওদা হইতে নগ্নপদে ঘাসের উপর নামিয়া পড়িলেন ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"আল্লাহ্‌তায়ালা! আমি বোন হাফ্‌সাকে ত কিছু বলিতে পারিনা। আমাকে কেন কাল-সাপ দ্বারা মারিয়া ফেল না ? আমি আর রসুলুল্লার বিরহ সইতে পারি না। আমার মৃত্যুই শ্রেয়।"[২] এই ঘটনা হইতে ইহা কি বুঝা যায় না যে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার নারী জাতীয় গুণাবলী কতদূর ছিল ও তিনি রসুলুল্লাকে কতদূর ভালবাসিতেন ?

উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মা।

হঃ উম্মে সাল্‌মার আসল নাম ছিল হিন্দ। তিনি আবু উমাইয়ার কন্যা ছিলেন। তাঁহার স্বামী আবদুল্লা এব্‌নে আবদুল আসাদের মৃত্যুর পর হিজ্‌রির ৪র্থ সনে তিনি রসুলুল্লার জাওজীয়াতে আসেন। তিনি নবী মহিষীগণের মধ্যে অতি বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। ফেকাহ্‌ ও নানা প্রকার রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন। রসুলুল্লাও তাঁহাকে সম্মান করিতেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে হঃ উম্মে সাল্‌মা রসুলুল্লাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন আরব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। অনেক সময় নবী পত্নিগণ তাঁহাকে মুখপাত্র করিয়া রসুলুল্লার নিকট পাঠাইতেন।[৩]

১। বোখারী—বাবুত তাহ্‌রীম ; বাবুল ইলা, তিরমিজী—মোনাকেবে হঃ সোফিয়া
২। বোখারী—আল-কোর্‌'আ বায়নান্‌ নেসায়ে ফিস্‌ সাফারে।
৩। সহী মোস্‌লেম—ফাধ্‌লে আয়েশা।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা বলেন যে তিনি উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহার হুজ্‌রায় আসিলে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত নিজ আসন ছাড়িয়া দিতেন। আদর করিয়া কখনও কখনও হঃ উম্মে সাল্‌মা তাঁহার ললাটে চুম্বন দিতেন। রসুলুল্লার সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মার আলোচনা চলিলে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা তাহা অতি মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেন। আবার কোন সময় কোর্‌আন শরীফের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ হইলে, তাঁহার যুক্তি শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা অত্যন্ত আমোদ পাইতেন।

উম্মুল মোমেনীন হঃ জোওয়ায়রিয়া

হিজ্‌রির ৫ম সনে হঃ জোওয়ায়রিয়ার সঙ্গে রসুলুল্লার বিবাহ হয়। তাঁহার ও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার মধ্যে কোনও প্রকার মনোমালিন্য ছিল না। তাঁহার বিষয় হঃ আয়েশা বলেন—"জোওয়ায়রিয়া অতি মিষ্টভাষিণী ও শিষ্টচারিণী মহিলা ছিলেন। তাঁহার মধ্যে এমন একটা মধুর কমনীয়তা বিদ্যমান ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে দর্শকের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব উদয় হইত। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা আরও বলেন—"জোওয়ায়রিয়া হইতে অন্য কোন নারী আপন কাওমের অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। কারণ বানী মোস্‌তালিকের যুদ্ধে যখন তাঁহার স্ববংশীয়গণ পরাজিত ও বন্দি তখন রসুলুল্লা হঃ জোওয়ায়রিয়ার খাতিরেই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে হঃ জোওয়ায়রিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মমতা করিতেন ও তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের অনেক ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতেন। তিনি তাঁহার সাহায্যে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইতেন এবং হঃ জোওয়ায়রিয়াও হঃ আয়েশার বিষণ্ণ চেহারা দেখিলে তাহাকে প্রফুল্ল করিতে প্রয়াস পাইতেন।[১]

উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাব বেন্‌তে জাহ্‌হাশ।

উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাব বেন্‌তে জাহ্‌হাশ রসুলুল্লার ফুফাত ভগ্নী ছিলেন। হিজ্‌রির ৫ম সনে রসুলুল্লা তাঁহাকে বিবাহ করেন। উম্মুল মোমেনীন ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইস্‌লাম ধর্ম্ম-নীতি পালনে জাহ্‌হাশ-কন্যা জায়নাব হইতে উত্তম কোনও নারী হইতে পারেনা। তিনি ধর্ম্ম-ভীরু, অতি সত্য-ভাষিনী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহবতী, দানশীলা মহিলা ছিলেন। ইঁহার উপরে

১। এব্‌নে সা'দ—তারজামায়ে জোওয়ায়রিয়া

আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত বর্ষিত হউক। নিশ্চয় তিনি এই দুনিয়াতেও অতি উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমেই তাঁহার সঙ্গে রসুলুল্লার বিবাহ হয়। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া কোর্‌আন শরীফে কতিপয় আয়াতও নাজেল হইয়াছে।"

উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাব রসুলুল্লার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যখন নবী-কুটিরে আসিলেন, তখন উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশাই সকলের মুখ পাত্র হইয়া তাঁহাকে মোবারক বাদ দিয়াছিলেন। হঃ আয়েশা হঃ জায়নাবকে সর্ব্বদা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন। এফ্‌কের ঘটনায় মোনাফেকেরা হঃ আয়েশাকে অসতী বলিয়া রটনা করিয়াছিল, এবং উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাবের ভগ্নী হাম্‌নাও এই মোকাজ্‌জেবীন (কুৎসা রটনাকারীদের) মধ্যে অন্যতম ছিল। রসুলুল্লা যখন হঃ জায়নাবকেই হঃ আয়েশার চরিত্র ও সতীত্ব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হঃ জায়নাব জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"তাওবা, তাওবা, আয়েশা পরম সতী ইহাই জানি। এই সব গুজব একেবারেই মিথ্যা। আজ হইতে আয়েশা আমার কাছে হাম্‌না হইল। হাম্‌না আমার ভগ্নী নয়; হাম্‌নাকে পাইলে জিজ্ঞাসা করিব এ ষড়যন্ত্র কেন?"[১]

একদিন হঃ জায়নাব উম্মুল মোমেনীন হঃ সোফিয়াকে "ইয়াহুদিয়া" বলিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে রসুলুল্লা তাঁহার উপর নারাজ হইয়াছিলেন, এবং দুই মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি হঃ আয়েশার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি রসুলুল্লাকে অনেক যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া হঃ জায়নাবের এই কসুর ক্ষমা করাইয়াছিলেন।[২]

উল্লিখিত এই দুই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা ও উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাবের মধ্যে যথেষ্ট সৌজন্য ও সদ্ভাব, প্রীতি ও ভালবাসা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল।

উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে হাবীবা হঃ আবু সুফ্‌ইয়ানের কন্যা ও আমীর মোয়াবিয়ার সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিরাশ্রয়া হইলে রসুলুল্লা তাঁহাকে হিজ্‌রির ৬ষ্ঠ সনে বিবাহ করেন। হঃ উম্মে হাবীবার সহিত উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে হাদীস গ্রন্থ সমূহে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও "আস্‌মাউর্‌ রেজাল" নামক গ্রন্থে উল্লেখ

উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে হাবীব

১। বোখারী—তাফসীরে আয়াত লা তাদ্‌খুলু বুয়ুতান্ নাবীয়ে। ২। ঐ—কেস্‌সায়ে এফ্‌ক

আছে—"হঃ উম্মে হাবীবা মৃত্যু শয্যায় হঃ আয়েশাকে সর্ব্ব প্রথমে ডাকেন। হঃ আয়েশা তাঁহার পার্শ্বে আসিলে হঃ উম্মে হাবীবা বলিলেন—'বোন। সতীনদের মধ্যে কোন না কোন ঝগড়া হইয়াই থাকে। আমাদের মধ্যে ইহার কিছুই হয় নাই, তবে অজ্ঞাতে যদি কোনও মনোবাদ হইয়া থাকে, আপনি আমাকে তাহা মাফ করুন; আল্লাহ্‌তায়ালাও আমাদিগকে মাফ করিবেন।' হঃ আয়েশা বলিলেন—'কোনও দিন যে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়াছে, তাহা মনে নাই, অজ্ঞাত দোষের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে মাফ করিবেন।' ইহাতে হঃ উম্মে হাবীবা বলিলেন—'আপনার কথায় খুশী হইলাম—আমি চলিয়া যাইতেছি, দুনিয়ায় আপনারা যেন পূর্ব্ব-মত নির্ব্বিপদে থাকেন। আমীন্!'"[১]

উম্মুল মোমেনীন হঃ মায়মুনা।

উম্মুল মোমেনীন হঃ মায়মুনা রসুলুল্লার চাচা হঃ হাম্‌জার বিধবা পত্নী ছিলেন। তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্যই রসুলুল্লা তাঁহাকে হিজ্‌রির ৭ম সনে বিবাহ করেন। হঃ আয়েশা প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতেন ও বিভিন্ন কাবীলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁহার এন্তেকালের কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন—"আজ আমি আমার এক অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলাম। হঃ মায়মুনা আমাদের চেয়ে বেশী পরহেজগার ও মোত্তাকী ছিলেন।"[২]

উম্মুল মোমেনীন হঃ সোফীয়া।

উম্মুল মোমেনীন হঃ সোফীয়া খায়বারের ইহুদি রাজ-কন্যা ছিলেন। হিজ্‌রির ৭ম সনে খায়বার বিজয়ের পর রসুলুল্লা তাঁহাকে বিবাহ করেন। হঃ আয়েশা বলেন—"হঃ সোফীয়া অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তিনি নানা প্রকার পাক জানিতেন। তাঁহার মত পাক-প্রণালীতে পটু মহিলা আমি জীবনে কাহাকেও দেখি নাই। তিনি প্রায়ই নানা প্রকারে গোশ্‌ত পাকাইয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। রসুলুল্লা আমার হুজ্‌রায় তশ্‌রীফ মোবারক আনয়ন করিলে, অনেক সময় আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতাম ও রসুলুল্লার নিকট হইতে আমরা নানা প্রকার ওয়াজ ও নসীহতের কথা শ্রবণ করিতাম। আমরা সকলেই হঃ সোফীয়ার মধুর ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট থাকিতাম। তিনি আমাকে নিজ ভগ্নীর মত ভালবাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতাম। তাঁহার মত এত

১। এব্‌নে সা'দ—জুজ্‌য়ে নেসা ৭১পৃঃ

২। আস্‌মাউর রেজাল।

দয়াবতী ও নিজ আত্মীয়-স্বজনদের আশ্রয়দাত্রী আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখি নাই।"[১]

উম্মুল মোমেনীন হঃ মারিয়ায়ে কেব্‌তীয়া

উম্মুল মোমেনীন হঃ মারিয়ায়ে কেব্‌তীয়া আফ্রিকার সম্রাট মিকাউকাসের চাচত ভগ্নী ছিলেন। হিজরির ৭ম সনে সম্রাটের অনুরোধে রসুলুল্লা তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পবিত্র গর্ভেই হঃ ইব্রাহীমের জন্ম হয়। উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা হঃ মারিয়ায়ে কেব্‌তীয়াকে বড় আদর ও স্নেহ করিতেন। এমন কি সময় সময় তাঁহাকে দা'ওয়াত করিয়া খাওয়াইতেন; কোন কোন সময় তাঁহার কেশ বিন্যাস করিয়া আরবদের মত বেণী বাঁধিয়া দিতেন। তাঁহার ছেলে হঃ ইব্রাহীমকে জন্মের ১০।১২ দিন পর হঃ আয়েশা সিদ্দীকা নিজ হুজ্‌রায় রাখিয়া তাঁহাকে লালন পালন করিয়া ছিলেন।

সপত্নী হঃ জায়নাব ও হঃ সোফীয়ার সঙ্গে হঃ আয়েশার মনোমালিন্য ও ঝগড়ার কথার মিথ্যা প্রমাণ।

উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাব ও হঃ সোফিয়ার সঙ্গে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ব্যবহার সম্বন্ধে ৩টি রওয়ায়েত প্রায় প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হঃ জায়নাবের সঙ্গে রাত্রে ঝগড়ার কথা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি হঃ সোফীয়ার পেয়ালা ভাঙ্গা ও তাঁহাকে "ইয়াহুদীয়া" বলিয়া গালি দেওয়ার রওয়ায়েত। আর একটি রওয়ায়েত কোনও সর্দ্দার কন্যাকে ধোকা দেওয়া। এই রওয়ায়েত চতুষ্টয়ের সত্যাসত্যের বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা মনগড়া রওয়ায়েত। রওয়ায়েত চারিটি এই :—

(১) সহী মোস্‌লেম শরীফে "বাবুল কাস্‌ম বাইনাজ্‌ জাওজাত" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হিজ্‌রীর ৬ষ্ঠ সনের রমজান মাসের কোনও এক রাত্রে উম্মুল মোমেনীন হঃ জায়নাব উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার হুজ্‌রায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে দরিদ্রতা বশতঃ ঘরে প্রায় রাত্রেই প্রদীপ জ্বলিত না। ইত্যবসরে রসুলুল্লা ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের এক কোণের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন! হঃ আয়েশা রসুলুল্লাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"সেখানে জায়নাব আছেন।" ইহাতে হঃ জায়নাব ক্রোধে অধীর হইয়া হঃ আয়েশাকে কিছু কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে হঃ আয়েশাও তাঁহার কথার প্রতি উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সময় হঃ আবুবকর বাহিরে মস্‌জিদে ছিলেন।

এই রওয়ায়েতের প্রথম রাবী হঃ আনাস এব্‌নে মালেক। তিনি রসুলুল্লার খেদমতগার ছিলেন। পর্দ্দার আদেশ নাজেল হওয়ার পর তিনি উম্মাহাতুল মোমেনীনগণের হুজ্‌রাতে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হিজ্‌রির ৫ম সনের পরের কথা। কাজেই নবী-হেরেমের কথা হঃ আনাসের প্রত্যক্ষ জানা সম্ভব নহে। সুতরাং এই রাবীর প্রমাণ ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সেই রাত্রে ঘরে প্রদীপ

১। এব্‌নে সা'দ—তার্‌জামায়ে সোফিয়া।

না থাকায় ও হঃ রসুলুল্লা জায়নাবের গতিবিধি বাহির হইতে লক্ষ্য করা হঃ আনাসের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। তৃতীয়তঃ হঃ আবুবকর সর্ব্বদাই কোন কিছু অপ্রিয় বিষয় শুনিলে স্বয়ং হঃ আয়েশাকে যাইয়া সতর্ক করিতেন। এই সময়ে তিনি মস্‌জিদে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া বলা হয়, কিন্তু কোন প্রকার তাম্বি করার কথা কোন গ্রন্থেই উল্লেখ নাই। সুতরাং এই হাদীসের সত্যতার বিষয় অনেক সন্দেহ আছে।

(২) উম্মুল মোমেনীন হঃ সোফীয়ার পাক-প্রণালী অত্যন্ত ভাল ছিল। হঃ আয়েশা ও হঃ সোফীয়া উভয়েই একদিন রসুলুল্লার জন্য গোশ্‌ত পাকান। হঃ সোফীয়ার পাক শীঘ্র হইয়া যাওয়ায়, তিনি গোশ্‌ত একটি পেয়ালাতে করিয়া হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় রসুলুল্লার খেদমতে একজন খাদেমা দ্বারা পাঠাইয়া দেন। এদিকে হঃ আয়েশার পাক তখনও শেষ হয় নাই। তিনি ইহাতে নিজের মেহনত বরবাদ হয় দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন, এবং এক ঝাপটে খাদেমার হাত হইতে ঐ গোশ্‌তের পেয়ালা ফেলিয়া দিলেন। পেয়ালাটি মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রসুলুল্লা নীরবে ভগ্ন টুকরা-গুলি একত্র করিতে লাগিলেন, এবং খাদেমাকে বলিলেন—"তোমার মা রাগ করিয়াছেন।" অল্পক্ষণ পরেই হঃ আয়েশার নিজ আচরণের প্রতি ধিক্কার আসিল। তিনি তখন রসুলুল্লার খেদমতে আরজ করিলেন—"রসুলুল্লা! এই অপরাধের কাফ্‌ফরা কি?" রসুলুল্লার এর্‌শাদ হইল—"এইরূপ এক পেয়ালা ও এইরূপ খানা (খাবার)।" সুতরাং একটি নূতন পেয়ালা হঃ সোফীয়াকে প্রদান করা হইল।

এই রওয়ায়েত হাদীস সহী বোখারী শরীফ হইতে লওয়া হইয়াছে। যদি অপ্রিয় বিষয় একটু আলোচনা করা যায় তাহা হইলে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে জানা যাইতে পারে। পেয়ালা ভাঙ্গার কথা প্রত্যেক হাদীসের গ্রন্থেই দেখা যায়; কিন্তু বোখারী ও সহী মোস্‌লেম শরীফে হঃ আয়েশার নাম উল্লেখ নাই। সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, মোস্‌নদ এব্‌নে হাম্বল এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর হাদীস গ্রন্থে রাবী হঃ আয়েশার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদীসের রাবী জাস্‌রাত বেন্‌তে দাজাজানা। যদিও তাঁহার কথা আজ্‌লি এব্‌নে হাব্‌বান মানিয়া লইয়াছেন, তথাপিও মাওলানা ইমাম বোখারী নিম্নলিখিত রায় দিয়াছেন:—

(ক) জাস্‌রাতের রওয়াতে অনেক ভিত্তিহীন কথা আছে [تهذيب] (عند جسرة عجائب)

(খ) এব্‌নে হাজ্‌ম এই হাদীসকে বাতিল করিয়াছেন; মশহুর হাদীস নয়, ثقاهت —সত্যতার সহিত معروف —জানা নাই; আবার কোন কোন ইমামের মত এই:—

(গ) ইঃ আহ্‌মদ এবনে হাম্বল— لاباس به —তাঁহার রওয়ায়েতের কোন মূল্য নাই। তিনি আরও বলেন—খেতাবীর রওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—মাজ্‌হুল্ ও মাজ্‌হুলুল্ হাল।

(৩) হাদীস তির্‌মিজী শরীফে উল্লেখ আছে—এক সময় হঃ সোফীয়া কাঁদিতেছিলেন। রসুলুল্লা তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—হঃ আয়েশা ও হঃ হাফ্‌সা 'আমাকে "ইয়াহুদিয়া" বলিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা আপনার নিকট বেশী সম্মানিত ও শ্রদ্ধাস্পদ।

১। তাহ্‌জীব

কেননা উভয়েই তাঁহারা আপনার মহিষী ও চাচাত বোন। রসুলুল্লা তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন—"আপনি কেন বলিলেন না—আপনারা কিরূপে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত ; যেহেতু আমার স্বামী হজরত মোহাম্মদ (স), পিতা হারুন (আঃ) ও মুসা (আঃ) চাচা (অর্থাৎ হঃ হারুণ ও হঃ মুসা) হইতেই আমাদের বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। এই রওয়ায়েতকে সমস্ত মোস্‌লেম ঐতিহাসিকেরা নকল করিয়াছেন ; কিন্তু অবশেষে তিরমিজী এই রওয়ায়েত সম্বন্ধে যে রায় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

এই হাদীস গরীব (দুর্ব্বল)। আমরা হাশেম কুফীর এই রওয়ায়েত ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীস জানিতে পারিনা, এবং ইহার সনদ বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هاشم الكوفى و ليس اسناده بذالك . (فضل ازواج النبي)

(২) হাশেম কুফীর সম্বন্ধে মোহাদ্দেসগণের এই অভিমত :—

(ক) ইঃ আহ্‌মদ— لا نعرفه —আমি তাঁহাকে জানিনা।

(খ) এবনে মুঈন— ليس بشيء —ইহা কিছুই নহে।

(গ) আবু হাতেম— ضعيف الحديث —এই হাদীস জঈফ

(ঘ) এবনে 'আদী— مقدار ما يرويه لا يتابع عليه —অন্যান্য ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিধগণ ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

অতঃপর হঃ আনাসের বর্ণিত যে হাদীস আছে তাহাতে হজরত আয়েশার নাম উল্লেখ নাই। এব্‌নে হামবলের মোস্‌নদে উল্লেখ আছে—একরাত্রে হঃ উম্মে সাল্‌মা হঃ আয়েশার হুজ্‌রায় বসিয়াছিলেন। রসুলুল্লা বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রদীপ না থাকা বিধায় রসুলুল্লা হঃ উম্মে সাল্‌মা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেদিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া হজরত আয়েশা নীরবে সে দিকে না যাইবার জন্য ইশারা করিতেছিলেন। কিন্তু রসুলুল্লা প্রথমে তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন নাই। পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে উম্মুল মোমেনীন হঃ উম্মে সাল্‌মা বিমর্ষ হইলেন ও হঃ আয়েশাকে অনেক মন্দ ও কড়া কথা বলিলেন, এবং হঃ আয়েশার হুজ্‌রা ত্যাগ করতঃ হঃ ফাতেমার সমীপে গমণ করিয়া বলিলেন—"আয়েশা তোমাকে এইরূপ এইরূপ বলিলেন।" এই হাদীসের দ্বিতীয় রাবী 'আলী এবনে জায়েদ তায়্‌মী। এতদ্‌ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ইমামদের অভিমত এই :—

(১) এবনে সা'দ—ইহা জঈফ, ইহা দ্বারা দলিল দেওয়া চলে না (فيه ضعف ولا يحتج به)

(২) আহ্‌মদ—সু-সিদ্ধ নহে ; কিছুই না ; জঈফ হাদীস ; (ضعيف الحديث ; ليس بشيء ; ليس بالقوى)

(৩) ইয়াহ্‌ইয়া—জঈফ ; সবদিক দিয়াই জঈফ (ضعيف في كل شيء ; ضعيف)

(৪) জুঝানী—মনগড়া হাদীস (واهي الحديث)

(৫) হাকেম—মোহাদ্দেসীনদের নিকট সত্য নহে (ليس بالمتين عندهم)

(৬) আবু জারা—সু-সিদ্ধ নহে (ليس بالقوى)

(৭) ইমাম বোখারী—ইহা দ্বারা দলীল দেওয়া চলেনা (لا يحتج به)

এইপ্রকার মতামত অন্যান্য ইমামদেরও আছে। আলী এব্‌নে জায়েদ তায়মীর একজন শাগরেদ্‌ বলেন—"তিনি আজ যে হাদীস বলেন, আগামী দিন তাহা অন্য আর কিছু হইয়া যায়।"

প্রায় আখ্‌লাক কেতাবে এই প্রকার আরও কতিপয় ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের অধিকাংশই মূলে ওয়াকেদী ও কাল্‌বীর বিদ্রূপ বাণী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি :—

রসুলুল্লা জোয়ায়নীয়্‌ কাবীলার সর্দ্দারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যখন তুল্‌হিন মদীনাতে আসিলেন এবং রসুলুল্লা পবিত্র হুজ্‌রাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তুমি নিজকে আমার কাছে সমর্পণ কর, উত্তরে সে বলিয়া উঠিল—"এক শাহ্‌জাদী কি নিজকে এক প্রজার হাতে সমর্পণ করিতে পারেন?" তিনি তাঁহাকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে মাথায় হাত বুলাইতে চাহিলে সে বলিল—"আমি আপনার নিকট হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আল্লাহ্‌ তায়ার নিকটআশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি(اعوذ بالله منك) রসুলুল্লা ইহা শুনিয়া বলিলেন—"তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে কিছু পোষাক ও পরিচ্ছদ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এই ঘটনা সহী বোখারীর রওয়ায়েত এবং এব্‌নে সা'দ, হিশাম এব্‌নে মোহাম্মদ হইতে ইহা রওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ সর্দ্দার-কন্যাটিকে হঃ আয়েশা ও হঃ হাফসা ঐরূপ বলিবার জন্য শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আবার ইহাও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—এইরূপ বলিলে রসুলুল্লা বড়ই খুশী হইবেন। এই বর্ণনাকারী হেশাম এব্‌নে মোহাম্মদ কে? দুনিয়ার লোকে তাহাকে কাল্‌বী বলিয়া জানেন। ইনি রাফেজী। তাহার হাদীস মাত্‌রুক ও গায়রে সেকা—(অগ্রাহ্য) তাহার বিষয় ইঃ আহ্‌মদ বলেন :—

এই ব্যক্তি একজন কেচ্ছা-কাহিনী ও নসব-নামা বলিবার লোক ছিলেন। আমি জানিনা, কেহ কখনও তাহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিবার অভিপ্রায় রাখে।

انما كان صاحب سمر و نسب ما ظننت ان احدا يحدث منه

সহী বোখারীর "কেতাবুল আশ্‌রাবা" অধ্যায়ে আছে—এই কন্যা রসুলুল্লাকে না চিনিতে পারিয়া এইরূপ বেয়াদবী করিয়াছেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন, তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করিয়াছিলেন। স্বয়ং হঃ আয়েশা এই কন্যাটির বদ্‌ নসীবীর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কখনও এই কথা বলেন নাই যে তিনি এইরূপ বলিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেননা আমরা দেখিতেছি—হঃ আয়েশা নিজের কোন অন্যায় হইলেও তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

সপত্নীদের মধ্যে হঃ খাদীজা ৪টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—জায়নাব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা। হিজ্‌রির ২য় সনে হঃ আয়েশা যখন স্বামি-গৃহে আসেন, তখন গৃহে হঃ ফাতেমাই ছিলেন। অন্য ৩ জনের বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারা তখন নিজ নিজ শ্বশুরালয় থাকিতেন। ইহার এক বৎসর পরে হিজ্‌রির ৩য় সনে হঃ রোকেয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন হঃ জায়নাব ও হঃ উম্মে কুলসুম জীবিত ছিলেন এবং হিজ্‌রির ৮ম ও ৯ম সনে তাঁহারাও একে একে ইহ-লীলা সম্বরণ করেন। হঃ রোকেয়ার সঙ্গে হঃ আয়েশার দেখা মাত্র এক বৎসরের ছিল, কিন্তু হঃ জায়নাব ও হঃ উম্মে কুলসুমের দেখা ৮।৯ বৎসর কাল। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁহার আচরণ অত্যন্ত মধুর ছিল। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা দেওয়া গেল :—

সপত্নী-সন্তানগণের প্রতি ব্যবহার।

বেন্‌তুর রাসুল হঃ জায়নাব।

হঃ জায়নাব রসুলুল্লার জেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। মদীনায় হিজ্‌রত করিবার পথে তিনি শহীদ হন। হঃ আয়েশা বলেন' "রসুলুল্লা আমাকে বলিতেন—'আমার মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটি আদর্শ মেয়ে ছিল। ইস্‌লামের জন্য সে জীবন পাত করিয়াছে'।" তিনি আরও বলেন—"জায়নাব আমাকে নিজ মায়ের মত সম্মান ও ভক্তি করিত, আমিও তাঁহাকে অতিশয় আদর যত্ন করিতাম। 'কখনও কখনও আমি আমার পিতার নিকট হইতে টাকা পয়সা আনিয়া তাঁহাকেও তাঁহার স্বামীকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইতাম ও এন্'য়াম দিতাম।" এইরূপ ভালবাসা, স্নেহ ও প্রীতি না থাকিলে কি উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা এই হাদাস উল্লেখ করিতেন?

হঃ জায়নাবের উমামা নাম্নী এক মেয়ে ছিল। হঃ জায়নাবের মৃত্যুর পর হঃ আয়েশা তাঁহার মেয়ে উমামাকে নিজ হুজ্‌রায় লইয়া আসেন। তিনি তাঁহাকে বড়ই আদর ও স্নেহ করিতেন। রসুলুল্লা তাঁহাকে কোলে করিয়া মস্‌জিদে লইয়া যাইতেন ও নামাজ পড়াইতেন। নামাজ পড়াইবার সময় তাঁহাকে কাঁধে বসাইতেন। হঃ আয়েশা বলেন—"আমি ঠিক করিতে পারিতাম না যে এই উমামাকে আমিই না রসুলুল্লা বেশী পেয়ার করিতেন। এক সময় সিরিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে "মালে-গানীমাতের" সহিত একটি সুন্দর মুক্তার হারও রসুলুল্লার নিকট আসিয়াছিল। রসুলুল্লা ইহা হাতে লইয়া (কতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ হাতের মধ্যে রাখিয়া) নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। হঃ আয়েশা তখন নিকটে ছিলেন। তিনি রসুলুল্লার হাত হইতে ঐ হারগাছা লইয়া উমামার গলায় পরাইয়া দিলেন।

রসুলুল্লা হঃ রোকেয়াকে দেখিয়া হঃ খাদীজার দুঃখ ভুলিতেন। তিনি প্রায় মাসেই তাঁহাকে নাউর আনিতেন। এই সময় হঃ আয়েশা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন বলিয়া প্রায় হাদীসেই এই রওয়ায়েত পাওয়া যায়। আবিসিনিয়ার হিজ্‌রত হইতে মদীনায় আসার পর তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের মা ও কন্যার মধ্যে বেশী প্রীতির ভাব ছিল। আমীরুল মোমেনীন হঃ ওস্‌মান উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার আতিথ্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে তিনি হঃ খাদীজার প্রকৃত স্থলাভিষিক্তা শ্বাশুড়ী ছিলেন।

বেন্‌তুর্ রাসুল হঃ রোকেয়া।

হঃ উম্মে কুলসুমের সঙ্গে হঃ আয়েশার জীবন কালের ঘটনা অতি চমকপ্রদ। যদিও হঃ উম্মে কুলসুম বয়সে হঃ আয়েশা হইতে ৭।৮ বৎসরের বড় ছিলেন, তথাপিও তিনি হঃ আয়েশাকে নিজ মার মতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হঃ রোকেয়ার এন্তেকালের পর হঃ আয়েশার আপ্রাণ চেষ্টাতেই রসুলুল্লা তাঁহাকে হঃ ওস্‌মানের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহের পর হইতেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশাই হঃ ওস্‌মানকে "জুন্ নূরাইন" (দ্বি-জ্যোতির মালিক) বলিয়া ডাকিতেন। পরে তিনি এই লকবেই মশহুর হইয়া ছিলেন। বিবাহের ৬ বৎসর পর হঃ উম্মে কুলসুমের এন্তেকাল হয়। তাঁহার এন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়াছিলেন। এমনকি তাঁহার মৃত্যুতে মার্‌সীয়া (শোক-কবিতা) লিখিয়াছিলেন।

বেন্‌তুর্ রাসুল হঃ উম্মে কুলসুম।

হঃ ফাতেমার সঙ্গে নবী গৃহে হঃ আয়েশা ১ বৎসর ছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। হিজ্‌রির দ্বিতীয় সনের মধ্যভাগে হঃ আলীর সহিত হঃ ফাতেমার বিবাহ হয়। হঃ আলী রসুলুল্লার চাচাত ভাই ছিলেন। রসুলুল্লা ফাতেমার বিবাহের পূর্ব্বে হঃ আবুবকর, হঃ ওমর, ও বিশিষ্ট কতিপয় সাহাবীগণের এবং আজ্‌ওয়াজে মোতাহেরাতের পরামর্শ চান। হঃ আলীই উপযুক্ত বলিয়া অনেকে রায় দিলেন, এবং আবার অনেকে এই বিবাহে নারাজ হন। প্রকৃত পক্ষে এই বিবাহের মূলে ছিলেন উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা। তিনি বলিলেন—"জগতে ইস্‌লামের স্থায়িত্ব রাখিয়া যাইতে হইলে হঃ আলীর সঙ্গেই ফাতেমার বিবাহ দিতে হইবে।" বিবাহ-কার্য্য সমাপনের ভার যে সকল জননীগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, হঃ আয়েশাও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। হঃ আয়েশা নিজের হুজ্‌রা-সংলগ্ন কামরায় হঃ ফাতেমার বাসর ঘরের বন্দোবস্ত করেন। ইচ্ছা করিয়া তিনি বিশেষভাবে বাসর

বেন্‌তুর্ রাসুল হঃ ফাতেমা জাহ্‌রা।

ঘর লেপিয়াছিলেন এবং ঘরের শয্যা-বিন্যাস করিয়া দিয়াছিলেন। আজ্‌ওয়াজে মোতা-হেরাতের চেষ্টায় এই বিবাহে অনেক জাঁক জমক হইয়াছিল।

হাদীস শরীফের কোন গ্রন্থেই হঃ ফাতেমা ও হঃ আয়েশার সঙ্গে মনো-মালিন্যের কোনও ঘটনা জানা যায় না। এইসব হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তাঁহাদের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্দ্য ছিল। স্বামি-গৃহে গৃহ-কর্ম্মাদিতে সাহায্য করিবার জন্য হঃ ফাতেমা একদিন পিতৃ-গৃহে একটি দাসীর জন্য প্রার্থনা করিতে আসিলেন। পিতাকে ঘরে না পাইয়া মা, হঃ আয়েশাকেই বাপের নিকট এই বিষয় সুপারিশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। হঃ ফাতেমারও ব্যবহার তদ্রূপ সুন্দর ও মহব্বৎ পূর্ণ ছিল।

হঃ আয়েশা রসুলুল্লার পরে হঃ ফাতেমার প্রশংসা এইরূপে করেন—"রসুলুল্লার পরে ফাতেমার চেয়ে আদর্শ নারী আর কখনও দেখা যায় নাই। এক তাবে'য়ী (বোধহয় তাবে'য়ী মাস্‌রুক) হঃ আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! রসুলুল্লার নিকট আপনাদের পরিবারের মধ্যে কে অতি প্রিয় ছিলেন?" উত্তরে তিনি হঃ ফাতেমা জাহ্‌রার নামই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

হঃ ফাতেমার "আহ্‌লে বায়ত" এবং "আলে 'আবার" মধ্যে দাখেল হইবার হাদীস হঃ আয়েশারই একমাত্র রওয়ায়েত।

হঃ আয়েশা বলেন—"রসুলুল্লার এন্তেকালের ৩। ৪ দিন পূর্ব্বে আমরা পয়গম্বর মহিষিগণ রসুলুল্লার খেদমতে বসিয়াছিলাম। এমন সময় হঃ ফাতেমাও উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লা ত্বরায় তাঁহাকে সন্নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন। চুপি চুপি তাঁহার কর্ণে কিছু বলিলেন। হজরত ফাতেমা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া রসুলুল্লা পুনরায় তাঁহার কানে কিছু বলিলেন। তিনি হাসিয়া উঠিলেন। হঃ আয়েশা বলিলেন—"ফাতেমা! তোমার নিকট সমস্ত পয়গম্বর মহিষিগণকে বাদ দিয়া রসুলুল্লা আপন ভেদের কথা ব্যক্ত করেন ও তুমি কাঁদ এবং হাস।" রসুলুল্লা যখন উঠিয়া বাহিরে গেলেন, আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে হঃ ফাতেমা তাঁহার পিতার রহস্য ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর আমি আবার ফাতেমাকে তাঁহার উপর আমার মাতৃত্বের দাবীর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করায় ফাতেমা বলিলেন—'এখন আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। আমার ক্রন্দনের কারণ এই ছিল যে বাবাজান তাঁহার শীঘ্র এন্তেকালের কথা বলিয়াছিলেন এবং হাসিবার কারণ ছিল যে তিনি বলিয়াছিলেন—ফাতেমা! তোমার কি ইহা ইচ্ছা নহে যে তুমি "খাতুনে-জান্নাত'র মর্য্যাদা লাভ কর?"

এই হাদীস হইতে মাতা এবং দুহিতার সম্বন্ধ কত যে মনোরম তাহা প্রমাণ হয়। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর পৈত্রিক-সম্পত্তি বা 'ফদক' লইয়া মাতা দুহিতার মধ্যে কোন মনোমালিন্য হয় নাই।

হঃ ফাতেমা জাহ্‌রার এন্তেকালের পর তাঁহার সন্তান সন্ততিগণকে (ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন ও হঃ জায়নাব) উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। হঃ জায়নাবের বিবাহ উম্মুল মোমেনীনের দ্বারাই সমাপন হইয়াছিল। তিনি এই প্রিয়তমা নাত্‌নী ও তাঁহার ছেলে দুইটিকে প্রায়ই নিজ হুজ্‌রায় ডাকিয়া আনিতেন ও তাহাদিগের কাপড়-চোপড় এবং খাওয়া দাওয়ার বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

হঃ ফাতেমা ও হঃ আলীর এন্তেকালের পর আমীর মোয়াবিয়া মদীনায় পদার্পণ করিয়াই মদীনার শাসন কর্ত্তা মার্‌ওয়ানকে আদেশ করিলেন যে যেই প্রকারেই হয় হঃ ইমাম হাসানের "বায়'য়াত" লইবার জন্য; যদি ইমাম "বায়'য়াত" দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তবে যেন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আমীর মোয়াবিয়ার দরবারে পাঠান হয়। আমীর মোয়াবিয়ার ফরমান অনুযায়ী শাসনকর্ত্তা মার্‌ওয়ান হঃ ইমাম হাসানকে কয়েদ করিবার জন্য তাঁহার পবিত্র হেরেমের দিকে রওনা হইলেন। হঃ ইমাম হাসান ইহা টের পাইয়া তাঁহার নানী আম্মা উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্র হুজ্‌রার শরণাপন্ন হইলেন। উম্মুল মোমেনীন আমীর মোয়াবিয়ার এই ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমীর মোয়াবিয়াকে নিজ হুজ্‌রার সামনে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমীর মোয়াবিয়া উম্মুল মোমেনীনের দরবারে হাজির হইলে উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মোয়াবিয়া! হুশিয়ার হও, আমার হাসানের উপর তোমার এইরূপ আচরণের কথা যদি পুনরায় আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে, তবে নিশ্চয়ই এই কথা জানিও তোমার অস্থি ও মাংসকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে দ্বিধা বোধ করা হইবে না। মনে রাখিও আমি আয়েশা, হাসানের পিতামাতার, ও তাঁহার নানা এবং নানীর স্থানে এখনও জীবিত আছি।" উম্মুল মোমেনীনের এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আমীর মোয়াবিয়া নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা নিঃসন্তান ছিলেন। এই জন্য সন্তান ও সন্ততির নামে তাঁহার কোনও 'কুনিয়াত' ছিলনা। সর্ব্বপ্রথমে হঃ আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়েরকে তিনি পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করায়, রসুলুল্লা তাঁহাকে 'উম্মে আবদুল্লা

বলিয়া ডাকিতেন। তিনি এতীম ছেলে মেয়েদিগকে সন্তানবৎ লালন পালন করিতেন এবং তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও বিবাহ ক্রিয়াদিও তিনিই সম্পন্ন করিয়া দিতেন। মোস্‌তাৎরেফ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে খায়বার যুদ্ধের পরের ঈদের দিনে রসুলুল্লা ঈদ্‌গাহ্ হইতে ঘরে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটি ৬। ৭ বৎসরের ইহুদি ছেলেকে তাঁহার পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতেছে দেখিতে পাইলেন। রসুলুল্লা তাহার নিকটে যাইয়া এই আনন্দের দিনে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক উত্তর করিল—"আজ সকল ছেলেরাই সুন্দর সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; আর আমি ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরিয়া আছি। তাহাদের মা বাপ জীবিত আছে। তাই তাঁহারা এতদূর উৎফুল্ল ও আনন্দিত। আমার মা বাপ উভয়েই খায়বারের যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে আমিও ঐ ছেলেমেয়ের মত সুন্দর সুন্দর লেবাসে সাজিয়া বেড়াইতাম।" বালকটির এই করুণ কাহিনী শ্রবণ মাত্র রসুলুল্লা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা! তুমি যদি আয়েশার মত মা পাও, ফাতেমার মত বোন পাও ও রসুলুল্লার মত বাপ পাও, তবে তুমি কি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পছন্দ করিবে?" তখন ঐ বালকটি উপরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"হাঁ, নিশ্চয়ই।" রসুলুল্লা তাহাকে হাতে ধরিয়া উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার হুজ্‌রায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আয়েশা! আপনার জন্য একটি ছেলে কুড়াইয়া আনিয়াছি, আপনি ইহাকে লালন পালন করুন।" উম্মুল মোমেনীন সেই সময়ই ছেলেটিকে হাত মুখ ধোয়াইয়া "হারীরা" খাইতে দিলেন। খাওয়ার শেষে তিনি তাহাকে ভাল জামা পরাইয়া দিয়া অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতে পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে যে তিনি এই ছেলেটিকে লালন পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।

পালক সন্তান সন্ততি।

রসুলুল্লার এন্তেকালের পর উম্মুল মোমেনীন অনেক গরীব ও এতীম বালক বালিকাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলেন। এই পালক সন্তান সন্ততির মধ্যে যাহারা শিক্ষা দীক্ষায় আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—হঃ মাস্‌রুক এব্‌নে আজ্‌দা, হঃ ওম্‌রা বেন্‌তে আয়েশা বেন্‌তে হঃ তাল্‌হা, হঃ ওম্‌রা বেন্‌তে হঃ আবদুর রহমান আনসারী, হঃ আস্‌মা বেন্‌তে হঃ আবদুর রহ্‌মান এব্‌নে

১। এই গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হঃ আবুবকর, হঃ ওর্‌ওয়া এব্‌নে হঃ জোবায়ের, হঃ কাসেম এব্‌নে মোহাম্মদ, ও হঃ কাসেমের ভাই বোনগণকে এবং হঃ আবদুল্লা এব্‌নে ইয়াজীদ প্রভৃতি। ইঁহাদিগকে উম্মুল মোমেনীনই বিবাহ শাদী দিয়াছিলেন।

পরোপকারিতা, দান-শীলতা ও বদান্যতা।

বদান্যতা, পরোপকারিতা ও দান শীলতা উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্র চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল*। একদিন এক ভিখারিণী উম্মুল মোমেনীনের দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহার কোলে ছোট ছোট দুইটি শিশু ছিল। সে দিন উম্মুল মোমেনীনের ঘরে এক টুক্‌রা খোর্‌মা ছিল। উহাকে দুই ভাগ করিয়া শিশু দুইটির হাতে দিলেন। রসুলুল্লা ঘরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে এই ঘটনা বলিলেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা রসুলুল্লাকে কেন এই বিষয় জানাইলেন। উম্মুল মোমেনীন জানিতেন যে স্বামীর অজ্ঞাতে কোন কিছু দান করা যে মহা পাপ। তজ্জন্যই তিনি রসুলুল্লাকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন।

আরও একদিন এক ভিক্ষুক আসিয়া কিছু চাহিবা মাত্রই তিনি একটি আঙ্গুর তাহাকে দিলেন। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল যে একটি দানাও কি কেহ দান করেন! উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"দেখ বাবা! ইহার ভিতর কত প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে।" পুনরায় তিনি তাহাকে এই আয়াত আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন—"অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ করে, সে তাহা দর্শন করিবে

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"।

* হঃ আস্‌মা ও হঃ আয়েশা দুই বোনই শিষ্টাচারী ও দয়ালু ছিলেন। হঃ এব্‌নে জোবায়ের বলেন যে তাঁহাদের চেয়ে বেশী মুক্ত হস্তা মহিলা তিনি জগতে আর কাহাকেও দেখেন নাই। এই দানের ব্যাপারে দুই বোনের মধ্যে একটু প্রভেদ ছিল। উম্মুল মোমেনীন খোর্‌মা, যব, গম বা খাদ্য দ্রব্যাদি দান করিবার সময় অল্প বেশীর কথা ভাবিতেন না। যাহাই ঘরে থাকিত, তাহাই ভিক্ষুককে দিতেন; কিন্তু টাকা পয়সা বিতরণ করিতে হইলে তিনি অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করতঃ যখন বড় তহবিল হইত, তখন গরীব দুঃখীদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন। হঃ আস্‌মার ব্যবস্থা অন্য প্রকার ছিল। যাহাই তাঁহার হাতে আসিত, তাহার সবই তিনি দান করিয়া ফেলিতেন। সময় সময় নিজে ঋণ করিয়াও গরীব দুঃখীকে ঋণমুক্ত করিতেন। লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, যে তাঁহার টাকা পয়সার অভাব না থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এত ধার করেন, ইহার উত্তরে হঃ আস্‌মা বলিতেন—"আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহাকে সাহায্য করিবেন যিনি পরকেও সাহায্য ও ঋণমুক্ত করেন। এই জন্য তাঁহারই সাহায্য কামনা করিতেছি মাত্র।"

আমীর মোয়াবিয়া নিজ রাজত্বের শেষ ভাগে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার খেদমতে মদীনা শরীফে একলক্ষ দেরহাম নজরানা বাবত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দান-শীলা ও মুক্ত-হস্তা উম্মুল মোমেনীন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও হাতে রাখিলেন না। সমুদয় অর্থ গরীব ও অভাবগ্রস্তদিগকে দান করিলেন। সে দিন আবার তিনি রোজা রাখিয়াছিলেন। দাসী আরজ করিল—"এফ্‌তারের জন্য কিছু রাখা প্রয়োজন ছিল।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"মা! তোমার এ-বিষয় আমাকে পূর্ব্বে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।"

আরও একদিন এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই দিন তিনি রোজা ছিলেন। ঘরে একটি রুটি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। এমন সময় এক ভিখারিণী দরজাতে আসিয়া হাঁক দিল। আওয়াজ শুনিয়াই উম্মুল মোমেনীন সেবিকাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঐ যে এক খানা রুটী আছে, তাহাই ভিখারিণীকে দাও।" সেবিকা আরজ করিল—"এফ্‌তার কি দিয়া করিবেন?" এর্‌শাদ হইল—"ইহা ত দিয়া দাও।" সন্ধ্যার সময় জনৈক সাহাবী বক্‌রির ছালন উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন সেবিকাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখ মা! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার রুটীর চেয়ে উত্তম বস্তু পাঠান নয় কি?"

উম্মুল মোমেনীন জীবনের শেষ বেলায় নিজের থাকিবার ঘর খানাও আমীর মোয়াবিয়ার নিকট বিক্রয় করিয়া বিক্রয়-লব্ধ টাকা আল্লাহ্‌তায়ালার রাস্তায় দান করিয়া ছিলেন।

উম্মুল মোমেনীনের হৃদয় ছিল রহমতের উৎস। "রাহমাতুল্‌লিল্ 'আলামীনের" সাহচর্য্যে ইহা রহমতের দরিয়ায় পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় এতই কোমল ছিল যে তিনি কাহারও দুঃখ দৈন্য ও কষ্ট দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর একদিন এক ভিখারিণী দুইটি শিশুকে লইয়া উম্মুল মোমেনীনের দরজায় হাজির হইল। তখন তাঁহার ঘরে মাত্র তিনটি খেজুর ছিল—তাহাই দান করা হইল। ভিখারিণী এক এক খেজুর প্রত্যেক শিশুকে দিল। আর একটি নিজ মুখে দিল। শিশুরা নিজেদের খেজুর খাইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা নিজ মুখ হইতে খেজুরটি বাহির করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া উভয় শিশুকে দিলেন। মাতৃ-স্নেহের এই হৃদয়-স্পর্শী ও করুণ-দৃশ্য দেখিয়া উম্মুল মোমেনীন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।[১]

১। বোখারী আদাবুল মোফ্‌রেদ; মাইইয়াউদ্ এত্‌মান।

উম্মুল মোমেনীন বড় গরীব-পরওয়ার ছিলেন। তিনি প্রপীড়িত ও দুঃস্থ ৬৭ জন দাসকে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে আজাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার তামীম বংশীয়া এক সেবিকা ছিল। সে হজরত ইস্মাইল পয়গম্বরের বংশের মেয়ে ছিল। ইহা জানিতে পারিয়া উম্মুল মোমেনীন রসুলুল্লার আদেশে তাহাকে আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন। বারীরা নাম্নী তাঁহার আর এক সেবিকা ছিল। তাহার প্রভুরা তাহাকে "মোকাতেব"[১] করিয়াছিল। টাকার জন্য সে অন্যান্য মোসলমানদের নিকটে চাঁদা চাহিল। উম্মুল মোমেনীন ইহা শ্রবণ মাত্রই সব টাকা দিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।[২]

হিজরির ৪২ কিংবা ৪৩ সনে উম্মুল মোমেনীন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। রোগের উপশম না দেখিয়া তাঁহার কতিপয় আত্মীয়-স্বজন মনে করিলেন যে বোধহয় উম্মুল মোমেনীনকে কেহ যাদু করিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন তাঁহার এক সেবিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আমাকে যাদু করিয়াছ?" সে স্বীকার করিল। কেন সে যাদু করিয়াছে তাহা প্রশ্ন করায় সে বলিল -"আপনি শীঘ্র মরিয়া গেলে আমি শীঘ্র আজাদ হইব।" ইহা শুনিয়া তিনি আদেশ করিলেন যে তাহাকে কোনও দুর্দ্দান্ত লোকের নিকট বিক্রী করিয়া ঐ টাকায় আর একটি গোলাম ক্রয় করিয়া আজাদ করিয়া দেওয়া হউক। তদ্রূপই করা হইয়া ছিল।[৩]

উম্মুল মোমেনীনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে দুঃস্থ ও গরীব অভাব গ্রস্তদের সাহায্য যেন তাহাদের মর্য্যাদা অনুযায়ী করা হয়। কোন নিম্নস্তরের অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি কাহারও নিকট আসিলে তাহার অভাব মোচন করিয়া দেওয়াই তাহার ব্যথার ঔষধ। কিন্তু তাহা হইতে যদি উচ্চস্তরের অভাব-গ্রস্তব্যক্তি হয়, তবে তাহার মর্য্যাদা অনুসারে তাহাকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করা প্রয়োজন।

দয়া দাক্ষিণ্য :

একদিন এক ভিক্ষুক উম্মুল মোমেনীনের দরজায় আসা মাত্রই তিনি তাহাকে একটি রুটি দান করিয়া বিদায় দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আর একজন ভিক্ষুক আসিল। তাহার গায়ে ভাল পরিচ্ছদ ছিল এবং দেখিয়া সম্মানিত ও শরীফ

১। মোকাতেব=গোলাম খরিদ করিবার সময় সর্ত্ত থাকে যে যদি তুমি এত টাকা দিতে পার, তবে তোমাকে আজাদ করিয়া দিব।

২। শারহে বুলুগুল মোরাম—কেতাবুল 'এত্ক'

৩। দারুল কোত্নী

ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল। উম্মুল মোমেনীন তাহাকে বসিবার স্থান দিলেন ও তাহাকে খাওইয়া বিদায় দিলেন। এই দুই ফকিরের সহিত দুই রকম ব্যবহারের কারণ তাঁহার উপস্থিত শাগ্‌রেদগণ জিজ্ঞাসা করায় উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি—'মানুষের সহিত তাহাদের মর্য্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত।"[১]

হজরত আস্‌মার পুত্র আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়ের উম্মুল মোমেনীনের অতি প্রিয় ছিলেন। আবদুল্লা এব্‌নে জোবায়েরও খালা আম্মার খেদমত যথেষ্ঠ করিতেন। কিন্তু তিনিও উম্মুল মোমেনীনের বদান্যতা দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল "তাঁহার [উম্মুল মোমেনীনের] এই মুক্ত হস্তকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।" এব্‌নে জোবায়েরের এই কথা তিনি জানিতে পারিয়া শপথ করিলেন যে তিনি আর এব্‌নে জোবায়েরের সঙ্গে কথা বলিবেন না। এব্‌নে জোবায়ের অনেকদিন পর্য্যন্ত পেরেশান ছিলেন। অবশেষে অনেক মুশ্‌কিলের পর উম্মুল মোমেনীনের রাগ পড়িল।[২]

স্বল্পে সন্তোষ

নারীজাতি ও স্বল্পে সন্তোষ, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। কিন্তু হজরত আয়েশার চরিত্রে এই দুইটির একত্র সমাবেশ ছিল। তিনি দাম্পত্য-জীবন যে প্রকার আয়াস, দারিদ্র, ও অনশনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে বিষয় বিশেষভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু কখনও তিনি অসন্তুষ্টি সূচক বাক্য মুখে আনেন নাই। জাঁকজমকশীল পরিচ্ছদ, মূল্যবান অলঙ্কার, উচ্চ প্রাসাদ, সুখাদ্য—ইহাদের মধ্যে কোন বস্তুই তিনি স্বামীর গৃহে ভোগ করেন নাই। তিনি নিরীক্ষণ করিতেন—বিজয় লব্ধ ধন ভাণ্ডার জল-প্রবাহের ন্যায় একদিক হইতে তাঁহারই হুজ্‌রা মোবারকে আসিতেছে, আবার তাহা অন্যদিকে ধাইয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা স্বত্তেও এই ধন রাজির আকাঙ্খা এমন কি অভিপ্রায়ও তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর একদিন হঃ আয়েশা আহার করিতে বসিয়া বলিলেন "আমি কখনও পরিতুষ্টির সহিত আহার করিতে অশ্রু সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারি না।" ইহা শ্রবণে তাঁহার জনৈক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" এর্‌শাদ হইল—"আমার ঐ অবস্থার কথা মনে হয়, যে অবস্থায়

১। আবুদাউদ—কেতাবুল আদাব

১। বোখারী—মোনাকেবে কোরায়েশ

রস্থলুল্লা ছুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালার কসম পরিতুষ্টির সহিত দৈনিক ছুইবার তিনি গোশ্ত ও রুটি আহার করেন নাই।"[১]

উম্মুল মোমেনীন কখনও কাহারও নিন্দা করিতেন না। তাঁহার বর্ণিত হাদীসও হাজারে হাজারে আছে। তাঁহার কোন বর্ণনাতেই কাহারও নিন্দাবাদ প্রকাশ পায় নাই। সতীনদের নিন্দা করা নারী জাতির এক বিশেষত্ব, কিন্তু উল্লেখিত হইয়াছে যে তিনি কি প্রকার হাস্যোদ্দীপক চেহারা নিয়ে সপত্নীদের চরিত্র-সৌন্দর্য্যের ও তাঁহাদের গুণাবলী ও সুখ্যাতি বর্ণনা করিতেন। কবি হাস্সান দ্বারা উম্মুল মোমেনীন ভয়ানক মন কষ্ট পাইয়াছিলেন। যখনই তিনি উম্মুল মোমেনীনের মজ্লিসে আসিতেন, তখন উম্মুল মোমেনীন আনন্দের সহিত তাঁহার আসন গ্রহণের অনুমতি দিতেন। একবার কবি হাস্সান আসিয়া উম্মুল মোমেনীনকে এক সুখ্যাতি পূর্ণ কবিতা শুনাইতেছিলেন। তাঁহার কবিতার মর্ম্ম ছিল যে সে নিরীহ নারীদের দোষারোপ করিত না। উম্মুল মোমেনীন ইহা শ্রবণে 'এফ্ক'র ঘটনা স্মরণ হওয়াতে বলিয়াছিলেন - "তুমি ত এরূপ নহ"। তখন কোন কোন আত্মীয়েরা কবি হাস্সানকে 'এফ্ক'র ঘটনায় জড়িত থাকায় উম্মুল মোমেনীনের সাম্নে তাঁহাকে মন্দ বলিতে চাহিলেন। ইহাতে উম্মুল মোমেনীন কঠোর ভাবে তাঁহাদিগকে দমন করিয়া বলিলেন -"উহাকে মন্দ বলিও না। সে বিধর্ম্মী ও পৌত্তলিক কবিগণের কবিতার উত্তর রসুলুল্লার তরফ হইতে প্রদান করিত"।[২]

কাহাকেও নিন্দা করিতেন না

একদিন কোন এক ব্যক্তির কথা হইতেছিল। উম্মুল মোমেনীন তাহাকে ভাল বলিলেন না। কেহ বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে"। ইহা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। উপস্থিত সকলেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখনই ত আপনি তাহাকে ভাল বলেন নাই। তবে কেন তাহার মুক্তির জন্য দোওয়া চাহিলেন? তিনি উত্তর দিলেন—"রসুলুল্লা ফরমাইয়াছেন, "মৃত ব্যক্তিদিগকে ভাল ছাড়া আর কিছুই বলিতে নাই"।[৩]

উম্মুল মোমেনীন কাহারও হাদীয়া বিশেষ গ্রহণ করিতেন না। গ্রহণ করিলেও ইহার প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করিতেন। এরাক বিজয়ের দ্রব্য সম্ভারের মধ্য হইতে আমীরুল মোমেনীন খালীফা হজরত ওমর একটি

হাদীয়া গ্রহণ

১। তিরমিজী—কেতাবুজ জোহদ

১। সহী বোখারী—তাফ্সীরে সুরায়ে নূর

২। তায়ালসী মোস্নদে আয়েশা।

মুক্তাপূর্ণ কৌটা হজরত আয়েশাকে উপহার দিলেন। ইহা উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে পৌঁছিতেই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হে আল্লাহ্ তায়ালা! এব্‌নে খাত্তাবের কৃতজ্ঞতার বোঝা উঠানের চেয়ে আমাকে দুনিয়া হইতে তুলিয়া লও"।

মোসলেম সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে উম্মুল মোমেনীনের সমীপে নানা প্রকার উপহার ও উপঢৌকন আসিত। তাঁহার আদেশ ছিল যে প্রত্যেক উপঢৌকনের বিনিময় যেন কোনও বস্তু উপহার প্রেরণকারীগণকে পাঠান হয়। আরবের জনৈক সর্দার আবদুল্লা এব্‌নে আমের উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে কিছু টাকা ও পোষাক হাদীয়া স্বরূপ পাঠাইয়া ছিলেন। উহা তিনি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিলেন যে তিনি কাহারও কোন জিনিষ গ্রহণ করেন না। কিন্তু হঠাৎ রসুলুল্লার এই হাদীস——"হাদীয়ার দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া উচিত নহে"—স্মরণ হইতেই তাহা ফিরাইয়া লইলেন।[১]

সাহস ও মানসিক শক্তি

উম্মুল মোমেনীন অদম্য সাহস ও মানসিক শক্তির অধিকারিনী ছিলেন। নিশীথ কালে একাকিনী উঠিয়া কবরস্থানে চলিয়া যাইতেন। কখন কখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া যোগ দিতেন। ওহুদের যুদ্ধে যখন মোসলেম বীরগণ অত্যন্ত বিপদগ্রস্থ হইলেন, তখন তিনি মোশ্‌ক কাঁধে করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া তৃষ্ণার্থ যোদ্ধাগণকে পানি পান করাইতেন। খন্দকের যুদ্ধে যখন চতুর্দ্দিক হইতে পৌত্তলিকগণ মোসলমানদিগকে অবরোধ করিল, এবং শহরের মধ্যে ইহুদিদের আক্রমণের বিশেষ ভয় ছিল, তখন উম্মুল মোমেনীন কেল্লা হইতে বাহির হইয়া মোসলমানদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেন।[২]

উম্মুল মোমেনীনের জেহাদ করিবার এত প্রবল ইচ্ছা ছিল যে তিনি রসুলুল্লার নিকট যুদ্ধে যোগদান করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। রসুলল্লা তাঁহাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে স্ত্রীলোকের হজ্‌ই তাহাদের জেহাদ। দাওয়াতে এসলাহের জন্য উম্মুল মোমেনীন যে দূরদর্শিতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার একমাত্র স্বাভাবিক বিক্রমেরই ফল বলিয়া দৃষ্ট হয়।[৩]

উম্মুল মোমেনীন বিনয়ী ও স্বাধীন-চেতা ছিলেন। কখন কখন এই স্বাধীন মতালবম্বন

১। মোস্‌নদ—জিল্‌দ ১৭৭ পৃঃ
২। বোখারী—জিক্‌রে ওহদ
৩। বোখারী—বাবু হাজ্জুন্নেসা

ও আত্ম-সম্মান-বোধ অন্যের চক্ষে কঠোর প্রকৃতি বলিয়া প্রতীয়মান হইত। 'এফ্‌কের' ঘটনা প্রসঙ্গে রসুলুল্লা যখন তাঁহার "পবিত্রতার" আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, তখন তাঁহার জননী তাঁহাকে স্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, উম্মুল মোমেনীন উত্তর করিয়াছিলেন—"ঐ আল্লাহ্-তায়ালাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিব, যিনি আমাকে ইজ্জত ও পবিত্রতার সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।"[১]

একাধারে বিনয়ী ও স্বাধীন-চেতা

উম্মুল মোমেনীন পতি-পরায়ণতার জন্যই জগতের ত্রিশ কোটী মহিলার আদর্শ হইতে পারিয়াছেন। তিনি রসুলুল্লার অনুকরণ, আদেশ পালন ও তাঁহার খুশীর জন্য সদা সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। যদি রসুলুল্লার চেহারা মোবারকে কোন প্রকার বিষাদের চিহ্ন দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। রসুলুল্লার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি তিনি এতই লক্ষ্য রাখিতেন যে ইঁহাদের কোন কথাই তিনি কখনও অবহেলা করিতেন না। এব্‌নে জোবায়েরের প্রতি বিশেষ কোন কারণে রাগ হইয়া তাঁহার সহিত যে কথাবার্ত্তা ও সমস্ত সংশ্রব ত্যাগের শপথ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি রসুলুল্লার মাতৃ-বংশীয়দের অনুরোধে ভঙ্গ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি রসুলুল্লার বন্ধু বান্ধব দিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাদের কোন সুপারিশকে তিনি উপেক্ষা করিতেন না।

পতি-ব্রতা

উম্মুল মোমেনীন বড় খোদা-পোরস্ত ও খোদা-তার্‌স্ মহিষী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় অত্যন্ত অধিক ছিল। "হজ্জাতুল বেদা" এর সময়ে তিনি হজ্ করিতে পারিবেন না ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রসুলুল্লার সান্তনায় তিনি শান্তি পাইলেন। একবার দাজ্জালের বিষয় স্মরণ হওয়ায় তাঁহার এইরূপ কম্পন উপস্থিত হইল যে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। জঙ্গে জামাল প্রসঙ্গে তিনি ফোঁপাইয়া কাঁদিতেন।[২]

ধর্ম-প্রবণতা

উম্মুল মোমেনীন একবার কোন এক বিশেষ কারণে 'কসম' করিয়াছিলেন। রসুলুল্লার আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে ঐ 'কসম' ভঙ্গ করিলেন এবং কসমের কাফ্‌ফারা স্বরূপ ৪০ জন গোলামকে আজাদ করিলেন। এই প্রায়শ্চিত্তের পরেও এই বিষয়ে তাঁহার মনে এত ক্ষেদ হইত যে উহা স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাপড়ের অঞ্চল ভিজাইয়া ফেলিতেন।[৩]

১। বোখারী—ওয়াকেয়ায়ে এফ্‌ক ২। হাদীস গ্রন্থ সমূহ

৩। বোখারী—বাবুল হিজ্‌রত

উম্মুল মোমেনীন আল্লাহ্ তায়ালার এবাদতে অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকিতেন। এমনকি চাশ্তের নামাজও তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই নফল নামাজ আদায়ে তাঁহার এত আগ্রহ ছিল যে তিনি বলিতেন—"আমার পিতা কবর হইতে আসিয়া বারণ করিলেও আমি বিরত হইব না।" রসুলুল্লার সঙ্গে রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতেন। রসুলুল্লার এন্তেকালের পরেও তিনি এই নামাজ নিয়মিত আদায় করিতেন। কোন রাত্রে সজাগ হইতে না পারিলেও প্রাতে ফজরের নামাজের পূর্ব্বে তাহা আদায় করিতেন। একদিন উম্মুল মোমেনীনের ভ্রাতষ্পুত্র তাবেয়ী কাসেম তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফুফু আম্মা! ইহা কেমন নামাজ?" এর্শাদ হইল—"গত রাত্রে আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতে পারি নাই।' সে জন্য "কাজা" পড়িতেছি। কেননা ইহা এখন আর পরিত্যাগ করিতে পারি না।"[১]

উম্মুল মোমেনীন রমজান মাসে "তারাবীর" নামাজের বড়ই খেয়াল রাখিতেন। জোক্ওয়ান নামক তাঁহার একজন শিক্ষিত চাকর ছিল। সে "তারাবীর" নামাজে ইমাম হইত ও কোর্আন শরীফ সাম্নে রাখিয়া তেলাওয়াত করিত। আর উম্মুল মোমেনীন 'মোক্তাদী' হইতেন।[২]

অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রাখিতেন। এক্ রওয়ায়েতে আছে যে তিনি 'সাওমুদ্ দাহার'—হামেশা রোজা রাখিতেন। একবার হজের মৌসুম গ্রীষ্মকালে পড়িল। উম্মুল মোমেনীন আরাফাতের দিন রোজা রাখিয়াছিলেন। তিনি আরাফাত ময়দানে পৌছিয়াই গরমে মূর্চ্ছাগত প্রায় হইয়া পড়িলেন। বড়ভাই হঃ আবদুর রাহমান তাঁহার মাথায় পানির ছিটা দিতে লাগিলেন। হুশ হইলে তাঁহার ভাই বলিলেন—"বোন্! আরাফাতের বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মের সময়ের রোজা ত ফরজ নহে। তুমি এফ্তার কর।" উম্মুল মোমেনীন সহোদর বড় ভাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাইজান, আমি রসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই আরাফাতের দিন রোজা রাখে, তাঁহার এক বৎসরের গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়।"

হজ ব্রতের ক্লেশ উম্মুল মোমেনীনকে কখনও কষ্ট দিতে পারিত না। এমন বৎসর কমই ছিল, যখন তিনি হজ্ করেন নাই। দ্বিতীয় খালীফা হজরত ওমর তাঁহার

১। মোস্নদ এব্নে হাম্বল—৬ষ্ঠ জিল্দ, ১২৮,১৩৮ পৃঃ

২। বোখারী—কেয়ামুল লাইল

৩। মোসনদ এব্নে হামবল ৬ষ্ঠ জিলদ ১২৮ পৃঃ

খেলাফতের শেষ ভাগে তিনি হজরত ওস্‌মান ও হজরত আবদুর রাহমান এব্‌নে আওফকে উম্মুল মোমেনীনদের সঙ্গে হজ্‌ সমাপন করিবার জন্য মক্কা শরীফে পাঠাইয়াছিলেন। হজের সময় তাঁহাদের থাকিবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রথম প্রথম রসুলুল্লার অনুকরণে 'আরাফাতের' ময়দানের শেষ সীমায় ৫ নং স্থানে উম্মুল মোমেনীন অবস্থান করিতেন। যখন এখানে লোকজনের বড়ই ভীড় হইতে লাগিল, তখন কিঞ্চিত দূরে সরিয়া 'আরাক' নামক স্থানে তাঁবু সন্নিবেশ করিতেন। কখনও বা তিনি 'সাবীর' পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া থাকিতেন। যতদিন তিনিও তাঁহার সঙ্গিগণ এখানে থাকিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই "তাক্‌বীর" পাঠ করিতেন। এই স্থান হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইলে তাক্‌বীর ক্ষান্ত করিতেন। প্রথমে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে হজের পরে জিল্‌হজ্‌ মাসেই "ওম্‌রা" আদায় করিতেন। পরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া ইহা অন্যভাবে আদায় করিতেন। অর্থাৎ মোহার্‌রাম মাসের পুর্ব্বেই তিনি হুজ্‌ফাত নামক স্থানে যাইয়া অপেক্ষা করিতেন, এবং মোহার্‌রামের চাঁদ দেখা মাত্রই ওম্‌রার নিয়াত করিতেন। আরাফাতের দিন উম্মুল মোমেনীন রোজা রাখিতেন। সন্ধ্যার সময় যখন হাজীগণ আরাফাত ময়দান হইতে রওনা হইয়া যাইতেন, তখন তিনি এফ্‌তার করিতেন।[১]

ক্ষুদ্র ও সাধারণ ঘটনা পর্য্যন্ত উম্মুল মোমেনীনের দৃষ্টি এড়াইত না। কোন সময় পথে ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলে কানে আঙ্গুল দিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহারই একটি ঘরে কয়েকজন ভাড়াটিয়া ছিল। ইহারা সতরঞ্জ খেলিত। এই খেলার কথা তিনি জানিতে পারিয়া উহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তোমরা ইহা হইতে বিরত না হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।" একদিন একটি সাপ গৃহে প্রবেশ করে। তিনি উহাকে মারিয়া ফেলেন। ছাত্রীদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন। আপনি ভুল করিয়াছেন; হয়ত ইহা মোসলমান জিন হইতে পারে।" উত্তরে উম্মুল মোমেনীন বলিলেন—"যদি ইহা মোসলমান জিন হইত, তাহা হইলে উম্মুল মোমেনীনের হুজ্‌রাতে সে কখনও প্রবেশ করিত না।" পুনঃ ঐ ছাত্রীটি বলিলেন—"আপনি দস্তুর মত তখন পর্দ্দাতে ছিলেন।" এই কথা শুনিয়া উম্মুল মোমেনীন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন ও ইহার "ফেদ্‌ইয়া" তে এক গোলাম্‌ আজাদ করিলেন।

১। বোখারি—হাজ্‌জুন্‌নেসা

উম্মুল মোমেনীনের পর্দ্দার খেয়াল অত্যন্ত বেশী ছিল। পর্দ্দার আয়াত নাজেল হইবার পর হইতেই পর্দ্দা অবশ্য কর্ত্তব্যে পরিণত হইল।

পর্দ্দা

যাহাতে সকল মেধাবী ও প্রতিভাশালী শিক্ষার্থীগণ উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে সর্ব্বদা বিনা বাধায় আসিতে পারেন, সেইজন্য তিনি রসুলুল্লার নিম্নলিখিত হাদীস অনুযায়ী তাঁহার ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়ার দুধ ঐ ছাত্রগণকে পান করাইয়া নিজের সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট "মাহ্‌রাম" [১] হইতেন :—

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اِلَي النَّبِيِّ صلعم فَقَالَتْ اِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِاَبِيْ حُذَيْفَةَ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَاَنَا فُضُلٌ وَنَحْنُ فِيْ مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم اَرْضِعِيْ سَالِمًا تَحْرُمِيْ عَلَيْهِ (قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِيْ بِاَنَّهُ يُحَرِّمُ الرِّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتّٰى مَاتَتْ)

হজরত আয়েশা বলেন যে সাহ্‌লাতা বেন্‌তে সুহায়েল এব্‌নে 'আমর রসুলুল্লার নিকট আসিয়া আরজ করিলেন—"সালেম, হোজায়্‌ফার পালক পুত্র এবং আল্লাহ্‌তায়ালা কোর্‌আন শরীফে বলিতেছেন যে সন্তানগণ নিজ বাপের নামেই পরিচিত হইবে। (অর্থাৎ পালক পুত্র মাহরামের মধ্যে গণ্য হয় না) এবং সালেম আমার নিকট আসে এবং প্রায়ই আমি ঘরের কাজ করিবার কাপড় পরিধান করিয়া থাকি। ইহার উপর আমাদের ঘরও অত্যন্ত ছোট এবং সংকীর্ণ।" ইহা শুনিয়া রসুলুল্লা ফরমাইলেন—"সালেমকে তোমার স্তনের দুধ খাওয়াইয়া দিলেই, সে তোমার "মাহ্‌রাম" এ গণ্য হইবে।" ইমাম জাহ্‌রী বলেন যে হজরত আয়েশা এই হাদীস অবলম্বনে যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত রেজায়াতের ফাত্‌ওয়া দিতেন।

নতুবা সর্ব্বদা তিনিও, তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে পর্দ্দা লটকান থাকিত। একদিন হজের সময় কতিপয় মহিলা উম্মুল মোমেনীনকে 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' (কাল-প্রস্তরকে) চুম্বন করিবার জন্য যাইতে বলিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমি পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে যাইতে পারিনা।"

দিনে কখনও কা'বা শরীফ তাওয়াফ্‌ করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি লোকজনকে সরাইয়া তাওয়াফ করিতেন।

---

(১) কান্‌জুল্‌ আমসলে বে হাবেশেল্‌ জুব্‌য়েস্‌ সানি মোস্‌নদ আহমদ এব্‌নে হাম্বল পৃঃ ৪৮৫ ও ৪৮৬ হজরত আলীর ও এই বিষয়ে এক রাওয়ায়েত আছে—

و سالم بن ابى الجعد و مجاهد اباه اخبره انه سال عليا فقال انى اردت ان اتزوج امراة وقد سقتني من لبنها و انا كبير فقال علي لاتنكحا و نهاه عنها -

তিনি এক গোলামকে "মোকাতেব" করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন যখন তুমি "ফেদ্ইয়ার" টাকা আদায় করিবে, তখন তুমি আর আমার নিকট আসিতে পারিবেনা।

তাবেয়ী ইস্হাক অন্ধ ছিলেন। একদিন তিনি উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে হাজির হইলেন। উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে দেখিয়া পর্দ্দা করিলেন। ইহা অবগত হইয়া তিনি বলিলেন—"উম্মুল মোমেনীন! আপনি কেন আমাকে দেখিয়া পর্দ্দা করেন? আম্মা! আমি ত দেখিতে পাইনা।" এর্শাদ হইল, "তুমি না দেখিলেও আমি ত দেখি"।"[১] মৃত ও সমাধিস্থ ব্যক্তিকেও উম্মুল মোমেনীন পর্দ্দা করিতেন। নিজ হুজ্রাতে খালীফা হজরত ওমরের দাফনের পর সেখানে তিনি বেপর্দ্দায় যাইতেন না!

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশার পর্দ্দা বিষয়ে কড়াকড়ি দেখিয়া আমাদের দেশের মেয়েগণকে কিরূপ পর্দ্দা মানিতে হইবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি ছিলেন উম্মুল মোমেনীন অর্থাৎ মোস্লেম-জননী। তিনি "মাহ্রাম" ছিলেন। তিনি এই মাহ্রামগণের সঙ্গে বিনা পর্দ্দাতে দেখা করিতে পারিতেন, কিন্তু তবুও তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং আমাদের মেয়েগণকে কিরূপ ভাবে পর্দ্দা মানিতে হইবে, ইহার বিচার তাহাদের হাতেই সোপর্দ্দ করিতেছি। এই বিষয় কোর্আন শরীফ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইব। কোর্আন শরীফের দুই সুরায়ই এই পর্দ্দার আয়াতের বিষয় বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ সুরায় আহ্জাবে :—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

হে নবি! তুমি স্বীয় পত্নীদিগকে, ও স্বীয় কন্যাগণকে এবং মোসলমানদের স্ত্রীগণকে বল, যেন তাহারা আপনাদের উপর আপনাদের চাদর সংলগ্ন করে। তাহারা পরিচিত হওয়ার পক্ষে ইহা (এই উপায়) অতি নিকটতম পরে তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ - ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ -

এবং যখন তোমরা কোন সামগ্রী তাঁহাদের (নবী-মহিষীদের) নিকটে প্রার্থনা করিবে, তখন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিও, ইহা তোমাদের হৃদয়ের জন্য ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য বিশুদ্ধ।

১। পর্দ্দার বিষয়ে সব ঘটনাবলী কেবল হাদীস গ্রন্থ সমূহ হইতেই লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সূরায়েনূরে :—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ - وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ - وَ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

(হে মোহাম্মদ !) তুমি মোমেনদিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি বন্ধ করে, স্ব স্ব গুহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে, ইহা তাহাদের জন্য বিশুদ্ধতর। তোমরা যাহা করিয়া থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার তত্বজ্ঞ। এবং মোমেনা-দিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টিসকলকে বদ্ধ করে ও স্ব স্ব গুহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে এবং যেন তাহার আপন কণ্ঠদেশে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া রাখে। আপন স্বামী বা আপন পিতা বা আপন শ্বশুর বা আপন পুত্র বা (পৌত্র) আপন স্বামীর পুত্র (সপত্নীজাত পুত্র) বা আপন ভ্রাতা বা আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বা 'আপন ভাগিনেয় বা আপন ধর্ম্মাবলম্বী নারীগণ বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের উপর স্বত্ব লাভ করিয়াছে, সেই (দাসীগণ) বা নিষ্কাম অনুগামী পুরুষগণ এই সকলের ও যাহারা নারীগণের লজ্জা জনক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেনা, সেই শিশুদিগের নিমিত্ত ভিন্ন তাহারা আপন আভরণ যেন প্রকাশ না করে, তাহা করিলে তাহারা আপন ভূষণ যাহা গোপন করিয়া থাকে, (লোকে) তাহা জানিতে পারিবে। এবং হে মোমেনগণ ! তোমরা এক যোগে আল্লার দিকে ফিরিয়া আসিলে, সম্ভবতঃ তোমরা মুক্তি পাইবে।

প্রথোমক্ত সূরায় আহ্‌জাবের আয়াত দ্বারা চেহারাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিবার কথাই বুঝা যায়। কেননা চেহারার উপর কাপড় থাকিলে রাস্তা দিয়া চলিবার সময় পথিকগণ মেয়েদিগকে পবিত্রা ও শরীফ মনে করিয়া তাহাদিগকে কু-নজরে দেখিবেনা বা বিদ্রূপ করিবেনা, এবং মেয়েরাও নিরাপদে চলাফেরা করিতে পারিবে।

সূরায়ে নূরের আয়াতে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই পবিত্র থাকার জন্য তাম্বি করিয়া এই পর্দ্দার বিষয় আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে রাস্তায় কিংবা অন্য কোন স্থানে স্ত্রী পুরুষের মোলাকাত হওয়া মাত্রই প্রত্যেকেই নিজ নিজ চক্ষু নিম্নের দিকে করিবে। এবং মেয়েদিগের জন্য ইহা হইতে একটু বেশী আদেশ

আরও আছে যে তাহারা যেন নেকাব বা বোর্‌কা পরিধান করে, ও তাহাদের "জিনত"[১] বা বেশ-ভূষা অন্য কাহাকেও (গায়েরে মাহ্‌রামকে) না দেখান।

উপরোক্ত কোর্‌আন শরীফের আয়াত দ্বারা আমরা অনায়াসেই নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি:— (১) মেয়েদিগকে চার দেওয়ালের ভিতর সর্ব্বদা থাকিবার আদেশ কোথায়ও নাই।

(২) মেয়েরা বাহিরে, ময়দানে, মসজিদে ইত্যাদি স্থানে যাইতে পারেন, ইহাতে বাধা নাই। কেননা চক্ষু-নীচের দিকে করার হুকুম কেবল ঘরের বাহির হইলেই হইতে পারে, যখন মেয়েরা "গায়েরে মাহ্‌রাম" পুরুষদের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) পর্দ্দা এমন হওয়া দরকার যাহাদ্বারা দেহের রূপ না দেখা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমানে আমাদের দুই খণ্ড-ওয়ালী বোর্‌কা আল্লাহ্‌তায়ালার এই পবিত্র বাণীর সম্পূর্ণ মোতাবেক।

(৪) যদি শরীরের কোন অংশ অর্থাৎ হাত, পা, চক্ষু চলিবার সময় খুলিয়া যায়, তবেও কোন ভয়ের কারন নাই। কেননা الا ما ظهر منها আয়াত দ্বারা ইহাও জায়েজ আছে বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায়।

হিন্দুস্থানে পর্দ্দা-প্রথা কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, ইহার কোনও ঐতিহাসিক দলীল পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব মোসলমানদের আগমনের সহিত ইহা প্রথমে এদেশে আসিয়াছে। মোসলমান বাদশাহ্‌গণ রাজ-কন্যা ও রাজ-পরিবারকে সাধারণ লোকের সম্মুখে চলাফেরা করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শাহ্‌জাদীগণ সাধারণ মেয়েদেরমত বাহিরে যাইলে তাহাদের ইজ্জ্‌ত অনেক কমিয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়াও বাদশাহ্‌গণ পর্দ্দার বিষয় বেশী কড়াকড়ি করিতেন। তাহাদের দেখাদেখি আমীর ওম্‌রাগণ ও দেশের গন্য মান্য ব্যক্তিগণও পর্দ্দার প্রচলন করেন। ধীরে ধীরে ইহা এখন চার-দেয়ালের মধ্যে আসিয়া পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

গুণ-গরিমা

রসুলুল্লা "হুজ্‌জাতুল বেদা"—শেষ হজ্‌ মৌসুমে একলক্ষ পনর হাজার সাহাবী ও সাহাবিয়াতগণের সম্মুখে বলিয়াছিলেন:—

আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বড় বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, একটি আল্লাহ্‌তায়ালার اَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ

১। "জিনত" শব্দের অর্থ অলঙ্কার বা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রায় মোফাস্‌সেরই অলঙ্কার অর্থ করেন। আমার মতে উভয় অর্থই ব্যবহার করা যাইতে পারে। অলঙ্কারও না দেখান এবং আড়ম্বরপ্রিয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও না দেখান। যাহা দ্বারা কোন প্রকার সৌন্দর্য্যই যেন পরিদৃষ্ট না হয়।

কেতাব (কোর্‌আন শরীফ)...... দ্বিতীয়টি আমারই আহ্‌লে বায়্‌ত—পরিবার.............. الله ...... وَاَهْلَ بَيْتِي ...
(সহী মোস্‌লেম ও মেশ্‌কাত ৪৭৪ পৃঃ) (كتاب الفضائل صحيح مسلم شريف)

রসুলুল্লার ইহা বলিবার এই উদ্দেশ্য ছিল যে আল্লাহ্‌ তায়ালার পবিত্র কালাম (কোর্‌আন শরীফ) যদিও যাবতীয় কর্ম্মের জন্য সহজ ও অদ্বিতীয় আইন, তবুও দুনিয়াতে এইরূপ কতিপয় লোকের প্রয়োজন, যাহারা এই পবিত্র কোর্‌আন শরীফের মর্ম্ম, গূঢ়-তত্ত্ব ও প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, এবং যাহারা নিজ জ্ঞানের ও কর্ম্মের আদর্শ দ্বারা মানব জাতিকে শিক্ষা দিতে পারেন। রসুলুল্লার পর এই প্রকার লোক একমাত্র তাঁহারই পবিত্র 'আহ্‌লে বায়্‌ত' ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নহে। আহ্‌লে বায়্‌তের মধ্যে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকাই অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাশালিনী বিদুষী ছিলেন। এইজন্য কোর্‌আন শরীফ ও হাদীস শরীফের প্রকৃত মোয়াব্‌বের্‌ (ব্যাখ্যাকারী) ও ইস্‌লামী আহ্‌কামের আদর্শ মো'য়াল্লেম (শিক্ষা-গুরু) তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠা আর কেহই হইতে পারেন না। রসুলুল্লাকে জন সাধারণ কেবল বাহিরে দেখিতেন, আর উম্মুল মোমেনীন তাঁহাকে ঘরে ও বাহিরে উভয় অবস্থায়ই দেখিতেন। সুতরাং রসুলুল্লা যিনি ওহী ব্যতীত নিজ ইচ্ছায় কিছুই বলিতেন না, তিনি উম্মুল মোমেনীনের ফাজীলাতের বিষয় বলেন—"যেমন সারীদ অন্যান্য খাদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, তেমনি আয়েশাও অন্যান্য নারিগণ হইতে শ্রেষ্ঠা।"[১]

বিবাহের পূর্ব্বে একবার রসুলুল্লা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তাঁহার পবিত্র অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে একজন হইবেন। ওহী প্রায়ই হজরত অয়েশার বিছানাতেই রসুলুল্লার উপর নাজেল হইত। হজরত জিব্‌রাইল (আঃ) হজরত আয়েশার কুটিরেই সালাম পাঠাইতেন। হজরত আয়েশা এই চর্ম্মচক্ষে জিব্‌রাইল (আঃ) কে দুই বার দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সতীত্বের প্রমাণ আল্লাহ্‌তায়ালা নিজে দিয়াছেন। উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা প্রায়ই বলিতেন, "ইহা আমার অহঙ্কার নহে, বরঞ্চ একটি প্রকৃত ঘটনা যে আল্লাহ্‌তায়ালা নয়টা বিষয়ের জন্য দুনিয়ার সকলের চেয়ে আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন :—(১) প্রথমতঃ আমার বিবাহের পূর্ব্বে আমার সুরত ফেরেশ্‌তাগণ রসুলুল্লার সাম্‌নে রাখিয়াছিলেন। (২) যখন আমার নয় বৎসর বয়স, তখন রসুলুল্লা আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। (৩) ১৩ বৎসর বয়সে রসুলুল্লার বাড়ীতে আসিয়াছি। (৪) আমি ছাড়া রসুলুল্লার অন্য কোন মহিষী 'বাকেরা' (নব বধূ) ছিলেন না। (৫) রসুলুল্লা যখনই আমার বিছানায় থাকিতেন তখন প্রায়ই তাঁহার উপর ওহী নাজেল হইত।

১। বোখারী শরীফ—ফাজায়েলে আয়েশা, এই গ্রন্থের উপসংহারের শেষ দ্রষ্টব্য

(৬) আমি রসুলুল্লার প্রিয়তমা মহিষী ছিলাম। (৭) আমাকে লক্ষ্য করিয়া কোর্‌আন শরীফের আয়াত (সুরায় নূর ও তাইয়াম্মুমের আয়াত) নাজেল হইয়াছে। (৮) আমি এই চর্ম্মচক্ষে হজরত জিব্‌রাইলকে দুইবার দেখিয়াছি। (৯) রসুলুল্লা আমারই বুকে পবিত্র মস্তক রাখিয়া এন্তেকাল করিয়াছেন।

উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা শুধু যে সমসাময়িক নারীদের মধ্যে বড় বিদুষী ছিলেন তাহা নহে, বরঞ্চ কতিপয় সাহাবী ব্যতীত তাঁহার স্থান সকলের চেয়ে উচ্চে ছিল। হাদীস তির্‌মিজীতে হঃ আবু মূসা রওয়ায়েত করিতেছেন যে :—

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلعم حَدِيثٌ قَطُّ - فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا

এমন কোন কঠিনতর বিষয় আমাদের সম্মুক্ষীণ হয় নাই, যাহা আমরা হজরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই। এবং সমস্ত সমাস্যার মীমাংসাই তাঁহার নিকট সমাধান হইত।

তাবেয়ী 'আতা এব্‌নে আবির্‌ রেবাহ্‌, যিনি অনেক সাহাবীদের ছাত্র ছিলেন, বলেন :—

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ

হজরত আয়েশা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ্‌, সবচেয়ে বড় বিদুষী এবং সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে তাঁহার বিচার-সিদ্ধান্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল।[১]

তাবেয়ী ইমাম জাহ্‌রী যিনি বড় বড় সাহাবীদের দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, বলেন :—

كَانَتْ عَائِشَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ يَسْأَلُهَا الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلعم

হজরত আয়েশা সমগ্র সাহাবী হইতেই বেশী বিদুষী ছিলেন, এমনকি বড় বড় সাহাবাগণও তাঁহার নিকট অনেক বিষয় বুঝিতেন ও মীমাংসা করিয়া লইতেন।[২]

তাবেয়ী আবু সাল্‌মা এব্‌নে হজরত আবদুর রাহমান এব্‌নে আওফ বলেন :—

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلعم وَلَا أَفْقَهَ فِي رَأْيٍ إِنْ احْتِيجَ إِلَى رَأْيِهِ وَلَا أَعْلَمَ بِآيَةٍ فِيمَا نَزَلَتْ وَلَا فَرِيضَةٍ مِنْ عَائِشَةَ -

আমি রসুলুল্লার হাদীস সম্বন্ধে ফেকাহ্‌ ও নিজ মত, (যদি দরকার হইত) কোর্‌আন শরীফের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যাখ্যায়, হজরত আয়েশার মত অন্য কাহাকেও পাই নাই।[১]

১। (মোস্‌তাদরকে হাকেম) ২। (এব্‌নে সা'দ)

একদিন আমীর মোয়াবিয়া তাঁহার দরবারের এক আলেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার রাজ্য মধ্যে বড় বিদ্বান ও 'আলেম কে ?' তিনি উত্তরে বলিলেন —"আপনি।" পুনরায় আমীর তাঁহাকে অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার নাম উল্লেখ করিলেন। হজরত ওর্‌ওয়া এব্‌নে জোবায়ের বলেন :—

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِفَرِيضَةٍ وَلَا حَلَالٍ وَلَا بِفِقْهَةٍ وَلَا بِشِعْرٍ وَلَا بِطِبٍّ وَلَا بِحَدِيثِ الْعَرَبِ وَلَا نَسَبٍ مِنْ عَائِشَةَ -

কোর্‌আনও ফরায়েজ, হালালও হারাম, ফেকাহ্‌ ও শা'য়েরী, এবং এল্‌ম্‌ তিব্ব, আরব জাতির ইতিহাস ও তাহাদের বংশাবলীর ইতিহাস ইত্যাদিতে উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশার মত এত বড় বিদুষী অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই।[২]

একদিন জনৈক ব্যক্তি তাবেয়ী মাস্‌রুককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা ফারায়েজ শাস্ত্র জানিতেন কি না উত্তরে তিনি বলিলেন :—

اَیْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَقَدْ رَأَيْتُ مَشِيخَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلعم يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ -

খোদার কসম, আমি বড় বড় সাহাবী-দিগকে ফরায়েজেও মাসায়েল হজরত আয়েশার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিতে দেখিয়াছি।[৩]

হাদীস মুখস্থ, এবং রসুলুল্লার সুন্নতের প্রচার কার্য্য অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীনগণও করিতেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই হজরত আয়েশার মত প্রচার করিতে পারেন নাই। মাহ্‌মুদ এব্‌নে লবীদ বলেন :—

كان ازواج النبي صلعم يحفظن من حديث النبى صلعم كثيراً ولا مثلا لعائشة وام سلمة (رض)
(ابن سعد قسم دوم و جزء دوم صفه ۱۲۶)

পয়গম্বর-মহিষিগণের মধ্যে হাদীস মুখস্থ হজরত আয়েশা ও হজরত উম্মে সাল্‌মা হইতে বেশী কেহই করেন নাই।

ইমাম জাহ্‌রী পুনরায় সাক্ষ্য দিতেছেন :—

لوجمع علم الناس كلهم و علم ازواج النبي صلعم فكانت عائشة اوسعهم علماً
(مستدرک حاکم)

যদি সকল মানবের এবং অন্যান্য উম্মাহাতুল মোমেনীনের বিদ্যাও বুদ্ধি একস্থানে একত্রিত করা হয়, তাহা হইতেও হজরত আয়েশার এল্‌ম, জ্ঞান এবং গবেষণা প্রশস্ততর হইবে।

১। (মোস্‌নদ)
২। (মোস্‌তাদ্‌রেকে হাকেম)।
৩। জারকানী ৩য় জিল্‌দ ২২ পৃঃ।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধে রসুলুল্লার এই নিখুঁত বাণী হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে ?

شریয়তের অর্দ্ধেক বিদ্যাই ঐ রক্তাভ গৌরবর্ণা মহিষীর নিকট হইতে শিখিতে পারিবে। خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ مِنَ الْحُمَيْرَاءِ

উপসংহার।

ইতিহাসের ভাবধারা বা ঘটনাবলী বড়, না ঐতিহাসিক নর নারী বড়, কর্ম্ম বড় না কর্ম্মী বড়—এইরূপ একটি প্রশ্ন ইতিহাস-দর্শনে দেখা যায়। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে একটি চিন্তা ধারা রহিয়াছে, প্রত্যেক ঘটনাই একটি বিশেষভাব হইতে প্রসূত হইয়াছে—এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে। ইহার বিরুদ্ধবাদী আর একটি ধারণা এইযে যে সকল মহামানুষ মানুষের সুখ শান্তির জন্য, তাহার আত্মার প্রশস্তির জন্য, তাঁহাদের জীবন সম্পদ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন কাহিনীর সমন্বয়ের নামই ইতিহাস। তাই প্রশ্ন উঠে কে বড়—মহামানর না তাঁহার কার্য্যাবলী। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই দুই ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন পার্থক্য নাই। ঘটনাবলীর তালিকা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের ব্যাখ্যাকেই যদি ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবে এই ঘটনাবলীর কর্ম্মকর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদের গুরুত্ব কমেনা। ইতিহাসের অর্থ যদি সভ্যতার ইতিহাস হয়, তবে ইহার মশালধারী এই কর্ম্ম-বীরগণ।

এইভাব লইয়া দেখিলে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার ব্যক্তিগত জীবনকে তাঁহার কার্য্যাবলী হইতে পৃথক করা যায় না। এই জীবন কাহিনী যেমন মহিমাময়, যেমন মধুর, যেমন সুন্দর, তেমান তাঁহার কার্য্যাবলী পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া ইস্‌লামের ইতিহাসে, এক অভিনব স্থান অধিকার করিয়া আছে। মরুময় আরবের এই মহীয়সী মহিলা যখন বালিকা, তখনও কি কথায়, কি স্বভাবে, কি খেলায়, কি বুদ্ধিতে সকলকে চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামী গৃহে আসিয়া তিনি পড়িলেন বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হের পবিত্র সংসর্গে। ইস্‌লাম, কি, তাহা তিনি যেরূপ জানিতে পারিয়াছিলেন, আর কাহারও পক্ষে ততদূর জানা সম্ভব হয় নাই। রসুলুল্লার এন্তেকালের পর তাই ইসলামের ব্যাখ্যা করিবার ভার পড়িল উম্মুল মোমেনীনের উপরেই। আজীবন তিনি এই গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন। তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন ইসলামের অন্যতম নারী-প্রতিনিধি। তাঁহার

ওসীলাতে আমরা যে ধর্ম্ম-জ্ঞান পাই, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব, এবং এই বিশেষত্বের জন্যই তিনি ইতিহাসের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতা আছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সার্থকতা।

ধর্ম্মকাজে এমন একনিষ্ঠ সাধিকা, দুঃখীর দুঃখে এমন ব্যথিতা, ধর্ম্মের এমন শিক্ষয়িত্রী বড় দুষ্প্রাপ্য। কখনও তাঁহাকে দেখি দোলায় দুলিয়া কোর্‌আন আবৃত্তি করিতেছেন, কখনও দেখি দৌড়ে পরাজিতা সখীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্নেহময়ী মাতার নিকট হইতে খাবার আদায় করিয়া লইতেছেন। যৌবনের প্রারম্ভে দেখি, বেদুইনদের নির্য্যাতন-পিতা এবং স্বামীর সঙ্গে সমভাগে ভাগ করিয়া সহ্য করিতেছেন। কখনও বা স্বামীর সঙ্গে একটু রসালাপে আছেন, আবার কোন মুহূর্ত্তে যেমন আল্লার প্রেমে, তেমনি স্বামীর অসুখে বা দুঃখীর দুঃখে নিজের জীবন মন সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া এই মহিষী নিভৃতে তাহাদের ব্যথায় কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। কোন সময় হয়ত বা সপত্নীকে সাধারণ নারীর ন্যায় ইঙ্গিতে একটু বিদ্রূপ করিয়া রসুলুল্লার মহব্বতের ষোল আনা আদায় কবিবার অভিনয় করিতেছেন। একটু রস একটু রোষ, এই দুইয়ের সংমিশ্রিত যে জীবন চলিয়া আসিতেছিল, রসুলুল্লার এন্তেকালের পর যখন তার সমাপ্তি ঘটিল কে বলিতে পারে তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি? তারপর দেখি এই মহীয়সী গরীয়সী বিধবা ইস্‌লামের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা পবিত্র "এস্‌লাহ্‌" এর দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পার্থিব যশঃ গৌরব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের বৈচিত্র্যের জন্যই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দাবী করিতে পারেন। ইহার উপর আবার যখন দেখি তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবণতা, মাস্‌আলায় ও ফাত্‌ওয়ায়, এজ্‌তেহাদে ও এর্‌শাদে, কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁহার অপরিশোধনীয় দান—এই মহিমান্বিত মোস্‌লেম-জননীর স্থান কত উচ্চে, তাহা কল্পনা করা সুকঠিন হইয়া পড়ে, স্নেহে ও ভক্তিতে মন স্বতঃই পরিপ্লুত হইয়া উঠে। ইহা শুধু আবেগ-প্রসূত বীর-পূজা নহে, ইহা সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা।

ইতিহাসের মাপ কাঠিতে তাঁহাকে এই ভাবেই বিচার করিব। তাই তাঁহার সঙ্গে আর কোন মহীয়সী মহিলার তুলনা অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব। অপ্রয়োজনীয়—কারণ তাঁহার দানই তাঁহার শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। ইহার জন্য কোন তুলনার প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য অনেক নারী কোনও এক বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহবা বীরাঙ্গণা বেশে, কেহবা কূট রাজনৈতিক হিসাবে, কেহবা নিজের অলৌকিক রূপ ও লাবণ্যের প্রতিভায়, কেহবা শিক্ষায় ও দীক্ষায়

অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া, কেহবা অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যে, কেহবা অসাধারণ আত্মত্যাগে নিজকে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি ও জ্ঞানের এই একনিষ্ঠ সাধিকা ইতিহাসে বিরল। তাঁহার তুলনা শুধু তিনিই।

উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে অন্যান্য মহীয়সী নারীর তুলনা অসম্ভবও বটে। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ মহিলাগণের দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজ তাঁহার দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজ হইতে পৃথক। অবস্থার এই পার্থক্যের জন্যই তুলনা মূলক বিচার বিধেয় নহে। ঐতিহাসিক এক ঘটনা পুনর্ব্বার ঘটে, এই কথাটি যত ঠিক বলিয়া মনে করি, এক্ষেত্রে তত ঠিক নহে। ঘটনাবলী অনেক সময় একরূপ আকার ধারণ করিতে পারে, কিন্তু অবস্থার তারতম্য ও কাল পাত্রভেদে তাহা প্রকৃত পক্ষে অবিকল একরূপ হইতে পারে না। তাই আমরা তাপসী রাবে'য়া বা চাঁদ সুলতানা ও সুলতানা রাজীয়া, বা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলকে উম্মুল মোমেনীনের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি না। আরও যদি ভাবিয়া দেখি, কালভেদ ব্যতিরেকে ইহাদের প্রত্যেকের কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকারের, তখন অনুভব করিতে পারি, এইরূপ তুলনা কত অযৌক্তিক, কত হাস্যোদ্দীপক। এক সময়ের ভাব ধারা দ্বারা অন্য সময়ের ঘটনাবলী বা লোকের বিচার করা অনৈতিহাসিকতা।

তুলনা করিয়াই যদি উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকার মহত্বের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে তাঁহার নিজ ধর্ম্মাবলম্বী, নিজ সমাজের এবং নিজ দেশের মহিমান্বিত মহিলাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ওলামাদের সমবেত অভিমত এই যে ইস্‌লামে উম্মুল মোমেনীন হঃ খাদীজাতুল্ কোব্‌রা, বেন্তুর রাসুল ও খাতুনে জান্নাত হঃ ফাতেমা জাহ্‌রা, ও উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা নারীকুলের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয়া। তাঁহারা সর্ব্ব প্রথম হঃ ফাতেমা জাহ্‌রা, দ্বিতীয় হঃ খাদীজাতুল কোব্‌রা ও তৃতীয় হঃ আয়েশা সিদ্দীকার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তার্‌তীব কোর্‌আন ও হাদীস দ্বারা অনুমোদিত নহে। এই তিন জনেরই পৃথক পৃথক ফাজীলাত হাদীসে বর্ণিত আছে। এই জন্য কতিপয় ওলামা ইহার তারতম্য সম্বন্ধে নরীব। আল্লামা এব্‌নে হাজ্‌ম সকল ওলামাদের মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে এই দাবী করিয়াছেন যে শুধু 'আহ্‌লে বায়্‌তে' এর মধ্যে নহে, সমগ্র নারী-জগতেও নহে বরং সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে রসুলুল্লার পরেই উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা ছিলেন।" এই দাবীর সমর্থনে তিনি অনেক প্রমাণ তাঁহার রচিত "মেলাল ও নেহাল" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

ওস্তাদ এব্নে তায়মীয়া বলেন—"যদি তাঁহাদের ফাজীলাত পরকালের বিষয় সংক্রান্তে হয়, তাহা হইলে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা তাহা ভাল করিয়া জ্ঞাত আছেন। তবে ফজীলাতের ভিন্ন ভিন্ন দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে বংশের ও নসবের গৌরবে হজরত ফাতেমার স্থানই প্রথম। ইস্লাম গ্রহণে, ইস্লামের প্রারম্ভে উহার বিপদ আপদ প্রতিরোধে, এবং রসুলুল্লাকে সাহায্য ও সান্ত্বনা প্রদানে উম্মুল মোমেনীন হঃ খাদীজাতুল কোব্রার স্থান অতি উচ্চে ও সর্ব্বাগ্রে। আবার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, রসুলুল্লার শিক্ষা ও পবিত্র বাণীর প্রচার ও বিকাশের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকাই সকলের শীর্ষস্থানীয়া।

এই সম্পর্কে হঃ মারীয়াম ও হঃ আসীয়ার নাম উল্লেখ করিলে অবান্তর হইবে না। ইস্লামই হঃ মারীয়ামকে গৌরব প্রদান করিয়াছে, বাইবেলে কিন্তু তাঁহার কোনই গুণের বর্ণনা নাই। ফেরাউন মহিষী হঃ আসীয়া সম্মান পাইয়াছেন ইস্লামে, তাওরাত তাঁহার মহিমা প্রকাশে নীরব। তথাপি ইতিহাসের বিচারালয়ে ইঁহাদিগকে আনা অসম্ভব; কারণ তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানিবার কোন উপাদান বা উপায় নাই। কিন্তু উম্মুল মোমেনীন হঃ আয়েশা সিদ্দীকা সম্বন্ধে ইতিহাস হইতে আমরা তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারি, ওহীর নিঁখুত বাণী দ্বারাও তেমনি তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাই। তাই পুণ্যময়ী উম্মুল মোমেনীনের পবিত্র জীবন-কাহিনী গৌরবান্বিত করিতে সেই ওহীর পবিত্র বাণীই বিশ্ব মানবের সম্মুখে আজ আবৃত্তি করিতেছি:—

كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ اٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

(البخاری و المسلم)

পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হইয়াছেন কিন্তু নারী জাতির মধ্যে এম্রান-নন্দিনী মারীয়াম ও ফেরাউন-মহিষী আসীয়া কামেল হইয়াছেন। সারীদ খাদ্য অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, আয়েশাও সেইরূপ ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা।

আমীন্।

তাম্মাত বিল্ খায়ের

অর্থ-সূচী

(GLOSSARY)

—:•:—

আখ্লাক—চরিত্র

আন্সার—যাহারা রসুলুল্লাকে সাহায্য করিয়াছেন। সাধারণতঃ মদীনাবাসীদিগকেই বুঝায়।

এ'তেকাফ—কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়া আল্লার ধ্যানে ও এবাদাতে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা মস্জিদে থাকা।

এল্মূল আন্সাব—বংশ-ইতি-বৃত্তের বিদ্যা।

এস্তেন্জা—মল মূত্র ত্যাগ।

ওলীমা—বিবাহ-ভোজ।

কাফন দাফন—মৃত্যুর পর মৃত্যব্যক্তিকে গোসল দেওয়া

কাবীলা—সম্প্রদায়।

কুনিয়াত—ডাক নাম।

তাজ্হীজ ও তাক্ফীন কাফন দাফন ও জানাজার নামাজ পড়া ইত্যাদি।

তাওহীদ—আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্বের বাণী।

তেলাওযাত—কোর্আন শরীফ আবৃত্তি।

নসব নামা—বংশ-ইতি-বৃত্ত।

বায়'য়াত—নিজকে সম্পূর্ণরূপে কাহারও হাতে সোপর্দ্দ করা। শপথ।

মার্হাবান্ ওয়া আহ্লান ওয়া সাহ্লান শুভাগমন হউক।

মো'আজ্জাল—কিছু সময়ের পরে।

মো'য়াজ্জাল—অনতিবিলম্বে তৎক্ষণাৎ।

মোয়ার্রেখ—ঐতিহাসিক।

মোহাজেরীন—যাহারা হিজ্রত করিয়াছেন।

মে'রাজ—রসুলুল্লার সৌর জগতসমূহে ভ্রমণ ও আল্লাহ তা'য়ালার দীদার সান্নিধ্য লাভকে মে'রাজ বলা হয়।

মেহ্মান-নাওয়াজী—অতিথি-সৎকার।

সার্ওয়ারে কাওনাইন
সারওয়ারে কায়েনাত
রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন
শাফী-উল মোজ্নাবীন
সেরাজুস্ সালেকীন
সাইয়েদুল মোর্সালীন
} রসুলুল্লার উপাধিসমূহ

সাল্বে মারীধ—রোগীকে দো'য়া বা দৃষ্টি দ্বারা রোগমুক্ত করা।

সিদ্দীক—সত্যবাদী।

সিদ্দীকা—সত্যবাদিনী।

হজ্জাতুল বেদা—রসুলুল্লার জীবনের শেষ হজ্।

গ্রন্থ-পঞ্জী

(BIBLIOGRAPHY)

তাফ্‌সীর

—:০:—

যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া তাহাদের তালিকা :—

(১) তাফ্‌সীরে 'আজীজী।
(২) ,, 'আব্‌দু রাব্‌বিহি।
(৩) ,, আহ্‌মাদী।
(৪) ,, এব্‌নে কাসীর।
(৫) ,, কাদেরী।
(৬) ,, কাবীর।
(৭) ,, কাশ্‌শাফ্‌।
(৮) ,, খাজেন।
(৯) তাফ্‌সীরে জারীরুত্‌তাবারী।
(১০) ,, জালালাইন।
(১১) ,, মাওযেহুল্ কোর্‌আন।
*(১২) ,, মো'য়ালেমুত্‌ তান্‌জীল।
(১৩) ,, বায়যাবী।
(১৪) ,, সুবায়েনর।
(১৫) ,, হাক্কানী।
(১৬) ,, হোসাইনী।

হাদীস ও ফেকাহ্‌

—:০:—

(১) ইমাম গাজ্জালী—এহ্‌ইয়াউল উলুম।
(২) ইমাম বোখারী—সহী বোখারী।
(৩) উমদাতুল কারী।
(৪) এব্‌নে কেয়াম—আলামু মোকেয়ীন।
(৫) এব্‌নে হাজার—ইসাবা।
(৬) ,, ,, —তাহ্‌জীবুত তাহ্‌জীব।
(৭) কাস্‌তাল্লানী।
(৮) তাহাবী শরীফ।
(৯) তিব্‌রানী।
(১০) দারুল কোত্‌নী।
(১১) নূবী শারহে মোস্‌লেম।
(১২) নেহায়া।
(১৩) ফাত্‌হুল বারী।
(১৪) ফাত্‌হুল মোগীস শারহু আল্‌ফিয়াতুল হাদীস।
(১৫) মেশ্‌কাতুল মাসাবীহ।
(১৬) মাওয়াহেবুল্ লাদুন্নীয়া।
(১৭) মো'জামে তিব্‌রাণী
(১৯) মোসতাদ্‌রিকে হাকেম
(২০) মোস্‌নদে আয়েশা
(২১) মোস্‌নদে এব্‌নে হামবল (১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ খণ্ড)
(২২) মোসান্নেফ আবদুর রাজ্জাক
(২৩) মোয়াত্তায়ে ইমাম মালেক
(২৪) শাহ্‌ ওলীউল্লা—এজালাতুল খেফা
(২৫) সাম্‌হুদী—খোলাসাতুল ওফা ফী আখ্‌বারে দারুল মোস্‌তাফা
(২৬) সাহী দারেমী শরীফ
(২৭) সাহী মোস্‌লেম
(২৮) হাদীসে তির্‌মিজী শরীফ

আরবী ইতিহাস

(১) আবুল ফেদা
(২) আস্মাউর রেজাল
(৩) আবদুর রাব্ব — এস্তিয়ার
(৪) এব্নে আবদু রাব্বিহি—একদুল ফরীদ
(৫) এব্নে আসীর—উস্দুল গাবা
(৬) ” ” —কামেল
(৭) এব্নে সা'দ —তাবাকাতুন্নেসা
(৮) এব্নে হেশাম—তা'রীখ
(৯) ওয়াকেদী
(১০) কেতাবুল আন্সাব
(১১) জারকাণী
(১২) তারবিয়াতুল্ আত্ফাল
(১৩) তা'রীখুল ইস্লাম
(১৪) তাবারী
(১৫) বালাজুরী—আম্রুল খাত্
(১৬) মাস্রুক—তাজ্কেরায়ে জাহাবী
(১৭) মেলাল ও নেহাল
(১৮) সাফ্রে তাকভীন কেস্সায়ে হাওয়া
(১৯) সিউতী—তা'রীখুল খোলাফা

আরবী সাহিত্য

(১) আহ্মদ এব্নে আবীতাহের—বালাগাতুন্-নেসা
(২) কেতাবুল আগানী
(৩) দীওয়ানে আ'শা
(৪) ,, খান্সা
(৫) ,, নাবেগা
(৬) ,, হাস্সান
(৭) সাব্'য়ায়ে মো'য়াল্লিকাত

উর্দ্দু গ্রন্থ সমূহ

—•—

(১) মাওলানা মোহাম্মদ আলী ......খেলাফাতে রাশেদা
(২) ,, ,, ,, ...সীরাতে খায়রুল্-বাশার
(৩) ,, শিব্লী নো'মাণী ... সীরাতুন্ নাবী
(৪) ,, শাহ্ সাইয়েদ সোলায়্মান আশ্রাফ— আল-হজ্
(৫) ,, সাইয়েদ সোলায়্মান নাদ্বী —সীরাতে হজরত আয়েশা
(৬) ,, সাইয়েদ বিল্গ্রামী—তামাদ্দুনে আরাব

ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ

(১) খাজা কামালুদ্দীন—আইডিয়েল প্রফেট
(২) খোদা বক্শ—ইস্লামিক সিভিলিজেশন
(৩) গীবন - হলিরুমান এম্পায়ার
(৪) পৃঙ্গল কেনেডি—এরবিয়ান সোসাইটী
(৫) ফন্ ক্রেমার—কালসার জিচ্ট দেস্ ওরিয়েণ্টস্
(৬) মাওলানা মোহাম্মদ আলী—দি হলী কোর্আন
(৭) ,, ,, —মোহাম্মদ দি প্রফেট
(৮) মার্গোলিয়ুথ—মেহোমেট

(৯) মার্মেডিক মোহাম্মদ পিক্থল—দি মিনিং অফ দি গ্লোরিয়াস্ কোর্আন
(১০) রড্ওয়েল—কোর্আন
(১১) লেইন পুল—ইস্লাম
(১২) সাইয়েদ আমীর আলী—হিষ্টোরী অফ্ দি সেরাসেনস্
(১৩) সেইল—কোর্আন্

শুদ্ধি-পত্র

পৃঃ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১	মোস্নদ	মস্নদ
২	উম্মাহাতুল মোমেনীন	উম্মুহাতুল মোমেনীন
	شَطْرَ	شَطَرَ
	وَازْوَاجُهُ امهتهم	رَازْوَاجُهُ امهتهم
৬	মোদারাতুন্-নেসা	মাদারাতুন-নেসা
	اَلَاكُلُّ شَيْئٍ	اَلَاكُلَ شَيْئٍ
	مَرحَا لَنَا	مُرحَا لَنَا
৮	ওশ্রাতুন্-নেসা	আশারাতুন্-নেসা
১৩	মাজ্হাবী	মোজহাবী
	وَانْ كُرَنَ	وَانْ كُرَنَ
৪৫	বারীরা	বোরায়রা
৫৪	১১৩ মিনিট	২৩ মিনিট
৭৪	হার	হায়
৭৬	মস্জিদে	মস্জীদে
১৪৪	কাওল	কাত্তল
১৪৪	তাক্বীর	তাক্রীর
১৬৯, ১৭১, ১৭৩	কেয়াস	ফেকাহ্
১৯৩	ولا احسن	ولا احشن
২২৫	প্রতিবন্দীর	প্রতিদ্বন্দ্বির